তলস্তয়

রেজারেকশান

ভাষান্তর: অমিয় রায়চৌধুরী

পরিবেশক/কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭০০০৭৩

RESURRECTION
by Lev Tolstoi
Translated by
Amiya Roychowdhury

প্রচ্ছদ : মদন সরকার

পত্রপুট

প্রকাশিকা / সান্ত্বনা দে, পত্রপুট, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর / শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী পান, জগদ্ধাত্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৭/১/২, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০০৪

ত্রিশ টাকা

স্বদেশরঞ্জন ও দীপা দত্ত-কে

"রেজারেকশান" প্রসঙ্গে

[লেভ নিকোলায়েভিচ তলস্তয়। জন্ম: ১৮২৮, ৯ই সেপ্টেম্বর। মৃত্যু: ১৯
২০শে নভেম্বর।]

"রেজারেকশান" তলস্তয়ের তৃতীয় আত্মজৈবনিক উপন্যাস এবং তৃতীয় বৃহ
ও মহত্তম উপন্যাস। "কসাক" উপন্যাসের অলেনিন, "আনা কারেনিনা"র লে
ও "রেজারেকশানে"র নেখলুডভ চরিত্রের মাধ্যমে তলস্তয় তাঁর জীবনাদর্শকে লিপি
করেছেন, নিজের আত্মাকে উন্মোচন করে দেখিয়েছেন।

রেজারেকশানের পটভূমি

তলস্তয়ের শোনা একটি সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত। জ
ধনী ব্যক্তি আদালতে জুরী হয়ে এসেছিলেন। অভিযুক্ত একটি মেয়েকে দেখে তি
চিনতে পারেন। তখন তাঁর মনে পড়ে যায় মেয়েটিকে একসময় তিনি প্রলুব্ধ ক
ভ্রষ্টপথে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার ফলেই সে আজ বারবনিতা। নিজের অপকীর্তি
জন্যে তাঁর মনে তীব্র অনুশোচনা হয়। পাপস্খলনের জন্যে মেয়েটিকে বিয়ে ক
সমাজে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বিয়ে ক
অবশ্য সম্ভব হয়নি কারণ মেয়েটি মুক্তি পাবার পরই মারা যায়।

তলস্তয়ের হাতে পড়ে এই কাহিনীটি মহাকাব্যের রূপ নেয়, বিশাল আক
ধারণ করে। সমকালীন রুশ জীবনের অসংখ্য অনুপুঙ্খ চিত্র ভিড় জমায়। ম
সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, রাশিয়ার গ্রামাঞ্চল, আদালত, জেলখানা ও সাইবেরিয়ার পটভূমি
গড়ে উঠেছে এই বৃহদায়তন উপন্যাস।

দশ বছর ধরে তলস্তয় তিলে তিলে এই উপন্যাসটি গড়ে তুলেছেন। পা
বাস্তবতায় এতটুকু খুঁত থেকে যায় তাই বৃদ্ধ তলস্তয় দিনের পর দিন আদালত ক
দাঁড়িয়ে জুরীর বিচার দেখেছেন, জেলখানায় জেলখানায় ঘুরে কয়েদীদের অবস্থা
জেলের ব্যবস্থা দেখেছেন। নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের সঙ্গে সুদূর সাইবেরি
পর্যন্ত গিয়েছেন।

খৃষ্টধর্মের একটি মূলতত্ত্ব এই রেজারেকশান: যীশু খৃষ্টের কবর থেকে পুনরুত্থান
তলস্তয় এই তত্ত্বটিকে ভিন্ন তাৎপর্যে ব্যবহার করেছেন। একটি নারী ও এক
পুরুষের পুনরুত্থান এখানে দেখানো হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকার পতনে
জন্যে সে নিজে দায়ী নয়। তার পতনের জন্যে যে দায়ী সে এই উপন্যাসের নায়

খলুডভ। নায়িকাকে কলঙ্কিত অবস্থায় এনে সে তাকে পরিত্যাগ করে এবং পূর্ণ বিস্মৃত হয়। দশ বছর পরে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আসামীর কাঠগড়ায় ড়ানো সেই মেয়েটিকে অর্থাৎ কাতুশা মাসলোভাকে সে দেখতে পায়। তখন তার রিচয়, সে বেশ্যা। খুনের অভিযোগে অভিযুক্তা সে। নেখলুডভ এসেছেন এই মলার অন্যতম জুরী হিসেবে। সাইবেরিয়ায় মেয়েটির সাজা হয়েছে বটে কিন্তু কৃতপক্ষে এই শাস্তি তার কাছে শাপে বর হয়েছে। বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এসে সে ক্তর স্বাদ পায়। উন্নত চরিত্রের নরনারীর সংস্পর্শে এসে একটি নতুন জীবন ও গতের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তার। বিশেষ করে সত্যবাদী অহিংসক জিতেন্দ্রিয় প্লবী সাইমনসনের প্রেম নতুন স্বর্গের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে তার কাছে। এই-বেই কাতুশার রেজারেকশান বা পুনরুত্থান। যীশু খৃষ্টের শিষ্যা মেরী গদালিনের মত্যোই আর একটি গণিকার পতনের পর পুনরুত্থানের ঘটনা।

অন্যদিকে রোজারেকশান হচ্ছে উপন্যাসের নায়ক নেখলুডভেরও পুনরুত্থান। তিহীন জীবনে সুখ ও বিলাসিতায় ডুবে ছিলেন তিনি। অভিজাত শ্রেণীর, বিধাভোগী শ্রেণীর অন্যান্যদের মতই ছিল তাঁর জীবন। এইসব জমিদার বণিক চ্চপদাধিকারী সরকারী কর্মচারী—এদের ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার বোঝা জগদ্দল থেরের মতো নিষ্পিষ্ট করছিল কৃষক মজুর এবং ব্যাপক অর্থে সমাজের সব মেহনতী ানুষদের। কাতুশার সাজা হবার পরেই নেখলুডভ মোহমুক্ত বিবেককে ফিরে পান। র্মে মর্মে তিনি উপলব্ধি করতে থাকেন তাঁর ও তাঁর শ্রেণীর জীবনযাপনের ধারা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই জীবনকে শুদ্ধ করতে হবে। নিজের জীবনযাপনের ারা শোধরাবার দৃঢ় সংকল্প নিলেন তিনি। এই যে পরিবর্তন—কাজে কথায় ও ন্তায় তা-ই নেখলুডভের পুনরুত্থান বা রেজারেকশান।

তলস্তয়ের বিশ্বাস ছিল যীশু খৃষ্টের বাণী সুবিধাভোগী, পরশ্রম-ভোগীদের মানসিক রিবর্তন ঘটাবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়, হয়ও নি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো জির নেই। প্রবলতর শক্তির কাছে পরাজিত হলেই এরা আত্মসমর্পণ করে। বশ্যাবৃত্তির মতো হাজার হাজার বছরের পুরনো ইভিল বিপ্লব ছাড়া আর কোনো উপায়ে দূর করা যেতো না। রাশিয়াতে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। তলস্তয় ম্পর্কে লেনিনের মোহমুক্ত মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

"Tolstoi's doctrine is certainly utopian and in content is eactionary in the most precise and most profound sense of the vord. But that certainly does not mean that the doctrine was not ocialistic or that it did not contain critical elements capable of providing valuable material for the enlightenment of the advance lasses."

অভিজাত শ্রেণীর শোষণ ও অবিচারের হাত থেকে চাষী ও সাধারণ মানুষে মুক্তির কোনো পথ তিনি দেখাতে পারেননি ঠিকই কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর নির্মম নিখুঁত স্বরূপ উদ্ঘাটন ও নিঃস্ব নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁ রচনাকে কালোত্তীর্ণ করেছে।

১৮৮৯ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত এই উপন্যাসের রচনাকাল। সেন্সর কর্তৃক ছাঁটকা করা অবস্থায় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে "নিভা" (শস্যভূমি) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পূ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ইংলণ্ড থেকে। এই সময়ে তাঁর মানসলোকে এক প্রচ আলোড়ন চলছে। অভিজাত সমাজের অনেকের মতই তাঁর জীবন কেটেছে উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে। মদ্যপান জুয়া ও নারীসম্ভোগ ছিল অবসর যাপনের মাধ্যম কিন্তু গোড়া থেকেই তাঁর মধ্যে আর একটি মানুষ ছিল যে সত্যবাদী নীতিবাদী গভীর মনেবপ্রেম, তীক্ষ্ণতম অন্তর্দৃষ্টি ও আশ্চর্য স্পর্শকাতর বিবেকের অধিকার ছিলেন তিনি। এর ফলেই পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তনের বিপ্ল ঘটে যায়। "আমার মধ্যে যা ঘটে গেল তার ফলে আমার সমাজ, ধনী ও পণ্ডিতের সমাজ—আমার কাছে শুধু বিতৃষ্ণাকর নয় অর্থহীন হয়ে উঠলো।"

তলস্তয় উঠে-পড়ে লেগে গেলেন জীবনযাত্রার ধারা পাল্টাতে ও শোধরাতে চাষীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেন। জীবনের অর্থের জন্যে তিনি আদি খৃষ্টমার্গে বিশ্বাসী হলেন। কিন্তু প্রচলিত খৃষ্টধর্ম এবং তার প্রচারের বাহক চার্চের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন যীশুর বাণীর বিকৃতি। চার্চের বিরুদ্ধে শুরু হলো তাঁর সংগ্রাম। অন্যদিকে রাষ্ট্রের হিংসা ও শোষণের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালাতে লাগলেন। লেখনীকে তরবারির মতো ব্যবহার করতে লাগলেন দুই মহাশক্তির বিরুদ্ধে। একক ভাবে তিনি লড়াই করে গিয়েছেন (অবশ্যই লেখনীর মাধ্যমে) যুদ্ধের বিরুদ্ধে, হিংসার বিরুদ্ধে ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে অভিজাত সমাজের বিরুদ্ধে ও চার্চের বিরুদ্ধে। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এহেন সংগ্রামের তুলনা বিরল। শোষণ ও পরাশ্রয়িতাকে ভিত্তি করে যে শাসন ও সমাজব্যবস্থা; শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি ও ধার্মিকতা তার ওপর এত বড় আঘাত হানার সাহস ও সামর্থ্য তাঁর আগে আর কারো হয়নি। সমাজবাস্তবতার এমন নিখুঁত ও নির্মম মহাকাব্যও ইতিপূর্বে আর রচিত হয়নি। নিজের সমাজ ও শ্রেণীকে এতখানি মোহমুক্ত নির্মমতা নিয়ে বিচার করার ক্ষমতা ও মানসিকতা বিশ্বসাহিত্যের নিরিখেও বিরল ঘটনা। বস্তুত "রাশিয়ার উচ্চতর শ্রেণীর যে চিত্র তলস্তয় এঁকেছেন তা যেন বিসুবিয়াস আগ্নেয়-গিরির উপরে অবস্থিত দুর্নীতি জর্জরিত পম্পিয়াই নগরী।" (অন্নদাশঙ্কর রায়)

—অমিয় রায়চৌধুরী

তবু বসন্ত এল। মানুষের তরফে পরিবেশকে কদর্য করে তোলার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও। যে জমির ওপর তাদের বাস সেখানে পাথর ফেলে, সবুজ তৃণদলকে দলিত-মথিত করে, গাছের ডালপালা কেটে, পাখিদের তাড়িয়ে, তেল কালি ধোঁয়ায় পরিবেশকে আবিল করে তোলা সত্ত্বেও বসন্তের আবির্ভাবকে রুদ্ধ করা যায়নি। এমনকি এই শহরেও।

উজ্জ্বল রোদের ঝিকিমিকি খেলা, বাতাসে মিষ্টি গন্ধ। পাথরের ফাঁকফোকর, নুড়ি বেছানো পথের ধারে যেখানেই এতটুকুও অবকাশ পেয়েছে সবুজ ঘাসেরা সমারোহে আত্মপ্রকাশ করেছে। বার্চ, পপ্‌লার ও বার্ডচেরী গাছের মুকুল ফুটতে শুরু করেছে। নববসন্তের সমাগমে পাখিদের উল্লাসের অন্ত নেই, নীড় সাজাতে ব্যস্ত সবাই। পতঙ্গেরা উড়ছে, ছিটকে নিচে পড়ছে। সবাই আজ খুশি।

তৃণরাজি, পাখি, কীটপতঙ্গ এবং শিশুরা কী এক আনন্দের ছোঁয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে! ব্যতিক্রম শুধু মানুষ, বয়স্ক পরিণত মানুষ। বঞ্চনা, ষড়যন্ত্র, শোষণের চিন্তায় তাদের চিত্ত এখনো অস্থির। বসন্তের এই সুন্দর সকালেও যখন বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের অকৃপণ আশীর্বাদে শান্তি প্রেম ও সুষমায় ভরে উঠেছিল তখনো এইসব মানুষ কিভাবে একে অন্যের ওপর টেক্কা দেবে তারই জন্যে নিজেদের সযত্নে তৈরি অস্ত্রগুলি সুতীক্ষ্ণ করে তুলতে ব্যস্ত। তাই গুবারনিয়া জেলখানায় বসন্তের আমন্ত্রণ লিপির পরিবর্তে আগের দিন এসেছিল সরকারী সীলমোহরযুক্ত একখানি আদেশ-পত্র। আদেশ-পত্রের বয়ান ছিল এই রকম: ২৮শে এপ্রিল সকাল নটায় তিনজন কয়েদীকে (এদের মধ্যে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক) আদালতে হাজির করতে হবে। সুতরাং আজ ২৮শে এপ্রিল সকাল আটটা নাগাদ প্রধান ওয়ার্ডার জেলখানার যে অংশে নারী কয়েদীরা থাকে তার অন্ধকার বারান্দায় প্রবেশ করল। তার সঙ্গে রয়েছে একজন মহিলা ওয়ার্ডার, তার কুঞ্চিত ধূসর কেশ, মুখে ক্লান্তির ছাপ।

ওয়ার্ডার তালায় খটখট শব্দ করে সেলের দরজা খুলতেই এক ঝলক ভ্যাপসা দুর্গন্ধ ভেসে এল। 'মাসলোভাকে আদালতে হাজির হতে হবে'—হাঁক দিয়েই তাড়াতাড়ি সে সেলের দরজা ভেজিয়ে দিল। কারাপ্রাঙ্গণে যদিও শস্যপ্রান্তর থেকে ভেসে আসা সতেজ স্নিগ্ধ বাতাস বইছিল, কিন্তু সেলের বারান্দার রোগবীজাণুপূর্ণ দুর্গন্ধ ভারী অবহাওয়ার স্পর্শে এসে দেখতে দেখতে তা কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। এই পরিবেশ যে কোন মানুষকেই বিমর্ষ, অসুস্থ করে তোলে; এমনকি যে মহিলা ওয়ার্ডারটি এইমাত্র মুক্ত আবহাওয়া থেকে এল, যার কাছে এই পরিবেশ মোটেই অপরিচিত নয়, তাকেও নিদারুণ ক্লান্তি ও ঝিমুনিতে পেয়ে বসল।

ওয়ার্ডার আর একবার হাঁক দেয়: 'তাড়াতাড়ি কর।' কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাঝারি গড়নের একটি সুন্দরী তরুণী সেল থেকে বেরিয়ে এসে ওয়ার্ডারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটির পরনে সাদা স্কার্ট ও জ্যাকেটের ওপর ধূসর রঙের গাউন, পায়ে

লিনেনের মোজা ও কয়েদীদের জুতো। মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা, তার ফাঁক দিয়ে কিছু কালো চুল স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির মুখখানি অস্বাভাবিক রকম সাদা দেখাচ্ছে, দীর্ঘকাল কারান্তরে থাকলে এমনটিই হয়। পাণ্ডুর সেই মুখে উজ্জ্বল কালো ছটি চোখ কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। যৌবনপুষ্ট বক্ষ প্রসারিত করে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সে ওয়ার্ডারের চোখের দিকে তাকায়। যে কোন আদেশ পালনের জন্য সে প্রস্তুত এই ভাবটিই সে ফুটিয়ে তোলে তার দৃষ্টিতে।

ওয়ার্ডার যখন সেলের দরজায় তালা লাগাবার চেষ্টা করছে তখন রুক্ষমূর্তি এক বুড়ি তার ধূসর মাথাটি বের করে মাসলোভার সঙ্গে কিছু কথা বলার চেষ্টা করল। ওয়ার্ডার বুড়িকে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের উচ্চহাসি ভেসে আসে। দরজার কপাটে যে সামান্য ফাঁকটুকু ছিল মাসলোভা সেদিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। সেই বুড়ি তখন দরজার ফাঁকে মাথাটি চেপে ধরে রুক্ষ গলায় চিৎকার করে বলছে, ওরা যতই জেরা করুক তুমি একই কথা বলে যাবে, প্রয়োজন নেই এমন কোন কথা বলবে না।

মাসলোভা বলল, যেমন আছি তার চাইতে খারাপ তো কিছু হবে না, আমি শুধু চাই এদিক ওদিক যা হোক একটা মীমাংসা হয়ে যাক।

ওয়ার্ডার বলে উঠল, মীমাংসা একদিকেই হবে, যাই হোক, এখন চল।

সেই ফাঁক থেকে বৃদ্ধার চোখ ছটি অদৃশ্য হয়ে গেল। মাসলোভা বারান্দার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। আগে আগে চলল ওয়ার্ডার, পিছনে মাসলোভা। সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নামতেই আরো দুর্গন্ধে ভরা পুরুষ কয়েদীদের সেল। প্রচণ্ড কোলাহল সেখানে। কপাটের ছিদ্র থেকে জোড়া জোড়া চোখের দৃষ্টি মাসলোভাকে অনুসরণ করছিল। এইভাবেই ওয়ার্ডারকে অনুসরণ করে মাসলোভা জেলের অফিসে এসে পৌছল। সেখানে দুজন সৈনিক তাকে আদালতে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। এক কেরানীবাবু তামাকের গন্ধমাখা একখানা কাগজ একজন সৈনিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, একে নিয়ে যাও।

সৈনিকটি কাগজখানা জামার পকেটে রেখে একবার সঙ্গীর দিকে একবার বন্দিনীর দিকে দৃষ্টি-বিনিময় করে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হল। এরা তিনজন তখন কারাপ্রাঙ্গণ পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাজপথে এসে পড়ল।

রাজপথে নানান শ্রেণীর মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে গিয়ে পড়ল মাসলোভা। গাড়োয়ান, ব্যবসায়ী, পাচক, সরকারী কর্মচারী সবাই এই সুন্দরী বন্দিনীর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। কেউ কেউ ভাবছিল, হ্যাঁ, খারাপ কাজের এই-ই পরিণাম। ছেলের দল ডাকাত ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে তাকে দেখছিল। তবে সঙ্গে দুজন সৈনিক থাকায় ভয়ঙ্কর কিছু করতে পারবে না এই ভেবে তাদের ভয় কিছুটা কাটল। একজন কৃষক কাঠকয়লা বিক্রী করে বাড়ি ফিরছিল। সে কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে একটি কোপেক বন্দিনীর হাতে গুঁজে দিল। লজ্জায় বন্দিনীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, বিড়বিড় করে সে যেন কি বলল।

'রাজপথের সকলের দৃষ্টি তারই দিকে অনুভব করে মাসলোভা মাথা নিচু করে

আড়চোখে সবাইকে দেখে নিচ্ছিল। এত লোকের আকর্ষণের বিন্দু সে এই অনুভূতিটা তাকে বেশ খুশি করে তুলল। তা ছাড়া বাইরের নির্মল বাতাসও তাকে কিছুটা তৃপ্তি দিচ্ছিল। তবে দীর্ঘকাল হাঁটার অভ্যাস না থাকায় তার হাঁটতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। এই এবড়োখেবড়ো পাথরের রাস্তায় জেলখানার জুতো পরে হাঁটা নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক। যথাসম্ভব হাল্কা পদক্ষেপে সে চলার চেষ্টা করল।

পথ চলতে চলতে তারা যখন এক শস্য-ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে এসে পড়ল তখন সেখানে এক ঝাঁক পায়রা শস্যদানা ঘিরে নির্ভয়ে চরে বেড়াচ্ছিল। একটি. ধূসর নীল রঙের পায়রার গায়ে আনমনা থাকায় মাসলোভার পা স্পর্শ করে। পায়রাটি ঝট্‌পট্‌ করতে করতে তার কানের পাশ দিয়ে উড়ে যেতেই মাসলোভা খুশিতে হেসে ফেলল। পরক্ষণেই নিজের বর্তমান অবস্থা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বন্দিনী মাসলোভার জীবনকাহিনী অতি সাধারণ।

মাসলোভার মা ছিল এক গ্রামবাসিনীর অবিবাহিতা কন্যা। একটি ডেয়ারী ফার্মে সে কাজ করত। চিরকুমারী দুই বোন ছিল এই ডেয়ারী ফার্মের অধিকারিণী। কুমারী হলেও মাসলোভার মা প্রতি বছরেই একটি সন্তান প্রসব করত। যেমনটি হয়ে থাকে, এই অবাঞ্ছিত সন্তানেরা মায়ের যত্ন না পেয়ে, অভুক্ত থেকে মারা যেত। পাঁচটি সন্তান এইভাবেই মারা যায়। ষষ্ঠ কন্যা-সন্তানটির (এক ভবঘুরে বেদে এর পিতা) ক্ষেত্রেও হয়ত একই পরিণতি ঘটত যদি না আকস্মিক ভাবে অন্যতমা কুমারী মালিকের পদার্পণ ঘটত ডেয়ারীতে।

তিনি এসেছিলেন ডেয়ারীর পরিচারিকাদের তিরস্কার করতে, কারণ যে মাখন তাঁদের পাঠানো হয়েছিল তা ছিল দুর্গন্ধযুক্ত। মাসলোভার মা তখন গোয়ালঘরে সদ্যোজাত সুস্থ সন্তানটিকে নিয়ে শুয়ে ছিল। মালিক এতেও বিরক্ত হয়ে পরিচারিকাদের তিরস্কার করছিলেন, কিন্তু হঠাৎই সদ্যোজাত সন্তানটিকে দেখে তাঁর হৃদয় গলে যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটির ধর্মমাতা হবার বাসনা প্রকাশ করেন। ধর্মকন্যার প্রতি অনুকম্পাবশতঃ তিনি মাসলোভার মাকে কিছু টাকা দিলেন যাতে শিশুটি বাঁচে।

শিশুটির বয়স যখন তিন বছর তখন তার মা অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং একদিন মারা গেল। শিশুটির ভার নিতে হল তখন মাতামহীকে, কিন্তু তার কাছে শিশুটি নেহাৎই ভারস্বরূপ। ডেয়ারীর দুই অধিকারিণী চিরকুমারী দুই বোন তখন মাতামহীর কাছ থেকে শিশুটিকে নিজেদের কাছে নিয়ে এলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট মেয়েটি এতই সুন্দর ও চঞ্চল হয়ে উঠল যে মহিলাদ্বয়ের কাছে রীতিমত আনন্দের সামগ্রী হয়ে উঠল সে।

প্রথম দর্শনেই শিশুটির ধর্মমাতা হবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন যিনি তিনি দুই বোনের মধ্যে ছোট। মনটি তাঁর খুবই কোমল ও স্নেহপ্রবণ। নাম তাঁর সোফিয়া ইভানোভনা। বড় বোন মারিয়া ইভানোভনার মন কিন্তু তুলনায় বেশ কঠিন।

ছোট বোন সোফিয়া মেয়েটিকে ভাল ভাল জামাকাপড় পরিয়ে সুন্দর করে সাজাতেন, লেখাপড়া শেখাতেন। মেয়েটিকে তিনি অভিজাত সমাজের বিদুষী নারী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। অন্যদিকে বড় বোন মারিয়ার বাসনা মেয়েটিকে সুদক্ষা দাসী করে গড়ে তোলা। তিনি কাজ শেখাতেন, বকাবকি করতেন, মেজাজ খারাপ থাকলে মারধোরও করতেন। এইভাবে বিপরীতধর্মী দুই অভিভাবিকার প্রভাবে একসময় মেয়েটি অর্ধেক দাসী অর্ধেক অভিজাত তরুণী হয়ে উঠল। মেয়েটিকে ওঁরা ডাকতেন কাতুশা বলে। নামকরণের এই ধ্বনি কিছুটা সৌখীন, কিছুটা সাধারণ। অর্থাৎ কাতেস্কা বললে যেমন মধুর শোনাত তার তুলনায় কিছুটা সাধারণ, আবার কাত্‌কা-র মত রুক্ষও নয়। তার কাজ ছিল সেলাই করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, খড়িমাটি দিয়ে ধাতব পবিত্র মূর্তিগুলি পালিশ করা, এছাড়া পড়াশোনা করা এবং অভিভাবিকাদের বই পড়ে শোনান।

বেশ কয়েকবার তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। যারা তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে তারা সবাই শ্রমিক। কাতুশার মনে হয়েছে এদের বিয়ে করলে তার জীবন সুখের হবে না। ফলে কোন প্রস্তাবেই সে সাড়া দেয়নি। এইভাবেই তার ষোলটি বছর কেটে গেল।

এই সময়েই একদিন মারিয়া ও সোফিয়া ইভানোভনার এক বোনের ছেলে তাদের কাছে ছুটি কাটাতে এল। ছেলেটি সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কাতুশা তাকে ভালবেসে ফেলল, যদিও নিজের কাছেই এই পরম সত্যটি স্বীকার করতে সে ভয় পেল।

এই ঘটনার দু বছর পর সেই যুবকটি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে যাবার পথে চারদিনের জন্যে মাসীদের কাছে থাকতে এল। চলে যাবার আগের দিনে রাতে সে কাতুশাকে প্রলোভনের পথে টেনে নিয়ে যায় এবং তার জীবনে কলঙ্কের ছাপ রেখে যায়। যাবার আগে একশোটি রুবল গুঁজে দিয়ে সে বিদায় নেয়। এই ঘটনার পাঁচ মাস পরে কাতুশা নিঃসন্দেহ হয় যে সে সন্তানবতী হতে চলেছে।

এই ভয়ংকর উপলব্ধির পর থেকে কাতুশার কাছে তার জীবন নিদারুণ বিস্বাদ হয়ে উঠল। তার সর্বক্ষণের চিন্তা হল কিভাবে অপেক্ষমান লজ্জা ও কলঙ্কের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অভিভাবিকাদের সেবাযত্নে নিজেকে সঁপে দেবার মানসিকতা সে হারিয়ে ফেলল। অনিচ্ছা অবহেলায় কাজ করতে করতে একদিন সে তাঁদের প্রতি নিজের অজান্তেই দুর্ব্যবহার করে ফেলল। চেতনা ফিরতে অনুতপ্ত হয়ে সে নিজেই তাঁদের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করল। মহিলাদ্বয়ও যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন, তাই তাঁরা পত্রপাঠ তাকে বিদায় দিলেন।

আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে প্রথমে সে পরিচারিকার কাজ পেল এক পুলিস অফিসারের বাড়িতে, কিন্তু তিন মাসের বেশি সেখানে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হল না। পুলিস অফিসারটির বয়স পঞ্চাশ হলেও প্রথম থেকেই তাকে বিরক্ত করতে শুরু করেছিল। একদিন সেই বৃদ্ধ অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠলে কাতুশা তাকে 'বোকা 'বুড়ো শয়তান' বলে গালি দিয়ে এত জোরে ধাক্কা দেয় যে বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গেই

পপাত ধরণীতলে। বলা বাহুল্য এই বেয়াদবির জন্যে তাকে সঙ্গে সঙ্গেই বিতাড়িত করা হয়। এর পর নতুন করে চাকরি খোঁজা নিরর্থক, কারণ প্রসবের সময় আসন্ন হয়ে এসেছে। অগত্যা সে এমন একজন মহিলার গৃহে আশ্রয় নিল যে এক ধারে গ্রাম্য ধাত্রী, অন্যদিকে গুপ্ত মদ্য-ব্যবসায়িনী।

কাতুশা নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করল বটে, কিন্তু নিজে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হল। ধাত্রী জনৈকা জ্বরাক্রান্ত রোগিণীকে চিকিৎসান্তে ফেরার পর রোগের বীজাণু কাতুশার দেহে সংক্রামিত হয়। ফলে পরিত্যক্ত শিশুদের হাসপাতালে শিশুটিকে পাঠানো হয়। যে বৃদ্ধা শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল তার বিবৃতি অনুযায়ী শিশুটি সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়।

কাতুশা যখন ধাত্রীর গৃহে আশ্রয় নেয় তখন তার কাছে ছিল একশো সাতাশ রুব্‌ল। সাতাশটি রুব্‌ল তার উপার্জনলব্ধ, বাকি একশোটি দিয়েছিল তাকে ভ্রষ্ট করেছিল যে সেই ব্যক্তি। ধাত্রীর আশ্রয় থেকে যখন সে বেরিয়ে এল তখন তার হাতে মাত্র ছটি রুব্‌ল। কিভাবে সঞ্চয় করতে হয় সে জ্ঞান তার ছিল না, তাই যে যেমন চেয়েছে তাই দিয়েছে এবং যথেচ্ছভাবে ব্যয় করেছে। ধাত্রী দু মাসের থাকা ও চিকিৎসা বাবদ নিয়েছে চল্লিশ রুব্‌ল, শিশুটিকে হাসপাতালে পাঠাবার খরচ পড়েছে পঁচিশ রুব্‌ল, এ ছাড়া গরু কেনার জন্যে ধাত্রী চল্লিশ রুব্‌ল ধার নিয়েছে। বাকীটা খরচ হয়েছে কাপড়-চোপড়, মিষ্টি ও অন্যান্য বিষয়ে। বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় কাতুশাকে আবার কাজের সন্ধানে বেরুতে হল। বনবিভাগের এক অফিসারের বাড়িতে এবার কাজ পেল পরিচারিকার। লোকটি বিবাহিত হলেও প্রথম দিন থেকে সে কাতুশাকে বিরক্ত করতে শুরু করল। কাতুশা যথাসাধ্য প্রভুকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করল, কিন্তু যেহেতু সে প্রভু তাই যে কোন জায়গায় তাকে পাঠাবার অধিকার রয়েছে তার। তার ওপর লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত এবং অভিজ্ঞ, ফলে কাতুশা নিজেকে বাঁচাতে পারল না। লোকটির স্ত্রীর কাছে ধর্ষণের ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল। কাতুশার আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা বৃথাই গেল। মহিলাটি কাতুশাকেই দোষী সাব্যস্ত করে প্রহার করতে শুরু করলে দুজনের মধ্যে একচোট মারপিট হয়ে গেল। পরিশেষে বেতন ছাড়াই বিতাড়িত হল সে এখান থেকে।

এবারে কাতুশা গেল শহরে তার এক মাসীর কাছে। মেসোটি একসময় বই বাঁধাইয়ের ব্যবসা করতেন, কিন্তু মদ ও মেয়েমানুষ তাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। কাতুশার মাসী লণ্ড্রির ব্যবসা করে কোনমতে সংসার নির্বাহ করছে, ছেলে-মেয়ে ও লক্ষ্মীছাড়া স্বামীকে প্রতিপালন করছে। মাসী কাতুশাকে তার সহকারিণীর কাজ দিতে চাইল, কিন্তু সহকারিণীদের দুরবস্থা দেখে সে আশ্রয়ের জন্যে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে আবেদন করল। আশ্রয় একটা জুটল। একটি মহিলা তার দুই পুত্র-সন্তান নিয়ে থাকেন, তাঁর কাছেই আশ্রয় পেল। ছেলে দুটি ছাত্র, এদের মধ্যে বড়টির সদ্য গোঁফ গজিয়েছে। কাতুশা আসার পর বড় ছেলেটির পড়াশোনা লাটে উঠল, কাতুশার জীবন সে অতিষ্ঠ করে তুলল। ছেলেটির মা কাতুশার ওপর সব দোষ চাপিয়ে বিদায় করে দিল তাকে।

চাকরির জন্যে কিছু নিষ্ফল চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত কাতুশা আবার রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে হাজির হল। সেখানে এক মহিলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। মহিলাটির সব কটি আঙুলে সোনার আংটি, বাহুদ্বয়ে ব্রেসলেট। আশ্রয়ের প্রয়োজন জেনে মহিলাটি কাতুশাকে তার বাড়িতে সাদর আহ্বান জানায়। কাতুশা মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গেলে কেক ও মিষ্টি মদ দিয়ে তাকে সাদর আপ্যায়ন করে। আশ্রয়দাত্রী একটি চিঠি লিখে চাকরের হাত দিয়ে কোন একজনের কাছে পাঠায়। সেদিন সন্ধ্যায় কাতুশার ঘরে প্রবেশ করল শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, দীর্ঘকায় এক পুরুষ। লোকটি কাতুশার কাছাকাছি বসে হাসি হাসি মুখে চকচকে চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে আবার রসিকতাও শুরু করে দিল। কাতুশার আশ্রয়দাত্রী লোকটিকে একবার পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। কাতুশা শুনতে পেল, মহিলা লোকটিকে বলছে,—'গ্রামের আনকোরা মাল একটি।' তারপর মহিলাটি কাতুশাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, ভদ্রলোক একজন লেখক এবং অনেক টাকার মালিক। যদি কাতুশাকে ভদ্রলোকের পছন্দ হয় তবে ব্যয় করতে তিনি এতটুকু কুণ্ঠিত হবেন না। ভদ্রলোকের কাতুশাকে পছন্দ হল এবং কাতুশাকে পঁচিশ রুব্‌ল দিয়ে বললেন, মাঝে মাঝেই তিনি আসবেন। পঁচিশ রুব্‌ল দেখতে দেখতে খরচ হয়ে গেল। কয়েক দিন থাকতে দেওয়ার জন্যে মাসীকে সে কিছুটা দিল, বাকীটা জামা-কাপড়-টুপি-রিবন ইত্যাদি কিনতে খরচ হয়ে গেল। লেখক ভদ্রলোক একদিন ডেকে পাঠালেন কাতুশাকে। কাতুশা গেল এবং আবার পঁচিশ রুব্‌ল পেল। ওর জন্যে ভদ্রলোক স্বতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থাও করে দিলেন।

লেখক ভদ্রলোক কাতুশার জন্যে যে বাসাটি ভাড়া করলেন তার পাশের বাড়িতেই থাকত অল্পবয়স্ক স্ফূর্তিবাজ এক দোকানদার। কিছুদিনের মধ্যেই যুবকটির প্রেমে পড়ে গেল কাতুশা। সে তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিও দিল। কাতুশা লেখককে জানিয়ে নতুন একটি বাসা ভাড়া করে উঠে গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে সেই যুবকটি কাতুশাকে কিছু না জানিয়েই অন্য শহরে চলে গেল। কাতুশা বুঝতে পারল যুবকটি তাকে পরিত্যাগ করেই গেল। কাতুশা স্থির করল এখন থেকে সে একাই থাকবে এই ভাড়া বাড়িতে। কিন্তু পুলিস এসে তাকে জানিয়ে গেল, একা যদি সে থাকতে চায় তবে তাকে হলুদ পাসপোর্ট (গণিকার) সংগ্রহ করতে হবে এবং মাঝে মাঝে সরকারী ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আসতে হবে।

অগত্যা কাতুশাকে আবার মাসীর কাছেই ফিরে যেতে হল। মাসী বোনঝির পোশাকের বাহার দেখে তাকে ধোপানীর কাজ দিতে রাজি হলেন না। তার ধারণা কাতুশা অনেক ওপরের স্তরে উঠে গেছে। ধোপানীদের অবস্থা দেখে কাতুশাও ভয় পেল ওই কাজ নিতে। এদের মধ্যে কয়েকজন তো যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। কাতুশার মনে হল এ কাজে বহাল হলে তার অবস্থাও এদের মতই হবে। এদিকে কাতুশার আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়, অন্যদিকে তার সাহায্যার্থে কোন রক্ষকেরও আবির্ভাব ঘটল না। পরিবর্তে এক কুটনীর পাল্লায় সে পড়ল।

কিছুদিন আগেই কাতুশা ধূমপান করতে শুরু করেছিল আর সেই যুবক দোকান-

দারের বিশ্বাসঘাতকতার পর মদ্যপানেও আসক্ত হয়ে পড়েছিল। মদের গন্ধ কিংবা স্বাদ যে তাকে আকৃষ্ট করত এমন নয়। আসলে মদ তার দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনার স্মৃতি বিস্মৃত হতে সাহায্য করত, নিজের মূল্য সম্পর্কেও আস্থা ফিরে পেত। কিন্তু সুস্থ অবস্থায় লজ্জা ও বিষাদে ভেঙে পড়ত সে।

দূতীটি প্রায় রোজই উপাদেয় মদ ও খাদ্য তাকে এনে দিত। কাতুশা মাসীর সঙ্গে ভাগ করে খেত এসব। মদ্যপানের পরেই দূতীটি কাতুশার কাছে তুলে ধরত বর্ণাঢ্য এক সুখী জীবনের ছবি।

কাতুশার সামনে তখন দুটি পথ খোলা। হয় কোথাও চাকরি নেওয়া এবং লাঞ্ছিত জীবন মেনে নেওয়া; সম্ভবত চাকরিস্থলে পুরুষদের অত্যাচার সহ্য করতে হবে, মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কও স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়টি হল আইনসম্মত, স্বচ্ছন্দ, নিরাপদ, প্রকাশ্য ও যথেষ্ট আয়ের যৌন-সম্পর্কের পথ। শেষের পথটিকেই সে বেছে নিল। তার মনে হল, এইভাবেই সে তরুণ দোকান-কর্মচারী ও অন্যান্য যারা তার জীবনে কলঙ্ক লেপন করেছে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারবে। এ ছাড়া যে সব কারণ এই পথ বেছে নেওয়ায় তাকে প্রলোভিত ও প্রভাবান্বিত করেছে তা হল নিজের ইচ্ছামত সিল্ক, ভেলভেট, সাটিন, নিচু-গলার বলনাচের পোশাক সে কিনতে পারবে। উজ্জ্বল হলুদ রঙের সিল্কের পটি বসানো কালো ভেলভেটের নিচু-গলা ও ছোট-হাতা পোশাক পরিহিতা নিজের কল্পিত মূর্তিটিই তাকে জয় করল এবং হলুদ পাসপোর্ট ও সে পেয়ে গেল। দূতীটি সেই সন্ধ্যায়ই একখানা গাড়ি ভাড়া করে কাতুশাকে নিয়ে গেল মাদাম কিতাইভা পরিচালিত কুখ্যাত একটি বাড়িতে।

সেই দিন থেকে মানুষ ও বিধাতার সকল বিধানের বিরুদ্ধে কাতুশা মাসলোভার পাপময় জীবনের শুরু। শুধু মাসলোভা নয়, লক্ষ লক্ষ নরনারী এই কদর্য জীবন যাপন করছে। যে সরকার প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্য এত উদ্বিগ্ন সেই সরকার এই ব্যবস্থাকে শুধু সহ্যই করছে না, আইনের স্বীকৃতিও দিচ্ছে। এই জীবিকায় প্রতি দশজন নারীর মধ্যে নয়জনেরই জীবনের সমাপ্তি ঘটে পীড়াদায়ক ব্যাধিতে, অকাল বার্ধক্যে ও অকাল মৃত্যুতে।

বিকেল পর্যন্ত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা, তারপর শুরু রাত্রির বীভৎস, উচ্ছৃঙ্খল জীবন। বিকেল তিনটে-চারটে নাগাদ ময়লা বিছানা থেকে ক্লান্ত শরীরটাকে জোর করে টেনে তোলা, তারপর ঘরের মধ্যে কিছুটা অশান্ত পদচারণা কিংবা অলস পদক্ষেপে ভারী পর্দা ঢাকা জানলার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ানো কিংবা তুচ্ছ কারণে নিজেদের মধ্যে কিছু ঝগড়াঝাটি, মুখখিস্তি, তারপর পেশার জন্যে আবশ্যিক প্রস্তুতি। শরীরে সুগন্ধি মাখা, চুল বাঁধা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে ভুরুতে রঙ মাখা, কিছু সুস্বাদু খাবার খেয়ে নেওয়া তারপর জমকালো সিল্কের এমন একটি পোশাক পরে নেওয়া যাতে শরীরের অনেকখানিই উন্মুক্ত থাকে। তারপর আলোকোজ্জ্বল, সুসজ্জিত ড্রইংরুমে একে একে আসতে থাকে ভিজিটররা। শুরু হয়ে যায় নাচ-গান, সুরাপান এবং যৌন-ব্যভিচার। বৃদ্ধ

যুবক প্রৌঢ়, কিশোর জরাগ্রস্ত সব শ্রেণীর সব মানুষের সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন। বিবাহিত, অবিবাহিত, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী, আর্মেনিয়ান, ইহুদি, তাতার, ধনী-দরিদ্র, সামরিক অসামরিক, স্কুলের ছাত্র, সমাজের এমন কোন শ্রেণী, এমন কোন স্তর নেই যারা এই ক্লেদাক্ত জীবনের শরিক নয়। এইসব মেয়েরা বিকেল থেকে শুরু করে ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত এই সব বিকৃত মানুষের যৌনক্ষুধা অবিশ্রান্তভাবে মিটিয়ে দিনের আলোয় ঘুমে ঢলে পড়ে। এইভাবেই চলে ওদের জীবন, কী গ্রীষ্ম, কী শীত। তারপর সপ্তাহ শেষে থানায় রিপোর্ট করতে যাওয়া এবং সরকারী ডাক্তারদের কাছে শরীর পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া। এদের মধ্যে দু-চারজন সত্যিই এদের পরীক্ষা করেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু অধিকাংশ ডাক্তারই পরীক্ষার নামে নিজেদের বিকৃত যৌনক্ষুধাই পরিতৃপ্ত করেন। তারপর আর এক সপ্তাহের জন্যে ক্লেদাক্ত জীবন যাপনের জন্য এদের লিখিত ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এইভাবেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ সরকারী ছাড়পত্রের প্রহসন পালা অনুষ্ঠিত হয়।

কাতুশা মাসলোভার জীবন এই ভাবেই সাতটি বছর কেটেছিল। এই সময়ের মধ্যে সে বার কয়েক বাড়ি বদল করেছে এবং একবার বেশ কিছুদিন হাসপাতালে কাটিয়েছে। বেশ্যালয়-জীবনের সপ্তম বর্ষে, যখন তার বয়স ছাব্বিশ, তখনই এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যার জন্যে তাকে জেলে পাঠানো হয়। চোর এবং খুনীদের সঙ্গে জেলখানার দূষিত আবহাওয়ায় তিন মাস কাটানোর পর আজ তাকে বিচারের জন্য আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মাসলোভা সৈনিক দুজনের সঙ্গে আদালতে পৌঁছে, সুদীর্ঘ পথ হেঁটে আসার জন্যে যখন নিঃসীম ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে, তখন প্রিন্স ডিমিট্রি আইভানোভিচ নেখলুডভ যিনি কাতুশা মাসলোভাকে কায়িক সুখের জন্যে ব্যবহার করে কলঙ্কিত অবস্থায় পরিত্যাগ করেছিলেন, তিনি তখনো সুকোমল শয্যায় শুয়ে সিগারেটে সুখ-টান দিতে দিতে ভাবছিলেন তাঁর আজ কী কী করণীয় আছে। গতকাল কি ভাবে কাটিয়েছেন তাও মনে করার চেষ্টা করছিলেন। হ্যাঁ, বিগত সন্ধ্যাটি তিনি কোরচাগিন নামে এক অভিজাত ধনী পরিবারের সঙ্গে কাটিয়েছেন। ওই পরিবারের সুন্দরী তরুণী কন্যাকে তিনি বিয়ে করবেন সকলেরই আশা তাই। নেখলুডভ দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে সিগারেটের শেষাংশটুকু মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর রূপোর সিগারেট-কেস থেকে আর একটি সিগারেট বের করে ধরাতে গেলেন। কিন্তু কি ভেবে সিগারেট না ধরিয়ে উঠে পড়লেন। চটিজোড়ায় পা গলিয়ে, সিল্কের গাউনটি কাঁধের ওপর ফেলে ড্রেসিংরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। ড্রেসিংরুমটি ও-ডি-কোলনের সুগন্ধির সুবাসে ভরা। বিশেষ ধরনের টুথ-পাউডার দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করে সুগন্ধি জলে কুলকুচি করলেন তিনি। তারপর সুগন্ধি সাবান দিয়ে হাত মুখ এবং বিশেষ করে আঙুলের দীর্ঘ নখগুলি পরিষ্কার করলেন। এরপর তিনি তৃতীয় ঘরটিতে প্রবেশ করলেন। এখানে তাঁর শাওয়ারবাথের সব আয়োজন প্রস্তুত ছিল।

ধারাস্নানে মেদবহুল শুভ্র দেহখানিকে শীতল করে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে সুন্দর অধোবাসটি ও ঝকঝকে জুতোজোড়া পরে নিলেন। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কালো দাড়ি ও কুঞ্চিত কেশ বুরুশ দিয়ে আঁচড়াতে লাগলেন। মাথার চুল কিছুদিন থেকে উঠে যেতে শুরু করেছিল তাই কপালের দিকটা পাতলা হয়ে এসেছে।

প্রিন্স নেখলুডভের প্রসাধনের সব সামগ্রীই বাজারের সেরা জিনিস এবং বলাবাহুল্য অত্যন্ত দামী। দশটি টাই ও পিনের মধ্যে যেটি হাতের কাছে এল সেটি তুলে নিলেন তিনি। এক সময় এগুলির স্বতন্ত্র আকর্ষণ ছিল তাঁর কাছে, এখন তাঁর কাছে সবই সমান।

একটি চেয়ারের ওপর সেন্ট মাখানো ইস্তিরি করা স্যুট রাখা ছিল। সেটি পরে নিয়ে নেখলুডভ ডাইনিংরুমে প্রবেশ করলেন। প্রতিদিন সকালে এই ঘরখানির মেঝে ও আসবাবপত্র তিনজন লোক পরিষ্কার ঝকঝকে করে রাখে। টেবিলের ওপর মনোগ্রাম করা সুদৃশ্য একখানা চাদর পাতা ছিল। তার ওপর রুপোর কফিপাত্রে সুবাসিত কফি, চিনির পাত্র, এক পাত্র উষ্ণ ক্ষীর, রুটির ঝুড়িতে টাটকা পাঁউরুটি, রাস্ক্‌ ও বিস্কুট। টেবিলের ওপর একপাশে খবরের কাগজ ও কয়েকখানা চিঠি রাখা।

নেখলুডভ তার চিঠিগুলো খুলতে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে ঘরে প্রবেশ করল স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া একজন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটির নাম আগ্রাফেনা পেট্রোভনা। বালিকা বয়স থেকেই এই বাড়িতে সে কাজ করছে। সদ্য-প্রয়াতা নেখলুডভের মায়ের পরিচারিকা ছিল সে প্রায় দশ বছর। মায়ের মৃত্যুর পর পেট্রোভনা এই বাড়িতেই গৃহকর্ত্রী হিসেবে থেকে যায়। মহিলার চেহারা ও চালচলন ভদ্রমহিলাদের মতই।

—সুপ্রভাত, ডিমিট্রি আইভানোভিচ!

—সুপ্রভাত, আগ্রাফেনা পেট্রোভনা! তোমার হাতে ওটি কি?

—কোরচাগিন পরিবারের চিঠি। সম্ভবত মা কিংবা মেয়ে পাঠিয়েছেন। একটি ঝি নিয়ে এসেছে, সে আমার ঘরে অপেক্ষা করছে। পেট্রোভনা অর্থপূর্ণ হেসে চিঠিখানা নেখলুডভের হাতে তুলে দিল।

—আচ্ছা, এক সেকেণ্ড—বলে নেখলুডভ চিঠিখানা পেট্রোভনার হাত থেকে নিলেন। কিন্তু পেট্রোভনার হাসি লক্ষ্য করে ভ্রূকুটি করলেন।

এই হাসির অর্থ হচ্ছে চিঠিখানা প্রিন্সেস কোরচাগিনের। পেট্রোভনার দৃঢ় বিশ্বাস নেখলুডভ প্রিন্সেসকে বিয়ে করবেন। ওর এই অনুমানটাই নেখলুডভের অসন্তোষের কারণ।

—আমি তাহলে ওকে অপেক্ষ করতে বলি—এই বলে চিরুনিটা জায়গামত না থাকায় সেটিকে যথাস্থানে রেখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নেখলুডভ সুগন্ধিমাখা চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলেন।

"তোমার স্মৃতিশক্তির ভার নিয়েছি বলেই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আজ

২৮শে এপ্রিল তারিখে তোমাকে জুরী হিসেবে আদালতে উপস্থিত হতে হবে। এই কারণেই আজ আমাদের সঙ্গে ছবির গ্যালারিতে তোমার যাওয়া সম্ভব হবে না যদিও তোমার স্বভাবসুলভ আবেগের বশে গতকাল আমাদের সঙ্গে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। তুমি চলে যাবার পর আমার মনে পড়ল। সময়মত হাজির হতে ভুলো না যেন।

—প্রিন্সেস এম. কোরচাগিন

পুনশ্চ : মা তোমাকে লিখতে বলছেন যে রাত পর্যন্ত তোমার জন্যে অপেক্ষা করা হবে। আশা করি নিশ্চয়ই আসবে।"

নেখলুডভ চিঠি পড়া শেষ করে বাঁকা হাসি হাসলেন। প্রিন্সেস কোরচাগিন গত দু মাস যাবৎ যে সূক্ষ্ম সূত্রে তাঁকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা করছেন এই চিঠিটি তারই একটি অঙ্গ। যে সব পুরুষ যৌবন পেরিয়ে এসেছেন গভীর প্রেমে না পড়লে বিয়ে করার ব্যাপারে তাঁরা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটি ছাড়াও প্রিন্সেস কোরচাগিনের বিয়ের প্রস্তাবে এখুনি রাজি না হওয়ার গুরুতর একটি কারণ নেখলুডভের ছিল। দশ বছর আগে তিনি যে কাতুশা মাসলোভাকে প্রলুব্ধ করে তার কুমারীত্ব হরণ করেছিলেন সেটি অবশ্য কারণ নয়। সেই ঘটনা তিনি সম্পূর্ণই বিস্মৃত হয়েছেন। অমন তুচ্ছ একটি ঘটনা বিয়ের প্রতিবন্ধক হতেই পারে না। আসল কারণ হচ্ছে জনৈকা বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের সম্পর্ক। যদিও তিনি মনে করেন সম্পর্কটি অনেক দিনই ছিন্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু সেই মহিলা তা মনে করেন না।

মেয়েদের কাছে নেখলুডভ ছিলেন লাজুক প্রকৃতির। তাঁর এই লাজুক প্রকৃতির জন্যেই সেই বিবাহিতা মহিলাটির মনে তাঁকে বশীভূত করার বাসনা জেগে ওঠে এবং নেখলুডভ সেই প্রলোভনের ফাঁদে ধরা পড়েন। মহিলাটি ধীরে ধীরে তাঁকে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায় বেঁধে ফেলেন যদিও তাঁর কাছে ব্যাপারটা মোটেই রুচিকর মনে হত না। প্রলোভনের ফাঁদে বন্দী হয়ে নেখলুডভ নিজেকে অপরাধী মনে করতেন, কিন্তু ভদ্রমহিলার সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার মত সাহস তাঁর ছিল না। ইচ্ছে থাকলেও এই কারণেই প্রিন্সেস কোরচাগিনকে বিয়ে করায় সম্মতি জানাতে পারেননি তিনি।

টেবিলের ওপর যে কখানা চিঠি পড়ে ছিল তার মধ্যে একখানা সেই ভদ্রমহিলার স্বামীর। ভদ্রলোকের হাতের লেখা এবং পোস্টঅফিসের সীলমোহর দেখে নেখলুডভের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। তিনি কিছুটা উত্তেজিতও বোধ করলেন। বিপদের গন্ধ পেলে তাঁর মানসিক অবস্থা এই রকমই হয়। কিন্তু চিঠিখানা পড়ার পর তাঁর উত্তেজনা প্রশমিত হল। এই সম্রান্ত ভদ্রলোকের যে অঞ্চলে বাস সেখানে নেখলুডভের প্রচুর ভূসম্পত্তি রয়েছে। ভদ্রলোক নেখলুডভকে মে মাসের শেষ দিকে স্কুল ও রাস্তার উন্নতি সম্পর্কে যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে তাতে যোগদানের অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে তিনি নেখলুডভের সহযোগিতা চান।

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভদ্রলোক নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক সংগ্রামে ডুবে থাকার জন্যেই ভদ্রলোক পারিবারিক বিপর্যয়ের খবর রাখতেন না। নেখলুডভের কয়েকটি ভয়ংকর মুহূর্তের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। যেমন একদিন সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় তিনি প্রতিমুহূর্তেই আশঙ্কা করছিলেন যে মহিলার স্বামী এসে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁকেও হয়ত গুলি চালাতে হবে। আরেকবার তো ভদ্র-মহিলা নেখলুডভের প্রতি অভিমানবশত নদীর জলে আত্মহত্যাই করতে ছুটে-ছিলেন। ভদ্রমহিলাকে নিরস্ত করতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

নেখলুডভ মনে মনে বললেন—এখন আমি যেতে পারি না, যতক্ষণ না তাঁর কাছ থেকে চিঠির উত্তর পাচ্ছি ততক্ষণ আমার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সপ্তাহখানেক আগে তিনি ভদ্রমহিলাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তিনি সুনিশ্চিতভাবে জানিয়েছিলেন যে তাঁদের সম্পর্ক সম্পূর্ণই ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সে চিঠির কোন উত্তর আসেনি। চিঠির উত্তর না আসায় নেখলুডভ ভাল লক্ষণ বলেই মনে করছেন। কারণ যদি তাঁর আপত্তি থাকত তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই চিঠির উত্তর দিতেন অথবা নিজে ছুটে চলে আসতেন। অতীতে বহুবার তিনি এইভাবেই তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। নেখলুডভ শুনেছেন যে জনৈক অফিসার এখন ভদ্রমহিলার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছেন। এই খবরটা তাঁকে ঈর্ষায় বেদনাহত করলেও এক মিথ্যার জগৎ থেকে তাঁর মনে মুক্তির আশা জাগ্রত করেছে।

পরের চিঠিখানা এসেছে তাঁর প্রধান গোমস্তার কাছ থেকে। গোমস্তা ভূসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কিছু মতামত জানিয়ে প্রভুকে জমিদারীতে একবার পদার্পণ করতে অনুরোধ জানিয়েছে। খাজনার আদায় তিন হাজার রুব্‌ল পাঠাতে দেরী হওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা খুবই কঠিন কাজ। কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানানর ফলেই আদায় করা সম্ভব হয়েছে। আগামী ডাকে তিন হাজার রুব্‌ল সে পাঠাচ্ছে।

এই চিঠিখানা নেখলুডভের কাছে কিছুটা অস্বস্তিজনক ও কিছুটা প্রীতিদায়ক। প্রীতিদায়ক এই কারণে যে এক বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক তিনি এই অনুভূতি। অস্বস্তিজনক এই কারণে যে একসময় হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং পাঁচশো একর জমি একসময় কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিলেন। ওই জমিটা ছিল তাঁর পিতার, উত্তরাধিকারী হিসাবে লাভ করেছিলেন তিনি। এখন মায়ের মৃত্যুর পর বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন তিনি। নেখলুডভ চিন্তিত হয়ে পড়লেন এই কারণে যে তাঁর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে সমস্ত ভূসম্পত্তি চাষীদের মধ্যে বিলি করে দিতে হয় অথবা নীরবে সেই আদর্শকে ভুল ও মিথ্যা বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

প্রথম মতটি তিনি আর গ্রহণ করতে পারলেন না কারণ ভূসম্পত্তি ছাড়া তাঁর আয়ের আর কোন পথ নেই। আর্মি অফিসারের চাকরি তিনি অনেকদিন আগেই

ছেড়ে দিয়েছেন। উপরন্তু বিলাসবহুল জীবনে তিনি এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে এই অভ্যাস তাঁর পক্ষে পরিত্যাগ করা আর সম্ভব নয়; তাঁর চিত্তবৃত্তি আর আগের মত নেই—যৌবনের সেই আদর্শ-প্রীতি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। অসাধারণ কিছু করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মন থেকে কবেই মিলিয়ে গিয়েছে। ভূসম্পত্তি নিজের অধিকারে রাখা যে অন্যায়, হার্বার্ট স্পেন্সারের 'সোসাল স্ট্যাটিক্স'-এর সেই নীতি মেনে চলা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। এই সব কারণে গোমস্তার চিঠিখানা তাঁর কাছে প্রীতিদায়কই মনে হল।

প্রাতরাশ শেষ করে নেখলুডভ আদালতের সমনখানি পড়ে দেখার জন্যে পড়ার ঘরের দিকে রওনা হলেন। আদালতে হাজিরার সময়টা জেনে নেওয়া এবং প্রিন্সেসের চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্যেই পড়ার ঘরে যাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ল। স্টুডিওর ভেতর দিয়ে যাবার সময়ে তাঁর চোখে পড়ল নিজের আঁকা অসম্পূর্ণ একখানা ছবি। দেওয়ালে টাঙানো আরো খানকয়েক ছবির দিকেও দৃষ্টিপাত করলেন। শিল্পসৃষ্টিতে নিজের অক্ষমতাজনিত বেদনায় তাঁর মন ভরে গেল। সাত বছর আগে মিলিটারীর চাকরি যখন ছেড়ে দেন তখন তাঁর ধারণা হয়েছিল শিল্পকলা চর্চা করার মত প্রতিভা তাঁর আছে। উচ্চমার্গের শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে তখন তিনি অন্যান্য কাজকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। শিল্পসৃষ্টির এই নিদর্শনগুলি এখন কিন্তু তাঁর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। স্টুডিওর মূল্যবান সাজসজ্জার দিকে তাকিয়ে তাঁর মন বেদনায় ভারী হয়ে উঠল এবং বিষণ্ণ মনেই তিনি পড়ার ঘরে প্রবেশ করলেন। পড়ার ঘরখানাও সাজানো হয়েছে আরামের দিকে লক্ষ্য রেখেই।

লেখার বিশাল টেবিলের ওপর 'জরুরী' লেখা খোপ থেকে তিনি সমনখানি বের করে দেখলেন বেলা এগারোটায় তাঁকে আদালতে হাজির হতে হবে। এরপর তিনি প্রিন্সেসের চিঠির উত্তর লিখতে বসলেন। প্রথম চিঠিখানা লিখে ছিঁড়ে ফেললেন, কারণ বড্ড বেশি অন্তরঙ্গতার সুর বাজছে। দ্বিতীয়বার লিখলেন, আবার ছিঁড়ে ফেললেন, কারণ খুবই প্রাণহীন মনে হল। বিরক্ত হয়ে তখন তিনি ইলেকট্রিক বোতাম টিপলেন। গম্ভীর, বিষণ্ণবদন এক ভৃত্য প্রবেশ করতে তিনি বললেন, ঘোড়ার গাড়ি একখানা ডেকে নিয়ে এস।

—আজ্ঞে আনছি।

—কোরচাগিনদের দাসীকে গিয়ে বল যে আমি প্রিন্সেসের আমন্ত্রণপত্র পেয়ে বাধিত হয়েছি এবং যাবার চেষ্টা করব।

—আজ্ঞে বলছি—বলে ভৃত্য বিদায় নেয়।

নেখলুডভ মনে মনে বললেন—ব্যাপারটা শিষ্টাচারসম্মত হল না, কিন্তু কিছু করার নেই, লেখার মত মানসিকতা আমার নেই, চেষ্টা করব আজ দেখা করতে।

ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতেই দেখলেন দরজার সামনে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়োয়ান সেলাম জানিয়ে বলল, প্রিন্স, গতকাল কোরচা-

গিনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার একটু পরেই আপনাকে আনতে আমি গিয়েছিলাম। দারোয়ান বলল, একটু আগেই আপনি চলে গেছেন।

নেখলুডভ মনে মনে বিরক্ত হলেন। এই গাড়োয়ানটা পর্যন্ত জানে কোরচাগিনদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে আবার সেই প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠল। প্রিন্সেস কোরচাগিনকে বিয়ে করার প্রশ্ন। কিন্তু 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' কোন দিকেই রায় দিতে পারল না তাঁর মন।

সাধারণভাবে বিয়ের পক্ষে গার্হস্থ্য সুখ ছাড়াও আর একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল যে এতে নৈতিক জীবন-যাপন সম্ভব করে তোলে। নেখলুডভের বর্তমান শূন্য ও লক্ষ্যহীন জীবনে একটা লক্ষ্য স্থির করে দিতে পারে। বিয়ের বিপক্ষে যুক্তি মধ্যবয়স্ক অবিবাহিত পুরুষদের ক্ষেত্রে যেমনটি হয় অর্থাৎ স্বাধীনতা হারাবার ভয় এবং সেই রহস্যময় প্রাণী—নারীর প্রতি একটি অবচেতন শঙ্কা।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে মিসিকে (প্রিন্সেসের ডাকনাম, আসল নাম মারিয়া) বিয়ে করার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে সে সদ্‌বংশীয়া এবং অনেক মেয়ের তুলনায় বলায়, চলায়, হাসিতে—স্বতন্ত্র। তা ছাড়া মিসি অন্য সকলের চাইতে তাঁর কথা বেশী চিন্তা করে—তার মানে সে তাঁকে বুঝতে পেরেছে, তাঁর অসাধারণত্বকেও সে স্বীকার করে। নেখলুডভের মতে এতে মিসির বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে মিসিকে বিয়ে না করার যুক্তির ধারও কিছু কম নয়। খোঁজ করলে মিসির চেয়েও গুণবতী মেয়ের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মিসির বয়সও হয়েছে সাতাশ বছর এবং সম্ভবত তিনিই ওর প্রথম প্রণয়ী নন। এই শেষের অনুমানটিই নেখলুডভের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হল। তাঁর অহঙ্কার এই চিন্তার সঙ্গে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারল না। অবশ্য একথা ঠিক যে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে তা আগে থেকে মিসির পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, তবু মিসি অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে এই বিশেষ চিন্তাটিই তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর। সুতরাং মিসিকে বিয়ে করার পক্ষে এবং বিপক্ষে দু দিকেই পাল্লা সমান ভারী। নিজের সসেমিরা অবস্থার কথা চিন্তা করে তাঁর হাসি পেল এবং গল্পের গর্দভের সঙ্গে তুলনার কথা মনে এল। গর্দভের দু দিকেই বিচালির আঁটি, কোন্ দিকে সে ফিরবে? অবশ্য পথের নিশানা তিনি পেলেন। ভেবে নিলেন, যাই হোক, শ্রীমতী ভ্যাসিলিয়েভনার (সেই বিবাহিতা ভদ্রমহিলা) সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন না করে আমি কিছুই করতে পারি না। তিনি যে পরে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন এই দৃঢ় প্রত্যয় তাঁকে কিছুটা শান্তি দিল। মনে মনে বললেন— পরে এই ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখব। ততক্ষণে পথের বাঁধানো রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে ঘোড়ার গাড়িটাও আদালতের একেবারে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

এখন বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী কর্তব্য পালন করাই হবে আমার প্রধান কাজ। তা ছাড়া জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য পালনের এই কাজটাও কৌতূহলোদ্দীপক। এইসব ভাবতে ভাবতেই তিনি আদালতে প্রবেশ করলেন।

আদালতের বারান্দাগুলি তখন কর্মব্যস্ততায় সরগরম হয়ে উঠেছে। পেয়াদারা ফাইল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে যাওয়া-আসা করছে। উকিল ও ল-অফিসাররা এদিকে-ওদিকে

ছোটাছুটি করছেন। বাদী এবং প্রতিবাদী যারা হাজতে নেই তারা বিষণ্ণ মুখে দেওয়ালের পাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করছে অথবা কোথাও বসে অপেক্ষা করছে।

একজন পেয়াদাকে নেখলুডভ জিজ্ঞেস করলেন, আদালত-ঘরটা কোথায়?

—কোন্ আদালত? ফৌজদারী না দেওয়ানী?

—আমি একজন জুরী।

—তাহলে ফৌজদারী আদালত হবে। আপনি ডান দিকে যান, তারপর বাঁ দিকে গিয়ে দ্বিতীয় দরজা।

লোকটির নির্দেশ অনুসরণ করে নেখলুডভ নির্দিষ্ট কক্ষের সামনে পৌঁছলেন। সেখানে দরজার সামনে দুজন লোক অপেক্ষা করছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন বেশ দীর্ঘ ও স্থূলকায়। লোকটি ব্যবসায়ী। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে ইনি কিছুক্ষণ আগে আহার ও মদ্যপান পর্ব সমাধা করে এসেছেন, তাই বেশ খোশ মেজাজে রয়েছেন। অপরজন ইহুদি, পেশায় দোকান-কর্মচারী। দুজনের মধ্যে পশম সম্পর্কে কিছু আলোচনা চলছিল। নেখলুডভ দুজনের সামনে গিয়ে জানতে চাইলেন এইটিই জুরীদের কক্ষ কি না?

—হ্যাঁ, মশাই, এইটিই সেই ঘর। আমাদের মধ্যে একজন জুরী। ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি সরস ভঙ্গিতে চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনিও একজন জুরী নাকি?

নেখলুডভ ইতিবাচক ইঙ্গিত করতেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক সোল্লাসে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম বাক্লাশভ, ভালই হল, একসঙ্গে কাজ করা যাবে। জানতে পারি কি কার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমি অর্জন করলাম?

নেখলুডভ নিজের নাম জানিয়ে জুরীদের কক্ষে প্রবেশ করলেন। জুরীদের কক্ষে তখন বিভিন্ন ধরনের দশজন লোক অপেক্ষা করছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন বসে আছেন, কয়েকজন পায়চারি করছেন, অপরিচিতদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করছেন। ইউনিফর্ম পরে একজন রিটায়ার্ড কর্নেল এসেছেন, অন্যেরা কেউ ফ্রক কোট, কেউ সকালবেলার পোশাকে, শুধু একজন পরেছেন চাষীর পোশাক। এঁদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসা কিংবা অন্য কাজের ক্ষতি করে এসেছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, তবু জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য পালন করছেন বলে সকলের মুখেই প্রসন্নতার ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

জুরীদের মধ্যে কয়েকজন নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয় আবহাওয়া, বসন্তের আগমন এবং ব্যবসার ভবিষ্যৎ। অনেকেই ইতিমধ্যে আলাপ-পরিচয় পর্ব সেরে নিয়েছেন, কেউ কেউ অনুমান করার চেষ্টা করছেন—ইনি কে হতে পারেন? নেখলুডভকে যাঁরা চেনেন না তাঁরা প্রায় সকলেই পরিচিত হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। নেখলুডভ এই আগ্রহকে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলেই ধরে নিলেন। এই সম্মান তাঁর প্রাপ্য বলেই তিনি মনে করেন এবং সর্বত্রই প্রত্যাশা করেন। যদি তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে অধিকাংশ মানুষের তুলনায় তিনি নিজেকে কি কি কারণে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তার

উত্তর কিন্তু তিনি দিতে পারবেন না। তাঁর জীবনযাত্রায় ধীশক্তির এমন কোনো প্রকাশ ঘটেনি যে কারণে তাঁকে অসাধারণ আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি নিজেও ভাল করেই জানেন যে, যেহেতু তিনি ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় নির্ভুল উচ্চারণে কথা বলতে পারেন এবং বাজারের সবচাইতে দামী জামা কাপড় ও বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করেন শুধু এই কারণেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী তিনি করতে পারেন না। কিন্তু তবু এই দাবী তাঁর আছে এবং প্রত্যাশা পূরণ না হলে তিনি আহত হন। জুরীদের মধ্যে একজনকে তিনি চিনতে পারলেন। লোকটি একসময় তার বোনের গৃহশিক্ষক ছিল, বর্তমানে একটি স্কুলের শিক্ষক। গেরাসিমোভিচ নামে এই লোকটির গায়ে-পড়া ভাব নেখলুডভের কাছে অসহ্য মনে হল।

—ও, আপনাকে ফাঁদে আটকেছে!······কৌশল খাটিয়ে এড়াতে পারলেন না?—এইটুকু বলেই সে হাসতে থাকে সশব্দে।

—এড়িয়ে যাবার চেষ্টা আমি করিনি। নেখলুডভ বিষন্ন মুখে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন।

—একেই আমি বলি জনসাধারণের প্রতি প্রেম। তবে যখন ক্ষিদে ও ঘুম পাবে তখন হয়ত গলা দিয়ে অন্য সুর বেরোবে।

—এই পুরুতের ছেলেটা একটু পরেই বোধহয় আমার কাঁধে হাত রেখে কথা বলা শুরু করবে—ভাবতে ভাবতে নেখলুডভ কিছুটা দূরে সরে এলেন। তাঁর মুখখানা এমন একটা বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল যেন এই মুহূর্তে তিনি একই সঙ্গে সব আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুসংবাদ শুনছেন। পরিপাটি করে দাড়ি কামানো সুগঠিত দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোককে ঘিরে যেখানে একটা জটলা তৈরি হয়েছে নেখলুডভ সেখানে চলে গেলেন। সিভিল কোর্টের একটি মামলার সরস কাহিনী ভদ্রলোক বর্ণনা করেছিলেন। জনৈক ধুরন্ধর উকিল অঘটন ঘটিয়ে যে নজির সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কেই বলছিলেন তিনি। উকিলটি এমনভাবে মামলাটি ঘুরিয়ে দিলেন যে জনৈকা বৃদ্ধা মহিলার অধিকার থাকা সত্ত্বেও বিরুদ্ধ পক্ষকে প্রচুর টাকা দিতে হবে। 'উকিলটিকে প্রতিভাবান বলতে হবে'—মন্তব্য করলেন তিনি।

শ্রোতারা শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর বক্তব্য শুনছিলেন। দু-একজন কিছু বলতে গেলে বক্তা তাঁদের থামিয়ে দিলেন। ভাবখানা এই যে ওই মামলার ব্যাপারে একমাত্র তিনিই সব জানেন।

নেখলুডভ যদিও অনেক দেরী করে এসেছেন তবু তাঁকেও অন্যান্যদের সঙ্গে আরো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল কারণ একজন বিচারপতি তখনো এসে পৌছননি।

·

প্রধান বিচারপতি কিন্তু অনেক আগেই এসে গেছেন। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় পুরুষ তিনি, দীর্ঘ ধূসর রঙের দাড়ি তাঁর মুখে। বিবাহিত হলেও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন তিনি। তাঁর স্ত্রীও একই পথের পথিক। সুতরাং কেউ কারোর প্রতিবন্ধক নন। আজ সকালে প্রেসিডেণ্ট জনৈকা সুইস তরুণীর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন। এই তরুণীটি একসময় তাঁর সংসারে গভর্নেস ছিলেন। দক্ষিণ রাশিয়া থেকে পিটার্সবুর্গে

যাবার পথে তিনি আজ এখানে আসবেন। বিকেল পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত হোটেল ইটালিয়াতে তিনি অপেক্ষা করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রধান বিচারপতির তাড়াতাড়ি আসার কারণ এটাই। কোর্টের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে বিকেল ছটার মধ্যে সেই ক্লারা ভ্যাসিলিয়েভনার সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। একমাথা সুন্দর লাল চুল, এই তরুণীটির সঙ্গে গত গ্রীষ্ম থেকে রোমান্সের সম্পর্ক চলছে তাঁর।

খাস-কামরায় ঢুকে তিনি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর 'আলমারি থেকে একজোড়া ডামবেল বের করে নিয়ে কুড়িবার উপরে, নিচে ও দুপাশে হাত ঘোরালেন, তারপর ডামবেল জোড়া মাথার উপর নিয়ে হাঁটু দুটি তিনবার সামান্য বাঁকালেন।

শরীরকে তাজা ও মজবুত রাখতে ঠাণ্ডা জলে স্নান ও ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই—বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ডান হাতের বাইসেপ টিপতে টিপতে মনে মনে তিনি এই মন্তব্য করলেন। তখনো তাঁর আর একটি ব্যায়াম বাকি—অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় বলে তিনি এই ব্যায়ামটি করেন। ঠিক এই সময়ে দরজায় টোকা পড়ল। তাড়াতাড়ি ডামবেল জোড়া সরিয়ে রেখে প্রধান বিচারপতি দরজা খুলে আগন্তুককে বললেন, আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি বলে খুবই দুঃখিত আমি।

আগন্তুক অন্যতম একজন বিচারপতি। চওড়া কাঁধ, চোখে সোনার চশমা, কিন্তু ভদ্রলোককে দেখলেই বোঝা যায় একজন অসুখী মানুষ। বিষণ্ণ স্বরে উনি বললেন, মাতভেই নিকিভিচ এখনো আসেনি।

আদালতের পোশাকটি গায়ে চাপাতে চাপাতে উনি বললেন, এখনো আসেননি? উনি তো রোজই দেরী করেন!

আগন্তুক বিচারপতি আসন গ্রহণ করে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, উনি যে কেন লজ্জিত হন না বুঝতে পারি না।

এই ভদ্রলোক ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে কখনই যেতেন না। আজ সকালে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর একচোট ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। মাস শেষ হবার আগেই ভদ্রমহিলা মাসোহারার টাকা খরচ করে ফেলেছেন এবং আবার টাকা চেয়েছেন। ভদ্রলোক অতিরিক্ত টাকা দিতে অস্বীকার করেন, তার ফলেই ঝগড়া। স্ত্রী শাসিয়ে বলেছেন, এরকম ব্যবহার করলে উনি যেন বাড়িতে ডিনারের প্রত্যাশা না করেন এবং আজ থেকে তাঁর জন্যে কোন ব্যবস্থাই থাকবে না। ঝগড়ার এই পর্বেই উনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন কারণ তাঁর আশঙ্কা এই মহিলার দ্বারা সবকিছুই করা সম্ভব। সুস্থ এবং প্রসন্ন বিচারপতির মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উনি ভাবলেন, নৈতিক জীবনযাপনের এই-ই ফল। উনি সব সময়েই প্রসন্ন, আর আমি জ্বলেপুড়ে মরছি।'

সেক্রেটারী কিছু কাগজপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকতেই প্রধান বিচারপতি জানতে চাইলেন, কোন্ মামলাটি আগে গ্রহণ করা হবে আজ?

সেক্রেটারী নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, বিষ খাওয়ানোর মামলাটি।

—বেশ, তাই হবে। প্রধান বিচারপতি ভেবে দেখলেন, এক্ষেত্রে বিকেল চারটের

মধ্যেই কাজ চুকে যাবে এবং উনিও হাল্কা মনে প্রেয়সীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। সেক্রেটারীকে উনি প্রশ্ন করলেন, মাতভেই নিকিভিচ এসেছেন কি ?

—এখনো আসেননি ?

—পাব্লিক প্রসিকিউটর ?

—হ্যাঁ উনি এসেছেন।

—বেশ, তাহলে ওঁকে বলে দিন যে আমরা বিষ খাওয়ানর মামলাটিই আগে ধরব।

বারান্দা দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ব্রেভে কোথাও যাচ্ছিলেন। সেক্রেটারী তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, প্রধান বিচারপতি জানতে চাইলেন আপনি প্রস্তুত আছেন কি না ?

—নিশ্চয়ই, আমি সব সময়েই প্রস্তুত। হ্যাঁ, আজ কোন্ কেসটা আগে ধরা হবে ?

—বিষ খাওয়ানর মামলা।

—হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে। এটা কিন্তু মোটেই পাব্লিক প্রসিকিউটরের মনের কথা নয়। গত রাতে এক বন্ধুর বিদায়-সম্বর্ধনা উপলক্ষে হোটেলে তিনি বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। তাস খেলা ও মদ্যপানেই কেটেছে সময়, সুতরাং কেস্‌টা পড়ে দেখার সময় পাননি। সেক্রেটারী ব্যাপারটা জানেন, সেই কারণেই প্রধান বিচারপতিকে তিনি বিষ খাওয়ানর মামলাটি গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। সেক্রেটারী ব্রেভেকে তাঁর পদমর্যাদার জন্যে ঈর্ষা করতেন।

—স্ক্রোপটসি* মামলাটার কি হল ? সেক্রেটারী ব্রেভেকে প্রশ্ন করলেন।

—আমি তো অনেকবারই বলেছি সাক্ষী ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না।

—বন্ধু, আসল কারণটা কি ?

—না না, আমার দ্বারা সম্ভব নয়। জোরে জোরে হাত নাড়িয়ে একরকম দৌড়িয়েই তিনি নিজের খাসকামরায় ঢুকে গেলেন।

ব্রেভে যে এই কেসটি ঝুলিয়ে রেখেছেন তার কারণ কিন্তু সাক্ষীর অভাব নয়। তুচ্ছ এই সাক্ষীর অবর্তমানের কারণটি তুলে ধরলেও আসল কারণ কিন্তু তা নয়। শিক্ষিত জুরীদের সামনে মামলা চললে আসামীরা যে বেকসুর খালাস হয়ে যাবে ব্রেভে তা জানেন। কোন অজুহাতে প্রাদেশিক শহরে মামলাটি চালান করতে পারলে আসামীদের শাস্তি সুনিশ্চিত, কারণ সেখানে জুরীরা চাষীদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হয়।

অবশেষে বিচারপতি মাতভেই নিকিভিচ এসে উপস্থিত হলেন। কোর্টের এক পিওন জুরীদের ঘরে এল। লোকটি রোগা পাতলা, লম্বা গলা, নিচের ঠোঁট মুখের একপাশে একটু কাত হয়ে আছে। লোকটি একটু কাত হয়েও হাঁটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশোনাও করেছে লোকটি, কিন্তু কোথাও তিন মাসের বেশি চাকরিতে টিকে থাকতে পারে নি। কারণ অবশ্য তার মাতলামি। মাস তিনেক আগে জনৈক

* এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়

কাউন্টেসের সুপারিশে এই চাকরিটি সে পেয়েছে। এবারে সে চাকরি রক্ষার জন্যে মন লাগিয়ে কাজ করছে।

চোখে ডাঁটিবিহীন চশমা লাগিয়ে সে চারধারে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বলল, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সবাই এখানে উপস্থিত আছেন তো?

সেই ফুর্তিবাজ ব্যবসায়ী বলল, আশা করি সবাই এখানে উপস্থিত আছেন।...

—ঠিক আছে, এখনই জানা যাবে। বলেই সে পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে নাম ডাকা শুরু করে দিল।

—কাউন্সিলর অফ স্টেট আই. এম. নিকিফোরোভ!

অভিজাত চেহারার এবং কোর্টের হালচাল বিশেষজ্ঞ সেই ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, এই যে আমি।

—রিটায়ার্ড কর্নেল ইভান সেমিয়োনোভিচ!

ইউনিফর্ম পরিহিত রোগা এক ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, এই যে।

—মার্চেন্ট অফ দি সেকেণ্ড গিল্ড, পিওত্‌র বাক্‌লাশভ্‌!

সেই রসিক ব্যবসায়ী একমুখ হাসি ছড়িয়ে বললেন, এই যে এখানে আমরা সবাই প্রস্তুত।

—লেফ্‌টেনান্ট অফ দি গার্ডস, প্রিন্স দিমিত্রি নেখলুডভ! নেখলুডভ বললেন, এই যে আমি।

ডাঁটিবিহীন চশমার ওপর দিয়ে লোকটি নেখলুডভের দিকে একবার তাকিয়ে বিনীত ভাবে মাথা নোওয়াল। ভাবখানা এই যে, অন্য সকলের চাইতে সে তাঁকেই বিশেষভাবে সম্ভ্রম জানাতে চায়।

লোকটি আরো কয়েকটি নাম পড়ল। দেখা গেল দুজন ছাড়া আর সবাই এসেছেন। একটি ঘরের দরজার দিকে হাত দেখিয়ে লোকটি বলল, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এবার ওঘরে চলুন।

লোকটির নির্দেশমত জুরীরা বারান্দা পেরিয়ে আদালত-কক্ষে প্রবেশ করলেন। বিশাল সেই আদালত-কক্ষের এক প্রান্তে মঞ্চের ওপর সবুজ কাপড়ে ঢাকা বিশাল একটি টেবিল ও টেবিলের পিছনে সিংহাসনের মত তিনখানি বিশাল চেয়ার। তার পিছনে দেওয়ালে টাঙানো ইউনিফর্ম পরিহিত সম্রাটের বিশাল এক প্রতিকৃতি। দক্ষিণ কোণের দেওয়ালে কণ্টক মুকুট পরিহিত যীশুখৃষ্টের মূর্তি, তার পায়ের নিচে জ্বলছে একটি মোমবাতি। বাঁ দিকে সরকারি প্রসিকিউটরের টেবিল। বিপরীত প্রান্তে রয়েছে সেক্রেটারীর টেবিল। কিছুটা দূরে দর্শক-গ্যালারির সামনে রেলিং ঘেরা আসামীদের বসার জায়গা। এই জায়গাটা এখনো খালি রয়েছে। মঞ্চের ডানদিকে হেলান দেওয়া চেয়ারে বসেছেন জুরীরা। মেঝেতে টেবিল চেয়ারে বসার জায়গা হয়েছে উকিলদের।

জুরীরা ঘরে ঢোকার একটু পরেই সেই পিওনটি সামনের দিকে এগিয়ে যেন সবাইকে সচকিত করে তোলার জন্যেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল, বিচারপতিগণ আসছেন।

সকলে উঠে দাঁড়াল। বিচারপতিগণ মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমে এলেন প্রধান বিচারপতি, তারপর এলেন সদাবিমর্ষ সেই বিচারপতি, তারপর এলেন বিচারপতি মাতভেই নিকিভিচ। শেষোক্ত বিচারপতি প্রতিদিনই দেরী করে আসেন। গোল মুখ, দাড়ি ও সহৃদয় দুটি চোখ ভদ্রলোকের। বেশ কিছুদিন ইনি পেটের গোলমালে ভুগছেন তাই বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আসেন। আদালতের মঞ্চে ওঠার সময়েও তিনি ভাবছিলেন নতুন করে তাঁর যে চিকিৎসা শুরু হয়েছে তা ফলপ্রসূ হবে কি না।

বিচারপতিগণ সোনালী কাজ করা তাঁদের পোশাকের জৌলুসে বেশ অভিভূত হয়ে আছেন। তাঁদের সামনে টেবিলের ওপর একটি ঈগলের মূর্তি বসানো, মিষ্টি রাখার পাত্রের মতো দুটি কাঁচের ফুলদানী, একটি দোয়াত, কয়েকটি কলম, কিছু সাদা কাগজ এবং রঙবেরঙের অনেকগুলি পেন্সিল।

পাব্লিক প্রসিকিউটর বিচারপতিগণের সঙ্গেই এসেছিলেন। কালবিলম্ব না না করে তিনি নিজের চেয়ারে বসে কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে গেলেন। ভদ্রলোক এই নতুন পদে উন্নীত হয়েছেন অল্প কিছুদিন আগে। এর আগে তিনি মাত্র চারটি মামলায় অংশ নিয়েছেন। অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এই ভদ্রলোক জীবনে উন্নতি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রেই আসামীকে অভিযুক্ত করতে কৃতসঙ্কল্প। বিষ খাওয়ানর মামলাটির মোটামুটি বিবরণ তিনি জানতেন এবং সওয়ালের খসড়াও মনে মনে তৈরি করে রেখেছিলেন, তবু কিছু তথ্য বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার তাই তাড়াতাড়ি সেগুলির নোট লিখে রাখছিলেন।

*

প্রধান বিচারপতি নথিপত্র দেখে নিয়ে সেক্রেটারীকে দু-চারটি প্রশ্ন করে কয়েদীদের হাজির করতে আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ রেলিংয়ের পিছনের দরজাটি খুলে গেল এবং সেই পথে কক্ষে প্রবেশ করল দুজন শাস্ত্রী। তাদের মাথায় টুপি, হাতে খোলা তলোয়ার। তাদের পিছন পিছন এল কয়েদীরা··একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক। পুরুষটির মাথার চুল লাল, মুখে কালো কালো দাগ ও পরনে কয়েদখানার পোশাক। তার পিছনের স্ত্রীলোকটির পরনেও কয়েদখানার পোশাক ও মাথায় কয়েদখানার রুমাল বাঁধা। এর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, মুখখানা শুকনো, ভ্রূ বা চোখের পাতায় পালক নেই, কিন্তু চোখ দুটি লাল। হাবভাব শান্ত।

তৃতীয় কয়েদী কাতুশা, মাসলোভা।

সে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আদালতের সমস্ত পুরুষের দৃষ্টি একসঙ্গে তার ওপর গিয়ে পড়ল। এমনকি যে শাস্ত্রীটির পাশ দিয়ে মাসলোভা বসার জায়গার দিকে এগোচ্ছিল সেও যতক্ষণ না মাসলোভা তার জায়গায় গিয়ে বসল ততক্ষণ তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর খেয়াল হতেই নিজেকে অপরাধী মনে করে চোখ ঘুরিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে রইল।

কয়েদীরা নিজের নিজের জায়গায় বসার পর জুরীদের গুণে দেখা হল। তারপর একজন পাদ্রী এসে জুরীদের শপথ গ্রহণ করালেন। পাদ্রীর কাজ শেষ হলে প্রধান

বিচারপতি জুরীদের মধ্য থেকে একজনকে তাঁদের মুখপাত্র নির্বাচন করতে অনুরোধ করলেন।

জুরীরা তৎক্ষণাৎ নিজেদের ঘরে চলে গেলেন। প্রথমেই প্রত্যেকে তাঁরা সিগারেট ধরালেন। ধূমপান করতে করতে একজন সেই কেতাদুরস্ত আদালত সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জুরীর নাম প্রস্তাব করলে সকলেই তা সমর্থন করলেন। তারপর সিগারেট ফেলে দিয়ে তাঁরা আবার আদালত-কক্ষে ফিরে এলেন। কেতাদুরস্ত লোকটি প্রধান বিচারপতিকে জানালেন তিনিই জুরীদের মুখপাত্র নির্বাচিত হয়েছেন।

জুরীরা আসন গ্রহণ করতেই প্রধান বিচারপতি জুরীদের দায়িত্ব, অধিকার ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন।

বক্তৃতা শেষ করে প্রধান বিচারপতি কয়েদীদের দিকে ফিরে বললেন, সাইমন কারতিনকিন, উঠে দাঁড়াও।

সাইমন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তার ঠোঁট ঘন ঘন নড়ছিল।

—তোমার নাম?

—সাইমন পেত্রোভিচ কারতিনকিন। ভাঙা গলায় তাড়াতাড়ি সে এমন ভাবে জবাব দিল যেন উত্তর তার তৈরি ছিল।

—তুমি কোন শ্রেণীর মানুষ?

—চাষী।

—কোন জেলা, কোন চার্চ, কোন সরকারের অধীন?

—টুলা গুবেরিনা ক্রাপিভেনস্কি, কুপায়নস্কি চার্চ, গ্রাম বোড়কি।

—তোমার বয়স?

—তেত্রিশ, জন্মেছি আঠারোশো…

—ধর্ম?

—রুশদেশীয়…গোঁড়া…

—বিবাহিত?

—না, হুজুর।

—তোমার পেশা?

—আমি হোটেল মুরিটানিয়ায় পরিচারকের কাজ করতাম।

—তোমার নামে আগে কোন মামলা হয়েছে?

—আজ্ঞে না।

—তাহলে এর আগে কোনদিন অভিযুক্ত হওনি?

—ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি কোনদিন অভিযুক্ত হইনি।

—তুমি অভিযোগের নকল পেয়েছ?

—হ্যাঁ পেয়েছি।

—আচ্ছা বসো।
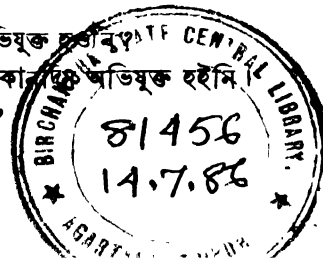
তারপর দ্বিতীয় কয়েদীর দিকে ফিরে প্রধান বিচারপতি বললেন, ইয়েভফিমিয়া ইভানোভনা বোচকোভা!

সাইমন কিন্তু তখনো দাঁড়িয়ে, তাকে বসতে বলা হলেও সে বসল না। তখন সেই পিওনটি তার কাছে গিয়ে ধমক দিতেই সে বসে পড়ল এবং আগের মতই ঠোঁট নাড়তে লাগল।

কয়েদীর দিকে না তাকিয়েই প্রধান বিচাপতি একখানা কাগজ দেখতে দেখতে ক্লান্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম? প্রধান বিচারপতি এ কাজে এমনই অভ্যস্ত যে একটি কাজ করতে করতে অন্য কাজও সেরে নিতে পারতেন।

বোচকোভার বয়স তেতাল্লিশ, কোলোমনা শহরে তার বাস। সেও হোটেল মুরিটানিয়াতে কাজ করত। প্রধান বিচারপতির শেষ প্রশ্নের উত্তর সে বেশ উদ্ধতভাবেই দিল। এর আগে আমার নামে কোন মামলা হয় নি, অভিযোগের নকল পেয়েছি। তাকে বসবার জন্যে বলতেও হল না। শেষ প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে সে বসে পড়ল।

নারীপ্রিয় প্রধান বিচারপতি মহাশয় এবার বিশেষ প্রসন্ন দৃষ্টি নিয়ে তৃতীয় কয়েদীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? মাসলোভা তখনো বসে আছে দেখে তিনি অত্যন্ত কোমল ও সহৃদয় কণ্ঠে বললেন, তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে যে!

মাসলোভা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল এবং তার উন্নত বক্ষ প্রসারিত করে, কালো দুটি চোখে অপূর্ব হাসি ফুটিয়ে তুলে প্রধান বিচারপতির দিকে তাকাল।

—তোমার নাম কি?

মাসলোভা তাড়তাড়ি উত্তর দিল—লিউবভ।

কয়েদীদের যখন প্রশ্ন করা হচ্ছিল তখন নেখলুডভ নাকের ওপর ডাঁটিবিহীন চশমা লাগিয়ে কয়েদীদের দেখছিলেন। তৃতীয় কয়েদীর উত্তর শুনে তিনি মনে মনে বললেন, না, এ অসম্ভব···কি করে হয়?

প্রধান বিচারপতি গতানুগতিক প্রশ্নগুলি করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অন্য একজন ক্রুদ্ধস্বরে কী যেন বলে উঠলেন। প্রধান বিচারপতি তখন বললেন, কী করে হয়? তুমি তো তোমার নাম লিউবভ লেখাওনি?

কয়েদী নিরুত্তর।

—আমি তোমার আসল নাম জানতে চাই।

ক্রুদ্ধ বিচারপতি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দীক্ষা নাম কি?

—আগে আমাকে কাতেরিনা বলে ডাকা হত।

নেখলুডভ মনে মনে বললেন, না, এ নামও ঠিক নয়। এতক্ষণে তাঁর মনে পড়েছে এবং তিনি নিশ্চিত যে এই মেয়েই সেই মেয়ে। সেই অর্ধেক পরিচারিকা অর্ধেক ভদ্র তরুণী যাকে একসময় তিনি ভালবেসেছিলেন। হ্যাঁ, প্রকৃতই মেয়েটির প্রেমে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু পাশবিকতার ঘোরে তিনি মেয়েটির কৌমার্য হরণ করেছিলেন এবং তারপর তাকে পরিত্যাগ করে এসেছিলেন। স্মৃতি থেকেই ঘটনাটি

মুছে ফেলেছিলেন তিনি, কারণ স্মৃতিটা বড়ই বেদনাদায়ক। নিজের সততা, নিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর মধ্যে একটা গর্বের অনুভূতি রয়েছে। এই নারী ইচ্ছে করলে প্রমাণ করে দিতে পারে কী বর্বরোচিত ঘৃণ্য ব্যবহার করেছেন এই সততার গর্বে গর্বিত মানুষটি।

হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই-ই সেই মেয়ে। নেখলুডভ স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছেন এই মুখে সেই অনির্বচনীয় স্বাতন্ত্র্যের ছাপ যা একজনকে অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমান্বিত করে তোলে। এই মুখে এখন অস্বাস্থ্যকর পাণ্ডুরতা থাকা সত্ত্বেও এই মুখমণ্ডলে সেই স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের ছাপ, ঠোঁটের কোণে সেই অবিমিশ্র সারল্যের ছাপ, বিশেষ করে মুখ ও দেহের সপ্রতিভ ভাবটি এখনো অম্লান।

প্রধান বিচারপতি আবার কোমল স্বরে বললেন, এ কথা তোমার আগে বলা উচিত ছিল। তোমার পৈতৃক পদবি কি?

—আমি জারজ সন্তান।

—বেশ, তোমার ধর্মপিতার নামে তুমি কি পরিচিত ছিলে না?

—হ্যাঁ, মিখাইলোভনা।

নেখলুডভের মনে হচ্ছে তাঁর যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। তিনি সবিস্ময়ে ভাবলেন, কোন্ অপরাধে এই মেয়ে অভিযুক্ত হতে পারে?

—তোমার পারিবারিক নাম, মানে আমি পদবি জানতে চাইছি।—প্রধান বিচারপতি বললেন।

লোকে আমাকে মায়ের পদবি অনুসারে মাসলোভা বলে ডাকতো।

—কোন শ্রেণীর?

—নিম্ন মধ্যবিত্ত।

—ধর্ম···গোঁড়া?

—হ্যাঁ।

—পেশা? তোমার পেশা কি ছিল?

মাসলোভা কোনো উত্তর দিল না।

—কী কাজ করতে তুমি?

—আমি একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতাম।

—কী ধরনের প্রতিষ্ঠান?—চশমা পরিহিত বিচারপতি প্রশ্ন করলেন।

—আপনি ভালভাবেই জানেন।—স্মিত হেসে মাসলোভা চকিতে কক্ষের চারদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে আবার প্রধান বিচাপতির দিকে তাকিয়ে রইল।

'আপনি ভাল ভাবেই জানেন'—এই বক্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া ও চকিত দৃষ্টিক্ষেপণের মধ্যে ভয়াবহতা ও কারুণ্যের মিশ্রণে এমন অস্বাভাবিক একটি ভঙ্গিমা প্রকাশ পেল মাসলোভার মুখে, যে প্রধান বিচারপতিও কিছুক্ষণের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। আদালত-কক্ষও স্তব্ধ হয়ে রইল। এই স্তব্ধতা ভঙ্গ হল জনৈক দর্শকের হাসিতে।

—এর আগে কখনো তুমি অভিযুক্ত হয়েছ?

—না, কখনো না।—দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শান্তভাবে জবাব দিল মাসলোভা।

—অভিযোগের নকল পেয়েছ ?

—পেয়েছি।

—আচ্ছা বসো।

বসার সময়ে মাসলোভা এমন ভঙ্গিতে তার স্কার্টের প্রান্তটি তুলে ধরল যা সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। একখানি হাতের উপর আর একখানি হাত রেখে প্রধান বিচারপতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বসে রইল।

কয়েকজন সাক্ষীকে ডেকে পাঠান হল। কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হল। বিশেষজ্ঞ হিসেবে সাক্ষী দেবেন যে ডাক্তার তাঁকে ডেকে পাঠান হল।

সেক্রেটারী যখন অভিযোগের বিবরণ পাঠ করতে শুরু করলেন তখন মাসলোভাকে দেখা গেল স্থির অনড় হয়ে পাঠকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কখনো কখনো তার মধ্যে সামান্য অস্থিরতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। মনে হল যেন সে প্রতিবাদ করতে চাইছে।

নেখলুডভ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাসলোভার দিকে। তাঁর মনের মধ্যে তখন জটিল বেদনাদায়ক এক দ্বন্দ্বের টানাপোড়েন চলছে।

সেক্রেটারী পঠিত অভিযোগের বিবরণ :—

বিগত ১৭ই জানুয়ারী সাইবেরিয়াবাসী ফেরাপন্ট স্মেলকভ নামে এক বণিকের হোটেল মরিটানিয়ার অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়।

স্থানীয় সরকারী ডাক্তার সার্টিফিকেটে লেখেন যে অত্যধিক সুরাজাতীয় তরল পদার্থ সেবনে হৃদপিণ্ড ফেটে যাবার ফলেই লোকটির মৃত্যু হয়েছে।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে স্মেলকভের এক বন্ধু সাইবেরিয়াবাসী বণিক টিমোখিন পিটার্সবুর্গ থেকে ফিরে এসে বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পায়। কী ভাবে তার বন্ধুর মৃত্যু ঘটেছে জানার পর সে থানায় গিয়ে তার সন্দেহ নথিবদ্ধ করে আসে। তার সন্দেহ, স্মেলকভের কাছে যে টাকা ছিল তা আত্মসাৎ করার জন্যে কেউ তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে।

প্রাথমিক তদন্তে টিমোখিনের সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণিত হয়। নিম্নলিখিত তথ্যগুলি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :—

(১) স্মেলকভ মৃত্যুর ঠিক আগেই ব্যাঙ্ক থেকে তিন হাজার আটশো রুব্‌ল তুলেছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর তার ব্যাগে মাত্র তিনশো বারো রুব্‌ল ও ষোল কোপেক পাওয়া গেছে।

(২) উক্ত স্মেলকভ মৃত্যুর পূর্বে গোটা দিন ও রাত বেশ্যা লুবকার (কাতেরিনা মাসলোভা) সঙ্গে বেশ্যাবাড়িতে ও হোটেলে কাটিয়েছিল। স্মেলকভের অনুরোধে কাতেরিনা মাসলোভা দুবার বেশ্যাবাড়ি থেকে হোটেলের ঘরে টাকা আনতে যায়। স্মেলকভের দেওয়া চাবি দিয়ে হোটেলের পরিচারক ও পরিচারিকা যথাক্রমে বোচকোভা ও সাইমনের সামনে মাসলোভা পোর্টম্যান্টোর তালা খুলে টাকা নিয়ে

আবার তালা বন্ধ করে চলে আসে। পোর্টম্যাণ্টোর তালা খোলার পর বোচকোভা ও সাইমন একশো রুব্‌লের ব্যাঙ্ক নোটের তাড়াগুলো নেড়েচেড়ে দেখে।

(৩) হোটেলে ফিরে আসার পর সাইমনের পরামর্শে তারই দেওয়া একরকম সাদা পাউডার মাসলোভা স্মেলকভের ব্র্যাণ্ডির গেলাসে মিশিয়ে দেয়।

(৪) পরের দিন সকালে মাসলোভা গণিকালয়ের কর্ত্রীর কাছে স্মেলকভের একটি হীরের আংটি বিক্রি করে। আংটিটি নাকি স্মেলকভ তাকে খুশি হয়ে দান করেছিল।

(৫) স্মেলকভের মৃত্যুর পরের দিন ব্যাঙ্কের কারেণ্ট অ্যাকাউণ্টে বোচকোভা এক হাজার আটশো রুব্‌ল জমা দেয়।

স্মেলকভের দেহের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখা যায় যে স্মেলকভের ডাইজেস্টিভ অর্গ্যানগুলির মধ্যে যে উপাদানগুলি পাওয়া গেছে তার মধ্যে বিষের অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং বিষক্রিয়ার ফলেই যে স্মেলকভের মৃত্যু ঘটেছে পরীক্ষার ফলে সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া গেছে।

অভিযুক্ত তিন আসামী মাসলোভা, বোচকোভা ও সাইমন তিনজনই নির্দোষ বলে দাবী করেছে। জেরার উত্তরে মাসলোভা বলেছে, যে পতিতালয়ে স্মেলকভ ছিল সেখানে সে 'কাজ করত'। হ্যাঁ, 'কাজ করত' এই কথাটিই সে ব্যবহার করেছে। মাসলোভা আরো বলেছে যে স্মেলকভই চাবি হাতে তুলে দিয়ে তাকে অনুরোধ করেছিল হোটেলের ঘর থেকে চল্লিশটি রুব্‌ল নিয়ে আসতে। বোচকোভা এবং সাইমনের সামনেই সে পোর্টম্যাণ্টোর তালা খুলেছে এবং বন্ধ করেছে সুতরাং তার বক্তব্যের সত্যতা এতেই প্রমাণিত হয়।

বিষ খাওয়ান সম্পর্কে মাসলোভার বক্তব্য এই যে দ্বিতীয়বার যখন সে হোটেলে আসে তখন সাইমনের পরামর্শে সাইমনেরই দেওয়া পাউডার সে স্মেলকভের মদের গেলাসে মিশিয়ে দেয়। তার ধারণা ছিল পাউডারটা ঘুমের ওষুধ। এই ভেবেই সে মিশিয়েছিল যে ঘুমের ওষুধ পড়লে স্মেলকভ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে, সেও মুক্তি পাবে। হীরের আংটিটা স্মেলকভই তাকে দিয়েছিল, স্মেলকভ প্রহার করলে সে যখন চিৎকার করে কাঁদতে থাকে এবং চলে যাওয়ার ভয় দেখায় তখন তাকে শান্ত করতে স্মেলকভ আংটিটি দেয়।

জেরার সময়ে অভিযুক্ত বোচকোভা বলে টাকা চুরি যাওয়ার ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। স্মেলকভের ঘরে সে কখনো যায়নি। ওই ঘরে সারাক্ষণই লুবকা ছিল, সুতরাং টাকা চুরি গিয়ে থাকলে সে-ই করেছে।

এ কথা বলার সময়ে মাসলোভা উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং বোচকোভার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে।

'যখন'—সেক্রেটারী পড়ে যেতে থাকেন,—'এক হাজার আটশো রুব্‌ল ব্যাঙ্কে জমা দেবার রসিদটি বোচকোভাকে দেখানো হয় তখন সে বলে এই টাকাটা তার ও সাইমনের বারো বছরের চাকরীর আয় থেকে জমানো। সাইমন তাকে কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে করবে।

প্রথম জেরার উত্তরে সাইমন স্বীকার করেছিল যে মাসলোভার প্ররোচনায়

সে ও বোচকোভা টাকাটা চুরি করেছিল এবং তিনজনের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল।

এই সময়েও মাসলোভা উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠে এবং প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুলতেই তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়।

'অবশেষে'—সেক্রেটারী পড়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে সাইমন স্বীকার করে স্মেলকভকে ঘুম পাড়াবার জন্যে পাউডার সে-ই সরবরাহ করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার জেরার সময়ে সাইমন সব অভিযোগ অস্বীকার করে। সে টাকাও চুরি করেনি, পাউডারও সরবরাহ করেনি।

অভিযুক্তদের আরো কিছু জেরার বিবরণ, সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত উল্লেখ করে অভিযোগের বিবরণ পাঠ শেষ করা হয়।

উল্লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সাইমন কারতিনকিন, তেত্রিশ বছর বয়স; ইয়েভফিমিয়া বোচকোভা, তেতাল্লিশ বছর বয়স ও সাতাশ বছর বয়স্কা কাতেরিনা মাসলোভাকে নিম্নলিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে:

বিগত ১৭ই জানুয়ারী ১৮৮— এরা তিনজন যৌথভাবে বণিক স্মেলকভের টাকা ও হীরের আংটি যার মূল্য আড়াই হাজার রুব্‌ল চুরি করে এবং নিজেদের অপরাধ গোপন করার জন্যে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে সেই বণিককে হত্যা করে।

এই জাতীয় অপরাধ পেনাল কোডের ১৪৫৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত এবং ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর অ্যাক্টের ২০১ ধারা অনুযায়ী জেলা আদালতে জুরীদের সামনে অভিযুক্তদের বিচারের জন্যে আনা হয়েছে।

সেক্রেটারী এই সুদীর্ঘ অভিযোগের বিবরণী পাঠ করে নিজের জায়গায় বসে পড়লেন। কাগজগুলি ভাঁজ করে হাত দিয়ে তিনি লম্বা চুল বিন্যস্ত করে নিলেন। অন্যান্যরা তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এবার তাহলে তদন্ত শুরু হবে এবং বিচারে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু নেখলুডভ। এক জটিল ভয়ংকর চিন্তার আবর্তে বেদনার্ত হৃদয়ে তিনি ভাবছিলেন, এক সময়ে কাতুশা মাসলোভা নামে নিষ্পাপ সুন্দর যে মেয়েটিকে তিনি চিনতেন তার পক্ষে কী করে এ কাজ করা সম্ভব?

*

অভিযোগের বিবরণ পাঠ শেষ হলে প্রধান বিচারপতি অন্যান্য বিচারপতিগণের সঙ্গে কিছু পরামর্শ করে মুখের ভাব এমন করলেন যার অর্থ হল 'এবার আমরা সম্পূর্ণ সত্য উদ্‌ঘাটিত করব।' তারপর তিনি বাঁ দিকে ঝুঁকে বললেন, সাইমন কারতিনকিন।

সাইমন উঠে দাঁড়াল এবং হাত দুখানি দু পাশে ঝুলিয়ে শরীরটা সামনের দিকে নুইয়ে চোয়াল নাড়তে লাগল।

প্রধান বিচারপতি এবারে ডান দিকে ঝুঁকে বলতে লাগলেন, ১৭ই জানুয়ারী ১৮৮— তুমি বোচকভা ও মাসলোভার সঙ্গে যোগ দিয়ে বণিক স্মেলকভের পোর্টম্যান্টো থেকে টাকা চুরি করেছিল। তারপর কিছুটা আর্সেনিক সংগ্রহ করে মাসলোভাকে বাধ্য করেছিলে স্মেলকভের মদের গেলাসে মেশাতে যার ফলে তার মৃত্যু হয়। তুমি অপরাধ স্বীকার করছ কি?

—না, কারণ আমাদের কাজই হচ্ছে হোটেলের অতিথিদের সেবা করা এবং···

—এসব কথা তুমি পরে বলবে। তুমি অপরাধ স্বীকার করছ কি ?

—ও না হুজুর, আমি শুধু···

—তুমি অপরাধ স্বীকার করছ কি না বল—এবারে প্রধান বিচারপতি কঠিন স্বরেই প্রশ্নটি করলেন।

—না হুজুর, আমি এমন কাজ করতে পারি না কারণ···

আর্দালি ছুটে গিয়ে সাইমনকে থামিয়ে দেয়।

প্রধান বিচারপতি যে কাগজখানি ধরে ছিলেন সেই হাতখানি সরিয়ে কনুইটি অন্য ভঙ্গিতে রাখলেন এবং এমন ভাব করলেন যাতে স্পষ্ট বোঝা গেল 'এখানেই শেষ।' উনি তারপর বোচকোভার দিকে ফিরে একই প্রশ্ন করলেন।

বোচকোভা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিল যে সে সম্পূর্ণই নির্দোষ। সে স্মেলকভের ঘরে যায়নি, টাকা নেয়নি এবং মদের গেলাসে ওষুধও মেশায়নি।

—তাহলে তুমি অপরাধ স্বীকার করছ না ?

—না।

—বেশ।

এবারে তৃতীয় কয়েদী কাতেরিনা মাসলোভার দিকে ফিরে প্রধান বিচারপতি বলতে শুরু করলেন, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে তুমি পতিতালয় থেকে বণিকের চাবি নিয়ে হোটেলে তার পোর্টম্যান্টো থেকে টাকা ও একটি আংটি চুরি করেছিলে। তারপর বণিকের সঙ্গে হোটেলে ফিরে তার মদের গেলাসে বিষ মিশিয়েছিলে যার ফলে তার মৃত্যু হয়। তুমি কি অপরাধ স্বীকার করছ ?

মাসলোভা দ্রুত বলে গেল,—না, আমি কোন কিছুর জন্যেই অপরাধী নই। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি আমি টাকা নিইনি, নিইনি, নিইনি। আর আংটিটা সে-ই আমাকে দিয়েছিল।

—তুমি আড়াই হাজার রুব্‌ল চুরি করনি ?—প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করলেন।

—না, আমি শুধু চল্লিশটি রুব্‌ল বের করে এনেছিলাম।

—বেশ। তুমি কি বিষ মেশানর অপরাধ স্বীকার করছ ?

—হ্যাঁ, আমি মিশিয়েছিলাম, কিন্তু আমি ওদের কথায় বিশ্বাস করেই সে কাজ করেছিলাম। আমার ধারণা ছিল পাউডারটা ঘুমের ওষুধ এবং ওতে কোন ক্ষতি হবে না। এমনটি ঘটবে আমি কখনো চাইনি, আমি আশঙ্কাও করিনি। আমার এজাতীয় কোন উদ্দেশ্যই ছিল না, ভগবান আমার সাক্ষী।

—তাহলে টাকা ও আংটি চুরির অপরাধ তুমি স্বীকার করছ না, কিন্তু মদের গেলাসে বিষ মিশিয়েছ সে কথা স্বীকার করছ ?

—হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, তবে ঘুমের ওষুধ ভেবেই আমি তা মদের সঙ্গে মিশিয়েছিলাম। আমি শুধু ঘুম পাড়িয়েই রাখতে চেয়েছিলাম। খারাপ কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

—খুব ভাল।—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে এই ভেবে প্রধান বিচারপতিকে বেশ তৃপ্ত

মনে হল। চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত দুখানা টেবিলের ওপর রেখে তিনি আব বললেন, আনুপূর্বিক সব ঘটনা আমাদের বল। মনে রেখো, সম্পূর্ণ তথ্য জানা এবং অকপট স্বীকারোক্তি করলে তোমার ভালই হবে।

প্রধান বিচারপতির দিকে তাকিয়ে মাসলোভা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

—আমাদের বল কি কি ঘটেছিল।

—কি ভাবে ঘটেছিল?—মাসলোভা দ্রুত লয়ে বলতে শুরু করল। আ হোটেলে গেলে আমাকে তার ঘরটি দেখিয়ে দেওয়া হল। সে তখন মদ খেয়ে হয়ে ছিল। 'সে' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তার আয়ত চোখের দৃষ্টিতে ভ ভাব ফুটে উঠল।—আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে ছাড়ল ন এই পর্যন্ত বলে মাসলোভা থেমে গেল। মনে হল, তার স্মৃতিশক্তি বুঝি লো পেয়েছে কিংবা কোন চিন্তার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে।

—বেশ, তারপর বল।

—তারপর? হ্যাঁ, আমি কিছুক্ষণ থেকে আমার ঘরে চলে গিয়েছিলাম।

এই সময়ে পাব্লিক প্রসিকিউটর কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। প্রধ বিচারপতি বললেন, আপনি কি কোন প্রশ্ন করতে চান? পাব্লিক প্রসিকিউ সম্মতিসূচক ভাব দেখালে প্রধান বিচারপতি অনুমতি দিলেন।

—আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, সাইমন কারতিনকিনের সঙ্গে কয়েদীর পূর্ব-পরি ছিল কি না।—পাব্লিক প্রসিকিউটর মাসলোভার দিকে না তাকিয়ে ঠোঁট কা ভুরু কুঁচকে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলেন।

মাসলোভা ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে পাব্লিক প্রসিকিউটরের দিকে তাকিয়ে বল সাইমনের সঙ্গে? হ্যাঁ, ছিল।

—আমি জানতে চাই কারতিনকিনের সঙ্গে কয়েদীর পরিচয়টা কী ধরনের ছিল

—কী ধরনের ছিল?··· হোটেলে অতিথি এলে সে আমাকে ডেকে আনত··· এ কোন পরিচিতিই নয়।

—আমি জানতে চাই, কেন কারতিনকিন শুধু মাসলোভাকেই ডেকে আন অন্য কোন মেয়েকে নয় কেন?—পাব্লিক প্রসিকিউটর চোখে মুখে মেফিস্টোফেলি হাসি ফুটিয়ে প্রশ্নটি করলেন।

মাসলোভার দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্যে নেখলুডভের ওপর নিবদ্ধ ছিল। তার সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চারধারে চোখ বুলিয়ে সে বলল, তা আমি জানি না, কেমন ক বা জানব···ওর যাকে পছন্দ তাকেই ডাকত।

নেখলুডভ ভাবছিলেন, মাসলোভা তাঁকে চিনতে পেরেছে এ কী সম্ভব? মুখম তাঁর হঠাৎই লাল হয়ে উঠল। কিন্তু মাসলোভা তাঁকে মোটেই চিনতে পারে মাসলোভা তাঁকে আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদাভাবে দেখেনি।

—তাহলে কয়েদী অস্বীকার করছে যে কারতিনকিনের সঙ্গে তার কোন অন্ত সম্পর্ক ছিল।—আমার আর কিছু প্রশ্ন করবার নেই বলে পাব্লিক প্রসিকিউটর ব পড়লেন।

প্রধান বিচারপতি অন্যান্য বিচারপতিদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করে নিয়ে আবার শ্ন করলেন,—হ্যাঁ, তারপর কি হল ?

—আমি বাড়ি ফিরে এলাম এবং কর্ত্রীকে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে শুতে গলাম। আমি প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম এমন সময় বার্থা নামে একটি মেয়ে আমাকে ডকে তুলল। সে বলল, যাও, সেই বণিক তোমাকে আবার ডেকে পাঠিয়েছে। ামি যেতে চাইলাম না, কিন্তু কর্ত্রীর অনুরোধে যেতে হল। সে…'সে' শব্দটি চ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার চোখে সেই ভয়ংকর ভয় পাওয়ার ভাবটা ফুটে ঠল। সে সব মেয়েদেরই খুশি করতে চাইল, তাই আবার মদের অর্ডার দিল। কিন্তু ার টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় কর্ত্রী মদ সরবরাহ করতে অস্বীকার করে। তখন সে ামাকে চাবি দিয়ে হোটেলে যেতে বলে এবং কোথায় টাকা আছে, কত টাকা ানতে হবে তাও বলে দেয়। সেইজন্যেই আমি গিয়েছিলাম।

—তারপর ?

—যেভাবে সে বলেছিল আমি সেইভাবেই কাজ করলাম। ঘরে ঢোকার সময় ামি সাইমন ও বোচকোভাকেও সঙ্গে নিলাম।

—মিথ্যে কথা, আমি যাইনি—বোচকভা চিৎকার করে উঠল। কোর্টের পেয়াদা ায়ে তাকে থামিয়ে দিল।

—ওদের সামনেই আমি চারখানা দশ রুব্‌লের নোট তুলে নিলাম।

প্রধান বিচারপতির অনুমতি না নিয়েই পাব্লিক প্রসিকিউটর আবার প্রশ্ন করলেন, ল্লিশ রুব্‌ল তুলে আনার সময়ে কয়েদী কি লক্ষ্য করেছিল সেখানে আরো নোট াছে কি না ?

মাসলোভা হঠাৎ কেঁপে উঠল, কিছু না ভেবেই অবশ্য, তবে তার ধারণা হল এই াকটি তার ক্ষতি করতে চায়।

—না, আমি গুণে দেখিনি তবে দেখেছি একশো রুব্‌লের নোট কিছু ছিল।

—আহ্‌! কয়েদী তাহলে দেখেছে সেখানে একশো রুবলের নোট ছিল। ব্যাস্‌ ার কিছু চাই না।

প্রধান বিচারপতি একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, তাহলে ামি টাকা নিয়ে চলে এলে ?

—হ্যাঁ।

—বেশ, তারপর ?

—সে তখন আমাকে নিয়ে আবার হোটেলে ফিরে এল।

—তুমি তার মদে কি ভাবে পাউডারটা মেশালে ?

—কি ভাবে দিলাম ? গেলাসে ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিলাম।

—কিন্তু কেন দিলে ?

অনেকক্ষণ মাসলোভা উত্তর দিল না। প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে চুপ করে াড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে বলল, সে আমাকে কিছুতেই াড়তে চাইছিল না। আমি আর পারছিলাম না। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। এক

ফাঁকে আমি বারান্দায় বেরিয়ে এসে কারতিনকিনকে বললাম, একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পার যাতে আমি চলে যেতে পারি? ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, আর পেরে উঠছি না। সাইমন বলল, লোকটার ওপর আমরাও খুব বিরক্ত, ভাবছি ঘুমের ওষুধ দেব কি না। তাহলে তুমিও মুক্তি পাবে, আমরাও বাঁচব। আমি বললাম, ঠিক আছে যখন সাইমন আমাকে পাউডারের প্যাকেটটা দেয় আমি তখন ভেবেছিলাম এটা ক্ষতিকারক কিছু নয়। সে তখন পার্টিশানের দিকে ফিরে শুয়েছিল। আমি ঢুকতেই সে ব্র্যাণ্ডি চাইল। আমি একটি ব্র্যাণ্ডির বোতল খুলে দুটি গেলাসে ঢাললাম একটি তার জন্যে অন্যটি আমার জন্যে। তার গেলাসটায় আমি পাউডার ঢেলে দিয়েছিলাম। যদি আমি জানতাম পাউডারটা বিষ, তাহলে কখনই আমি তাকে দিতে পারতাম না।

—বেশ, এবার বল আংটিটা কি ভাবে তোমার কাছে এসেছিল?

—সে নিজেই আমাকে দিয়েছিল।

—কখন দিয়েছিল?

—যখন পতিতালয় থেকে আমরা হোটেলে ফিরে এসেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি চলে যেতে চাইলে সে আমার মাথায় আঘাত করে। আমার চিরুনি ভেঙে যায়। আমি খুব রেগে গিয়ে বললাম, আমি চলে যাবই। তখন সে আমাকে আংটিটা দেয়, যাতে আমি চলে না যাই।

এই সময় পাব্লিক প্রসিকিউটর উঠে দাঁড়ালেন এবং চোখে মুখে সরলতার ভাব ফুটিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করবার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি লাভ করে এম্ব্রয়ডারী করা কলারের ওপর দিয়ে মাথাটি নুইয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি জানতে চাই, কয়েদী কতক্ষণ বণিক স্মেলকভের ঘরে ছিল।

মাসলোভা উদ্বিগ্নভাবে পাব্লিক প্রসিকিউটরের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, কতক্ষণ তা আমার মনে নেই।

—কয়েদীর কি মনে আছে, স্মেলকভের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হোটেলের অন্য কোথাও সে গিয়েছিল কি না?

মাসলোভা এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, হ্যাঁ, পাশের একটা খালি ঘরে গিয়েছিলাম।

বেশ, কিন্তু কেন গিয়েছিলে?—এবারে অনুমতি না নিয়ে সরাসরি মাসলোভাকে প্রশ্ন করলেন পাব্লিক প্রসিকিউটর।

—গিয়েছিলাম বিশ্রাম নিতে এবং ঘোড়ার গাড়ি ডাকতে পাঠানো হয়েছিল সে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।

—ওই ঘরে কয়েদীর সঙ্গে কারতিনকিন ছিল কি না?

—হ্যাঁ, সে এসেছিল।

—কেন এসেছিল?

—বণিকের ব্র্যাণ্ডি কিছুটা পড়ে ছিল। আমরা দুজনে মিলে সেটা শেষ করি।

—ও, দুজনে মিলে শেষ করলে, ভাল কথা। তা কারতিনকিন কি কয়েদীর সঙ্গে

কছু কথা বলেছিল ? বলে থাকলে কি নিয়ে কথা বলেছিল ?

মাসলোভা রাগে লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সে বলল, কোন কিছু নিয়েই আমি কথা বলিনি। এর বেশি কিছু আমি জানি না। আমাকে নিয়ে আপনাদের যা শি করতে পারেন। আমি দোষী নই, ব্যাস্।

পাব্লিক প্রসিকিউটর বললেন, আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। বলে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাঁধ দুটি কাছাকাছি এনে বক্তৃতার জন্যে নোট লিখতে াগলেন। কয়েদী যে নিজেই স্বীকার করেছে কারতিনকিনের সঙ্গে সে খালি ঘরে ছল—এই তথ্যটি লিখে নিলেন।

—তোমার আর কিছু বলার নেই ?

—আমি সবই বলেছি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাসলোভা বসে পড়ল।

তখন প্রধান বিচারপতি কি যেন লিখে নিলেন। এমন সময় তাঁর পাশের চারপতি ফিসফিস করে কিছু বলায় তিনি দশ মিনিটের জন্যে মুলতুবী ঘোষণা রলেন। এই বিচারপতি তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি পেটের গোলমাল বোধ রছেন এবং কয়েক ফোঁটা ওষুধ খেতে চান। এই জন্যেই আদালতের কাজ াধা পেল।

বিচারকরা উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে উকিল, জুরী, সাক্ষী সবাই উঠে দাঁড়ালেন। মলার একটা প্রধান অংশ সম্পন্ন হয়েছে এই প্রীতিকর অনুভূতি নিয়ে বিভিন্ন দিকে র বেড়াতে লাগলেন।

নেখলুডভ জুরীদের ঘরে গিয়ে জানলার পাশে বসলেন।

হ্যাঁ, এই সেই কাতুশা।

নেখলুডভ ও কাতুশার মধ্যে যে সম্পর্ক এক সময় গড়ে উঠেছিল তা এই :

নেখলুডভ যখন কাতুশাকে প্রথম দেখেন তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের াত্র। গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করছিলেন। এই ীষ্মেই তিনি মাসীদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। এর আগে ছুটি কাটাতেন তনি মা ও বোনের সঙ্গে মস্কোর কাছে মায়ের বিশাল জমিদারীতে। কিন্তু সে বছর ানের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং মা গিয়েছিলেন বিদেশের কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে। বন্ধটা শেষ করতে হবে তাই তিনি ঠিক করলেন গ্রীষ্মটা মাসীদের সঙ্গেই কাটাবেন। সীদের জমিদারীটি ছিল শান্ত ও নির্জন, মনকে বিভ্রান্ত করার কোন উপকরণ সেখানে ল না। মাসীরাও তাদের বোনপো ও ওয়ারিশনকে খুবই ভালবাসতেন।

সেই গ্রীষ্মে নেখলুডভ তাঁর অস্তিত্বের গভীর আনন্দময় সময়টা কাটালেন। যে রুণ বাইরের কারো পরিচালনা ছাড়া নিজেই সর্বপ্রথম জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য, ৎপর্য, নিজের ও সামগ্রিক বিশ্বের অনন্ত অগ্রগতির সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে নির্দিষ্ট াজে নিজেকে সমর্পণ করে, ধ্যানের পূর্ণতা লাভ সম্পর্কে তার পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। বছর ছাত্রাবস্থাতেই স্পেন্সারের সোশাল স্ট্যাটিক্স তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। নিজে জমিদারীর মালিক ছিলেন বলে স্পেন্সারের মত তাঁর মনে বেদনাবোধ

ছিল। তাই তিনি স্থির করেছিলেন, পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি ক্ষেতমজুরদের দান করে দেবেন। এই ভূমি-সমস্যাই ছিল তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

মাসীদের জমিদারীতে থাকার সময় দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালী এইভাবে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতেন। সূর্য ওঠার আগে ভোরের কুয়াশার মধ্য দিয়ে পাহাড়ের নিচে নদীতে স্নান করতে যেতেন। যখন ফিরে আসতেন ঘাস ও ফুলের ওপর তখনো শিশির লেগে থাকত। কফি পান শেষ করে প্রবন্ধ রচনার কাজ নিয়ে বসতেন, কিন্তু প্রায়ই লেখাপড়ার বদলে বাগানে ও বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন। দুপুরে খাওয়ার আগে বাগানের মধ্যে কোথাও শুয়ে কিছুটা ঘুমিয়ে নিতেন। খাবার সময় তাঁর মনের স্ফূর্তি ও প্রফুল্লতা দেখে মাসীরা কৌতুক উপভোগ করতেন। তারপর তিনি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতেন কিংবা নদীতে নৌকোয় দাঁড় টানতেন। সন্ধ্যায় মাসীদের বই পড়ে শোনাতেন কিংবা পেসেন্স খেলতেন।

অনেকদিন রাতে বিশেষতঃ জ্যোৎস্না-রাতে তিনি ঘুমোতে পারতেন না। তার কারণ আর কিছু না, জীবনের আনন্দে তাঁর হৃদয় কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। তাই না ঘুমিয়ে স্বপ্ন ও ধ্যান নিয়ে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন। কোন কোন দিন সকাল পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন।

এইভাবে মাসীদের সঙ্গে তাঁর প্রথম মাসটা কাটল। তখনো মাসীদের সেই অর্ধ পরিচারিকা অর্ধ পালিতা কন্যা প্রাণচঞ্চল কাতুশা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। নেখলুডভের বয়স তখন উনিশ এবং সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ। যদি কোন নারী কখনো তার স্বপ্নে উদয় হয় তবে সে একমাত্র পত্নীরূপে। অন্য কোন নারীই, যাদের নিজের ধারণা অনুযায়ী তিনি বিয়ে করতে পারেন না তাঁর চোখে তারা নারী নয়, সাধারণভাবে মানুষ।

সেবার অ্যাসেনশন (যীশুর স্বর্গারোহণ) পর্বের দিন মাসীদের এক প্রতিবেশিনী, তাঁদের দুটি অল্পবয়সী মেয়ে, একটি স্কুলে পড়া ছেলে ও কৃষক পরিবারে জন্ম এক তরুণ শিল্পীসহ উৎসব উদ্‌যাপন করতে এলেন। চা-পানের পর তাঁরা সকলে মিলে বাড়ির সামনের মাঠে 'উইড্‌ডো' খেলতে গেলেন। কাতুশাও ওঁদের সঙ্গে যোগ দিল। কয়েকবার ছুটোছুটি করে এবং জোড় বদল করে নেখলুডভ কাতুশাকে ধরলেন এবং কাতুশাই তাঁর জোড় হল। তখন পর্যন্ত কাতুশার চেহারাই শুধু তাঁর ভাল লেগেছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে আসেনি।

সেবার ধরার পালা ছিল স্ফূর্তিবাজ তরুণ শিল্পীর। শক্ত চাষীর পা, তাই সে দৌড়তে পারত খুব জোরে। কাতুশা কিন্তু চ্যালেঞ্জ জানায় তাকে :—এক, দুই, তিন—হাততালি দিল শিল্পী।

কাতুশা হাসতে হাসতে শিল্পীর পিছন দিকে নেখলুডভের সঙ্গে স্থান বদল করল। নিজের ছোট্ট হাতখানি দিয়ে নেখলুডভের বড় হাতখানি একবার চেপে ধরে বাঁ দিকে ছুটল। শিল্পী যাতে ধরতে না পারে তাই নেখলুডভ জোরে ছুটলেন ডান দিকে। ফিরে তাকিয়ে দেখলেন শিল্পী ছুটছে কাতুশার পিছন পিছন। যদিও দ্রুতচরণা

কাতুশা থেকে সে তখনো অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। তাদের সামনে একটি লাইলাক গাছের ঝোপ। ওই ঝোপের পিছনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে কাতুশা নেখলুডভকে মাথা নেড়ে সঙ্কেত জানাল কারণ যদি তারা একবার হাত ধরতে পারে তবে অনুসরণকারীর হাত থেকে তারা নিরাপদ হবে—এটাই খেলার নিয়ম। সঙ্কেতের অর্থ বুঝতে পেরে নেখলুডভ ছুটে ঝোপের আড়ালে গেলেন। সেখানে যে কাঁটাভর্তি ছোট্ট একটি খাদ রয়েছে তা তিনি জানতেন না। কাঁটাগাছগুলো তখনো শিশিরে ভেজা ছিল। নেখলুডভ খাদের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন এবং হাতে কাঁটার খোঁচা খেলেন। কিন্তু পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লেন এবং সশব্দে উঠে পড়লেন।

কাতুশা তাঁর দিকে ছুটে আসছিল। চোখ দুটি তার কালোকাঁটার মত কালো, মুখখানি খুশিতে উদ্ভাসিত। দুজন, দুজনের হাত ধরে ফেলল।

দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে খুশিতে উচ্ছল হাসি মুখে সোজা নেখলুডভের মুখের দিকে তাকিয়ে এক হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করতে করতে কাতুশা বলল, নিশ্চয়ই কাঁটা বিঁধেছে।

কাতুশার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নেখলুডভ বললেন, ওখানে যে খাদ আছে জানতাম না। কাতুশা নেখলুডভের কাছে সরে এল। নেখলুডভও নিজের অজ্ঞানিতেই ওর দিকে ঝুঁকলেন। কাতুশা সরে গেল না। নেখলুডভ কাতুশার হাত দুখানি শক্ত করে চেপে ধরে ওর ঠোঁটে চুমু খেলেন।

—এ কী! কী করলেন আপনি!

কাতুশা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুট দূরে চলে গেল। সাদা লাইলাকের দুটি পুষ্পিত শাখা ভেঙে নিয়ে কাতুশা নিজের জ্বলন্ত মুখে বাতাস করতে লাগল তারপর মাথা ঘুরিয়ে নেখলুডভকে একবার দেখে নিয়ে তারপর হাত দুখানি দোলাতে দোলাতে সামনের দিকে দ্রুতলয়ে হেঁটে গিয়ে অন্য খেলুড়েদের সঙ্গে যোগ দিল।

কোন পবিত্র তরুণ তরুণী যদি পরস্পরেরর প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেদিন থেকে নেখলুডভ ও কাতুশার মধ্যেও সেই সম্পর্ক গড়ে উঠল।

কাতুশা যখন ঘরে মধ্যে আসত কিংবা দূর থেকে তার ঘাগরা দেখতে পেতেন, নেখলুডভের চোখে সব কিছুই উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সূর্য উঠলে যেমন সব কিছু সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি। মনে হত জীবনটা যেন খুশিতে ভরে গিয়েছে। কাতুশার মনের অবস্থাও ঠিক তাই। কাতুশার উপস্থিতির জন্যেই শুধু নয়, কাতুশা আছে এই অনুভূতিটাই সুখের। কাতুশার ক্ষেত্রেও নেখলুডভ আছেন এই চিন্তাটাই সুখের।

মায়ের কাছ থেকে যদি কোন অপ্রীতিকর চিঠি আসত কিংবা প্রবন্ধ রচনায় বাধা পড়ত কিংবা তরুণদের মধ্যে মাঝে মাঝে যে অকারণ বিষণ্ণতা জেগে ওঠে সেই বিষণ্ণতা তাকে আচ্ছন্ন করত কাতুশার কথা মনে পড়লেই নেখলুডভের মনের সব বিষণ্ণতা কেটে যেত।

কাতুশাকে ঘরসংসারের অনেক কাজ করতে হত, কিন্তু তারই মধ্যে পড়াশোনার জন্যে কিছুটা সময় সে করে নিত। নেখলুডভ তাকে দস্তোয়েভস্কি ও তুর্গেনিভের বই পড়তে দিতেন। তুর্গেনিভের 'এ কোয়ায়েট নুক' কাতুশার খুব ভাল লেগেছিল। চলার বা কাজের পথে, বারান্দায়, উঠোনে কিংবা মাসীদের পুরনো দাসী মাত্রেনা পাভলোভ্‌নার ঘরে একটু সময় করে নিয়ে দুজনে কথাবার্তা বলতেন। নেখলুডভ অনেক সময় মাত্রেনার ঘরে এসে চা খেতেন কারণ কাতুশার শোওয়ার ঘর এটাই। মাত্রেনার উপস্থিতিতে যে আলাপ হত, সেই আলাপই সবচেয়ে আনন্দের। কিন্তু ওরা দুজন যখন একাকী হয়ে যেত তখনই হত মুস্কিল। ওদের চোখের ভাষা তখন যে সব কথা বলত তা মুখের ভাষার চেয়ে অনেক আলাদা ও গুরুত্বপূর্ণ। ওদের অধর কেঁপে উঠত এবং কী এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভয় পেয়ে দুজনে পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যেত।

মাসীদের বাড়িতে প্রথমবারের আতিথ্যের অবশিষ্ট দিনগুলি কাতুশার সঙ্গে নেখলুডভের এই সম্পর্কই অব্যাহত ছিল। ওদের সম্পর্ক মাসীদের নজর এড়ায়নি। সত্যি কথা বলতে কী তাঁরা বেশ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, এমনকি তাঁদের মনোভাব নেখলুডভের মা প্রিন্সেস এলেনা ইভানোভনাকেও জানিয়েছিলেন। বড় মাসী মারিয়া ইভানোভনার আশঙ্কা ছিল দুজনের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কিন্তু তাঁর এই আশঙ্কা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ তখনো পর্যন্ত নেখলুডভ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না এবং তাঁর ভালবাসাও ছিল পবিত্র। এখানেই নিহিত ছিল তাঁর রক্ষাকবচ—তাঁর এবং কাতুশার। শুধু যে কাতুশার দেহ উপভোগের বাসনা তাঁর ছিল না তাই নয়, এই চিন্তাটাই ছিল তাঁর কাছে ভীতিপ্রদ। বরং ছোট মাসী কবি-প্রকৃতির সোফিয়া ইভানোভনার আশঙ্কার সত্যিই ভিত্তি ছিল। তাঁর মতে নেখলুডভ এমনই একরোখা ও দৃঢ় চরিত্রের যে সত্যিই যদি সে কোন মেয়েকে ভালবাসে তবে তার জন্ম কিংবা সামাজিক মর্যাদা বিয়ের প্রতিবন্ধক বলে সে মানবে না।

যদি নেখলুডভ সচেতনভাবে কাতুশাকে ভালবাসতেন কিংবা তাঁকে যদি বলা হত কাতুশার মত সামাজিক স্তরের মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করা উচিত হবে না তাহলে দৃঢ়চেতা আদর্শবাদী নেখলুডভকে কোনমতেই নিরস্ত করা যেত না। কিন্তু মাসীরা তাঁদের আশঙ্কার কথা নেখলুডভের কাছে কখনই প্রকাশ করেননি। বিদায়ের মুহূর্তেও নেখলুডভ তাঁর ভালবাসা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। তিনি শুধু অনুভব করতেন যে, যে প্রাণের আনন্দে তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব পূর্ণ হয়ে উঠেছে কাতুশার প্রতি তাঁর মনোভাব তারই একটি অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয় এবং এই মাধুর্যময়ী মেয়েটি তাঁর এই আনন্দেরই ভাগ গ্রহণ করছে। তবু বিদায় নেবার সময় মাসীদের পাশে উঠোনে দাঁড়িয়ে যখন হঠাৎ জলে ভরা ট্যারা দুটি চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল কাতুশা, তখন তাঁর মনে হচ্ছিল কী এক মনোরম ও মহার্ঘ ঐশ্বর্য যেন তিনি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন যা আর কোনদিন তাঁর জীবনে ফিরে আসবে না। আর এই জন্যেই বিষণ্ণতায় ছেয়ে ছিল তাঁর মন। গাড়িতে ওঠার সময় তিনি বলেছিলেন, বিদায় কাতুশা, সব কিছুর জন্যেই ধন্যবাদ।

চোখের জল গোপন করে কোমল মধুর কণ্ঠস্বরে কাতুশাও বলেছিল, বিদায় ডিমিট্রি ইভানোভিচ। তারপরেই সে ছুটে চলে গিয়েছিল হলঘরে যেখানে শান্তিতে সে কান্না উজাড় করে দিতে পারবে।

এরপর তিনটি বছর নেখলুডভ কাতুশাকে দেখেননি। যখন তিনি আবার দেখলেন, তখন তিনি সেনাবাহিনীতে অফিসারের পদ লাভ করেছেন এবং নিজের রেজিমেণ্টে যোগ দিতে চলেছেন। যাবার পথে তিনি কয়েকদিনের জন্যে মাসীদের সঙ্গে কাটাতে এসেছিলেন। তিন বছর আগে যে তরুণটি এখানে ছুটি কাটিয়ে গিয়েছিল, আজকের যুবকটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের এক মানুষ। সেদিন তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ, ন্যায়পরায়ণ, যে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, আর আজ তিনি এক নীতিভ্রষ্ট, মার্জিত, অহংসর্বস্ব যুবক। আত্মসুখ ছাড়া আর কিছুই তিনি বোঝেন না। সেদিন ঈশ্বরের পৃথিবীকে তাঁর মনে হত অপার রহস্যময় এবং উদ্দীপ্ত উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে এই রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করতেন তিনি। আর আজ জীবনের সব কিছুই তাঁর কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজ জীবনযাত্রার পরিস্থিতির দ্বারাই সব কিছু নিয়ন্ত্রিত। তখন তিনি প্রকৃতির মধ্যে এবং যাঁরা তাঁর আগে পৃথিবীতে এসেছেন, চিন্তা ও উপলব্ধি করে গিয়েছেন, সেইসব কবি ও দার্শনিকদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। এখন তাঁর কাছে প্রয়োজন ও গুরুত্ব শুধু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সঙ্গীদের মধ্যে সহযোগের। সেদিন তাঁর কাছে নারী ছিল রহস্যময়ী ও মাধুর্যময়ী। এখন নিজের পরিবারের নারী ও বন্ধুবান্ধবের পত্নীরা ছাড়া সব নারীকেই তিনি একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন··· নারী হচ্ছে উপভোগের সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ এবং এ অভিজ্ঞতা তাঁর ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। তখন তাঁর টাকার দরকার ছিল না। মায়ের কাছ থেকে যে টাকা পেতেন তার এক-তৃতীয়াংশও খরচ হত না আর এখন দেড় হাজার রুব্‌লেও কুলোয় না এবং এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে তাঁর কিছু অপ্রীতিকর কথাবার্তাও হয়ে গিয়েছে। টাকার প্রয়োজন ছিল না বলেই তখন পিতার উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। সেদিন নিজের আত্মাকে তাঁর নিজের 'আমি' বলে মনে হত আর আজ নিজের শক্তিশালী পশুসত্তাকেই নিজের 'আমি' বলে মনে হয়।

নেখলুডভের জীবনে এই ভয়ংকর পরিবর্তন আসার কারণ তিনি আত্মবিশ্বাস হারিয়েছিলেন এবং অপরকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। নিজের ওপর আস্থা রাখা বড়ই কঠিন, কারণ সেক্ষেত্রে সব প্রশ্নের উত্তর নিজেকেই দিতে হয়। এই উত্তরগুলি কখনই নিজের পশুসত্তার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনুকূলে যায় না। অন্যের উপর বিশ্বাস রাখার সুবিধা এই যে নিজেকে কিছুই সমাধান করতে হয় না, সব কিছুই আগে থেকে স্থির হয়ে আছে পশুসত্তার অনুকূলে এবং আত্মারূপী 'আমি'র বিপক্ষে। এ ছাড়া, নিজের বিশ্বাস নিয়ে চললে সকলের নিন্দার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু অপরের বিশ্বাসে চললে সহজেই অন্যদের অনুমোদন ও প্রশংসা পাওয়া যায়। যখন তিনি ঈশ্বর, সত্য,

ঐশ্বর্য, দারিদ্র্য—এই সব বিষয় নিয়ে ভাবতেন এবং মতামত প্রকাশ করতেন তখন সবাই বেমানান ও হাস্যকর মনে করতেন। মা মাসীরা ঠাট্টা করে তাঁকে দার্শনিক বলে ডাকতেন। যখন তিনি লঘু উপন্যাস পড়া শুরু করলেন, যে কথা সর্বসমক্ষে বলা উচিত নয় সেইসব কথা বলতেন কিংবা ফরাসী থিয়েটারে মজার নাচগান দেখে এসে সেখানকার সস্তা রসিকতাগুলির পুনরাবৃত্তি করতেন তখন সবাই তাঁকে তারিফ করত, উৎসাহ দিত। যখন তিনি পুরনো ওভারকোট গায়ে দিয়ে চালিয়ে দিতেন, মদ খেতেন না, তখন সবাই একে লোক-দেখানো ও অদ্ভুত মনে করত। যতদিন তিনি নিষ্কলুষ ছিলেন এবং বিয়ে না করা পর্যন্ত সেইভাবে থাকবেন বলে স্থির করেছিলেন, তখন বন্ধুরা তাঁর স্বাস্থ্যহানি সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। অন্যদিকে শিকার ও অন্যান্য খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে যখন প্রচুর ব্যয় করতে শুরু করেছিলেন তখন সবাই তারিফ করা শুরু করল, এমনকি উপহার দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করত। যখন তাঁর মা জানতে পারলেন যে ছেলে 'সত্যিকার' মানুষ হয়েছে এবং এক বন্ধুর কাছ থেকে জনৈকা ফরাসী মহিলাকে হাত করে নিয়েছে, তখন তিনি সত্যিই খুশি হয়েছিলেন (কাতুশাকে ছেলে পাছে বিয়ে করে বসে এই আশঙ্কায় তিনি কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন)।

যখন নেখলুডভ যে সামান্য পৈতৃক ভূসম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন তা কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিলেন, তখন আত্মীয়স্বজনরা সবাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল কৃষকরা লাভবান তো হয়ইনি, বরং উচ্ছৃঙ্খল ও অলস হয়ে পড়ায় আরো গরীব হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে সম্রাটের রক্ষিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর অভিজাত সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে মদ, জুয়া ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে টাকা উড়াতে লাগলেন তখন পুঁজিতে হাত পড়লেও তাঁর মা কিন্তু অসন্তুষ্ট হননি, বরং খুশি হয়ে ভেবেছিলেন যৌবনেই বদ্ খেয়ালগুলো মিটিয়ে নেওয়া ভাল।

প্রথম প্রথম তাঁর ভিতরে দ্বন্দ্ব ছিল, আত্মবিশ্বাস পরিহার করা খারাপ লাগত, কিন্তু সংগ্রাম অত্যন্ত কঠিন মনে হওয়ায় হাল ছেড়ে দিলেন। এই সময়ে তিনি ধূমপান ও মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়লেন এবং নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। নেখলুডভের প্রকৃতিই ছিল আবেগময়, তাই চারপাশের অনুমোদিত জীবনযাত্রার স্রোতে যখন নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন তখন আর মনে কোন দ্বিধা সংকোচ রইল না। যদিও বিবেক তাঁর কাছে অন্য কিছু দাবী করত, কিন্তু তিনি বিবেকের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিলেন। পিটার্সবুর্গে আসার পর থেকেই এটা শুরু হয়েছিল এবং এই অবস্থা চরমে উঠল যখন তিনি ফৌজে যোগ দিলেন।

সাধারণ ভাবে সামরিক জীবন মানুষকে নীতিভ্রষ্ট ও অধঃপতিত করে তোলে। এই জীবন মানুষকে পরিপূর্ণ অলসতার মধ্যে এনে ফেলে অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হয় না এবং সাধারণ মানবিক কর্তব্যগুলোও সম্পাদন করতে হয় না। কতকগুলো প্রথাগত কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যেই জীবন সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন রেজিমেন্ট ইউনিফর্ম ও ফ্ল্যাগকে সম্মান জানানো। একদিকে যেমন তার হাতে অধস্তনদের ওপর অবাধ ক্ষমতা এনে দেয়, অন্যদিকে ওপরওলাদের প্রতি ক্রীতদাসের আনুগত্যবোধ

জাগিয়ে তোলে। ধনী ও সদ্বংশজাত অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা করে নেখলুডভের নৈতিক অধঃপতন শুরু হয় এবং কালক্রমে স্বার্থপরতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

ফৌজে যোগদানের পর অপরের তৈরি চমৎকার ইউনিফর্ম পরা, অপরের তৈরি ও পরিষ্কার করা ঝকঝকে অস্ত্র ধারণ করা, অপরের যত্নে ও লালনে পালিত ঘোড়ায় চড়া এবং কামান দাগা, তরোয়াল ঘোরানো এবং অন্যদের তা শেখানো—এ ছাড়া নেখলুডভের আর কোন কাজ ছিল না। উচ্চাসনে অবস্থিত প্রতিটি ব্যক্তি এমনকি জার ও তাঁর পার্ষদরাও শুধু যে এই কাজ অনুমোদন করতেন তাই নয়, বাহবাও দিতেন।

এছাড়া যে কাজকে উৎকৃষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত তা হচ্ছে অফিসারদের ক্লাবে ও ভাল রেস্তোরাঁয় জলের মত টাকা ওড়ানো আর এই টাকা আসত কোন এক অদৃশ্য স্থান থেকে। তারপর থিয়েটার, বলনাচ, স্ত্রীলোক ; তারপর আবার অশ্বারোহণ, অসি-সঞ্চালন, আবার জলের মত অর্থব্যয়—মদ, তাস ও স্ত্রীলোক।

অন্য কেউ এই ধরনের জীবন যাপন করলে লজ্জিত না হয়ে পারে না, কিন্তু মিলিটারী সার্ভিসের লোকেরা লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, বরং গর্ব অনুভব করে থাকে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে। তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক পরেই নেখলুডভ ফৌজে যোগ দেন।

ওদের মনোভাব ঠিক এইরকম : যুদ্ধে আমরা আমাদের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তাই আমাদের পক্ষে বেপরোয়া স্ফূর্তির জীবন যাপন শুধু ক্ষমার যোগ্যই নয়, দস্তুরমত প্রয়োজন।

জীবনের এই সময়টায় নেখলুডভের বিভ্রান্ত চিন্তাধারার স্বরূপ ছিল এই রকমই। নৈতিক অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে যে জীবন তখন তিনি যাপন করেছিলেন তা স্বার্থ-পরতার দুরারোগ্য ব্যাধি ছাড়া আর কিছু নয়। তিন বছর পরে যে নেখলুডভ মাসীদের বাড়িতে এলেন তিনি এই প্রকৃতিরই মানুষ।

৪

মাসীদের বাড়িতে আসার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে রেজিমেণ্টে যাওয়ার পথেই এই বাড়িটি পড়ে। আর একটা কারণ কাতুশাকে একবার দেখে যাওয়া। সম্ভবতঃ তাঁর এখনকার অসংযত পাশবিক প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মনের অন্ধকারে কাতুশার বিরুদ্ধে তিনি এক দুরভিসন্ধি স্থির করে রেখেছিলেন। যদিও এ সম্পর্কে তাঁর কোন সচেতনতা ছিল না। স্নেহশীলা মাসীদের সঙ্গে দেখা করা, যে জায়গায় একসময় বড় সুখে কেটেছে সেই জায়গাটা পরিদর্শন করা আর ওই মিষ্টি মেয়ে কাতুশাকে একবার দেখা, সচেতন মনের এই ইচ্ছাটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। মাধুর্যময়ী কাতুশার সুখ-স্মৃতি তখনো তাঁর মানস-পটে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ছিল।

মার্চ মাসের শেষে গুড ফ্রাইডের দিনে তিনি এসে পৌঁছলেন। তখন বরফ গলতে শুরু করেছে। যখন তিনি এসে পৌঁছলেন তখন মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। তাঁর জামাকাপড় সব ভিজে গেল। ছাদ থেকে ঝরে পড়া বরফে ঢাকা নিচু ইটের দেওয়াল

ঘেরা পরিচিত উঠোনে যখন স্লেজগাড়ি প্রবেশ করল তখন তিনি ভাবলেন,—ও কি এখনো এঁদের সঙ্গে আছে ?

তিনি আশা করেছিলেন স্লেজগাড়ির ঘণ্টা শুনে হয়তো কাতুশা বেরিয়ে আসবে। তার বদলে মেঝে পরিষ্কার করছিল এমন দুজন নগ্নপদ মহিলা ও বাড়ির পুরনো চাকর টিখন বেরিয়ে এল। ঘরে ঢোকার পর মাসী সোফিয়া ইভানোভনার সঙ্গে দেখা হল। মাসী তাঁর মাথায় চুম্বন করে বললেন, খুব খুশি হয়েছি এসেছিস বলে। মারিয়ার শরীরটা ভাল নয়। কাল গির্জা থেকে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এ কি ভিজে গেছিস যে, শীগগির জামাকাপড় ছেড়ে ফ্যাল···কাতুশা, ওকে এক কাপ গরম কফি এনে দে।

—'এক মিনিট'—বারান্দা থেকে পরিচিত মধুর এক কণ্ঠস্বর ভেসে এল আর সঙ্গে সঙ্গেই নেখলুডভের অন্তর থেকে যেন বেজে উঠল—তাহলে ও এখানে আছে !

খুশি মনে নেখলুডভ তাঁর পুরোনো ঘরে ভিজে জামাকাপড় পাল্টাতে গেলেন। সঙ্গে গেল টিখন। নেখলুডভের খুব ইচ্ছে করছিল কাতুশার কথা টিখনকে জিজ্ঞেস করে—সে কেমন আছে, কি করছে, বিয়ে করবে কি না। কিন্তু টিখনের আচরণ এমন সম্ভ্রমপূর্ণ যে তাকে এ প্রশ্ন করা যায় না।

ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে নেখলুডভ সবে নতুন পোশাক পরতে শুরু করেছেন, তখনই একটি দ্রুত পরিচিত পদধ্বনি ও দ্বারে করাঘাতের শব্দ। এ পদধ্বনি, এ করাঘাত তাঁর অতি পরিচিত। আর কেউ এভাবে হাঁটে না, এভাবে করাঘাত করে না।

পিঠের ওপর ভিজে গ্রেট কোটটা ফেলে নেখলুডভ দরজা খুলে বললেন, এস। এই সেই কাতুশা, শুধু আরও সুন্দর হয়েছে। ঈষৎ ট্যারা দুটি কালো চোখের দৃষ্টি একই রকম আছে। পরনে আজ তার সাদা অ্যাপ্রন। সে সঙ্গে এনেছে সদ্য আবরণ খোলা একটি সুগন্ধী সাবান, একটি এমব্রয়ডারী করা রাশিয়ান তোয়ালে, আর একখানি স্নানের তোয়ালে আর এনেছে নিজেকে। সবগুলিই সমান পরিচ্ছন্ন, সমান তাজা, সমান মধুর। কাতুশাকে দেখে এক অপ্রতিরোধ্য স্মিত হাসি তাঁর দৃঢ় ঠোঁটে আগের মতই দেখা দিল।

—ভাল আছেন তো ডিমিট্রি ইভানোভিচ ? কথাগুলো উচ্চারণ করতে কাতুশার রীতিমত কষ্ট হল, সারা মুখ লজ্জার গোলাপী আভায় ভরে উঠল।

নেখলুডভও লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। বললেন, ভাল আছ তো ?

হ্যাঁ, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাল আছি। এই রইল আপনার প্রিয় সাবান ও তোয়ালে, মাসীরা পাঠিয়েছেন। সাবান টেবিলের ওপর ও তোয়ালে দুখানি চেয়ারের পিঠের ওপর ঝুলিয়ে রাখল কাতুশা।

—মাসীদের ধন্যবাদ জানিও। সত্যিই এখানে এসে আমার কী যে ভাল লাগছে !

কাতুশা কিছু বলল না, শুধু স্মিত হেসে বেরিয়ে এল।

মাসীরা চিরদিনই তাঁকে ভালবাসেন। এখন আবার যুদ্ধে চলে যাচ্ছেন, সেখানে নিহত বা আহত হতে পারেন তাই বৃদ্ধারা আরো স্নেহকাতর হয়ে পড়েছেন। মাসীদের

সঙ্গে মাত্র একদিন, একরাত্রি কাটিয়ে যাবেন বলে স্থির করেছেন নেখলুডভ, কিন্তু কাতুশাকে দেখার পর তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। সারা ইস্টার পর্বটিতেই তিনি এখানে থাকতে রাজি হলেন। সেই মর্মে বন্ধু শোনবোককে তিনি টেলিগ্রাম করে এখানে আসতে বললেন, কারণ ওডেসাতে বন্ধুর সঙ্গে তাঁর মিলিত হবার কথা ছিল।

কাতুশাকে দেখা মাত্রই নেখলুডভের মনে সেই পুরনো ভাবগুলি আবার জেগে উঠল। আগের মতই ওর সাদা অ্যাপ্রন দেখেই তাঁর আবেগ উথলে উঠল। সেই পদধ্বনি, সেই কণ্ঠস্বর, সেই হাসি আগের মতই তাঁকে আনন্দে ভরিয়ে তুলল, বিশেষ করে কাঁটার ঝোপের মত কালো দুটি চোখের দিকে তাকালে তাঁর মনটা আগের মতই স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। এখনো দুজনে কাছাকাছি এলে কাতুশা যখন লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে তখন নেখলুডভ বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেন না। বুঝতে পারলেন তিনি প্রেমে পড়েছেন, কিন্তু আগেকার মত নয়। তখন প্রেম ছিল তাঁর কাছে রহস্যে ঘেরা এক অনুভূতি। তখন তিনি যে ভালবেসেছেন সে কথা নিজের কাছেই স্বীকার করতে পারেননি। তখন তাঁর বিশ্বাস ছিল মানুষ একবারই ভালবাসতে পারে, এখন তিনি স্পষ্টতই জেনেছেনে যে তিনি প্রেমে পড়েছেন এবং জেনে খুশিই হয়েছেন। এই ভালবাসার স্বরূপ কী এবং এর পরিণতি কী হতে পারে তাও তিনি অস্পষ্ট ভাবে বুঝেছেন, যদিও নিজের কাছেও এই সত্যটি তিনি লুকিয়ে রাখতে চাইলেন। প্রত্যেক মানুষের মতই নেখলুডভের মধ্যেও ছিল দুটি সত্তা। একটি আত্মিক সত্তা, যে নিজের জন্যে শুধু সেই সুখই কামনা করে যা সকলেরই সুখের কারণ হয়ে উঠবে। অন্যটি পশু-সত্তা, যে শুধু নিজেই সুখী হতে চায় এবং নিজের সুখের জন্য বাকী সকলের সুখকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। পিটার্সবুর্গ ও সেনাবাহিনীর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নেখলুডভের মধ্যে যে অহং-প্রেমের ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছিল তার ফলে ঠিক এই সময়ে পশু-সত্তার শাসন নিরঙ্কুশ হয়ে উঠে আত্মিক সত্তাকে একেবারে পিষে মেরেছিল।

কাতুশাকে দেখার পর তিন বছর আগের সেই অনুভূতি আবার তাঁর মধ্যে ফিরে এল। তাঁর ভিতরের আত্মিক সত্তা আবার মাথা তুলে দাঁড়াল এবং নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করল। ইস্টার পর্যন্ত পুরো দুটো দিন তাঁর মধ্যে অলক্ষ্যে অবিশ্রাম সংগ্রাম চলল।

অন্তরের গভীরে তিনি বুঝতে পারলেন এখান থেকে তার চলে যাওয়া উচিত। থাকার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই এবং তাঁর এই অবস্থানের ফলে অমঙ্গলই সাধিত হবে, তবু এই সত্যকে তিনি স্বীকার করলেন না, থেকেই গেলেন, কারণ এই অবস্থান বড়ই মধুর, বড়ই আনন্দময়।

সেদিন সন্ধ্যায় দুজন পাদ্রী মাসীদের গৃহে উপাসনা পরিচালনার জন্যে এলেন। নেখলুডভও প্রার্থনানুষ্ঠানে যোগ দিলেন। প্রার্থনার সময় সর্বক্ষণই তিনি কাতুশার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর যদিও মধ্যরাত্রি হয়নি এবং ইস্টারও শুরু হয়নি তবু তিনি শুতে যাবার উদ্যোগ করলেন। এমন সময় শুনতে পেলেন পরিচারিকা মাত্রেনা

পাভলোভনা মধ্যরাত্রির প্রার্থনা অনুষ্ঠানের পর আশীর্বাদপূত কেক ও মিষ্টি আনার জন্যে গির্জায় যাবার উদ্যোগ করছে। নেখলুডভ ভাবলেন, আমিও যাব।

গির্জা পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়েছে তার ওপর স্লেজগাড়ি কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়া অসম্ভব। তাই নেখলুডভ বুড়ো ঘোড়াটিতে জিন লাগানর হুকুম দিলেন। মাসীদের বাড়িতে নেখলুডভ নিজের বাড়ির মতই চলাফেরা করতেন। তারপর শয্যা গ্রহণের পরিবর্তে তিনি ইউনিফর্ম, একজোড়া রাইডিং ব্রীচেস ও ওভারকোট পরে নিলেন। তারপর বুড়ো ঘোড়ার পিঠে চেপে জলকাদা ও বরফের মধ্য দিয়ে গির্জার পথে রওনা হলেন। ঘোড়াটি সারাটা পথ চিঁহি চিঁহি ডাকতে ডাকতে চলল।

গির্জায় সেদিনের প্রার্থনানুষ্ঠানটি নেখলুডভের জীবনের উজ্জলতম স্মৃতিগুলির অন্যতম একটি স্মৃতি হিসেবে তাঁর মনে গাঁথা রইল।

এখানে ওখানে সাদা বরফের ছোপ লাগান অন্ধকারের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে তিনি যখন চারপাশের দীপমালার আলোকে উদ্ভাসিত গির্জাপ্রাঙ্গণে এসে প্রবেশ করলেন উপাসনা তখন শুরু হয়েছে। গির্জার অভ্যন্তর তখন মানুষের ভীড়ে ভরে উঠেছে। নেখলুডভ সামনের সারিতে এগিয়ে গেলেন। স্থানীয় অভিজাতদের বেষ্টনীর ডানপাশে জমিদার-গৃহিণীর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল মাত্রেনা পাভলোভনা ও কাতুশা। মাত্রেনার পরনে লাইলাক পোশাক আর কাতুশার পরনে সাদা ভাঁজ দেওয়া পোশাক, নীল কটিবস্ত্র এবং মাথার কালো চুলে লাল একটি বো।

গোটা পরিবেশটাই উৎসবমুখর, গাম্ভীর্যপূর্ণ, উজ্জ্বল ও সুন্দর। সাদা ক্রুশচিহ্নিত রূপালী পোশাক পরিহিত পাদ্রীগণ, গির্জার সেবকভৃত্য, সোনা রুপোর কাজ করা পোশাক পরিহিত কোরাস-গায়কের দল, তাদের স্তবগানে খুশির সুর নাচের বাজনার মত শোনাচ্ছে। বার বার ধ্বনি উঠছে 'যীশু জেগেছেন যীশু জেগেছেন।' সব কিছুই সুন্দর, কিন্তু সবার উপরে সুন্দর কাতুশা—পরনে তার সাদা পোশাক, নীল কটিবস্ত্র, মাথার কালো চুলে লাল বো আর দুটি কালো চোখে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

নেখলুডভ জানতেন যে তাঁর দিকে না তাকিয়েও কাতুশা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করেছে। ওর পাশ দিয়ে বেদীর দিকে যাবার সময় তিনি তা লক্ষ্য করলেন। যদিও তাঁর বলার মত কিছু ছিল না তবু কিছু বলার জন্যেই তিনি মনে মনে সংলাপ বানিয়ে নিলেন। পাশ দিয়ে যাবার সময় ফিস ফিস করে তিনি বললেন, মাসী আমাকে বলেছেন প্রার্থনা উপাসনা শেষ হবার পর তিনি উপবাস ভঙ্গ করবেন।

নেখলুডভের দিকে তাকাতেই কাঁচা বয়সের তাজা রক্তের উচ্ছ্বাসে কাতুশার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল। প্রতি ক্ষেত্রেই তার এমনটি হয়ে থাকে। তার কালো চোখ দুটি যেন আনন্দে হাসছিল। সেইভাবেই একদৃষ্টিতে সে নেখলুডভের দিকে তাকিয়ে রইল।

স্মিত হেসে সে বলল, আমি জানি।

এই সময় গির্জার এক সেবক পবিত্র জল ভর্তি একটি তামার পাত্র নিয়ে সেখান দিয়ে যাবার সময় খেয়াল না করে তাঁর বহির্বাস দিয়ে কাতুশার গা ঘেঁষে চলে গেলেন। স্পষ্টতঃই বোঝা গেল নেখলুডভের থেকে সম্ভ্রমভরে দূরত্ব রক্ষা করার জন্যেই কাতুশার গা ঘেঁষে তিনি গেলেন। নেখলুডভ অবাক হয়ে ভাবলেন, এখানকার সব কিছুই, এমন কি দুনিয়ার সব কিছুই যে কাতুশার জন্যে এই সহজ কথাটা ওই সেবক কেন জানে না! আর সব কিছুকেই উপেক্ষা করা চলে কিন্তু কাতুশাকে নয়, কারণ সব কিছুরই কেন্দ্রবিন্দু কাতুশা। বিগ্রহগুলির চারপাশের সোনা ঝকঝক করছে তারই জন্যে, ঝাড় ও পিলসুজের বাতিগুলো জ্বলছে তারই জন্যে, গাওয়া হচ্ছে আনন্দময় স্তবগান—সব কিছুই তারই জন্যে। তাঁর মনে হল কাতুশাও জানে যে সব কিছুই তারই জন্যে। কাতুশার আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখখানির দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হল, যে সুর এখন তাঁর মনের মধ্যে বাজছে সেই একই সুর কাতুশার হৃদয়েও ধ্বনিত হচ্ছে।

প্রথমবারের ও শেষবারের উপাসনার মধ্যবর্তী সময়ে নেখলুডভ বেরিয়ে এলেন। লোকেরা একপাশে সরে দাঁড়িয়ে তাঁকে পথ করে দিল এবং শ্রদ্ধা জানাল। সিঁড়ির ওপরে এসে তিনি দাঁড়ালেন। ভিখারীরা কলরব করতে করতে তাঁকে ঘিরে ধরল। মানিব্যাগে যত খুচরো ছিল সবই নেখলুডভ তাদের দিয়ে দিলেন। তখন সবে ভোর হচ্ছে, সূর্য তখনো ওঠেনি। কাতুশা গির্জার ভিতরেই ছিল, নেখলুডভ তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে মাত্রেনা পাভলোভনার পাশাপাশি কাতুশা বেরিয়ে এল। সামনের লোকগুলোর মাথার ওপর দিয়ে তাকাতেই কাতুশা তাঁকে দেখতে পেল। দেখামাত্রই তার মুখ কিভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল নেখলুডভ তা লক্ষ্য করলেন।

কাতুশা অলিন্দে দাঁড়িয়ে ভিখারীদের ভিক্ষা দিতে লাগল। একটি ভিখারী তার কাছে এগিয়ে এল। লোকটির নাক নেই, নাকের জায়গায় শুধুই একটি মামড়ি। কাতুশার চোখে মুখে এতটুকু ঘৃণা ফুটে উঠল না। সে লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে কিছু দান করে তিনবার তাকে চুম্বন করল। চুম্বন করার সময়ে সে একবার নেখলুডভের চোখের দিকে তাকাল, যেন তাঁকে জিজ্ঞেস করছে—কাজটা ঠিক হচ্ছে তো?

—নিশ্চয়ই ঠিক হচ্ছে, সব কিছুই ঠিক হচ্ছে, সব কিছুই সুন্দর। আমি তোমায় ভালবাসি সুন্দরী!—নেখলুডভ চোখের ভাষায় যেন এই উত্তরই দিলেন।

ওরা দুজন সিঁড়ি দিয়ে চাতালে নেমে এল। নেখলুডভ এগিয়ে গিয়ে ওদের কাছাকাছি দাঁড়ালেন। কাতুশাকে ইস্টারের চুম্বন দেবেন কি না তা তখনো তিনি ভাবেননি। তিনি শুধুই কাতুশার কাছাকাছি হতে চেয়েছিলেন।

মাত্রেনা পাভলোভনা মাথা নুইয়ে স্মিত হেসে বলল, 'যীশু জেগেছেন'। তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল সে যেন বলতে চায়—'আজ আমরা সবাই সমান।' রুমাল দিয়ে মুখখানি মুছে সে নেখলুডভের দিকে তার ওষ্ঠাধর তুলে ধরল। 'সত্যিই তিনি জেগেছেন,' বলে নেখলুডভ তাকে চুম্বন করে কাতুশার দিকে ফিরলেন। কাতুশা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, কিন্তু আরো কাছে এগিয়ে গেল। 'যীশু জেগেছেন, ডিমিট্রি

ইভানোভিচ।' 'সত্যিই তিনি জেগেছেন'—বললেন নেখলুডভ। তারপর তিনি কাতুশাকে দুবার চুম্বন করলেন, তারপর কিছুক্ষণ বিরত রইলেন যেন ভেবে দেখলেন তৃতীয় বারের প্রয়োজন আছে কি না। প্রয়োজন আছে সিদ্ধান্ত করে তিনি তৃতীয় বার চুম্বন করলেন। দুজনেই তখন হেসে ফেলল।

—তুমি পুরোহিতের কাছে যাবে না? নেখলুডভ জিজ্ঞেস করলেন।

—না, আমরা এখানে কিছুক্ষণ বসব, ডিমিট্রি ইভানোভিচ। অনেক চেষ্টায় কাতুশা কথাটা বলতে পারল, যেন আনন্দ আছে এমন একটা কাজ এখুনি সে সম্পন্ন করতে পারল। গভীর দীর্ঘশ্বাসে কাতুশার সারা বুকখানি তোলপাড় করে উঠল। তার ঈষৎ ট্যারা দুটি চোখে অনুরাগ। কুমারী শুচিতা এবং ভালবাসা ফুটিয়ে তুলে সে সোজা নেখলুডভের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নারী এবং পুরুষের ভালবাসায় প্রতি ক্ষেত্রেই এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন তার। শীর্ষে পৌঁছয়। তখন সেই ভালবাসা হয়ে ওঠে চেতনাহীন, যুক্তিহীন এবং জৈব-কামনার অস্তিত্বহীন। সেই ইস্টারের রাতে নেখলুডভের জীবনে তো এমনই একটি মুহূর্ত এসেছিল। আজ যখন কাতুশাকে মনে পড়ল তখন সেই মুহূর্তটি আর সব কিছুকে ঢেকে দিল। সেই মসৃণ কালো মাথাটি, সাদা পোশাকে ঢাকা তার আঁটোসাটো সেই সুঠাম কুমারী দেহটি, তখনো পর্যন্ত তার অপুষ্ট বক্ষটি, লজ্জারক্তিম দুটি গাল আর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দুটি কালো চোখ—তার গোটা অস্তিত্বটাই যেন দুটি বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে উঠল—শুচিতা ও অনাবিল ভালবাসায়। এ ভালবাসা শুধু তাঁর প্রতিই নয়, সকলের জন্যেই এবং সব কিছুর জন্যেই যারা ভাল শুধু তাদের জন্যেই নয়, জগতের সকলের জন্যেই তার মনে ভালবাসা রয়েছে, এমনকি ওই ভিখারীটি যাকে সে একটু আগে চুম্বন করল।

নেখলুডভ জেনেছিলেন এই মহৎ ভালবাসার অনুভূতি ওর মধ্যে রয়েছে এবং তিনি নিজেও উপলব্ধি করেছেন এই ভালবাসার মধ্যেই তিনি কাতুশার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন। হায়! সেই রাতে ভালবাসা যে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল সেখানেই যদি তা স্থির হয়ে থাকত। হ্যাঁ, সেই ভয়ংকর ব্যাপারটা ইস্টারের রাত পর্যন্ত ঘটে-নি। জুরীদের ঘরের জানলার পাশে বসে নেখলুডভ এইসব কথাই ভাবছিলেন।

৮

গির্জা থেকে ফিরে নেখলুডভ মাসীদের সঙ্গে উপবাস ভঙ্গ করলেন কিছুটা স্পিরিট ও মদ্যপান করে, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে পোশাক-পরা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। দরজায় করাঘাতে তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি বুঝলেন সে-ই কড়া নেড়েছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে এবং আলস্য ভেঙে তিনি উঠে বসলেন।

—কাতুশা, তুমি কি? ভেতরে এস।

দরজা খুলে সে বলল, 'খাবার তৈরি।' ওর পরনে এখনো সেই সাদা পোশাক, শুধু মাথায় বো-টি নেই। নেখলুডভের মুখের দিকে তাকিয়ে ও হাসল যেন সে খুব ভাল একটা খবর দিয়েছে। 'আমি আসছি'—বলে নেখলুডভ উঠে দাঁড়ালেন এবং চুল আঁচড়াবার জন্যে চিরুনিটি হাতে নিলেন।

এক মিনিট চুপ করে কাতুশা দাঁড়িয়ে ছিল। তা লক্ষ্য করে হাতের চিরুনিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নেখলুডভ এক পা এগিয়ে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে কাতুশা ঘুরে দাঁড়াল এবং দ্রুতপায়ে চলে গেল।

নেখলুডভ ভাবলেন, হায় রে, কী বোকা আমি! কেন ওকে থামালাম না! ভেবেই তিনি দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরে ফেললেন।

কেন যে ওকে তিনি চাইছেন তা তিনি জানেন না, কিন্তু তিনি অনুভব করলেন, যখন সে তাঁর ঘরে এসেছে তখন কিছু একটা করা দরকার, এক্ষেত্রে যা সবাই করে।

—কাতুশা, দাঁড়াও।

—কি চান আপনি? কাতুশা থেমে গিয়ে বলল।

—কিছু না। শুধু···এই অবস্থায় পুরুষেরা কী করে ভেবে নিয়ে তিনি হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলেন।

কাতুশা নেখলুডভের চোখের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'না না ডিমিট্রি ইভানোভিচ, আপনার এ কাজ করা উচিত নয়' বলেই কাতুশা কেঁদে ফেলল এবং ওর শক্ত কঠিন হাত দিয়ে নেখলুডভের হাতখানা সরিয়ে দিল।

নেখলুডভ ওকে ছেড়ে দিলেন এবং মুহূর্তকাল তিনি শুধু বিমূঢ় ও লজ্জিতই বোধ করলেন না, নিজের উপর বিরূপও হয়ে উঠলেন। তাঁর বোঝা উচিত ছিল এবং বিশ্বাস করা উচিত ছিল যে এই বিমূঢ়তা ও লজ্জা তাঁর অন্তরাত্মার শ্রেষ্ঠ অনুভূতি থেকেই এসেছে। কিন্তু তিনি ভেবে বসলেন ওকে ছেড়ে দেওয়াতে তাঁর নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পেয়েছে। এ অবস্থায় অন্য সবাই যা করে তাঁরও তা করা উচিত ছিল। তাই তিনি আবার ওকে ধরে ফেললেন এবং ঘাড়ের ওপর চুমু খেলেন।

কিন্তু এ চুম্বন লাইলাক ঝোপের আড়ালে চিন্তাভাবনাহীন প্রথম চুম্বন কিংবা আজ ভোরে গির্জার প্রাঙ্গণে চুম্বন থেকে অনেক স্বতন্ত্র। এ এক ভয়ংকর চুম্বন এবং কাতুশাও তা বুঝতে পেরেছে।

—এ আপনি কী করলেন?—কাতুশার কণ্ঠ থেকে এমন আর্তনাদের স্বর বেরিয়ে এল, যেন মহামূল্য এক সম্পদ ভেঙে গেল যা আর কোনদিন সারানো যাবে না। একরকম দৌড়েই সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

নেখলুডভ খাওয়ার ঘরে প্রবেশ করলেন। সুসজ্জিতা হয়ে তাঁর মাসীরা পরিবারের চিকিৎসক ও একজন প্রতিবেশী ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সব কিছুই মনে হচ্ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু নেখলুডভের মনে তখন ঝড় বইছে। কোন কথাবার্তাই তাঁর কানে পৌঁছচ্ছে না। যান্ত্রিকভাবে কখনো কান কথার জবাব দিচ্ছিলেন মাত্র। সারাক্ষণ তিনি কাতুশার কথাই ভাবছিলেন। কাতুশা যখন ঘরে এল তখন তিনি তার দিকে না তাকিয়েও সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে কাতুশার উপস্থিতি অনুভব করলেন। ওর দিকে না তাকানর জন্যে অবশ্য নিজেকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখতে হল।

খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন এবং প্রচণ্ড উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। কান পেতে রইলেন কাতুশার

পায়ের শব্দ শোনার প্রত্যাশায়। তাঁর মধ্যে পশু মানুষটি যে এখন শুধু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তাই না, সেই পশু-সত্তাটিই এখন তাঁর মনের অধিপতি।

যদিও সারাদিন তিনি ওর ওপর নজর রেখেছেন, কিন্তু ওকে একা পাবার কোন সুযোগ তিনি পাননি। সম্ভবতঃ কাতুশা তাঁকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর নেখলুডভের পাশের ঘরে তাকে যেতেই হল। ডাক্তারের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা এখানে হয়েছে এবং কাতুশাকে তাঁর বিছানা পাততে হবে। পায়ের শব্দে পাশের ঘরে কাতুশা প্রবেশ করেছে বুঝতে পেরেই নেখলুডভ শ্বাস রুদ্ধ করে লঘু পায়ে তাকে অনুসরণ করলেন যেন তিনি কোন সাংঘাতিক দুষ্কর্ম করতে চলেছেন।

কাতুশা তখন একটি পরিষ্কার ওয়াড়ের মধ্যে দুটি হাত ঢুকিয়ে কোণা দুটো ধরে বালিশে বালিশে ওয়াড় পরাচ্ছিল। মুখ ফিরিয়ে সে হাসল, কিন্তু এ হাসি আগেকার সেই সুখের কিংবা আনন্দের হাসি নয়। এ হাসি ভয়ের, অসহায়ত্বের। এই হাসিটাই বলে দিচ্ছে নেখলুডভ যা করতে যাচ্ছেন তা অন্যায়। তিনি এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। তখনও দ্বন্দ্বের একটা অবকাশ ছিল। ক্ষীণ হলেও কাতুশার প্রতি তাঁর প্রকৃত ভালবাসার কণ্ঠস্বর তখনো মূক হয়ে যায়নি। কাতুশার জীবন, তার অনুভূতির কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু অন্য একটি কণ্ঠস্বর যেন বলে উঠল,—'সাবধান, তোমার নিজের সুখ ও সম্ভোগের এ সুযোগ হারিও না।' দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর প্রথম কণ্ঠস্বরটিকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিল। পাশব প্রবৃত্তির প্রচণ্ড জেদ তখন তাঁকে সম্পূর্ণ অধিকার করে বসেছে। তিনি কাতুশার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কাতুশাকে জড়িয়ে ধরে তিনি তাকে বিছানায় বসালেন এবং আরো কিছু করতে হবে ভেবে ওর পাশে বসলেন। কাতুশা কাতর কণ্ঠে বলে উঠল, ডিমিট্রি ইভানোভিচ, লক্ষীটি, দোহাই আপনার, আমাকে ছেড়ে দিন। ওই বোধ হয় মাত্রেনা পাভলোভনা আসছে।

মাত্রেনা তখন দরজার কাছে এসে পড়েছিল। নেখলুডভ ফিস ফিস করে বললেন, বেশ,—আমি রাতে তোমার ঘরে যাব, তুমি একা থাকবে তো?

মাত্রেনা হাতে একখানা কম্বল নিয়ে এসেছে। নেখলুডভের দিকে তিরস্কারের দৃষ্টি হেনে সে ভুল কম্বল দেওয়ার জন্যে কাতুশাকে তিরস্কার করল। নেখলুডভ নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন কিন্তু লজ্জা বোধ করলেন না।

সারাটা সন্ধ্যা তিনি পাগলের মতো ঘুরে বেড়ালেন। কখনো মাসীদের ঘরে গেলেন, আবার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। সর্বক্ষণই চিন্তা করছিলেন, কী ভাবে কাতুশাকে একা পাওয়া যাবে। কিন্তু কাতুশাও তাঁকে এড়িয়ে চলতে লাগল। এদিকে মাত্রেনাও কাতুশার ওপর কড়া নজর রাখল।

এইভাবে সন্ধ্যা কেটে গেল, এল রাত্রি। ডাক্তার তাঁর ঘরে শুতে গেলেন। মাসীরাও শুয়ে পড়েছেন। নেখলুডভ জানতেন মাত্রেনা পাভলোভনা এখন মাসীদের ঘরেই আছে সুতরাং কাতুশা নিশ্চয়ই দাসীদের বসার ঘরে একা আছে। তিনি বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। বাইরে তখন অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে ভ্যাপসা

গরম। বসন্তের শুভ্র কুয়াশায় বাতাস ভরে রয়েছে। বরফ গলতে শুরু করেছে। সদর-দরজা থেকে প্রায় একশো পা দূরে পাহাড়ের নিচে নদী থেকে যে অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে তা বরফ ভাঙারই শব্দ। নেখলুডভ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন। মাটিতে জায়গায় জায়গায় উজ্জ্বল তুষার চাপগুলোর উপর কাদাভর্তি খানাখন্দ ডিঙিয়ে দাসীদের ঘরের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর হৃৎপিণ্ড এতই দ্রুতলয়ে স্পন্দিত হচ্ছিল যে তিনি নিজেই তার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। নিঃশ্বাস নিতে ও ছাড়তেও তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। দাসীদের ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। কাতুশা তখন সেই ঘরে একাকী টেবিলের সামনে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে ছিল। নেখলুডভ নিশ্চলভাবে সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছে এ কথা না জেনে কাতুশা কি করে দেখার জন্যে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিনিট দুই তাকে নিশ্চল দেখাল, তারপর সে চোখ দুটি তুলে হাসল, আবার মাথা নাড়াল যেন নিজেকে তিরস্কার করছে। তারপর ভঙ্গি পরিবর্তন করে হাত দুটি টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে সামনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

নেখলুডভ কাতুশাকে দেখতে লাগলেন আর অজ্ঞাতসারে নিজের হৃৎস্পন্দনের ও নদী থেকে ভেসে আসা সেই অদ্ভুত শব্দ শুনতে লাগলেন। নদীতে তখন সাদা কুয়াশার নিচে অবিশ্রাম কাজ চলেছে, কেউ যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কিছু ফাটছে, কিছু ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আর সেই শব্দ মিশে যাচ্ছে বরফের টুকরোগুলোর পরস্পরের গায়ে লেগে ভেঙে পড়ার টুংটাং শব্দের সঙ্গে।

কাতুশার গম্ভীর যন্ত্রণাহত মুখখানি দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। বুকের ভেতর যে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছিল কাতুশার মুখে যেন তারই ছায়া পড়েছে। তাঁর করুণা হল, কিন্তু কী অদ্ভুত এই করুণা! তাঁর কামনাকে আরো বাড়িয়ে তুলল। কামনা তাঁর পুরো সত্তাকেই গ্রাস করে ফেলল।

নেখলুডভ জানলায় টোকা দিলেন। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল কাতুশা। গোটা শরীরটা ওর কেঁপে উঠল, ভয় ফুটে উঠল চোখে মুখে। তারপর সে লাফিয়ে উঠে জানলার কাছে এসে মুখখানি কাঁচের উপর রাখল। দুচোখের পাশে দু হাত দিয়ে ঘোড়ার চোখের ঠুলির মত করে কাঁচের মধ্য দিয়ে যখন সে নেখলুডভকে চিনতে পারল তখনো তার মুখে ভয়ের ভাবটা রয়েই গেল। কাতুশার মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য। ওর এমন গম্ভীর মুখ তিনি আগে কখনো দেখেননি। তাঁর হাসির প্রত্যুত্তরে সেও হাসল, কিন্তু এ হাসি অন্তর থেকে উৎসারিত নয়, এ হাসি অসহায় আত্মসমর্পণের হাসি। হাতের ইশারায় তিনি উঠোনে কাতুশাকে বেরিয়ে আসতে বললেন। কিন্তু সে মাথা নাড়ল এবং জানলার কাছে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি ওকে ডেকে কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু ঠিক তখনি কাতুশা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। স্পষ্টতই বোঝা গেল ভেতর থেকে কেউ তাকে ডেকেছে। নেখলুডভ জানলার কাছ থেকে সরে এলেন। কুয়াশা তখন এতই ঘন হয়ে উঠেছিল যে বাড়ি থেকে পাঁচ পা এলে জানলাটা আর চোখে পড়ে না, শুধু একতাল আকারহীন কালো স্তূপের মধ্যে প্রকাণ্ড রক্তপিণ্ডের মত দীপের আলোটি চোখে পড়তে লাগল। নদী

থেকে সেই অদ্ভুত শব্দটা একইভাবে ভেসে আসছিল—সেই ফোঁপানির শব্দ, চিড় খাওয়া ও ভাঙার টুংটাং শব্দ। কুয়াশার মধ্যে কাছে কোথাও একটি মোরগ ডেকে উঠল, উত্তরে আর একটি মোরগ ডাকল। তারপর দূরে গ্রামের অন্য মোরগগুলোও ডেকে উঠল। ক্রমে সব ডাকগুলি মিশে একাকার হয়ে একটি ডাকে পরিণত হল। আবার সেই নিস্তব্ধতা, ব্যতিক্রম শুধু নদীর সেই বিচিত্র শব্দ।

নেখলুডভ অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। দু-একবার জলকাদার মধ্যে পা দিয়েও ফেললেন। একটু পরে আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখনো প্রদীপটি জ্বলছিল আর কাতুশাও টেবিলের সামনে এমনভাবে বসে ছিল যেন কী করবে স্থির করতে পারছে না। নেখলুডভ জানলার কাছে আসতেই সে মুখ তুলে তাকাল। নেখলুডভ জানলায় টোকা দিলেন। কে টোকা দিল সেদিকে না তাকিয়েই সে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নেখলুডভ সঙ্গে সঙ্গে তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। কাতুশা তাকে আঁকড়ে ধরে নিজের মুখখানি উঁচু করে ধরল। তারপর অধরোষ্ঠ দিয়ে নেখলুডভের চুম্বন সে গ্রহণ করল। একটা যন্ত্রণাময় অতৃপ্ত কামনায় তার দেহ মন ভরে উঠল আর তখনই তার নাম ধরে মাত্রেনা পাভলোভনার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরের ডাক সে শুনতে পেল।

নেখলুডভের আলিঙ্গন থেকে চকিতে নিজেকে মুক্ত করে সে আবার দাসীদের ঘরে ফিরে গেল। নেখলুডভ দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলেন। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সেই লাল আলোটাও আর নেই, শুধু রয়েছে কুয়াশা আর নদীর সেই বিচিত্র শব্দ। তিনি আবার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন, কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না। উঠে পড়লেন এবং খালি পায়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে মাত্রেনার পাভলোভনার পাশের ঘর যেখানে কাতুশা আছে তার ঘরে গিয়ে থামলেন। মাত্রেনা শান্তভাবে নাক ডাকছে। শুনে তিনি পা বাড়াতেই মাত্রেনা একবার কাশল এবং বিছানায় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে পাশ ফিরে শুল। নেখলুডভের হৃৎস্পন্দন থেমে গেল এবং মিনিট পাঁচেক তিনি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আবার সব স্তব্ধ হয়ে গেল এবং যখন মাত্রেনার আবার শান্তভাবে নাক ডাকতে লাগল তখন তিনি এমনভাবে তক্তার ওপর পা রাখলেন যাতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ না হয়। এইভাবে তিনি কাতুশার দরজায় এসে দাঁড়ালেন। ভেতর থেকে কোন শব্দ ভেসে আসছে না। সম্ভবতঃ সে জেগে আছে নইলে ওর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ তিনি শুনতে পেতেন। যেই তিনি ফিস ফিস করে কাতুশার নাম ধরে ডাকলেন অমনি সে লাফিয়ে উঠে ক্রুদ্ধভাবে তাকে চলে যেতে বলল।

—আপনার মতলবটা কী? এ আপনি কী করছেন? আপনার মাসীরা যে শুনতে পাবে! কথাগুলো একান্তই ওর মুখের কথা, কিন্তু ওর সমস্ত সত্তা তখন বলছিল, আমি সম্পূর্ণই তোমার। নেখলুডভ শুধু এই কথাটিই বুঝলেন।

—দরজা খোল, মুহূর্তের জন্যে আমাকে ভেতরে যেতে দাও, আমি অনুনয় করে বলছি কাতুশা। তিনি যে কি বলছেন তা বোঝার মত মানসিক অবস্থা তখন তাঁর ছিল না।

কাতুশা উত্তর দিল না, কিন্তু নেখলুডভ অনুভব করলেন সে খিলে হাত দিয়েছে। দরজা খুলে গেল এবং নেখলুডভ ঘরে প্রবেশ করলেন। কাতুশার পরনে তখন মোটা কাপড়ের শেমিজ, বাহু দুটি উন্মুক্ত। ওই অবস্থাতেই নেখলুডভ এসে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

—এ কী করছেন আপনি? ফিসফিস করে কাতুশা বলল। কিন্তু নেখলুডভ কোন কথায় কান না দিয়ে নিজের ঘরে ওকে নিয়ে এলেন।

—না, না, আমাকে ছেড়ে দিন। কিন্তু কাতুশা ওঁকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরল।

... ...

কাতুশা যখন কম্পিত দেহে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন নেখলুডভ বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন এবং এখুনি যা ঘটে গেল তার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অন্ধকার তখন পাতলা হয়ে এসেছে। নিচের নদী থেকে বরফ ভাঙার শব্দ আরো প্রবল হয়ে ভেসে আসছে। কুয়াশার আবরণ সরে যাচ্ছে আর ক্ষীয়মান চাঁদের নিষ্প্রভ জ্যোতি কী যেন কালো ও ভূতুড়ে একটা পদার্থকে আলোকিত করে তুলেছে।

নিজেকে তখন নেখলুডভ প্রশ্ন করলেন, এ সবের মানে কী? এ কী প্রচণ্ড সুখ না প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য?

—এমন ঘটনা তো সকলের ক্ষেত্রেই ঘটে আর সবাই এ-ই করে থাকে।—নিজেকে এইভাবে সান্ত্বনা দিয়ে নেখলুডভ ঘরে ফিরে গেলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন শোনবক এসে নেখলুডভের সঙ্গে মিলিত হল। মার্জিত অমায়িক ব্যবহার ও দিলদরিয়া মেজাজের জন্যে এই ছেলেটিকে দেখে মাসীরা মুগ্ধ হলেন। তবে তার দানধ্যানের বহর দেখে কিছুটা হতভম্বও হলেন। চাকরবাকর ও ভিখিরিদের সে দান করল পঁচিশ রুব্‌ল। মাসীরা জানতেন না যে শোনবকের বাজারে প্রায় দুলক্ষ রুব্‌ল ধার এবং সে ধার সে কোনদিন শোধ করবে না, সুতরাং পঁচিশ রুব্‌ল তার কাছে কিছুই নয়। শোনবক মাত্র একদিনই রইল এবং সেই রাতেই দুই বন্ধু রেজিমেন্টে যোগ দেবার জন্যে রওনা হয়ে গেল।

মাসীদের বাড়িতে শেষ দিনে নেখলুডভের মনে দুই বিপরীত অনুভূতির সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। একটি হল পাশবিক আসক্তির জ্বালাময় কামনার স্মৃতি (যদিও তাঁর প্রত্যাশা মোটেই পরিতৃপ্ত হয়নি) যার সঙ্গে মিশেছিল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সন্তোষ। অন্যটি হল, কাজটি যে অন্যায় হয়েছে সে সম্পর্কে সচেতনতা। কাতুশার জন্যে নয় তার নিজের জন্যেই অন্যায়ের সংশোধন করতে হবে।

নেখলুডভের স্বার্থপরতা এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছিল যে নিজের স্বার্থচিন্তা ছাড়া অন্য কারোর জন্যে ভাবনা-চিন্তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে লোকে তাঁর বদনাম করবে—না মোটেই করবে না! এই-ই

ছিল তাঁর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু কাতুশার কী হবে, কী ঘটতে পারে কাতুশার জীবনে, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন অনুভব করলেন না তিনি।

নেখলুডভ ভাবছিলেন যে, কাতুশার প্রতি তাঁর কামনা বাসনার পূর্ণ চরিতার্থতার আগেই চলে যাওয়াটা পরিতাপের বিষয়, কিন্তু এই বাধ্যতামূলক প্রস্থানের একটা সুবিধাও আছে, কারণ এই সম্পর্ক তিনি বেশিদূর টানতে পারতেন না। সুতরাং আকস্মিক ভাবে ছিন্ন হয়ে যাওয়া মঙ্গলই বলতে হবে। তারপর তিনি ভাবলেন কাতুশাকে কিছু টাকা দেওয়া উচিত। কাতুশার টাকার দরকার আছে কিংবা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে বিবেচনার উৎস অবশ্য তা নয়। ভোগ করার পর ওকে টাকা না দিলে তিনি সম্মানিত ব্যক্তি নন বলেই বিবেচিত হবেন অতএব টাকাটা দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর ও কাতুশার সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠিতে টাকার অঙ্কটা নেখলুডভের কাছে যথেষ্টই মনে হল।

পরের দিন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিনি একশো রুবলের নোট ভরা একটি খাম কাতুশার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আমি বিদায় নিতে এসেছি।

ইঙ্গিতট বুঝতে পেরে কাতুশা ভুরু কুঁচকে অসম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে নেখলুডভের হাতখানি ঠেলে সরিয়ে দিল।

—নাও, তোমাকে নিতেই হবে—জড়িয়ে জড়িয়ে কোনোক্রমে কথা কটি বলে তিনি কাতুশার অ্যাপ্রনের পকেটের মধ্যে খামটি গুঁজে দিয়ে ছুটে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। ভুরু কুঁচকে এমন ভাবে নিজের ঘরের দিকে ছুটলেন যেন তিনি শরীরে কোথাও আঘাত পেয়েছেন। ঘরে এসে ও শেষ দৃশ্যটির কথা স্মরণ করে অনেকক্ষণ তিনি অস্থিরতায় ছটফট করলেন। এছাড়া আমি আর কী করতে পারি? অন্যদের জীবনেও কী এমনটি ঘটে না? শোনবকও তো ওদের বাড়ির গভর্নেসের সঙ্গে সম্পর্কের কথা আমাকে বলেছিল। গ্রীসা খুড়োর জীবনেও এমনটি ঘটেছিল। এমনকি আমার বাবাও তো গ্রামে থাকার সময়ে জনৈকা কৃষক-রমণীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর অবৈধ সন্তান মিতেঙ্কা তো এখনো জীবিত। প্রত্যেকেই যদি একই কাজ করে থাকে তাহলে আমার আর দোষ কী? এইভাবেই তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মনটা তবু শান্ত হল না। যা ঘটে গেছে তার স্মৃতি তাঁর বিবেককে দগ্ধ করতে লাগল।

অন্তরাত্মার গভীরতর গভীরে নেখলুডভ উপলব্ধি করছিলেন, তিনি হীন, নিষ্ঠুর ও কাপুরুষের মত কাজ করেছেন। এই উপলব্ধির সচেতনতা থাকার ফলে তাঁর পক্ষে আর অপরাধ বিচার করা সম্ভব হবে না, কারো চোখের দিকে সোজাসুজি তাকানোও সম্ভব হবে না আর নিজেকে মহৎ উদার উন্নতমনা মানুষ হিসেবে জাহির করা তো মোটেই সম্ভব নয়। সমস্যার একটিই মাত্র সমাধান আছে তা হচ্ছে ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া। অতএব তিনি ভুলে যাওয়ারই চেষ্টা করলেন। এরপর তিনি যে পরিবেশে গিয়ে পড়লেন সেখানে ভুলে যাওয়া খুবই সহজে সম্ভব হল। সামরিক জীবন, যুদ্ধ ও নতুন বন্ধুবান্ধবে ঘেরা পরিবেশে এক সময় তিনি সেদিনের ঘটনা সম্পূর্ণই ভুলে গেলেন।

যুদ্ধের পরে একবারই তাঁর মনে পড়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে তিনি মাসীদের বাড়ি গিয়েছিলেন কাতুশাকে দেখবার জন্যেই, কিন্তু গিয়ে শুনলেন যে তিনি চলে আসার কয়েক মাস পরে কাতুশা কোন অজ্ঞাত স্থানে চলে গিয়েছে। মাসীদের বিবৃতি অনুযায়ী কাতুশা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর চলে যায়। মাসীদের মতে সে একেবারে জাহান্নামে গিয়েছে এবং মায়ের সব বদগুণই তার মধ্যে বর্তেছে! মাসীদের মতামত শুনে নেখলুডভ বেশ খুশি হলেন। মনে হল তাঁর, তিনি যেন বেকসুর খালাস হয়ে গিয়েছেন। সময়ের হিসেব করে তাঁর ধারণা হল সন্তানটি তাঁর না হওয়াই সম্ভব। গোড়ায় গোড়ায় তিনি ভেবেছিলেন কাতুশা ও তাঁর সন্তানের খোঁজ করবেন, কিন্তু কাতুশার চিন্তাটাই তাঁর গভীরতম অন্তরে অপরাধজনিত এমন এক তীব্র অনুশোচনার জ্বালা ধরিয়ে দেয় যে তিনি এ ব্যাপারে চিন্তা করাই ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু আজ ঘটনার এক আকস্মিক সমাপতনে স্মৃতিপটে আবার সবকিছু জেগে উঠল। নিষ্ঠুর কাপুরুষতার যে কাজটিকে সুদীর্ঘ দশটি বছর তিনি চেপে রেখেছিলেন আজ তাঁর অবদমিত বিবেক জেগে উঠে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করছে। যদিও পাপের স্বীকারোক্তির চেয়ে ভয়টাই তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠেছে। তাঁর আশঙ্কা হয়ত এখনই কাতুশার উকিলের সওয়াল শুরু হবার পর সব কিছুই ফাঁস হয়ে যাবে এবং সর্বসমক্ষে তিনি চরম অবমাননার সম্মুখীন হবেন।

মনের ঠিক এই অবস্থা নিয়েই তিনি জুরীদের ঘরে প্রবেশ করলেন। জানলার ধারে বসে তাঁর চারপাশে যেসব আলোচনা চলছিল শোনার চেষ্টা করছিলেন তিনি। আর সর্বক্ষণই তিনি ধূমপান করে গেলেন। ফুর্তিবাজ বণিক জুরীটি নিহত বণিক স্মেলকভের জীবনযাত্রার ভঙ্গিকে বার বার স্বাগত জানাতে লাগলেন। বললেন, এইতো চাই, যথার্থই সাইবেরিয়ান স্টাইল! ভয়ডর বলে কিছু নেই। আমিও ঠিক ওইরকমই একটি ছুঁড়ি চাই।

জুরীদের মুখপাত্র (ফোরম্যান) বলছিলেন বিশেষজ্ঞদের অভিমতই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। নেখলুডভকে যে যা প্রশ্ন করছিল এক কথায় তিনি তাঁর জবাব দেওয়া সারছিলেন। শুধু একটু শান্তিতে একা থাকার জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

পেশকার এসে যখন জুরীদের আদালতে যাবার কথা বলল তখন নেখলুডভের মনে হল তিনি বিচার করতে যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন নিজেরই বিচারের সম্মুখীন হতে। অন্তরের গভীরে তিনি উপলব্ধি করছেন যে তিনি নিছকই একজন দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ এবং এর জন্যে তাঁর লজ্জিত হওয়া উচিত। তবু অভ্যাসের প্রবল শক্তিতেই তিনি চোখে মুখে আভিজাত্যের ভাব ফুটিয়ে তুললেন। স্বভাবসুলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি জুরীদের মঞ্চে উঠে ফোরম্যানের পাশে গিয়ে বসলেন।

বন্দীদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আদালতে কয়েকটি নতুন মুখও দেখা গেল, এরা সবাই সাক্ষী। রেলিংয়ের সামনের সারিতে একজন বেশ মোটা মহিলা বসে ছিল; পরনে তার সিল্ক ও মখমলের জমকালো পোশাক, মাথায় বড় বো-

ওয়ালা উঁচু টুপি, কনুই পর্যন্ত অনাবৃত বাহুতে একটি ব্যাগ ঝোলান। নেখলুডভ লক্ষ্য করলেন, এই মহিলাটির দিক থেকে মাসলোভা কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছে না। পরে তিনি জেনেছিলেন ইনি একজন সাক্ষী এবং মাসলোভা যে প্রতিষ্ঠানে ছিল সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী।

সাক্ষীদের জেরা শুরু হল। তাদের নাম ধাম ধর্ম ইত্যাদি জিজ্ঞেস করা হল। বৃদ্ধ পুরোহিত তার বুকের ওপর ঝোলান সোনার ক্রুশটি আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে সাক্ষীদের ও বিশেষজ্ঞদের শপথ গ্রহণ করালেন।

সাক্ষীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হলে গণিকালয়ের কর্ত্রী কিতায়েভা ছাড়া আর সবাইকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হল। কিতায়েভাকে বলা হল সে যা জানে বলতে। প্রতিটি কথায় মাথা ও মাথার বড় টুপিটা নাড়াতে নাড়াতে কৃত্রিম হেসে ঘটনার দিনের একটি অত্যন্ত বিশদ ও নিপুণ বিবরণ সে দিল। তার কথায় জার্মান টান অত্যন্ত স্পষ্ট।

প্রথমে এক সাইবেরিয়ান বণিকের জন্যে মেয়ে যোগাড়ের উদ্দেশ্যে হোটেলের চাকর সাইমন তার প্রতিষ্ঠানে আসে এবং সে লুবভকে (কাতুশা) পাঠিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে বণিকের সঙ্গে লুবভ ফিরে আসে। বণিকটি তখন চুর হয়ে ছিলেন। মৃদু হেসে কিতায়েভা আবার বলল, বণিকটি তখন একদিকে মদ্যপান অন্যদিকে মেয়েদের নিয়ে মজা লোটা চালিয়ে যেতে লাগলেন। টাকা কম পড়ে যাওয়ায় সে লুবভকে হোটেলে পাঠায়। ওর প্রতি বণিকটির ইতিমধ্যেই বেশ একটা অনুরাগ গড়ে উঠেছিল। কথাটা বলেই সে একবার কাতুশার দিকে তাকাল।

নেখলুডভের মনে হল, তিনি যেন কাতুশার মুখে এই সময় হাসির রেখা দেখতে পেলেন, ফলে তিনি যেন কিছুটা বিতৃষ্ণা বোধ করলেন। তাঁর মনের মধ্যে এক অদ্ভুত অবর্ণনীয় করুণামিশ্রিত ঘৃণার ভাব জেগে উঠল।

মাসলোভার উকীল হিসেবে যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেই লোকটি আবার বিচার বিভাগে একটি চাকরীপ্রার্থী। লজ্জিত ও বিভ্রান্ত লোকটি প্রশ্ন করল, মাসলোভা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ?

'খুব ভাল'—জবাব দিল কিতায়েভা। মেয়েটি লেখাপড়াও জানে আদব-কায়দাও জানে। একটি ভাল পরিবারে সে মানুষ হয়েছে এবং ফরাসী ভাষাও জানে। কখনো কখনো একটু বেশী মদ খেয়ে ফেলে কিন্তু কখনই বেসামাল হয়ে পড়ে না। সত্যিই খুব ভাল মেয়ে।

কাতুশা মহিলাটির দিকে একবার তাকিয়ে জুরীদের দিকে ফিরে তাকাল। অনেকক্ষণ তাঁর দৃষ্টি নেখলুডভের মুখের ওপর নিবদ্ধ ছিল। কাতুশার মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠল।

তার তীব্র তীক্ষ্ণ চোখের একটিতে তির্যক দৃষ্টি। সেইভাবেই সে নেখলুডভের দিকে তাকিয়ে ছিল। যদিও একটা আতঙ্ক নেখলুডভকে অধিকার করে বসেছিল, তবুও তিনি ওই উজ্জ্বল চোখ দুটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারলেন না।

সেই ভয়ংকর রাত্রির কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। কুয়াশায় ঢাকা সেই রাত,

নীচের নদী থেকে বরফ ভাঙার শব্দ বিশেষ করে তাঁর মনে পড়ল শিং-ওলটান ক্ষীয়মান চাঁদের আলোয় কালো ও ভূতুড়ে কী একটা জিনিস যেন সেদিন আলোকিত হয়ে উঠেছিল। ওই দুটি কালো চোখের দিকে তাকিয়ে আজ আবার তাঁর নতুন করে মনে পড়ে গেল সেই কালো ভূতুড়ে জিনিসটাকে।

বোধহয় ও আমাকে চিনতে পেরেছে—এই ভেবে তিনি কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন, যে কোনো মুহূর্তে একটি প্রচণ্ড আঘাত তাঁর ওপর নেমে আসতে পারে। কিন্তু কাতুশা তাঁকে চিনতে পারেনি। একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে আবার প্রধান বিচারপতির দিকে চোখ ফেরাল। নেখলুডভও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবলেন, হায়, মামলাটা যদি একটু তাড়াতাড়ি শেষ হত!

আবার তিনি সেই ঘৃণা করুণা ও বিরক্তি অনুভব করলেন। একবার শিকারে গিয়ে একটি আহত পাখিকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেদিনের সেই অনুভূতিটাই যেন আবার ফিরে এল। আহত পাখিটা শিকারের থলির মধ্যে ঝটপট করতে থাকলে মানুষ বিরক্ত হয় আবার করুণাও অনুভব করে। পাখিটাকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলে অপরাধটা ভুলে যেতে চায়।

জুরীর আসনে বসে জেরা শুনতে শুনতে নেখলুডভের মন এই মিশ্র অনুভূতিতে ভরে উঠেছিল।

নেখলুডভকে জ্বালাবার জন্যেই যেন মামলাটি গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চলল। প্রত্যেক সাক্ষীকে আলাদা আলাদা ভাবে এবং সবশেষে বিশেষজ্ঞদের জেরা করা হল। পাব্লিক প্রসিকিউটর এবং দুই উকীল স্বভাবসিদ্ধ ভারিক্কী চালে অনাবশ্যক একগাদা প্রশ্ন করলেন, যেন প্রতিটি প্রশ্নই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপর সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত জিনিসগুলি পরীক্ষা করার জন্যে প্রধান বিচারপতি জুরীদের আহ্বান করলেন। এই জিনিসগুলির মধ্যে ছিল হীরের গোলাপ বসান মস্ত বড় একটি আংটি আর ছিল একটি টেস্ট-টিউব যার মধ্যে ছিল বিষ।

সাক্ষীরা জিনিসগুলি দেখতে চলেছেন ঠিক এমন সময় পাব্লিক প্রসিকিউটর উঠে দাঁড়ালেন এবং দাবী জানালেন জিনিসগুলি পরীক্ষার আগে ময়না তদন্তের ফলাফল পড়া হোক। প্রধান বিচারপতি সুইস মেয়েটির সঙ্গে মিলিত হবার তাগিদে চাইছিলেন মামলাটি তাড়াতাড়ি শেষ হোক। তা ছাড়া তিনি জানতেন, এই বিবরণ পাঠে ক্লান্তি আসা ও ডিনারের সময় পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না। কিন্তু যেহেতু তিনি জানেন যে পাব্লিক প্রসিকিউটরের এই দাবী করার অধিকার আছে তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে সম্মতি জানাতে হল।

যে বণিক হোটেলে ফুর্তি করতে এসেছিল তারই ফুলে ওঠা পচে ওঠা লাশের বহির্ভাগের পরীক্ষার বিশদ ফলাফলের সাতাশটি অনুচ্ছেদ সহ চারপৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনা পড়ে শোনান হল। নেখলুডভের মনে যে অবর্ণনীয় বিতৃষ্ণা জেগে উঠেছিল এই বর্ণনা শুনে তা দ্বিগুন বেড়ে গেল। কাতুশার জীবন, মড়ার নাকের ফুটো দিয়ে চুঁইয়ে পড়া জলের মত রস, কোটর থেকে বেরিয়ে আসা দুটি চোখ, কাতুশার

সঙ্গে তাঁর নিজের আচরণ সব কিছুই একই শ্রেণীর জিনিস বলে মনে হল। মনে হল এই একই ধরনের কতকগুলো জিনিস তাকে ঘিরে ধরেছে এবং গ্রাস করেছে।

রিপোর্ট পড়া শেষ হয়েছে আশা করে প্রধান বিচারপতি মহাশয় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথাটি তুললেন কিন্তু তখুনি আবার মৃতদেহের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার বিবরণ পড়া শুরু হল। প্রধান বিচারপতি আবার হাতের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজলেন হতাশায়।

রিপোর্টটি এক ঘণ্টা ধরে পড়া হবার পর প্রধান বিচারপতি বললেন, আমার মনে হয়, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির রিপোর্ট আর পড়ার দরকার নেই। কিন্তু পাব্লিক প্রসিকিউটর তাঁর ভাবভঙ্গি দিয়ে বোঝালেন রিপোর্ট পড়ার অধিকার তাঁর রয়েছে। দাবী গ্রাহ্য না হলে আপীল করার অধিকারও তাঁর রয়েছে।

যে বিচারকটি পেটের অসুখে ভুগছিলেন তিনি রীতিমত উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রধান বিচারপতির দিকে ফিরে তিনি বললেন, এসব পড়ে কী লাভ? শুধু শুধু মামলাটাকে টেনে লম্বা করা হচ্ছে।

সোনার চশমাপরা বিচারকটি কিছুই বললেন না। শুধু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কারও কাছ থেকেই সহানুভূতি তিনি আশা করেন না—নিজের স্ত্রীর কাছ থেকেও না, সাধারণভাবে জীবনের কাছ থেকেও না।

রিপোর্ট পড়া আবার শুরু হল। বেশ কিছুটা সময় কেটে যাবার পর প্রধান বিচারপতি অন্যান্য বিচারপতিদের সম্মতি নিয়ে বললেন, 'আদালত মনে করে এই রিপোর্ট আর পড়ার প্রয়োজন নেই।' পড়া থামিয়ে পাব্লিক প্রসিকিউটর ক্রুদ্ধভাবে কি যেন লিখতে লাগলেন।

প্রধান জুরী ও অন্য কয়েকজন জুরী উঠলেন, কিন্তু ঠিক কি করতে হবে বুঝতে না পেরে টেবিলের কাছে গিয়ে আংটি, কাঁচের বয়ামগুলি ও টেস্ট টিউবটি দেখলেন। বণিক জুরীটি আংটিটি একবার পরে দেখলেন এবং নিজের জায়গায় ফিরে এসে মন্তব্য করলেন, হ্যাঁ, একখানা আঙুল বটে! স্পষ্টই বোঝা গেল বিশালবপু বণিকটির যে চেহারা তিনি মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিলেন তার সঙ্গে আংটির আকৃতি মিলে যাওয়ায় তিনি বেশ মজা পেয়েছেন।

সাক্ষ্য হিসেবে প্রদর্শিত জিনিসগুলি পরীক্ষা হয়ে গেলে প্রধান বিচারপতি ঘোষণা করলেন যে তদন্তের কাজ শেষ হয়েছে এবং পাব্লিক প্রসিকিউটরকে সওয়াল শুরু করতে আদেশ করলেন। প্রধান বিচারপতি আশা করেছিলেন যেহেতু পাব্লিক প্রসিকিউটরও মানুষ এবং তাঁরও ধূমপান এবং আহারের ইচ্ছে হতে পারে তাই অন্যের ধৈর্যের প্রতি তিনি কিছুটা দয়া দেখাবেন। কিন্তু পাব্লিক প্রসিকিউটর নিজের উপরেও দয়া দেখালেন না, অন্যদের প্রতি তো নয়ই। লোকটি ছিলেন অত্যন্ত নীরস ও নির্বোধ প্রকৃতির। দুর্ভাগ্যক্রমে সোনার মেডেল পেয়ে তিনি স্কুলের শিক্ষা শেষ করেছিলেন; তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রোমান আইন পড়বার সময়ে 'দাসত্ব' সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন। এইসব কারণে তিনি পুরোমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। (নারীঘটিত ব্যাপারেও তাঁর সাফল্য এই আত্মবিশ্বাস ও

আত্মসন্তুষ্টিকে বাড়িয়ে তুলেছিল।) ফলে তাঁর নির্বুদ্ধিতা প্রচণ্ড অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

তাঁর মতে অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যের গভীরে প্রবেশ করে সমাজের ক্ষতস্থানগুলি উন্মুক্ত করে ধরাই পাব্লিক প্রসিকিউটরের প্রধান কর্তব্য। তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন এইভাবে :

জুরী মহোদয়গণ, আপনাদের সামনে অপরাধের যে মামলাটি উপস্থিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে যদি আমার মতামত প্রকাশ করতে বলা হয় তবে বলব এই মামলায় আমাদের শতাব্দীর অবসানের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেয়েছে, ফুটে উঠেছে দুর্নীতি নামক পরম বেদনাদায়ক ব্যাপারটির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি যার প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছে সমাজের কতকগুলি মানুষ। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির তীব্র আলোকে এখানে তাদের অনাবৃত করা হয়েছে।

প্রায় সওয়া ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে বক্তৃতা দিলেন তিনি। মাত্র একবার থেমেছিলেন থুতু গেলার জন্যে, কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বাগ্মিতা উচ্চস্তরে তুলে বক্তৃতার বাধাপ্রাপ্তির ক্ষতিটুকু সেরে নিলেন। কখনো এ পায়ে কখনো অন্য পায়ে ভর দিয়ে, কখনো জুরীদের দিকে তাকিয়ে কোমল অভিযোগের সুরে, কখনো নোটবুকের দিকে তাকিয়ে কাজের কথা বলার ভঙ্গিতে, কখনো উকীলদের দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে অভিযোগের সুরে বক্তৃতা করতে লাগলেন। কয়েদীরা তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু তিনি একবারও তাদের দিকে তাকালেন না। তখন তাঁর পেশাভুক্ত লোকের মধ্যে যে চালচলনগুলো চালু হয়েছিল তার প্রত্যেকটিরই উল্লেখ ছিল তাঁর বক্তৃতায়। এগুলিকে মনে করা হত বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞার শেষ কথা যেমন, বংশানুক্রমিকতা, জন্মগত অপরাধ, বিবর্তন, অস্তিত্বের সংগ্রাম, সম্মোহন ও সম্মোহনকারী প্রভাব ও অবক্ষয়বাদ।

তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী বণিক স্মেলকভ ছিলেন একজন প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ রুশ, কিন্তু চরম অধঃপতিত কয়েকজন মানুষের হাতে পড়ে নিজের উদার ও বিশ্বাসপ্রবণ স্বভাবের জন্যে প্রাণ হারিয়েছেন।

তিনজন কয়েদীর মধ্যে কারতিনকিন হচ্ছে ভূমিদাসত্বের সুপ্ত ব্যাধির সন্তান—সে মূঢ়, নীতিহীন, তার ধর্ম পর্যন্ত নেই। বোচকোভা ছিল তার রক্ষিতা। সে হচ্ছে বংশানুক্রমিকতার শিকার। অধঃপতনের সব লক্ষণগুলিই তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তবে অপরাধের প্রধান চক্রী হচ্ছে মাসলোভা। হীনতম অবক্ষয়ের মূর্তপ্রকাশ ঘটেছে তার মধ্যে।

মাসলোভার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, এই মহিলাটি যার সম্পর্কে ওর কর্ত্রীর মুখ থেকে আমরা জেনেছি যে সে লেখাপড়া জানে এবং শুধু লিখতে পড়তেই জানে না ফরাসীও জানে। ওর মা বাবা নেই এবং খুব সম্ভবতঃ ওর মধ্যে অপরাধ-প্রবণতার বীজাণু রয়েছে। এক আলোকপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে ও শিক্ষালাভ করেছে যেখানে ও সৎকাজের দ্বারা জীবিকার্জন করতে পারত। যারা ওকে মানুষ করেছে তাদের পরিত্যাগ করে সে নিজের লালসার চরিতার্থতার জন্যে গণিকালয়ে প্রবেশ

করে। সেখানে সে বিশিষ্টতা লাভ করে শিক্ষার জোরে ও বিশেষ করে ওর সম্মোহনী শক্তি খাটিয়ে, চরকটপন্থী বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি যা গবেষণা করে বের করেছেন। এই পদ্ধতিতেই ও এই রুশ ধনী অতিথিটিকে কব্জা করে। তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয় ও বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে প্রথমে তাকে লুঠ করে ও পরে নির্মমভাবে খুন করে।

নিপুণ ভঙ্গিতে শরীর দুলিয়ে পাব্লিক প্রসিকিউটর আবেদনের ভঙ্গিতে বললেন, জুরী মহোদয়গণ, আপনাদের হাতে শুধু এদের ভাগ্যই নয় কিছুটা পরিমাণে সমাজের ভাগ্যও নির্ভর করছে, কারণ আপনারা যে রায় দেবেন তার দ্বারাই সমাজের ভাগ্য প্রভাবিত হবে। এই অপরাধের পূর্ণ তাৎপর্য আপনারা হৃদয়ঙ্গম করুন, হৃদয়ঙ্গম করুন সমাজের সমূহ বিপদের কথা, যে বিপদ আসছে মাসলোভার মত মানুষদের কাছ থেকে, যাদের আমি আখ্যা দিতে চাই বিকারগ্রস্ত মানুষ। সমাজের সুস্থ সবল মানুষদের এই সংক্রমণ এমনকি সংহারের হাত থেকে আপনারা রক্ষা করুন।

যেন প্রত্যাশিত রায়ের গুরুত্বের কথা ভেবে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন, সেইভাবেই তিনি চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিলেন। বক্তৃতাটি দিয়ে তিনি যে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন তাও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

পাব্লিক প্রসিকিউটরের বক্তৃতার অলঙ্কারের দিকটা বাদ দিলে নির্গলিতার্থ যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, বণিক স্মেলকভের আস্থা অর্জন করার পর মাসলোভা তাঁকে সম্মোহিত করে এবং তাঁর চাবি নিয়ে হোটেলে যায়। তার মতলব ছিল সব টাকাই সে আত্মসাৎ করবে কিন্তু চুরি করার সময়ে সাইমন ও বোচকোভা দেখে ফেলায় টাকাটা সে তাদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। তারপর দুষ্কৃতির চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে বণিককে নিয়ে সে হোটেলে ফিরে আসে এবং তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে।

পাব্লিক প্রসিকিউটরের বক্তৃতার পর উকীলদের বেঞ্চ থেকে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক কারতিনকিন ও বোচকোভার পক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা করলেন। কারতিনকিন ও বোচকোভা এই উকীলকে তিনশো রুব্‌ল দিয়ে নিযুক্ত করেছিল। তিনি এই দুজনকেই নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন এবং সব দোষ চাপালেন মাসলোভার ওপর। মাসলোভা বলেছিল সে যখন টাকা আনতে যায় তখন কারতিনকিন ও বোচকোভা সঙ্গে ছিল। কিন্তু মাসলোভা যেহেতু বিষপ্রয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে সেই হেতু তার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হতে পারে না। তিনি আরো বললেন, তাঁর মক্কেলরা নিয়মিত বকশিশ পেত সুতরাং সৎ ও অধ্যবসায়ী লোকের পক্ষে আটশো রুব্‌ল রোজগার করা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। বণিকের টাকা মাসলোভাই চুরি করেছে তারপর সেই টাকা সে কাউকে দিয়ে দিয়েছে অথবা হারিয়েও ফেলতে পারে কারণ সে তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না। আর বিষপ্রয়োগের কাজটিও সে একাই করেছে। অতএব কারতিনকিন ও বোচকোভাকে যেন চুরির দায় থেকে জুরীরা রেহাই দেন। যদি তাঁরা চুরির দায় থেকে এই দুজনকে মুক্তি দিতে নাও চান তবে যেন এটুকু তাঁরা মেনে নেন যে বিষপ্রয়োগের ব্যাপারে এদের কোনো ভূমিকা ছিল না।

তারপর উঠলেন মাসলোভার উকীল। মিনমিন করে দ্বিধাগ্রস্তভাবে তিনি

বক্তৃতা শুরু করলেন। মাসলোভা যে টাকা চুরিতে অংশ গ্রহণ করেছিল তা অস্বীকার না করে তিনি যে ঘটনার ওপর বিশেষ জোর দিলেন তা হচ্ছে স্মেলকভকে বিষ দেবার কোনো ইচ্ছাই তার ছিল না। সে শুধু সরল বিশ্বাসে তাকে ঘুম পাড়াবার জন্যেই মদে গুঁড়ো মিশিয়েছিল। তারপর তিনি বললেন, কোন এক ব্যক্তি মাসলোভাকে এই লাম্পট্যের জীবন যাপনে বাধ্য করেছে, তার কিন্তু কোন শাস্তি হয়নি অথচ মাসলোভাকেই পতনের বোঝা একা বহন করতে হচ্ছে। এই অংশটুকু বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বাগ্মিতা দেখাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর এই অভিযান এতই ব্যর্থ হল যে প্রত্যেকেই অস্বস্তি বোধ করলেন। যখন তিনি পুরুষদের নিষ্ঠুরতা ও মেয়েদের অসহায়তা সম্পর্কে ধোঁয়াটেভাবে কিছু বলার চেষ্টা করলেন তখন প্রধান বিচারপতি তাঁকে সাহায্য করার জন্যে নির্দেশ দিলেন যথাসাধ্য মামলার ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে।

মাসলোভার সমর্থনে যা বলা হল তার উত্তর দিতে গিয়ে পাব্লিক প্রসিকিউটর বললেন, একজন কাল্পনিক (এই 'কাল্পনিক' কথাটিকে তিনি তিক্ত শ্লেষের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন) প্রলুব্ধকারী নাকি মাসলোভাকে লাম্পট্যের পথে নিয়ে এসেছে। উপস্থিত সাক্ষ্যপ্রমাণাদি থেকে তিনি শুধু এইটুকু বলতে পারেন যে তাকে প্রলুব্ধ করা দূরে থাক সে-ই বরং অনেক অনেক মানুষকে প্রলুব্ধ করে তাদের সর্বনাশ করেছে। এইটুকু বলেই বিজয়গর্বে তিনি বসে পড়লেন।

এরপর কয়েদীদের আত্মপক্ষ সমর্থনে যদি কিছু বলার থাকে তবে তা বলতে অনুমতি দেওয়া হল।

কারতিনকিন ও বোচকোভা তাদের আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করল অর্থাৎ তারা নির্দোষ এবং যা কিছু ঘটেছে সব কিছুর জন্যই মাসলোভা দায়ী।

মাসলোভা কিছুই বলল না। যখন প্রধান বিচারপতি তাকে বললেন যে সেও আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার থাকলে বলতে পারে, তখন সে শুধু চোখ দুটি তুলে একবার তাঁর দিকে তাকাল, তারপর বলির পশুর মত একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

উদ্গত কান্নাকে চেপে রাখার চেষ্টায় নেখলুডভের গলা থেকে বিচিত্র এক শব্দ বেরিয়ে আসায় পাশের বণিকটি জিজ্ঞেস করলেন, কী হল? নেখলুডভ তখনো নিজের বর্তমান অবস্থার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি, তাই ভাবলেন, স্নায়ুর দুর্বলতার জন্যেই তিনি কান্না চেপে রাখতে পারছেন না। চোখের জল লুকাবার জন্যেই তিনি পিন্স-নেজটি চোখে দিলেন এবং রুমাল বের করে নাক ঝাড়তে লাগলেন।

আদালতের সবাই যদি তাঁর কীর্তির কথা জানতে পারে তাহলে যে কলঙ্ক তাঁর ওপর বর্তাবে সেই ভয়ই তাঁর আন্তরাত্মার চলৎশক্তিকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। প্রথম দিকে এই ভয়ই সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠল।

আসামীদের জবানবন্দীর পর জুরীদের কাছে কিভাবে প্রশ্ন রাখা হবে সেটি প্রস্তুত করতে কিছুটা সময় গেল। তারপর প্রধান বিচারপতি জুরীদের কাছে মামলাটির

সারমর্ম বুঝিয়ে বলার জন্যে বক্তৃতা শুরু করলেন। যদিও তিনি তাঁর বক্তৃতাটি সংক্ষেপেই সারতে চেয়েছিলেন, কারণ সুইস তরুণীটি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে, কিন্তু নিজের পেশাগত স্টাইলের সঙ্গে তিনি এতই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছেন যে বক্তৃতাটি সংক্ষিপ্ত করা গেল না। তাছাড়া নিজের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি তাঁর কানে এতই মধুর লাগছিল যে তিনি লোভ সম্বরণ করতে পারছিলেন না।

প্রধান বিচারপতি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন মাসলোভা তখন তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। নেখলুডভেরও তাই ওর সঙ্গে চোখাচোখি হবার ভয় থাকল না। তিনি তাই সর্বক্ষণই মাসলোভার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অনেকদিন পরে যখন আমরা কোন প্রিয়জনকে দেখি তখন অদেখা সময়ের পরিধিতে তার মধ্যে বাহ্যিক পরিবর্তনগুলিই প্রথমে আমাদের চোখে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে যখন আমরা আত্মিক দৃষ্টি ফিরে পাই তখনই সেই মানুষটির প্রকৃত স্বরূপ—তার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কাতুশার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নেখলুডভের সেই একই অভিজ্ঞতা হল।

হ্যাঁ, পরিধানে কয়েদীর পোশাক, দেহখানি আগের চাইতে বর্ধিত, বক্ষস্থল সুপুষ্ট ও উন্নত, কপালে ও রগের দুপাশে কয়েকটি রেখা, চোখ দুটিও ফোলা—এসব সত্ত্বেও এই মেয়েটি সেই কাতুশাই যে ইস্টারের রাতে নিষ্কলুষ দুটি চোখের দৃষ্টি তাঁর দিকে মেলে ধরেছিল। জীবনের পূর্ণ আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছিল সেই দৃষ্টিতে।

অদৃষ্টের কী আশ্চর্য পরিহাস, এতকাল পরে, সুদীর্ঘ অসাক্ষাতের পর, ঘটনাচক্রে এই মামলাটি হচ্ছে আজই, আর আমি তার একজন জুরী। আর যখন তার সঙ্গে দেখা হল সে তখন দাঁড়িয়ে আসামীর কাঠগড়ায়। কিভাবে মামলাটার শেষ হবে কে জানে? ওঃ! ওরা যদি তাড়াতাড়ি শেষ করতো!

একটু একটু করে অনুশোচনার ভাব তাঁর মনের মধ্যে দেখা দিলেও তিনি নিজেকে সেই ভাবটির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না। এটি একটি আকস্মিক ঘটনা এবং এই ঘটনা তাঁর জীবনকে কোনমতেই স্পর্শ করবে না বা প্রভাবিত করবে না—এইভাবেই তিনি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর অবস্থা এখন ঠিক সেই কুকুর-ছানাটির মত হয়েছে। তার প্রভু ঘাড় ধরে তাকে সেই দুষ্কর্মের জায়গাটিতে নাক ঘষে দিচ্ছেন। কুকুর-ছানাটি ঘঁ্যাত-ঘোঁত শব্দ করে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে তার দুষ্কর্মের জায়গা থেকে সরে আসতে, কিন্তু প্রভুটি এতই নির্দয় যে তিনি কিছুতেই তাকে মুক্তি দেবেন না।

একইভাবে নেখলুডভও তাঁর কৃতকর্মের ঘৃণিত দিকটি ও এক শক্তিশালী প্রভুর হাতটি অনুভব করতে পারছেন। কিন্তু এখনো তিনি সঠিকভাবে তাঁর কৃতকর্মের গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করতে পারেননি। প্রভুর হাতটি যে কার তাও বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁর কাজের ফলটাই যে তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন এটা মেনে নেওয়ার মত মানসিকতা এখনো তাঁর গড়ে ওঠেনি। তবে সেই দয়াহীন হাতের কবল থেকে যে তিনি মুক্তি পাবেন না এমন একটা আবছা ধারণা তাঁর হয়েছে। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে তিনি তাঁর সাহসিকতাকে জাগ্রত রাখার

চেষ্টা করে চলেছেন। তাই পায়ের উপর পা তুলে পিন্স-নেজটি এ হাত থেকে ও হাতে নিয়ে খেলা করতে করতে স্বভাবসুলভ ব্যক্তিত্বের মুখোশটি অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হলেন। কিন্তু মনের গহীন গভীরে তিনি নিজের ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা ও নীচতা সম্পর্কে উপলব্ধির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছিলেন না। শুধু এই পাপ-কাজটির জন্যেই নয়, যে অলস ও নীতিহীন জীবন যাপন করছেন তার জন্যেও। বিগত দশটি বছর যে মোহের আবরণে তাঁর অসার জীবনচর্যা ঢাকা পড়েছিল, এই ঘটনাটি যেন এক টানে সেই আবরণটি ছিঁড়ে ফেলে দিল।

অবশেষে প্রধান বিচারপতির বক্তৃতা শেষ হল। তারপর তিনি একটি প্রশ্নমালা জুরীদের মুখপাত্রের হাতে তুলে দিলেন। এখন জুরীদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে দিতে হবে। জুরীরাও আদালত-কক্ষ থেকে নিজেদের ঘরে চলে যাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। তাই জুরীদের কক্ষে প্রবেশ করে তাঁদের প্রথম কাজই হল পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধূমপান করা। তারপর শুরু হল মামলা সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত ভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করা। দরদী বণিকটি বললেন, মাসলোভা কোনো অপরাধের সঙ্গেই যুক্ত নয়, আমরা ওকে দয়া দেখাবার জন্য সুপারিশ করব।

—এই ব্যাপারটিই এখন আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। ব্যক্তিগত ভাললাগা মন্দলাগার ব্যাপার এটি নয় প্রধান জুরী মন্তব্য করলেন।

—প্রধান বিচারপতি খুব সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছেন। কর্নেল মন্তব্য করলেন।

—তাই নাকি? আমার তো ঘুম এসে গিয়েছিল।

—মাসলোভা যদি চাকরদের সঙ্গে যোগ না দিত তাহলে ওরা চাবির কথাটা জানতেই পারত না। বললেন ইহুদী কেরানী।

—আমি কখনই বিশ্বাস করি না ও চুরি করেছে। চুরি করেছে ওই লালচোখো মাগীটা। বণিক তেতে উঠে বললেন।

—মেয়েটির কাছেই তো চাবি ছিল। বললেন কর্নেল।

—তাতে কী প্রমাণ হয়?

—আর আংটিট?

—এ সম্পর্কে কী ও বলেনি? লোকটা ছিল চড়া মেজাজের, তা ছাড়া টেনেও ছিল খুব··মেয়েটাকে মেরেছে এক ঘুষি। এ তো সহজ কথা। তারপর দুঃখ হল—খুবই স্বাভাবিক। 'কিছু মনে করো না। এই নাও।'

এইভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা যথেচ্ছ গতিতে চলল। তারপর জুরীদের মুখপাত্র বললেন, এভাবে আলোচনা চালালে কোন কাজই হবে না। দয়া করে আপনারা সবাই টেবিলের সামনে চেয়ারে এসে বসুন। আমরা এক এক করে প্রশ্নগুলো আলোচনা করি। আসুন আপনারা।

জুরীদের কাছে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর চাওয়া হয়েছিল:

(১) তিরিশ বছর বয়সী সাইমন কারতিনকিন অন্যান্যদের সঙ্গে চক্রান্ত করে

ব্যবসায়ী স্মেলকভের আড়াই হাজার রুব্‌ল চুরি করেছিল কিনা এবং ব্যবসায়ীর জীবন-নাশের উদ্দেশ্যে ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে বিষ মিশিয়েছিল কি না ?

(২) তেতাল্লিশ বছর বয়সী বোচকোভা উপরোক্ত প্রশ্নে অপরাধী কি না ?

(৩) সাতাশ বছর বয়সী কাতেরিনা মাসলোভা প্রথম প্রশ্ন অনুযায়ী অপরাধী কি না ?

জুরীদের মুখপাত্র প্রশ্নগুলি পড়ে সকলের মতামত আহ্বান করলেন। একজন ছাড়া সবাই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে একমত হলেন। অর্থাৎ কারতিনকিন চুরি ও হত্যা দুই অপরাধেই অপরাধী। কর্মী সংগঠনের এক বৃদ্ধ প্রতিনিধি সবাইকেই মুক্তি দেওয়ার পক্ষপাতী। এই ভদ্রলোককে সবকিছু বুঝিয়ে বলার পরেও তিনি গোঁ ধরে রইলেন, সব্বাইকেই মুক্তিদানের সুপারিশ করতে হবে, কারণ আমরা নিজেরাও কেউ সাধুসন্ত নই।

দ্বিতীয় প্রশ্নে অনেক বাদানুবাদের পর ওই একজন ছাড়া সবাই একমত হলেন যে, কারতিনকিন চুরি ও খুনের চেষ্টা দুই অপরাধেই দোষী। বোচকোভার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হল, স্মেলকভের হত্যার ব্যাপারে সে নির্দোষ, কিন্তু চুরির ক্ষেত্রে দোষী।

ঝড় উঠল মাসলোভাকে নিয়ে। জুরীদের মুখপাত্র জোর দিয়ে বলতে লাগলেন মাসলোভা চুরি এবং হত্যা দুটি ক্ষেত্রেই দোষী, কিন্তু বণিক ভদ্রলোকটি সমান জোর দিয়ে বলতে লাগলেন মাসলোভা দুটি ক্ষেত্রেই নির্দোষ। কর্নেল, ইহুদি কেরানীও সেই বৃদ্ধ বণিককে সমর্থন জানালেন। অন্যেরা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, তার কারণ প্রত্যেকেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। যা হোক কিছু একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে তাঁরা মুক্তি পেতে পারেন।

কাতুশার সঙ্গে পূর্বপরিচয় এবং মামলার বিবরণ শুনে নেখলুডভের স্থির ধারণা হয়েছে যে কাতুশা দুটি ক্ষেত্রেই নির্দোষ। তাঁর ধারণা অধিকাংশ জুরীরও তাই মত। কিন্তু বণিক ভদ্রলোকের সমর্থনের কোনো গুরুত্ব থাকছে না, কারণ তিনি নিজেকে অত্যন্ত খেলো করে তুলেছেন। মাসলোভার রূপে তিনি মুগ্ধ এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তিনি তাঁর মনোভাব গোপন করতেও চান না। এছাড়া জুরীদের মুখপাত্রের একগুঁয়েমী। তিনি মাসলোভাকে দুটি অপরাধের ক্ষেত্রেই দোষী সাব্যস্ত করতে চান। অন্যান্য জুরীদের ক্লান্তির ফলে হাওয়া যে ভাবে বইছে তাতে নেখলুডভের আশঙ্কা হচ্ছে, জুরীদের মতামত কাতুশার বিপক্ষেই যাবে। তিনি উপলব্ধি করছিলেন, এখনই নিজের বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করা উচিত, কিন্তু পাছে নিজের অন্যায়টা ফাঁস হয়ে যায় তাই তিনি ভয় পাচ্ছেন। তবু তিনি উপলব্ধি করছিলেন, এভাবে অন্যায়কে মেনে নেওয়া ঠিক নয়। তিনি মুখ খুলতে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর বোনের সেই প্রাক্তন গৃহশিক্ষক পিওতর গেরাসিমোভিচ জুরীদের মুখপাত্রের কর্তৃত্ব-পূর্ণ ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করলেন এবং তিনি যা বললেন তা নেখলুডভেরই মনের কথা।

তিনি বললেন, দয়া করে এক মিনিট আমার কথা শুনুন। আপনাদের ধারণা চাবিটা মাসলোভার কাছে থাকাতেই তার চুরির অপরাধ প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু সে

চলে যাবার পর চাকরদের পক্ষে নকল চাবি দিয়ে ব্যাগটি খুলে ফেলার চাইতে সহজ কাজ আর কী হতে পারে ?

বণিক বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

—ওর পক্ষে টাকা চুরি করা সম্ভবই নয়, কারণ ওর যা অবস্থা তাতে ওর পক্ষে টাকা নিয়ে কী করবে স্থির করা অসম্ভব।

—আমিও এই কথাই বলতে চাইছিলাম। মন্তব্য করলেন বণিক।

—বরং এটাই সম্ভব যে ওর চলে আসার পর চাকরদের মাথায় ফন্দি জেগেছিল এবং সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ওরা সব দোষ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

পিওতর গেরাসিমোভিচ এমন ক্রুদ্ধভাবে কথাগুলি বললেন যে জুরীদের মুখপাত্র আরো চটে গেলেন, ফলে তিনি বিপরীত মতটাই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গেরাসিমোভিচ এমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে তাঁর মত প্রকাশ করলেন যে অধিকাংশ জুরীই তাঁকে সমর্থন করলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল যে মাসলোভা টাকা চুরির অপরাধে অপরাধী নয় এবং আংটিটি তাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিষপ্রয়োগে তার অংশগ্রহণের প্রশ্ন যখন উঠল তখন মাসলোভার পক্ষসমর্থক উৎসাহী বণিক ভদ্রলোকটি বললেন, ওকে মুক্তি দিতেই হবে কারণ হত্যার কোন উদ্দেশ্যই ওর থাকতে পারে না। কিন্তু জুরীদের মুখপাত্র বললেন, ওকে মুক্তি দেওয়া অসম্ভব, কারণ গুঁড়ো মেশাবার কথা ও নিজেই স্বীকার করেছে।

—তা ঠিক, কিন্তু ও ভেবেছিল জিনিসটা আফিম।—বললেন বণিক।

আফিমেও মৃত্যু হতে পারে, আবার আফিমের নেশাগ্রস্ত লোকের কিছুই হয় না এই জাতীয় পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা কিছুক্ষণ চলবার পর জনৈক জুরী মনে করিয়ে দিলেন যে পাঁচটা বাজতে চলেছে। জুরীদের মুখপাত্র তখন বললেন, তাহলে কি আমরা বলব যে সে অপরাধী, কিন্তু চুরি করার কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না এবং কোনো সম্পত্তি সে চুরি করেনি। এই লিখলেই হবে তো ?

পিওতর গেরাসিমোভিচ তাঁর সাফল্যে খুশি হয়ে সায় দিলেন। তারপর বিষপ্রয়োগের ব্যাপারে জুরীদের সিদ্ধান্ত লেখা হল। দীর্ঘ আলোচনায় সকলেই এত ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, কেউই খেয়াল করলেন না যে 'মাসলোভা গুঁড়ো মেশাবার অপরাধে অপরাধী বটে, কিন্তু জীবনহানির উদ্দেশ্য তার ছিল না'—এই অংশটুকু বাদ পড়েছে। নেখলুডভ এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে এই ছাড়টুকু তিনি খেয়াল করলেন না। সুতরাং নির্দিষ্ট ফর্মে যে ভাবে মতৈক্য হল সেইভাবে উত্তরগুলি লিখে আদালতে নিয়ে যাওয়া হল।

র‍্যাবেলাইস একজন আইজীবীর কথা লিখেছেন যিনি মামলা পরিচালনার সময়ে সমস্ত রকমের আইন উদ্ধৃত করতেন, কুড়ি পৃষ্ঠা জুড়ে লাতিন ভাষায় লেখা অর্থহীন আইন, সাহিত্য পাঠ করতেন, তারপর বিচারকদের কাছে প্রস্তাব করতেন যে পাশার দান ফেলা হোক। যদি বিজোড় সংখ্যা পড়ে তবে আসামী পক্ষই ঠিক, আর যদি জোড় সংখ্যা পড়ে তবে মেনে নিতে হবে ফরিয়াদী পক্ষই ঠিক।

এই মামলার ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম ব্যাপার ঘটল। সবাই সমর্থন করেছেন

বলেই যে প্রস্তাবটি গৃহীত হল তা নয়। প্রস্তাবটি গৃহীত হল এই কারণে যে প্রধান বিচারপতি মামলাটির দীর্ঘ ও বিশদ সারাংশ প্রদান কালে জুরীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশটি দিতেই ভুলে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ উত্তর হতে পারে—'হ্যাঁ অপরাধী, কিন্তু জীবনহানির উদ্দেশ্য ছিল না।' প্রস্তাবটি গৃহীত হল, কারণ পেখলুভভ অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন বলেই 'জীবনহানির উদ্দেশ্য ছিল না,' এই কথাগুলি বাদ পড়ে যাওয়া তিনি খেয়াল করলেন না। প্রস্তাবটি গৃহীত হল এইজন্যে যে উত্তরগুলি যখন পড়ে শোনান হচ্ছিল তখন বিশেষ কাজে গেরাসিমোভিচ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হবার এর চেয়েও বড় কারণ হচ্ছে যে সকলেই এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দায়িত্ব শেষ করতে চাইছিলেন। সুতরাং যে সিদ্ধান্তে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া যাবে সেই সিদ্ধান্তে সায় দেবার জন্যেই সবাই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

জুরীরা একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। জুরীদের মুখপাত্র গুরুগাম্ভীর্য সহকারে প্রধান বিচারপতির হাতে প্রশ্নোত্তরপত্রখানি তুলে দিলেন। কাগজখানির দিকে তাকিয়ে প্রধান বিচারপতি বিস্ময়ে হাত দুখানি মেলে ধরলেন এবং পরামর্শ করার জন্যে সঙ্গীদের দিকে ফিরলেন। প্রধান বিচারপতি বিস্মিত হলেন এই কারণে যে জুরীরা একটি সর্ত অর্থাৎ 'চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল না' লিখেছেন, কিন্তু 'জীবনহানির উদ্দেশ্য ছিল না' এই দ্বিতীয় সর্তটি লেখেননি। জুরীদের সিদ্ধান্ত থেকে এই দাঁড়ায় যে মাসলোভা চুরি করেনি, লুঠ করেনি, কিন্তু বিনা কারণে একটি লোককে বিষ খাইয়েছে।

বাঁ দিকের বিচারপতির দিকে ফিরে ফিসফিস করে তিনি বললেন, দেখুন দেখি, কী আজগুবি সিদ্ধান্ত ওঁরা করে বসে আছেন! এর অর্থ সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ড, অথচ ও নির্দোষ।

আপনি নিশ্চয়ই বলতে চান না যে ও নির্দোষ! উত্তর দিলেন গুরুগম্ভীর বিচারপতিটি।

—হ্যাঁ নির্দোষ, নিশ্চয়ই নির্দোষ। আমার মতে এটি ৮১৭ ধারা প্রয়োগের উপযুক্ত মামলা। (৮১৭ ধারায় বলা হয়েছে জুরীরা অন্যায় সিদ্ধান্ত করেছে মনে করলে আদালত ওই সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিতে পারে।)

অন্য বিচারপতির দিকে ফিরে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, আপনি কি মনে করেন? কোমলহৃদয় বিচারপতিটি একটি কাগজে কয়েকটি সংখ্যা লিখে যোগফল তিন দিয়ে ভাগ দিলেন। কিন্তু উত্তর মিলল না। তিনি মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে যোগফল যদি তিন দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় তবে তিনি সভাপতির প্রস্তাবে সায় দেবেন। কিন্তু যদিও উত্তর মিলল না, তবু দয়ার্দ্র স্বভাবের জন্যেই তিনি সভাপতির প্রস্তাবে সায় দিলেন। কিন্তু গুরুগম্ভীর বিচারপতিটি বললেন, কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বলে জুরীদের বিরুদ্ধে এমনিতেই কাগজগুলো লিখছে, তারপর যদি বিচারকরাও ওই কাজ শুরু করে দেয় তাহলে তারা কী বলবে? আমি কিছুতেই আপনার মতে সায় দেব না।

সভাপতি ঘড়ি দেখলেন। 'বড়ই দুঃখের কথা, কিন্তু কী করা যায়' ?—এই বলে জুরীদের

মুখপাত্রকে তাঁদের উত্তর পড়ে শোনাতে বললেন। গলা-খাঁকারি দিয়ে তিনি প্রশ্ন ও উত্তরগুলি পড়তে শুরু করলেন। সমস্ত আদালত, পেশকার, উকীল, এমনকি পাব্লিক প্রসিকিউটর পর্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কয়েদীরা নিশ্চল হয়ে বসে রইল। স্পষ্টতঃই বোঝা গেল উত্তরগুলির তাৎপর্য তারা বুঝতে পারেনি। পাব্লিক প্রসিকিউটরকে সভাপতি জিজ্ঞেস করলেন, কয়েদীদের কী শাস্তি তিনি সুপারিশ করেন?

মাসলোভাকে শাস্তি দিতে পারার অপ্রত্যাশিত সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন পাব্লিক প্রসিকিউটর। তিনি আইনের কয়েকটি ধারার উল্লেখ করে তিনজনের তিনরকম শাস্তির সুপারিশ করলেন। যতখানি কঠিন সাজা সম্ভব তেমন তিনটি ধারার কথাই তিনি উল্লেখ করলেন।

'দণ্ডাদেশ বিবেচনার জন্যে আদালত কিছু সময়ের জন্যে মুলতুবী রইল'—এই বলে প্রধান বিচারপতি উঠে দাঁড়ালেন। বিচারপতিরা মন্ত্রণাকক্ষে চলে যাবার পর সকলেই উঠে দাঁড়ালেন, কেউ কেউ বাইরে গেলেন, কেউ কেউ ঘরের মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

নেখলুডভ জুরীদের মুখপাত্রের সঙ্গে কি নিয়ে যেন কথা বলছিলেন, এমন সময় গেরাসিমোভিচ তাঁর কাছে এসে বললেন, জানেন কি মশাইরা, আমরা এক নির্লজ্জ কাণ্ড করে বসে আছি? কেন আমরা ওকে সাইবেরিয়ায় পাঠালাম?

নেখলুডভ শিক্ষকটির ঘনিষ্ঠতা এবার লক্ষ্য করলেন না। বললেন, কেন? আপনি কি বলতে চাইছেন?

—আমাদের উত্তরে আমরা লিখিনি যে মাসলোভা অপরাধী, কিন্তু জীবনহানির কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না। এইমাত্র পেশকার আমাকে বললেন, পাব্লিক প্রসিকিউটর ওকে পনের বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সুপারিশ করতে চান।

জুরীদের মুখপাত্র বললেন, কিন্তু এইভাবেই তো সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

গেরাসিমোভিচ প্রতিবাদ করে বললেন, যেহেতু সে চুরি করেনি সেইহেতু স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্ত হয় যে হত্যার কোন অভিপ্রায়ই তার থাকতে পারে না।

আত্মপক্ষ সমর্থনে জুরীদের মুখপাত্র বললেন, ঘর থেকে বেরুবার আগে আমি তো পড়ে শুনিয়েছিলাম, তখন তো কেউ আপত্তি করেনি!

গেরাসিমোভিচ লজ্জিত ভাবে বললেন, ঠিক কথা। তখন আমি একটা বিশেষ কাজে বাইরে গিয়েছিলাম।

—এরকম হতে পারে তা তো আমি কখনো ভাবিনি!—নেখলুডভ বললেন।

—ও, ভাবেননি বুঝি?—জুরীদের মুখপাত্র বললেন।

—কিন্তু এখনো তো ঠিক করে নেওয়া যায়।

—না মশাই, সব শেষ হয়ে গেছে।

নেখলুডভ কয়েদীদের দিকে তাকালেন। যাদের ভাগ্য তখন নির্ধারিত হতে চলেছে তারা নিস্পন্দ হয়ে রেলিংয়ের আড়ালে বসে রইল। মাসলোভা হাসছিল।

নেখলুডভের ভিতরে তখন একটা কুমনোবৃত্তি জেগে উঠেছিল। কাতুশা মুক্তি পাবে এবং এই শহরেই থাকবে ধারণা করে, ওর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন হবে স্থির করতে পারছিলেন না। কোনরকম সম্পর্ক স্থাপনই কঠিন হয়ে উঠবে। কিন্তু সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডে কাতুশার সঙ্গে তাঁর যে-কোন রকম সম্পর্কের সম্ভাবনাই শেষ করে দিল। শিকারের থলির মধ্যে আহত পাখীটির ঝটপটানি থেমে যাবে এবং তার অস্তিত্বের কথা সে আর তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবে না।

পিওতর গেরাসিমোভিচের আশঙ্কাই যথার্থ প্রমাণিত হল।

প্রধান বিচারপতি মন্ত্রণাকক্ষ থেকে একখানি কাগজ হাতে করে ফিরে এলেন এবং কাগজখানি পড়তে শুরু করে দিলেন।

১৮৮—সালের ২৮শে এপ্রিল মহামান্য সম্রাটের আদেশক্রমে এই ফৌজদারী আদালত জুরীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭৭১ ধারার তিন উপধারা এবং ৭৭৬ ধারার তিন উপধারা অনুসারে এই নির্দেশ জারি করছেন যে ৩৩ বয়স্ক চাষী কারতিনকিন এবং ২৭ বছর বয়সী কাতেরিনা মাসলোভা দণ্ডবিধির ২৫ ধারায় উল্লিখিত ফলাফলসহ সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে এবং সাইবেরিয়ায় সশ্রম দণ্ডভোগের জন্যে প্রেরিত হবে। কারতিনকিনের দণ্ডভোগ হবে ৮ বছরের এবং মাসলোভার ৪ বছরের। ৪৩ বছরের বোচকোভার সমস্ত ব্যক্তিগত ও সংগৃহীত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে এবং ৪৮ ধারার দণ্ডবিধি অনুসারে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হবে। মামলার খরচ কয়েদীদের সকলকেই সমান ভাবে বহন করতে হবে, যদি কারো যথেষ্ট সম্পত্তি না থাকে তবে সরকারী তহবিল থেকে খরচ বহন করা হবে।

দু হাত দু পাশে চেপে ধরে কারতিনকিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু। তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। বোচকোভা ধীর ও শান্ত হয়ে বসে রইল। দণ্ডাদেশ শুনে মাসলোভা প্রথমে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তার পরেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'আমি নিরপরাধ, নিরপরাধ।' এই চিৎকার সারা ঘরে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরতে লাগল।—'এ পাপ! আমি নিরপরাধ! এ আমি কখনই চাইনি, কখনই ভাবিনি। এটাই সত্যি, আমি সত্যি কথাই বলছি'—এই কটি কথা বলে কান্নায় সে বেঞ্চের ওপর ভেঙে পড়ল এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কারতিনকিন ও বোচকোভা চলে যাবার পরেও সে বসে রইল। অবশেষে একজন সিপাই এসে তার জামার হাতা স্পর্শ করতে সে সম্বিৎ ফিরে পেল।

নেখলুডভ মনে মনে বললেন, না, এভাবে কখনই ছেড়ে দেওয়া যায় না! সেই 'কু' চিন্তাটি এখন তাঁর মন থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। তিনি মাসলোভাকে ধরার জন্যে ছুটে বারান্দায় এলেন। কেন যে তিনি মাসলোভার সঙ্গে দেখা করতে চান সে সম্পর্কে কিছুই তিনি ভাবেননি। বারান্দায় তখন বেশ ভীড়। উকীল জুরীরা এবং অন্যান্যেরা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, সুতরাং তাঁকে কিছুক্ষণ দেরী করতে হল। তারপর যখন তিনি পথ পেলেন তখন মাসলোভা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। তিনি কে কি ভাবছে খেয়াল না করে অনেককে পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলেন

এবং মাসলোভাকে ধরে ফেললেন। ততক্ষণে মাসলোভার কান্না থেমে গেছে। সে শুধু ফোঁপাচ্ছিল আর রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিল। নেখলুডভকে চিনতে না পেরে সে এগিয়ে গেল। নেখলুডভ প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাড়াতাড়ি কোর্টে ফিরে এলেন। কিন্তু তিনি ততক্ষণে কোর্ট ছেড়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছেন। নেখলুডভ যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন তিনি পাতলা ধূসর রঙের ওভারকোটটি গায়ে চাপিয়েছেন এবং একজন খানসামার হাত থেকে রূপো বাঁধানো ছড়িটি হাতে নিয়েছেন।

নেখলুডভ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, এইমাত্র যে বিচারপর্বটি হল আমি সেই মামলাটি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলতে পারি স্যার? আমি একজন জুরী।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারেন প্রিন্স নেখলুডভ। আমি খুশিই হব। নেখলুডভের হাতে চাপ দিয়ে তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে এর আগে কোথায় যেন আমার দেখা হয়েছে! যে সন্ধ্যায় তিনি নেখলুডভকে প্রথম দেখেছিলেন সেই সন্ধ্যাটির কথা তাঁর মনে পড়ল। সেদিন তিনি দিলখোলাভাবে তরুণদের চেয়েও ভালো নেচেছিলেন। প্রশ্ন করলেন তিনি, কী দরকার বলুন?

জুরীদের প্রশ্নোত্তরে একটা মস্ত ভুল ছিল। মাসলোভা বিষ দেওয়ার অপরাধে অপরাধী নয়, তবু তাকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। বিষণ্ণ অন্যমনস্কভাবে নেখলুডভ কথা কটি বললেন।

দরজার দিকে যেতে যেতে প্রধান বিচারপতি বললেন, আপনারা যেভাবে উত্তর দিয়েছেন কোর্ট সেইভাবেই রায় দিয়েছে। যদিও উত্তরের মধ্যে অসঙ্গতি ছিল।

প্রধান বিচারপতির মনে পড়ল, তাঁর একবার মনে হয়েছিল জুরীদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলেন যে—'জীবনহানির উদ্দেশ্য ছিল না' এই বাক্যটি জুড়ে না দিলে 'অপরাধী' রায়ের অর্থ হয় ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে অপরাধী। কিন্তু তাড়া ছিল বলেই মামলাটি তিনি তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইছিলেন তাই আর তিনি অসঙ্গতির দিকে জুরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি।

নেখলুডভ বললেন, তা ঠিক, কিন্তু ভুলটা কি এখন শোধরানো যায় না?

—আপীলের একটা সঙ্গত কারণ সব সময়েই থাকে, তবে এ বিষয়ে আপনাকে একজন উকীলের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

—কিন্তু এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার!

—দেখুন, মাসলোভার সামনে দুটি সম্ভাবনার পথ খোলা ছিল। হয় মুক্তি অথবা কিছুদিনের জন্যে কয়েদ অথবা প্রাথমিক হাজতবাস বিবেচনা করে মোটেই কয়েদ নয়, অন্যদিকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন। মাঝামাঝি কিছু নেই। 'জীবনহানির উদ্দেশ্য ছিল না' এই কথা কটি যদি আপনারা জুড়ে দিতেন তাহলে সে মুক্তি পেয়ে যেত। —প্রধান বিচারপতি যথেষ্ট ভদ্র ও মধুরভাবে কথাগুলি বললেন।

নেখলুডভ বললেন, হ্যাঁ, এই বাদ দেওয়াটা আমাদের অমার্জনীয় অপরাধ হয়েছে।

—হ্যাঁ, বিপদটা হয়েছে ওখানেই।—একটু হেসে তিনি ঘড়ি দেখলেন। বান্ধবী ক্লারা যে সময় দিয়েছে তা উত্তীর্ণ হতে আর মাত্র পৌনে এক ঘণ্টা বাকী। আবার

বললেন তিনি, যদি চান তো একজন উকীলের সঙ্গে কথা বলুন। আপীলের একটা কারণ আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে, তবে মনে হয় সেটা এমন কিছু কঠিন নয়।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে তাতে ওঠার সময় তিনি বললেন, গুড আফটার-নুন। যদি আপনার কোনো কাজে লাগি তাই আমার ঠিকানাটা জানিয়ে রাখছি। হাউস ভরকিনভ, ভরানস্কায়ার ওপর। ঠিকানাটা মনে রাখা সহজ। বন্ধুভাবে মাথাটি নুইয়ে তিনি চলে গেলেন।

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করে এবং মুক্ত বাতাসে নেখলুডভের মন এখন অনেক শান্ত। তাঁর মনে হচ্ছে, সারাটা সকাল যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে কেটেছে তার ফলেই মনের ওপর চাপটা এত বেড়ে গিয়েছিল।

অবশ্য এ এক আশ্চর্য ঘটনার মিল এবং কাতুশার ভাগ্যের বোঝা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি লাঘব করতে হলে আমার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী যতখানি করা সম্ভব তা আমাকে করতেই হবে। ফারানিন অথবা মিশিকিনকে খুঁজে বের করতেই হবে।

এই দুজন উকীলকে নেখলুডভ চিনতেন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই ফারানিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তাঁকে থামিয়ে তিনি বললেন, আপনাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলাম। ফারানিনও বললেন, যদি তিনি নেখলুডভের কোনো কাজে লাগতে পারেন তো খুশি হবেন। নেখলুডভকে তিনি একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং বললেন, আপনার কাজটা কী বলুন?

নেখলুডভ বললেন, প্রথমতঃ ব্যাপারটা গোপন রাখতে আপনাকে অনুরোধ করব। আমার যে এ ব্যাপারে আগ্রহ আছে তা জানাজানি হয়ে যাক তা আমি চাই না।

—তা তো বটেই।

—আমি আজ একটি মামলার জুরী ছিলাম। আমরা একজন নির্দোষ স্ত্রীলোককে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছি। এইটিই এখন আমাকে পীড়া দিচ্ছে।

কথা কটি বলে নেখলুডভ লজ্জায় কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

ফারানিন বললেন, তারপর?

—যেহেতু সে নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাকে দণ্ডিত করেছি তাই আমি উচ্চ আদালতে আপীল করতে চাই।

—উচ্চ আদালত বলতে আপনি সেনেট বোঝাতে চাইছেন?

—হ্যাঁ। কেসটা আপনাকে হাতে নিতে আমি অনুরোধ করছি।

নেখলুডভ সবচেয়ে কঠিন কাজটিতে উত্তীর্ণ হতে চাইলেন, তাই তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, খরচ য লাগে তা আমিই বহন করব।

নেখলুডভের অজ্ঞতা দেখে সৌজন্যের হাসি হেসে ফারানিন বললেন, আচ্ছা, সেসব আমরা পরে ঠিক করে নেব। এবারে কেসটা কি বলুন।

যা যা ঘটেছে নেখলুডভ তা বলে গেলেন। ফারানিন বললেন, আপনি বৃহস্পতিবার বিকেলে আসুন। আমার বক্তব্য আপনাকে সেদিন জানাব।

নেখলুডভ বিদায় নিয়ে চলে এলেন। উকীলের সঙ্গে কথা বলার পর এবং কাতুশার সমর্থনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারায় তাঁর মন আরো শান্ত হল। আদালত থেকে বেরিয়ে তিনি রাস্তায় নেমে এলেন। বাইরের আবহাওয়াটি চমৎকার। বসন্তের বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পেরে তিনি খুশি হয়ে উঠলেন। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরা ডাকাডাকি করলেও তিনি পায়ে হেঁটেই চললেন। হাঁটতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই কাতুশা এবং কাতুশার প্রতি তাঁর আচরণের স্মৃতিগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তাঁর মন। তখন তিনি মনে মনে বললেন,—না, এ ব্যাপারে পরে আমি ভাল করে ভেবে দেখব। আপাতত এই বিষণ্ণতার হাত থেকে আমাকে মুক্তি পেতেই হবে। কোরচাগিনদের নিমন্ত্রণের কথা তাঁর মনে পড়ল। ঘড়ি দেখলেন তিনি। না, এখনো খুব বেশি দেরী হয়নি। একটা চলন্ত ট্রামগাড়িতে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। তারপর ট্রাম থেকে নেমে কোরচাগিনদের বাড়ির কাছাকাছি এসে একটা ঘোড়ার গাড়ি নিলেন।

কোরচাগিনদের দারোয়ান দরজা খুলে দিয়ে অত্যন্ত সৌজন্য দেখিয়ে বলল, ভিতরে আসতে আজ্ঞা হোক, সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

নেখলুডভ ওভারকোটটি খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো অতিথি আছেন কি?

—বাড়ির লোকেরা ছাড়া এম. কোলোসোভ ও মিখাইল সার্গেইভিচ আছেন।

সিঁড়ির ওপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল সুন্দর চেহারার খানসামা, হাতে তার সাদা দস্তানা, পরনে সরু লম্বা লেজওয়ালা কোট। সে বলল, উঠে আসুন স্যার, ওঁরা আপনার প্রত্যাশা করছেন।

নেখলুডভ ওপরে উঠে তাঁর অতি পরিচিত বিশাল ও চমৎকার নাচঘরের মধ্য দিয়ে খাবার ঘরে এলেন। গৃহকর্ত্রী সোফিয়া ভাসিলিয়েভনা ছাড়া সবাই টেবিলের চারপাশে ঘিরে বসেছেন। গৃহকর্ত্রী কখনো নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে আসতেন না। গৃহকর্তা বৃদ্ধ কোরচাগিনের বাঁ দিকে বসে ছিলেন ডাক্তার আর ডান দিকে কোলোসোভ নামে এক অতিথি। ইনি একজন ব্যাঙ্ক ডিরেক্টর এবং মতবাদে লিবারেল। টেবিলের শেষ প্রান্তে বসেছিল মিসি। তার পাশের চেয়ারটি খালি ছিল।

—বসে পড়ুন, আমরা এখনো মাছ খাচ্ছি।

বাঁধানো দাঁত দিয়ে সন্তর্পণে চিবোতে চিবোতে বললেন বৃদ্ধ কোরচাগিন। যদিও নেখলুডভ কোরচাগিনকে ভালোভাবেই জানতেন, ডিনার টেবিলেও অনেকদিন দেখেছেন, তবু আজ তাঁর লালসাভরা মুখ, শব্দ করে খাওয়া, ওয়েস্ট কোটের ভিতর গোঁজা তোয়ালের ওপর জেগে থাকা মোটা ঘাড় এবং অতিভোজনপুষ্ট সামরিক দেহাবয়বটি দেখে খুব খারাপ লাগল। এই লোকটির নিষ্ঠুরতার কথা যতটুকু জানতেন এই মুহূর্তে নেখলুডভের তা মনে পড়ে গেল। সৈন্যদলের অধিনায়ক থাকাকালীন তিনি বিনা কারণে লোকদের বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতেন, এমন কি ফাঁসিকাঠেও

ঝোলাতেন। এসব কাজে তাঁর যুক্তি ছিল একটাই। যেহেতু তিনি ধনী সুতরাং অনুকম্পার বিলাসিতা তাঁর পক্ষে মানায় না।

মিসির পাশে খালি চেয়ারটিতে গিয়ে নেখলুডভ বসলেন। কোলোসোভ বললেন, কি, সমাজের ভিতটা ধ্বসিয়ে দিতে পেরেছেন তো? জুরীদের বিচারকে আক্রমণ করে একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র যে ভাষা ব্যবহার করেছিল পরিহাসছলে তিনি তাই উল্লেখ করলেন। উত্তর দিতে গেলে পাছে রূঢ় হয়ে পড়েন তাই কোলোসোভের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নেখলুডভ ধূমায়িত স্যুপের ওপর ঝুঁকে খেয়ে যেতে লাগলেন। মিসি তখন হেসে বলল, ওকে খেতে দিন।

নেখলুডভের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার সম্পর্কটা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই মিসি এই সর্বনামটি ব্যবহার করল। আজ সে বিশেষভাবে সাজগোজও করেছে। নেখলুডভের মুখের খাবারটি গেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে বলল, মনে হচ্ছে তুমি আজ খুব ক্লান্ত, খিদেও পেয়েছে খুব?

—না, এমন কিছু নয়। আর তুমি? ছবির প্রদর্শনীতে গিয়েছিলে?

—না। শেষ পর্যন্ত গেলাম না। তার বদলে সালামাতোভে টেনিস খেললাম।

চিন্তার চাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই নেখলুডভ এখানে এসেছিলেন। এই বাড়ির মার্জিত বিলাসিতা একসময় তাঁর মনের ওপর মধুর প্রভাব বিস্তার করত। মধুর চাটুকারিতার আবহাওয়া তাঁকে ঘিরে থাকত। কিন্তু কী আশ্চর্য, আজ সব কিছুই তাঁর কাছে কৃত্রিম ও বিরক্তিকর লাগছে। দারোয়ান, প্রশস্ত সিঁড়ি, ফুল, খানসামা, টেবিলের সাজসজ্জা থেকে সব কিছুই তাঁর কাছে বিতৃষ্ণাকর মনে হচ্ছে। এমনকি মিসিকেও মোটেই আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না।

খাওয়ার পাট চুকে গেলে টেনিস খেলা নিয়ে সবাই এক তর্কে মেতে উঠল। মিসি বলল, টেনিস খেলাতে মানুষের চরিত্র যেমন ধরা পড়ে তেমন আর অন্য খেলায় পড়ে না —নিজের বক্তব্যের সমর্থনের আশায় সে নেখলুডভকে বলল, এ বিষয়ে তোমার কি মত?

নেখলুডভ বললেন, এ নিয়ে আমি কিছু ভাবিনি।

—তুমি কি মায়ের সঙ্গে দেখা করবে? মিসি বলল।

—হ্যাঁ, চল।—বলে তিনি একটি সিগারেট ধরালেন। পরে সৌজন্যের খাতিরে বললেন, প্রিন্সেস যদি খুশি হন তবে আমি তাঁর ঘরে যেতে পারলে আনন্দিতই হব।

—হ্যাঁ, মা খুশিই হবেন।

গৃহকর্ত্রী প্রিন্সেস সোফিয়া ভাসিলিয়েভনা ছিলেন চির-অসুস্থ। বিগত আট বছরে যখনই কেউ দেখা করতে আসেন জরির পোশাক ও রেশমী ফিতেয় সেজে শুয়ে থাকেন। যাঁরা অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁদের সঙ্গেই শুধু তিনি দেখা করেন। সাধারণ মানুষ থেকে যাঁরা স্বতন্ত্র, তাঁরাই শুধু তাঁর অন্তরঙ্গ। নেখলুডভও এই অন্তরঙ্গদের মধ্যে একজন, তার কারণ—তিনটি। প্রথমতঃ তাঁকে মনে করা হত বুদ্ধিমান, দ্বিতীয়তঃ তাঁর মা ছিলেন এই পরিবারের একজন বন্ধু, তৃতীয়তঃ মিসি তাঁকে বিয়ে করবে সকলেরই মনোবাসনা তাই।

সোফিয়া ভাসিলিয়েভনার ঘরে যেতে হলে ছোট বড় কয়েকটি ঘর পেরিয়ে যেতে হয়। বড় ঘরটিতে প্রবেশ করে মিসি হঠাৎ থেমে গেল এবং গিল্টিকরা একটি চেয়ারের পিছনটা দু হাতে ধরে নেখলুডভের মুখোমুখি দাঁড়াল। নেখলুডভ যোগ্য পাত্র বলেই মিসি তাঁকে বিয়ে করার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। নেখলুডভ তারই (সে নেখলুডভের নয়) এই ভাবনাতেই সে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। যে অচেতন অথচ মানসিক ধূর্ততা মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের মধ্যে দেখা যায় সেই ধূর্ততা নিয়েই মিসি নেখলুডভের মনের কথা বের করে আনার চেষ্টা করল।

—বুঝতে পারছি কিছু একটা ঘটেছে। কি হয়েছে তোমার আমাকে বল।

—হ্যাঁ, কিছু একটা ঘটেছে। আজ কোর্টে যা ঘটেছে মনে পড়ল তাঁর। সততা রক্ষার জন্যেই তিনি বললেন, অস্বাভাবিক, সাংঘাতিক ঘটনা।

—কি হয়েছে? বলবে না আমায়?

—না, সম্ভব নয় বলা।

—বেশ, তবে চল।

যেন বাজে চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে মিসি মাথা নাড়ল এবং স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুতপদে নেখলুডভের আগে আগে চলল। মিসি যে চোখের জল রোধ করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে তা নেখলুডভের দৃষ্টি এড়াল না। আঘাত করার জন্যে লজ্জাবোধ করলেন তিনি। কিন্তু তিনি জানেন যে তাঁর দিক থেকে সামান্যতম দুর্বলতার প্রকাশ ঘটলে মিসি তাঁকে বেঁধে ফেলবে। মিসিকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে তিনি প্রিন্সেসের ঘরে প্রবেশ করলেন।

মিসির মা প্রিন্সেস সোফিয়া ভাসিলিয়েভনা তখন অত্যন্ত পুষ্টিকর ডিনার খাওয়া শেষ করেছেন (এই গন্ধময় কাজটি তিনি সংগোপনেই সেরে ফেলতেন)। সোফিয়া ভাসিলিয়েভনার চোখ দুটি বড় বড় এবং কালো, লম্বা ও রোগা তাঁর গড়ন। এখনো তিনি নিজেকে তরুণী বলে দেখাতে চান। ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। নেখলুডভও তা জানতেন। আজ যখন তিনি দেখলেন যে ডাক্তার তাঁর তৈলাক্ত চেহারাটি নিয়ে প্রিন্সেসের কৌচের পাশে বসে রয়েছেন তখন ওই গুজবের কথাই শুধু তাঁর মনে পড়ল না, মনও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল।

প্রিন্সেস তাঁর কৃত্রিম কপট কিন্তু অভ্যস্ত স্বাভাবিক হাসি হেসে বললেন, আসুন, কেমন আছেন? বসুন। শুনলাম কোর্ট থেকে আপনি খুব মনমরা হয়ে ফিরেছেন। সত্যিই, যাঁর হৃদয় আছে তাঁর পক্ষে এ কাজ খুবই কঠিন।

নেখলুডভ বললেন, হ্যাঁ তাই। প্রায়ই মনে হবে আপনারই ত্রু··মনে হবে বিচারের অধিকার আপনার নেই।

প্রিন্সেস এমন ভাব দেখালেন যেন নেখলুডভের মন্তব্য তাঁকে দারুণভাবে স্পর্শ করেছে। বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করার সময়ে কৌশলে খোসামোদ করার অভ্যাস ছিল তাঁর। তাই প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, আপনার ওই ছবিটির কি হল?

ছবির ব্যাপারে আমার খুবই আগ্রহ। যদি এভাবে অথর্ব না হয়ে পড়তাম তবে কবেই আমি ছবিটা দেখে আসতাম।

—ওসব আমি ছেড়ে দিয়েছি। শুষ্কভাবে উত্তর দিলেন নেখলুডভ। বয়স ঢাকার চেষ্টার মতই চাটুকারিতার মিথ্যা ঢাকার চেষ্টাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাই শিষ্টাচার রক্ষার কোনো চেষ্টা করলেন না তিনি।

কোলোসোভের দিকে ফিরে প্রিন্সেস বললেন, খুবই দুঃখের কথা, শিল্পে ওঁর সত্যিই প্রতিভা ছিল।

মহিলাটি মিথ্যে কথা বলতেও লজ্জা বোধ করেন না!—নেখলুডভ মনে মনে বললেন।

যখন প্রিন্সেস বুঝলেন যে নেখলুডভের মন ভাল নেই এবং তাঁকে সরস আলোচনার মধ্যে টেনে আনা যাবে না তখন তিনি একটি নতুন নাটক নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন কোলোসোভের সঙ্গে। কখনো কোলোসোভের কথা কখনো প্রিন্সেসের কথা শুনতে শুনতে নেখলুডভের মনে হল নাটক সম্পর্কে এঁদের কারোরই আগ্রহ নেই। শুধুমাত্র আহারের পর গলা ও জিভের পেশীগুলি সঞ্চালনের দৈহিক ইচ্ছা তৃপ্ত করার জন্যেই যেন এরা কথা বলছে। নেখলুডভের মনে হল ভদকা খেয়ে কোলোসোভের বেশ নেশা হয়েছে। চাষীদের মতো নেশা নয়। ওরা তো কালেভদ্রে খায়। নেশা হয়েছে মদ্যপানে যারা অভ্যস্ত তাদের মতো। তিনি টলছেনও না, আবোলতাবোল বকছেনও না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে বেশ উত্তেজিত ও আত্মতৃপ্ত। এদিকে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে প্রিন্সেস জানলার দিকে অস্বস্তির সঙ্গে তাকাচ্ছিলেন। দিনশেষের বাঁকা সূর্যরশ্মি তাঁর বার্ধক্যগ্রস্ত মুখখানিকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে তুলতে পারে এই আশংকায় অস্বস্তি। প্রিন্সেস একটি বেল টিপলেন। ঘন্টার শব্দে একজন খানসামা ঘরে ঢুকতে তিনি তাকে বললেন, ফিলিপ, পর্দাটা টেনে দাও তো।

নেখলুডভের নীরবতায় প্রিন্সেস অস্বস্তি বোধ করছিলেন। খানিকটা নেখলুডভের মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করে তিনি বললেন, মিসি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে, ওকে খুঁজে বার করুন। ও আজ অপনাকে শুমানের একটা নতুন গৎ বাজিয়ে শোনাতে চায়।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রিন্সেসের হাড্ডিসার আংটি পরা হাতখানিতে চাপ দিতে দিতে নেখলুডভ মনে মনে বললেন, সে আমাকে কিছুই শোনাতে চায় না। এত মিথ্যে কথাও আপনি বলতে জানেন!

বৈঠকখানা-ঘরে ক্যাথেরিন অ্যালেক্সিয়েভনার সঙ্গে তাঁর দেখা হল। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি ফরাসী ভাষায় আলাপ শুরু করে দিলেন।

—কেন আজ আপনার এত মন খারাপ?

—মাফ করবেন, সেকথা আমি বলতে পারব না।

মিসি বলল, মন খারাপ একথা স্বীকার করার মতো খারাপ আর কিছু হতে পারে না। আমি কখনই প্রকাশ্যে একথা বলি না। সব সময়েই আমি খোসমেজাজে থাকার চেষ্টা করি। তুমি নিশ্চয়ই একদিন আসবে, সেদিন আমি তোমার বিষণ্ণতা কাটিয়ে দেব। কাল আসছ তো?

পিঠে সাজ নেওয়া ও মুখে লাগামের লোহা পরাবার সময়ে ঘোড়ার যেমনটি লাগে, নেখলুডভের ঠিক তেমনটি লাগছিল। সংযতভাবে তিনি বললেন, সম্ভবতঃ নয়।—বলেই তিনি লজ্জা পেলেন, কিন্তু বুঝতে পারলেন না এ লজ্জা মিসির জন্যে না তাঁর নিজের জন্যে। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

ক্যাথেরিন বললেন, ব্যাপার কি? বেশ কৌতূহল জেগে উঠছে। আমার তো মনে হয় বিশুদ্ধ ভালবাসার ব্যাপার।

মিসি বলতে যাচ্ছিল, বরং কোন নোংরা ভালবাসার ব্যাপার, কিন্তু কিছুই না বলে মুখ নিচু করে নিল। সে মুখ থেকে তখন সব আলো মুছে গিয়েছে। সে শুধু ভাবছিল, এও কি সম্ভব? নেখলুডভ তার মনে শুধু আশাই জাগায়নি, তাকে প্রায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যদিও তাদের মধ্যে কোনো স্পষ্ট কথার বিনিময় হয়নি, তবুও হাসি, চাহনি ও ইঙ্গিতের মধ্যে অনেক কথাই বলা হয়ে গেছে।

'লজ্জাজনক এবং ভয়াবহ, লজ্জাজনক এবং ভয়াবহ' এই কথাগুলি আওড়াতে আওড়াতে পরিচিত পথ ধরে নেখলুডভ বাড়ি ফিরছিলেন। মিসির সঙ্গে কথা বলার সময় যে বিষণ্নতা বোধ করছিলেন তা তিনি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। বাইরে থেকে বিচার করলে মিসির প্রতি কোনো অন্যায় তিনি করেন নি, কারণ মিসির কাছে কখনো তিনি বিয়ের প্রস্তাব করেননি। কিন্তু বাধ্যবাধকতা থেকেই যাচ্ছে কারণ তিনি আশা জাগিয়েছেন। কিন্তু আজ তিনি সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করছেন যে মিসিকে কিছুতেই তিনি বিয়ে করতে পারবেন না। নিজের বাড়িতে প্রবেশ করেও তিনি আর একবার মনে মনে আওড়ালেন, সব কিছুই ভয়ংকর ও লজ্জাকর! কথাগুলি যে মিসির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারেই প্রয়োগ করছিলেন তা নয়, সামগ্রিকভাবে সব ব্যাপারেই প্রয়োগ করছিলেন।

চাকর কর্নি তাঁকে অনুসরণ করে খাবার ঘরে এসেছিল। সেখানে ডিনারের জন্যে টেবিলে চাদর পাতা হয়েছিল। নেখলুডভ কর্নিকে বললেন, আমি আজ খাব না, তুমি চলে যাও। কর্নি চলে যাবার পর নেখলুডভ সামুভারের কাছে গেলেন চা তৈরীর জন্যে, কিন্তু আগ্রাফেনা পেত্রোভনার পায়ের শব্দ শুনে তিনি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আজ তিনি একান্তই একা থাকতে চান। এই ঘরেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। ঘরের মধ্যে দুটি বাতি জ্বলছে। একটি আলোকিত করছে তাঁর বাবার এবং অন্যটি মায়ের প্রতিকৃতি। ঘরে ঢুকতেই তাঁর মনে পড়ল, বাবার সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক শেষ দিকে কি দাঁড়িয়েছিল। তাঁর মনে পড়ল, শেষ দিকে কেমন করে বাবা সোজাসুজি তাঁর মায়ের মৃত্যু কামনা করতেন। কারণ মৃত্যুতে মায়ের সব যন্ত্রণার অবসান হবে। আসলে কিন্তু নিজের স্বার্থেই অর্থাৎ মায়ের যন্ত্রণা দেখার দায় থেকে মুক্তিলাভের জন্যেই তাঁর মৃত্যু কামনা করতেন।

মায়ের একটি মধুর স্মৃতি স্মরণে আনার জন্যেই তিনি মায়ের ছবিখানির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। একজন নামকরা শিল্পীকে দিয়ে পাঁচ হাজার রুব্‌ল খরচ করে ছবিখানা আঁকানো হয়েছিল। ছবিতে মাকে দেখানো হয়েছে কাঁধখোলা মখমলের

পোশাকে। শিল্পী বিশেষ যত্ন সহকারে স্তন দুটির রূপরেখা ও দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানটিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করে এঁকেছেন। কাঁধ ও ঘাড়ের সৌন্দর্যও ফুটিয়ে তোলায় তিনি বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। এ যে বীভৎস ও ভয়ংকর! অর্ধনগ্ন সুন্দরী রূপে তাঁর মায়ের এই প্রতিকৃতিতে বীভৎস ও অপবিত্রতার ছাপ রয়েছে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে আরো বিতৃষ্ণাকর মনে হল, কারণ এই ঘরেই একমাস আগে তাঁর মা শুকিয়ে মমি হয়ে শুয়ে ছিলেন। শুধু এই ঘরেই নয়, সারা বাড়িময় এক অসহনীয় দুর্গন্ধে ভরে ছিল তখন। নেখলুডভ যেন আজও সেই গন্ধ পাচ্ছেন।

উঃ, কী ভয়ংকর! —মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে নেখলুডভ মনে মনে বললেন। মর্মরের মতো মসৃণ কাঁধ ও বাহু, মুখে বিজয়িনীর হাসি, আধখোলা বুক—মায়ের সেই ছবির দিকে তাকিয়ে তাঁর আর একটি তরুণীর কথা মনে পড়ে গেল। দিনকয়েক আগে সেও তার অর্ধ-উন্মুক্ত রূপ তাঁকে দেখিয়েছিল। হ্যাঁ, সে আর কেউ নয়, স্বয়ং মিসি। বলনাচে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে মিসি ছল করে তাঁকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। মিসির সেই চমৎকার কাঁধ ও বাহুর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় এখন তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। অন্য দিকে বাবার কলঙ্কিত জীবন ও নৃশংসতা স্মরণ করেও তিনি বিতৃষ্ণা ও লজ্জা বোধ করলেন। ভয়ংকর ও লজ্জাকর, লজ্জাকর ও ভয়ংকর—আবার তিনি মনে মনে আওড়ালেন।

না না, সবরকম ঝুটা সম্পর্ক থেকে আমাকে মুক্তি পেতেই হবে। কোরচাগিনদের সঙ্গে ও মেরী ভাসিলিয়েভনার (পরস্ত্রী) ঝুটা সম্পর্কের বন্ধন থেকে, উত্তরাধিকার থেকে এবং সব কিছু থেকেই আমাকে মুক্তি পেতে হবে। আমি মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে চাই। বিদেশে চলে যাব, রোমে যাব, আবার ছবি আঁকব। নিজের শিল্প-প্রতিভা সম্পর্কে যে সংশয় রয়েছে আবার তা মনে পড়ল। কিন্তু ভাবলেন, তাতে কী হয়েছে, আমি তো শুধু অবাধে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে চাই। প্রথমে যাব কনস্তান্তিনোপল, তার পরে যাব রোম। তার আগে এই—এই জুরীর ব্যাপারটা ও উকীলের সঙ্গে ব্যবস্থাটা চুকিয়ে ফেলতে হবে।

কিন্তু হঠাৎই তাঁর মনের পর্দায় ভেসে উঠল ঈষৎ ট্যারা, কালো দুটি চোখের উজ্জ্বল ও স্পষ্ট ছবি। প্রধান বিচারপতির শেষ কথা শোনার পর মেয়ে-কয়েদীর সেই ছবিটি তিনি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। কিভাবে সে কেঁদে উঠেছিল তাও। তাড়াতাড়ি অ্যাশট্রেতে হাতের জলন্ত সিগারেটটি নিভিয়ে ফেলে তিনি ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করলেন। মেয়েটির সঙ্গে এক সঙ্গে কাটাবার দিনগুলির স্মৃতি একের পর এক তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল। একে একে মনে পড়ল সেই সাক্ষাতের দিনটি। তাঁর পাশবিক কামনার কথা, কামনা তৃপ্ত হবার পর হতাশার অনুভূতির কথা আর প্রথম রাতের সমবেত উপাসনার কথা। মনে মনে বললেন তিনি,—হ্যাঁ, সেই রাতে তাকে আমি সত্যিই ভালবেসেছিলাম আর সে ভালবাসা ছিল সুন্দর ও পবিত্র। কিন্তু তার আগেই ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। সেই প্রথমবার যখন আমি মাসীদের বাড়িতে গিয়েছিলাম ও সেই প্রবন্ধটা লিখছিলাম তখন থেকেই।—তখন তিনি কেমন মানুষ ছিলেন তাও মনে পড়ল। জীবন ও

যৌবনের এক ঝলক তাজা বাতাস যেন আজও তাঁকে স্পর্শ করল। বিষণ্ণতায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

তিনি কি ছিলেন আর আজ কি হয়েছেন এই দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। গির্জার সেই কাতুশা আর যে বেশ্যাটিকে আজ সাজা দেওয়া হয়েছিল এই দুয়ের ব্যবধানের চেয়ে বেশি না হলেও সমান তো বটেই। সেদিন তিনি ছিলেন স্বাধীন, সৎ ও নির্ভীক। সেদিন তাঁর সামনে খোলা ছিল অসংখ্য সম্ভাবনা। মনে পড়ল একসময় তিনি কেমন ঋজু স্বভাবের মানুষ ছিলেন, সব সময় সত্য কথা বলতেন। আর আজ তিনি কী নিদারুণ মিথ্যার পাঁকের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। এমন এক মিথ্যার মূল্যহীন জীবনে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন ও সেই জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন যে তার থেকে মুক্তির কোন পথ আর তাঁর সামনে খোলা নেই।

কি করে তিনি মেরী ভাসিলিয়েভনা ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন? কি করেই বা মিসির বন্ধন থেকে মুক্তি পাবেন? একদিকে জমির স্বত্বভোগ, অন্যদিকে একে অন্যায় বলে মনে করা, অন্যদিকে মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমির স্বত্বভোগ—এই অসংগতি থেকে পরিত্রাণের পথ কোথায়? কাতুশার প্রতি যে অন্যায় করেছেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি ভাবে? যে নারীকে তিনি ভালবাসতেন তাকে তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন না। সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ড থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে উকীলকে টাকা দিলেই কর্তব্য শেষ হয়ে গেল বলে তিনি মনে করতে পারেন না। টাকা দিয়ে কী পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়? অথচ যখন কাতুশাকে টাকা দিয়েছিলেন তখন কী তাঁর মনে হয়নি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়ে গেল?

সেই মুহূর্তটির কথা আজ তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ল। যাত্রাপ্রাতের পথের মধ্যে কাতুশার গতিরোধ করে অ্যাপ্রনের বুকের পকেটের মধ্যে টাকা গুঁজে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আতঙ্ক ও বিতৃষ্ণায় শিউরে উঠে তিনি বললেন, উঃ, সেই টাকা! চিৎকার করে বলে উঠলেন তিনি, আমি একটা দুশ্চরিত্র, পাজী বদমাইস! মেরী ভাসিলিয়েভনা ও তাঁর স্বামীর প্রতি আমার আচরণ কী হীন ও ঘৃণিত নয়? আর, অর্থের প্রতি আমার মনোভাবই বা কেমন? যে আয়কে আমি বে-আইনী মনে করি, মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি বলে সে অর্থ ভোগ করছি! এ কেমন কাজ? আমার অলস ঘৃণিত জীবন সর্বোপরি কাতুশার প্রতি আমার আচরণ? না না, নিজেকে আমি প্রতারণা করতে পারি না।

হঠাৎ তিনি উপলব্ধি করলেন আজ যে মিসি, তার মা, কর্নি—প্রত্যেকের প্রতিই তিনি বিতৃষ্ণা অনুভব করছেন আসলে তা নিজের প্রতিই বিতৃষ্ণা। তবে নিজের চরিত্রের হীনতার এই স্বীকৃতির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বেদনাদায়ক হলেও তাঁর মনে অনির্বচনীয় একটি আনন্দের অনুভূতি এনে দিচ্ছে।

নেখলুডভের জীবনে অনেকবারই এমন একটি সময় এসেছে যাকে তিনি 'আত্মার পরিশুদ্ধি' বলতেন। দীর্ঘদিন অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করার পর মনের মধ্যে যে ক্লেদ জমে উঠত তাকে তিনি পরিশুদ্ধ করে নিতেন যাবতীয় আবিল কর্মধারার অবসান

ঘটিয়ে। এই ধরনের জাগরণের পর নেখলুডভ একটি কর্মনীতি স্থির করে নিতেন, ডায়েরী রাখতেন। সুনীতি নিয়ন্ত্রিত এই জীবনের তিনি নাম দিয়েছিলেন 'Turning over a new leaf' অর্থাৎ জীবনের নতুন পাতা ওলটানো। কিন্তু প্রতিবারেই প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলতেন এবং নিজের অজ্ঞাতসারে আবিল স্রোতে তলিয়ে যেতেন।

এই ভাবে বার কয়েক তিনি জীবনকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমবার এটি ঘটেছিল মাসীদের কাছে যখন গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগ করতে এসেছিলেন। দ্বিতীয় বার সুযোগ এসেছিল যুদ্ধের সময় প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে। শেষবার তাঁর আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটেছিল যখন সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে শিল্পচর্চার জন্যে বিদেশযাত্রা করেছিলেন। সেই সময় থেকে দীর্ঘ সময় কেটে গিয়েছে যার মধ্যে তাঁর 'আত্মার পরিশুদ্ধি' ঘটেনি। সুতরাং বিবেকের দাবী এবং তাঁর জীবনযাত্রার মধ্যে অসংগতির মাত্রা বিপুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। এই ব্যবধানের বিরাটত্ব দেখে আতঙ্কে তিনি শিউরে উঠলেন।

এই ব্যবধান এত বিরাট হয়ে উঠেছে এবং জীবন এমন অবিমিশ্র আবিলতায় ভরে উঠেছে যে আত্মার পরিশুদ্ধির আর কোন সম্ভাবনাই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না বর্তমান সত্তা এই সময় যেন তাঁর ভিতর থেকে ফিসফিস করে বলে উঠল, "এর আগেও তো তুমি অনেকবার নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে চেষ্টা করেছ, লাভ হয়েছে কি কিছু? তুমি কিএকা নাকি? সকলেই সমান। এরই নাম জীবন।" কিন্তু পৃথিবীতে যা একক শক্তিমান, একক শাশ্বত, সেই মুক্ত আত্মিক শক্তি নেখলুডভের অন্তরে ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছিল। এই শক্তিকে অবিশ্বাস করার উপায় আর তাঁর ছিল না। তিনি এখন যা আছেন আর যা হতে চান তার মধ্যে ব্যবধান দুস্তর হলেও তাঁর নবজাগ্রত আত্মিক সত্তার কাছে কোন কিছুই দুরধিগম্য নয়।

'যে কোন মূল্যে এ মিথ্যার বন্ধন থেকে আমাকে মুক্ত হতেই হবে। যা সত্য তা অকুণ্ঠভাবে সকলের কাছে আমাকে স্বীকার করতেই হবে।—দৃঢ়কণ্ঠে সরবে বলে উঠলেন নেখলুডভ। মিসিকে আমি বলব, আমি একজন লম্পট তাই তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি না। মারিয়া ভাসিলিয়েভনাকে বলব···না, তাঁকে আমার কিছু বলার নেই। তাঁর স্বামীকে বলব আমি একটি বদমাইস তাই তাঁকে প্রতারণা করেছি। সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে আমি সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করব। কাতুশাকে আমি বলব, আমি দুশ্চরিত্র, তোমার প্রতি আমি পাপ করেছি। আমার শক্তিতে যতটা কুলোয় তোমার দুর্ভাগ্য লাঘব করার চেষ্টা আমি করবই। হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমি দেখা করব এবং ক্ষমা চাইব।

শিশুর মত আমি তার কাছে ক্ষমা চাইব···হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয় তাকে আমি বিয়ে করব।—কিছুক্ষণ নীরবতার পর ছোটবেলায় যেমন করতেন ঠিক সেইভাবে হাত দুখানি বুকের ওপর জোড়া করে, ওপরের দিকে চোখ তুলে, কাউকে উদ্দেশ করে বললেন, হে প্রভু, আমাকে সাহায্য কর, আমাকে শিক্ষা দাও, আমার অন্তরে প্রবেশ করে সব আবিলতা দূর করে দাও।

ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা জানাতে লাগলেন তাঁর অন্তরকে কলুষতামুক্ত করে দেবার জন্যে। কিন্তু যার জন্যে তিনি প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন তা ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। অন্তরের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর বিবেককে জাগ্রত করে তুলেছেন। তিনি এখন তাঁর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছেন। একদিকে যেমন জীবনের মুক্তি পূর্ণতা ও আনন্দ উপলব্ধি করছেন তেমনি উপলব্ধি করছেন ন্যায়ের সমস্ত শক্তিকেও।

মনে মনে এইসব কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। আত্মিক সত্তার নবজাগরণেরই ফলশ্রুতি এই আনন্দাশ্রু। নিদ্রিত অন্তরাত্মার জেগে ওঠার আনন্দ ও নিজের সৎ রূপটি দেখতে পেয়ে মমত্বজনিত ব্যথা তারই প্রকাশ ঘটেছে এই চোখের জলে।

তাঁর বেশ গরম বোধ হচ্ছিল, তাই জানলার কাছে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলেন। জানলাটা বাগানের দিকে। শান্ত জ্যোৎস্নায় আলোকিত স্নিগ্ধ রাত। দীর্ঘ একটি পপ্‌লার গাছের ছায়া পড়েছে মাটিতে। পপ্‌লারের শূন্য ডালগুলির জটিল নক্সা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পরিষ্কার করা কাঁকরগুলির উপর। বাঁ দিকে একটি আস্তাবলের ছাদ জ্যোৎস্নায় শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সামনে গাছপালার জঙ্গজালের মধ্য দিয়ে দেয়ালের কালো ছায়াটি দেখা যাচ্ছে। ওই ছাদ, ওই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বাগান, ওই পপ্‌লারের ছায়ার দিকে নেখলুডভ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আর তাজা প্রাণময় বাতাস বুক ভরে পান করতে লাগলেন।

উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন নেখলুডভ,—হে ঈশ্বর, এ কী আনন্দ! এ কী আনন্দ!

তাঁর অন্তরের মধ্যে যা বয়ে চলেছে এই উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে তাই-ই তিনি বোঝাতে চাইলেন।

বিকেল ছটা নাগাদ মাসলোভা তার সেলে এসে পৌঁছল। তার হাঁটার অভ্যাস ছিল না, তাতে দশ মাইল পাথুরে রাস্তায় হাঁটার পর পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ল সে। একে অপ্রত্যাশিত কঠোর সাজা, তার ওপর ক্ষুধার জ্বালায় সে ভেঙে পড়ল।

মামলার প্রথম বিরতির সময় সিপাইরা যখন তার সামনে রুটি ও ডিম-সিদ্ধ খাচ্ছিল, তখন তার জিভে জল এসেছিল। তখনই সে বুঝতে পেরেছিল তার খিদে পেয়েছে, কিন্তু খাবার চাইতে তার আত্মমর্যাদায় লেগেছিল। তিন ঘণ্টা পরে খাবার ইচ্ছেটাই চলে গেল, শুধু দুর্বল বোধ করতে লাগল। এর পরেই সে সেই অপ্রত্যাশিত দণ্ডাদেশ পায়। প্রথমে সে ভেবেছিল, সে বুঝতে ভুল করেছে। নিজেকে সে কখনই সাইবেরিয়ায় আসামী রূপে কল্পনা করতে পারেনি, তাই যা শুনছিল তা বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু যখন সে দেখল এই সংবাদ শুনে বিচারক ও জুরীদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হল না, যেন ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক, তখনই সে রাগে ফেটে পড়ল; আদালতের সামনে চিৎকার করে ঘোষণা করল, সে কোন

অন্যায় করেনি। যখন সে দেখল তার তীক্ষ্ণ আর্তনাদকেও প্রত্যাশিত বলে ধরে নেওয়া হল এবং কিছুই বদলাল না, তখনই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বুঝতে পারল এই আশ্চর্য নিষ্ঠুর অবিচারের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার আর কোন গতি নেই। সবচেয়ে তার আশ্চর্য লেগেছিল; তরুণরা—অন্ততঃ তারা বৃদ্ধ নয়—সব সময়ই তার দিকে মোহের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছে (এদের মধ্যে শুধু একজনকে—পাব্লিক প্রসিকিউটরকে সে অন্যরূপে দেখেছে) তারাই তাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছে। বিচার শুরু হবার আগে কিংবা বিরতির সময়ে যখন সে কয়েদীর ঘরে বসে ছিল তখন এই লোকগুলিই খোলা দরজা দিয়ে কেউ কেউ ভিতরে ঢুকেও দৃষ্টি দিয়ে তাকে লেহন করেছে যদিও এমন একটা ভাব দেখিয়েছে যেন বিশেষ একটা কাজে তাদের এখানে আসতে হয়েছে। তারপরে কী এক অজ্ঞাত কারণে এই লোকগুলিই তাকে সাইবেরিয়া সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিল যদিও সে নিরপরাধ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সবই মিথ্যা। প্রথমে সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু একটু পরেই সে শান্ত হয়ে গেল; জেলখানায় ফিরে যাবার প্রতীক্ষায় স্তম্ভিত হয়ে কয়েদীদের ঘরে বসে রইল। তার শুধু একটাই ইচ্ছে হয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল একটু ধূমপান করার।

জেলখানায় ফেরার পথে অবশ্য তার মন কিছুটা ভালো হয়ে গিয়েছিল, কারণ একজন কর্মচারী এসে তার হাতে তিনটি রুব্‌ল তুলে দিয়ে বলে, একজন মহিলা তোমাকে এই টাকাটা দিতে বলেছেন।

টাকাটা পাঠিয়েছিল বেশ্যালয়ের কর্ত্রী কিতায়েভা।

টাকাটা পেয়ে মাসলোভা খুশি হল, কারণ একমাত্র যে জিনিসটি এখন তার প্রয়োজন এই টাকায় সে তা কিনতে পারবে। আঃ, যদি একটা সিগারেট পেতাম আর একটা টান দিতে পারতাম! মাসলোভা মনে মনে বলল। ওর সমস্ত চিন্তা এখন ওই একটি ইচ্ছাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। একটা ঘর থেকে তামাকের গন্ধ ভেসে আসছিল, তাতেই ওর ধূমপানের ইচ্ছাটা আরো বেড়ে যায়। কিন্তু ওকে আরো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল, কারণ ওর ফিরে যাওয়ার আদেশ আসতে অনেক দেরী হল।

অবশেষে পাঁচটা নাগাদ তার ফিরে যাওয়ার আদেশ এল। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় সে নিঝনির সেই লোকটিকে বিশ কোপেক দিয়ে দুটি রোল ও এক প্যাকেট সিগারেট এনে দেবার জন্যে অনুরোধ করল। লোকটি খুশি হয়েই তাকে জিনিসগুলি এনে দিল এবং ঠিক ঠিক খুচরো পয়সা ফেরত দিল। পথে তাকে ধূমপান করতে দেওয়া হল না, সুতরাং অপূর্ণ ইচ্ছে নিয়েই সে জেলে ফিরে এল। যখন সে জেলের গেটে পৌঁছল তখন প্রায় একশো কয়েদীকে জেলে ঢোকানো হচ্ছিল। এরা সবাই রেলে করে এসেছে। ভিন্ন বয়স, ভিন্ন চেহারার সব কয়েদী, প্রত্যেকের পায়ে শৃঙ্খল—ধুলো, চেঁচামেচি, ঘামের টক গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। মাসলোভার পাশ দিয়ে যাবার সময় প্রত্যেকেই তাকে একবার ভাল করে দেখে নিচ্ছে।

একজন বলল, আহা, ছুঁড়িটা দারুণ দেখতে রে!

আরেকজন বলল, এই যে শ্রীমতী, নমস্কার।

একজন কালোমত কয়েদী যার গোঁফ আছে কিন্তু দাড়ি ও ঘাড় কামানো সে হঠাৎ পায়ের শেকলে আওয়াজ তুলে লাফিয়ে উঠে মাসলোভাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কিগো, তোমার নাগরকে চিনতে পারছো না? একটু হাসো।

মাসলোভা ওকে ঠেলে সরিয়ে দিতেই লোকটির চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। পিছন থেকে ইন্সপেকটরের সহকারী এসে কয়েদীকে ধাক্কা মেরে বলল, এই রাসকেল, কি করছিস? কয়েদী পিছনে হটে গেল। সহকারী তখন মাসলোভাকে বলল, তুমি এখানে কেন?

মাসলোভা বলতে যাচ্ছিল, তাকে আদালত থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু সে এতই ক্লান্ত যে কিছু বলার ইচ্ছে তার হল না। একজন সিপাই বলল, ও আদালত থেকে ফিরছে স্যার।

—তাহলে ওকে চীফ ওয়ার্ডারের কাছে তুলে দাও, এসব জিনিস এখানে আমি বরদাস্ত করব না।

চীফ ওয়ার্ডার এসে মাসলোভাকে এক ধাক্কা দিয়ে মেয়ে-ওয়ার্ডের দিকে নিয়ে চলল। সেখানে পৌঁছে ওকে তল্লাসী করা হল, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। (সিগারেটের প্যাকেটটি সে আগেই রোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল।) তখন সকালে যে সেল থেকে তাকে বের করে আনা হয়েছিল সেখানেই আবার তাকে নিয়ে যাওয়া হল।

যে সেলে মাসলোভাকে রাখা হয়েছে সেই ঘরটি দৈর্ঘ্যে একশো ও প্রস্থে ষোল ফুট একটি ঘর। ঘরে দুটি জানলা ও একটি বড় ভাঙা চুল্লী রয়েছে। ঘরের তিন ভাগের দু ভাগ জুড়ে রয়েছে তক্তার তৈরি খাট। তক্তার কাঠ ফেটে কুঁচকে গিয়েছে। দরজার উল্টো দিকে একটি গাঢ় কালো রঙের বিগ্রহ ঝোলানো রয়েছে, তার সামনে মোমবাতি বসানো। পাশাপাশি আরো অনেকগুলি মহাপুরুষদের মূর্তি ঝুলছে। বাঁ দিকের দরজার পিছনে কালো রং করা মেঝেতে একটি টব রয়েছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ওই টব থেকে। ইন্সপেকসনের কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং রাত্রির মত কয়েদীদের তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে।

তিনটি শিশু সহ এই ঘরের বাসিন্দা হচ্ছে পনেরজন। এখনো বেশ আলো রয়েছে। দুজন শুয়ে আছে এদের মধ্যে, একজন ক্ষয়রোগী, চুরির অপরাধে জেল খাটছে, অন্যজন হাবা, পাশপোর্ট ছিল না বলে জেল খাটছে, প্রায় সময়ই সে ঘুমিয়ে কাটায়। ক্ষয়রোগিনীর চোখে ঘুম নেই। জেলখানার আলখাল্লাটি মাথার নিচে দিয়ে চোখ মেলে সে শুয়ে আছে। যাতে কাশতে না হয় তাই গলার মধ্যে শ্লেষ্মা ধরে রাখার চেষ্টা করছিল সে।

কয়েকজন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে উঠোনে দাঁড়ান কয়েদীদের দেখছিল। এদের অনেকেরই গায়ে হল্যাণ্ড সেমিজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনজন বসে বসে সেলাই করছিল। এদের মধ্যে একজন সেই বুড়ি যে সকালে মাসলোভাকে বিদায় জানিয়েছিল। বুড়ির নাম কোরাব্লোভা। শক্তসমর্থ রুক্ষ চেহারার একটি স্ত্রীলোক।

স্বামী মেয়ের দিকে নজর দিয়েছিল বলে কুড়ুল দিয়ে স্বামীকে খুন করার অপরাধে সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত সে। সে হচ্ছে জেলের মেয়ে-কয়েদীদের মোড়লনী। জেলের মধ্যেই সে মদের চোরাকারবার চালাবার বন্দোবস্ত করেছিল। আর একজন ছিল রেলের চৌকিদারের স্ত্রী। ট্রেন চলে যাবার সময় সে ঝাণ্ডা নিয়ে বেরিয়ে আসেনি বলে তার তিন মাসের জেল হয়েছে। এই মহিলাটি বেঁটে, নাক চ্যাপটা, চোখ দুটি ছোট ছোট, মনটা খুব নরম, কথা একটু বেশি বলে। তৃতীয়জন বসে রিপু করছিল। এর বয়স বেশ কম, গায়ের রং ফর্সা গোলাপী, বেশ সুন্দরী। চোখ দুটি শিশুর মত উজ্জ্বল, একটি লম্বা বিনুনী জড়িয়ে মাথার ওপর খোঁপা বেঁধেছে। এর নাম ফেডোসিয়া। স্বামীকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করেছিল বলে সে আজ জেল খাটছে। বিয়ের কিছু পরেই সে এই কাজটা করেছিল। ষোল বছর বয়সে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে জামিনে আট মাস খালাস ছিল। এই সময়টাতে স্বামীর সঙ্গে তার এমনই বনিবনা হয়ে গিয়েছিল যে দুজনে এখন প্রায় একাত্ম। যখন মামলাটা আদালতে উঠেছিল তখন স্বামীর সঙ্গে সে নিবিড় ভালবাসায় আবদ্ধ। যদিও তার স্বামী ও শ্বশুর বিশেষ করে শাশুড়ী ইতিমধ্যেই পুত্রবধূর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ফেডোসিয়াকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে, তবুও তাকে সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই করুণাময়ী, সদাহাস্যময়ী ফুর্তিবাজ ফেডোসিয়ার পাশের খাটটিই মাসলোভার। মাসলোভাকে ফেডোসিয়া এতই ভালবেসেছিল যে ওকে দেখাশোনা করা সে নিজের কর্তব্য বলেই মনে করত। অন্য দু'জন মহিলা তক্তার খাটের ওপর বসে ছিল। এদের মধ্যে একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ। মুখখানি ফ্যাকাশে, মনে হয় একসময় সে সুন্দরী ছিল। কোলের শিশুর মুখে শীর্ণ সাদা স্তনটি দিয়ে সে বসে ছিল। এর অপরাধ হচ্ছে আবশ্যিক সেনাদলভুক্ত একটি যুবককে যখন জোর করে বে-আইনীভাবে (চাষীদের মতে) ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন গ্রামবাসীরা বাধা দিয়ে যুবকটিকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। যে ঘোড়ায় তুলে ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই মহিলাটি তার লাগাম ধরে রেখেছিল। অপরজন কিছুই করছিল না। এই মহিলাটি দয়ার্দ্র প্রকৃতির, বয়স্কা, পিঠ কুঁজো, চুল সব সাদা হয়ে গিয়েছে। চুল্লীর পিছনে খাটে সে বসে আছে, তার সামনে দিয়ে চার বছরের একটি শিশু খিল খিল করে হাসতে হাসতে এদিক-ওদিক দৌড়োদৌড়ি করছিল। শিশুটির গায়ে একটি শার্ট ছাড়া কিছুই নেই। বৃদ্ধার সামনে দিয়ে দৌড়বার সময়ে সে বার বার বলছিল,—আমাকে ধরতে পারলে না।

বৃদ্ধা ও তার ছেলের সাজা হয়েছিল অন্যের ঘরে আগুন লাগাবার অভিযোগে। অত্যন্ত শান্তভাবে সে তার কারাবাস মেনে নিয়েছে। তার ভাবনা শুধু ছেলেকে নিয়ে এবং বিশেষ করে তার বুড়োকে নিয়ে। বুড়োর নিঃসঙ্গ অবস্থা, কে তাকে স্নান করিয়ে দেবে এই নিয়েই তার ভাবনা।

এই সাতজন স্ত্রীলোক ছাড়া চারজন জানলার শিক ধরে বাইরে তাকিয়ে ছিল। জেলখানায় ফিরে মাসলোভা যাদের দেখেছিল তারা এখন উঠোন পেরিয়ে যাচ্ছে। এই

চারজন কয়েদীদের উদ্দেশ্য করে ইঙ্গিত ও চিৎকার করছিল। এদের মধ্যে একজনের মস্ত বড় ভারী চেহারা, মাথায় লাল চুল। ভাঙা গলায় সে অশ্লীল একটা মন্তব্য করে কর্কশ গলায় হেসে উঠল। এই স্ত্রীলোকটি চুরির দায়ে জেল খাটছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল অদ্ভুত চেহারার খর্বাকৃতি একটি স্ত্রীলোক। চুরি ও ঘরে আগুন দেবার অভিযোগে সে বিচারাধীন আসামী। সে সাজগোজ করে থাকতে ভালবাসে বলে সবাই তাকে 'রূপসী' বলে ডাকে। এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল ময়লা সেমিজ পরা খুব রোগা ও হ্রস্ব চেহারার একটি স্ত্রীলোক। এদেরই সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার একটি চাষী স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটির চোখ দুটি বড় বড়, মুখখানি অমায়িক। বুড়ির সঙ্গে যে শিশুটি খেলা করছিল এই মহিলাটি তারই মা। তার সাত বছরের একটি মেয়েও আছে। রেখে আসার মত কেউ নেই বলে এরাও জেলে রয়েছে। বে-আইনী মদ বিক্রীর জন্যে সে জেল খাটছে। জানলা থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সে মোজা বুনছে। তার সাত বছরের মেয়েটি লাল চুলওয়ালীর স্কার্ট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে স্ত্রীলোকটি ও পুরুষ কয়েদীদের মধ্যে যে গালিগালাজের বিনিময় হচ্ছিল তা মন দিয়ে শুনছিল এবং যেন মুখস্থ করছে সেইভাবে কথাগুলি আওড়াচ্ছে। দ্বাদশতম কয়েদীটি ময়লা সেমিজ পরে খালি পায়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে এক ধর্মযাজকের মেয়ে। কুয়োর মধ্যে শিশুসন্তানকে ডুবিয়ে মেরেছিল।

ঝন ঝন করে তালা বেজে উঠলে এবং সেলের দরজা খুলে গেলে মাসলোভা প্রবেশ করতেই সবাই তার দিকে ফিরে তাকাল। এমনকি ধর্মযাজকের মেয়েও কিছুক্ষণের জন্যে হাঁটা থামিয়ে তার দিকে ফিরে তাকাল। মোটা বাদামী রঙের কাপড়টার মধ্যে সূচটি বিঁধিয়ে কোরাব্লোভা পুরুষালী কণ্ঠে বলল, হায় ভগবান! আবার ফিরে এসেছ? আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তোমাকে ওরা ছেড়ে দেবে।

—এই তো মাসীকে বলছিলাম ওরা বোধ হয় ওকে তখুনি ছেড়ে দেবে। এমন তো কতই হয়। অনেকে তো এককাঁড়ি টাকাও পেয়ে যায়। সবই নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর।

গানের মত মিষ্টি গলায় চৌকিদারের স্ত্রী বলল, আমাদের অনুমান সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হল। ভগবানের ইচ্ছে অন্যরকম, কী আর করা যাবে!

—কিন্তু এও কী সম্ভব? ওরা তোমায় সাজা দিল!—মাসলোভার দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত কোমল কণ্ঠে, হাল্কা নীল শিশুর মত উজ্জ্বল চোখ দুটি তুলে ফেডোসিয়া বলল। ওর মুখের চেহারা দেখে মনে হয় এখনই বুঝি কেঁদে ফেলবে।

মাসলোভা কোন কথা বলল না। ঘরের শেষ প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় তার নিজের জায়গায় গিয়ে কোরাব্লোভার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। ফেডোসিয়া মাসলোভার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, কিছু খেতে পেয়েছ কি?

কোন কথা না বলে মাসলোভা রোল দুটিকে খাটের ওপর রাখল। গা থেকে ধুলোভরা কোটটি এবং মাথা থেকে রুমালটি খুলে রাখল। যে বৃদ্ধাটি এতক্ষণ ছোট ছেলেটির সঙ্গে খেলা করছিল সে মাসলোভার সামনে এসে দাঁড়াল এবং মুখ দিয়ে চুঃ

চুঃ শব্দ করে সমবেদনা জানাল। ছেলেটিও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। সে হাঁ করে এক দৃষ্টিতে রোল দুটির দিকে তাকিয়ে ছিল।

সারাদিন মাসলোভার শরীরের ওপর দিয়ে যে ধকল গিয়েছে তারপর সমবেদনা-ভরা এই মুখগুলির দিকে তাকিয়ে তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। কান্না পাচ্ছিল তার, কিন্তু বৃদ্ধা ও ছেলেটি আসা পর্যন্ত সে কোনমতে নিজেকে সামলে রেখেছিল। কিন্তু যখন সে বৃদ্ধার মুখে সমবেদনার চুঃ চুঃ শব্দ শুনল এবং দেখল যে ছেলেটি এখন রোলের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তারই দিকে বিস্মিত ও চিন্তিত চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে আছে তখন সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না, কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কোরাব্লোভা বলল, আমি তো তখনই বলেছিলাম একজন ভালো উকীল রাখতে। যাক্, কী হল বল? নির্বাসন?

মাসলোভা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রোলের ভেতর থেকে সিগারেটটা বের করে এনে কোরাব্লোভার হাতে দিল। প্যাকেটের ওপর একটি মেয়ের ছবি রয়েছে মেয়েটির মুখখানি গোলাপী, উঁচু করে চুল বাঁধা, সামনের দিকে পোশাক খাটো করে কাটা। কোরাব্লোভা প্যাকেটটি হাতে নিয়ে মাথা নাড়ল। বোঝাতে চাইল মাসলোভার এই বাজে খরচ সে সমর্থন করছে না। যাই হোক, প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে নিয়ে মোমবাতির আগুনে ধরিয়ে একটি টান দিয়ে মাসলোভার হাতে তুলে দিল। মাসলোভা তখনো কাঁদছিল। সেই অবস্থাতেই সে সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, নির্বাসন, সাইবেরিয়ায়।

—ওদের কি ভগবানেরও ভয় নেই, নিরপরাধ মেয়েটাকে সাজা দিল! —কোরাব্লোভা বলল। ঠিক সেই সময় জানলার দিক থেকে ভেসে এল উচ্চ কর্কশ অট্টহাসির দমক। যারা তখনো জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল তাদেরই হাসি। বাইরে কয়েদীরা এমন কিছু করেছে যার ফলে দর্শকদের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া হয়েছে। লাল চুলওয়ালী কতকগুলো অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে দিল বাইরের কয়েদীদের দিকে।

—মোটা মাগীটা করছে কি? কি দেখে ও অমন হাসছে!—বলল কোরাব্লোভা। তারপর মাসলোভার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, ক বছর?

—চার। বলতে বলতেই তার দু গাল বেয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। একটি ফোঁটা সিগারেটের ওপর পড়তেই রাগে সে সিগারেটটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়ে আরেকটি ধরাল।

চৌকিদারের বৌ যদিও ধূমপান করে না, তবু মাসলোভার ফেলে দেওয়া সিগারেটটা কুড়িয়ে নিয়ে সমান করতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম কথা বলতেও লাগল।

—তাহলে দেখছি কথাটা মিথ্যে নয়। সত্য জাহান্নামে গেছে। ওরা যা খুশি তাই করছে।

জানলার কাছে এতক্ষণ যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা ফিরে এল, কারণ যে কয়েদীদের দেখে ওরা মজা পাচ্ছিল তারা আর এখন নেই। বে-আইনী মদের ব্যবসা করত যে সে তার ছোট মেয়েটিকে নিয়ে মাসলোভার কাছে এসে দাঁড়াল।

—এত কঠিন সাজা কেন? বুনতে বুনতে সে প্রশ্ন করল।

—কারণ ওর টাকা নেই। টাকা থাকলে ভালো উকীল রাখতে পারত। কোরারোভা বলল, ওই যে কি যেন নাম। মাথাভর্তি চুল, লম্বা নাক ওকে যদি রাখতে পারতে তো তোমাকে কাদা থেকে বের করে সাফ করে আনতই। আঃ, যদি আমরা ওকে রাখতে পারতাম!

—হ্যাঁ, ওকে রাখবে! হাজার রুব্‌ল না দিলে ও তোমাদের দিকে থুতুও ফেলবে না।

ঘরে আগুন দেওয়ার অভিযোগ যার বিরুদ্ধে সেই বৃদ্ধা বলল, দেখছি তোমার জন্মের সময়টা ভালো নয়। আমার ভাগ্যটাই দেখ না। ছেলের বউকে ফুসলে ওরা নিয়ে গেল আর বুড়োটা উকুনের কামড় খাবার জন্যে একা পড়ে রইল! এদিকে আমাকেও এই বুড়ো বয়সে···। আবার সে তার কাহিনী বলতে শুরু করল। এই নিয়ে একশ বার হল।—হয় ভিখারির লাঠি নয়তো জেলখানা কোনটাই তোমার নেমন্তন্ন করার অপেক্ষা করে না।

মদের কারবারী বলল, দেখছি সবার ভাগ্যই এক রকম। মেয়েটিকে কোলের মধ্যে নিয়ে তার মাথার উকুন বাছতে বাছতে বলল, ওরা বলে কেন মদ বেচতাম? বলি ছেলেমেয়েগুলোকে খাওয়াতাম কি করে?

মদের কথা শুনে মাসলোভার তৃষ্ণা পেল। জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মাসলোভা বলল, একটু ভদকা পেলে হতো।

—বেশ, খোল। কোরারোভা বলল।

রোলের ভেতর লুকোনো নোটটা বের করে মাসলোভা কোরারোভার হাতে তুলে দিল। কোরারোভা পড়তে জানত না, তবু বিশ্বাস করে সে খোরোশাভকাকে নোটটা দিল দেখতে। সে পড়ে বলল এটার দাম দু রুব্‌ল পঞ্চাশ কোপেক। তারপর কোরারোভা মই বেয়ে বাতাস চলাচলের ঘুলঘুলির কাছে উঠে গেল। সেখানে সে একটি ভদকার বোতল লুকিয়ে রেখেছিল। এই দেখে দূরের জায়গার কয়েদীরা সরে গেল। ইতিমধ্যে মাসলোভা তার ক্লোক ও রুমালের ধুলো ঝেড়ে খাটের ওপর বসে রোল খেতে শুরু করেছে।

কেডোসিয়া বলল, তোমার জন্যে খানিকটা চা রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু মনে হয় তা এতক্ষণে ঠাণ্ডা জল হয়ে গিয়েছে।

মগটা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে রাখলেও সত্যিই চাটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। চায়ের চাইতে মগের গন্ধই বেশি পাওয়া যাচ্ছে। তবু মাসলোভা ওই চায়েতে রোল ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেতে লাগল।

—কিনাস্কা, এই নাও! —বলে রোলের কিছুটা ভেঙে ছেলেটির হাতে দিল। ছেলেটি এতক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ইতিমধ্যে কোরারোভা এক মগ ভদকা মাসলোভার হাতে তুলে দিল। মাসলোভা আবার কিছুটা ওকে এবং কিছুটা খোরোশাভকাকে দিল। অন্যান্য কয়েদীরা এদের অভিজাত মনে করত, কারণ এদের কাছে কিছু পয়সা আছে তাই দিয়ে ওরা অনেক কিছু কেনে এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে খায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাসলোভা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। তখন কোর্টে আজ যা যা ঘটেছে তার বর্ণনা দিতে শুরু করল। পাব্লিক প্রসিকিউটরের কথা বলার ভঙ্গি সে নিখুঁত অনুকরণ করে দেখাল। তারপর সে সবিস্তারে বর্ণনা করল কিভাবে প্রতিটি পুরুষ মানুষ সর্বত্র তাকে অনুসরণ করেছে। এটাই তাকে সবচেয়ে অবাক করেছে। যতক্ষণ সে কয়েদীদের ঘরে ছিল ততক্ষণ সব সময় ওই ঘরে লোক এসেছে তাকে গোপনে দেখতে।

একজন সিপাই তো বলেই বসল, তোমাকে দেখার জন্যেই সবাই এখানে আসছে। সত্যিই তাই। একজন এসে বলল, কই, সেই কাগজটা কোথায়? কিন্তু আমি জানি কাগজটাগজ কিছু নয়, চোখ দিয়ে গিলে খাবার জন্যই সে এখানে এসেছে। রীতিমত শিল্পী সব।

—ঠিক বলেছ, ওরা সব মাছির মত। চিনি দেখলেই সব কাজ ফেলে ওরা ছুটে আসবে। —সুরেলা কণ্ঠস্বরে বলল চৌকিদারের স্ত্রী।

মাসলোভা বাধা দিয়ে বলল, এখানে এসেও সেই একই অভিজ্ঞতা হল। যারা রেলে চড়ে এসেছিল তারা আমাকে কী বিরক্তটাই না করল। একটা লোক তো এত বিরক্ত করছিল যে আমি বেরুতেই পারছিলাম না। ধন্যবাদ সহকারী ইন্স-পেক্টরকে। তিনিই আমাকে বাঁচালেন।

—লোকটা কেমন দেখতে বল তো? প্রশ্ন করল খোরোশাভকা।

—কালো, গোঁফ আছে।

—বুঝেছি। ওর নাম শেলগভ। দু-দুবার সাইবেরিয়া থেকে সে পালিয়েছিল। ওয়ার্ডাররা পর্যন্ত ওকে ভয় করে। ও আবার পালাবে আমি জানি।

খোরোশাভকা সব জানে, কারণ পুরুষ কয়েদীদের সঙ্গে ওর গোপনে চিঠি চালা-চালি চলে। কোরাব্লোভা বলল, যদি যায় আমাদের তো আর সঙ্গে নিয়ে যাবে না। মাসলোভা, এখন বলো তো দরখাস্ত করার কথা উকীল কী বলল? দরখাস্ত তো এখনই করতে হবে।

লালচুলওয়ালী অভিজাত কয়েদীদের সামনে এসে বলল, কাতেরিনাকে আমি সব বলে দেব। সবার আগে তোমাকে লিখতে হবে যে এই সাজায় তুমি খুশি হতে পারোনি। তারপর প্রকিউরারকে নোটিশ দিতে হবে।

কোরাব্লোভা রাগে ফেটে পড়ে বলল, তুমি এখানে কেন? কী চাও তুমি? ভদকার গন্ধ পেয়েছ বুঝি? তোমার উপদেশের কোনো দরকার নেই। কি করতে হবে আমরা তা জানি। তোমার পরামর্শ ছাড়াই আমাদের চলবে।

—কেউ তো তোমার সঙ্গে কথা বলছে না, তবে কেন মাথা গলাতে এসেছ?

—তোমার দরকার ভদকার তাই কিলবিলিয়ে চলে এসেছ।

—দাও না ওকে কিছুটা। —মাসলোভা বলল। মাসলোভা সব সময়েই নিজের জিনিস সবাইকে ভাগ করে দিতে ভালবাসে।

—বেশ, কিছুটা ওকে দিচ্ছি।

লালচুলওয়ালী কোরাল্লোভার দিকে এগিয়ে এসে বলল, ভেবেছ কি? তোমার মত জীবকে আমি ডরাই?

—রাক্ষুসী কোথাকার!

—যে বলে সেই!

—বেশ্যা কোথাকার!

—কে, আমি বেশ্যা! খুনী কোথাকার। লাল চুলওয়ালী ফুঁসতে ফুঁসতে বলল।

কোরাল্লোভা আদেশের সুরে বলল, তুমি এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু লাল চুলওয়ালী সে কথায় কান না দিয়ে তেড়ে এগিয়ে এল। কোরাল্লোভা তখন ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল। লালচুলওয়ালী এর জন্যেই অপেক্ষায় ছিল। চকিতে ঘুরে গিয়ে সে এক হাতে কোরাল্লোভার মুঠি ধরে ফেলল, অন্য হাতে ওর মুখে ঘুষি মারার চেষ্টা করল। কোরাল্লোভা ওর একটা হাত ধরে ফেলল। মাসলোভা ও খোরো-শোভকা লালচুলওয়ালীর হাত ধরে তাকে টেনে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। লাল চুলওয়ালী এক মুহূর্তের জন্যে কোরাল্লোভার চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে পরমুহূর্তেই আরো শক্ত হাতে জড়িয়ে নিল। এই টানের চোটে কোরাল্লোভার মাথা একদিকে কাত হয়ে পড়ল। কোরাল্লোভাও এক হাতে ঘুষি চালাতে লাগল ও লালচুলওয়ালীর খোলা হাতটি কামড়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। বাকী সকলে চারপাশে ভীড় করে দাঁড়াল, কেউ কেউ লড়িয়েদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। এমনকি ক্ষয়রোগিণী পর্যন্ত কাশতে কাশতে এগিয়ে এল। ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁদতে শুরু করে দিল। গোলমাল শুনে মেয়ে-ওয়ার্ডার ও একজন জেলার ছুটে এল। দুজনকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। কোরাল্লোভা মাথা থেকে একগোছা ছেঁড়া চুল হাতে নিয়ে ও লালচুল-ওয়ালী বুকের ওপর ছেঁড়া শেমিজটি জড়ো করে ধরে চিৎকার করে নালিশ জুড়ে দিল।

ওয়ার্ডার বলল, জানি জানি, এ সবই ভদকা খাওয়ার ফল। একটু অপেক্ষা কর, কালই আমি ইন্সপেক্টরকে সব বলে দেব। তিনি তখন দাওয়াই দেবেন। ভাবছ আমি গন্ধ পাইনি? ভাল চাও তো এখনই সব সরিয়ে ফেল। তোমাদের ঝগড়া মেটাবার মত সময় আমাদের হাতে নেই। যাও, নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে শান্তভাবে বসে থাক।

কিন্তু শান্তি অত তাড়াতাড়ি ফিরে এল না। অনেকক্ষণ ধরে ঝগড়া চলতে লাগল এবং দুজনেই অন্যদের বোঝাতে চাইল দোষটা কার। শেষে জেলার ও ওয়ার্ডার চলে যাবার পর দু পক্ষই ঠাণ্ডা হল এবং শুতে যাবার আয়োজন করল। সেই বৃদ্ধা বিগ্রহের কাছে গিয়ে প্রার্থনা শুরু করে দিল।

হঠাৎ লালচুলওয়ালী তার বিছানা থেকে চিৎকার করে বলল, দুই দাগী আসামী এক জায়গায় জুটেছে। ভাঙা কর্কশ গলায় কদর্য গালাগালিও তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

কোরাল্লোভাও চুপ করে রইল না। তার মুখ থেকেও বিশ্রী গালাগাল বেরিয়ে আসতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দুজনেই আবার থেমে গেল।

—আমাকে না ছাড়িয়ে দিলে ওর চোখ দুটো উপড়ে ফেলতাম। লালচুলওয়ালী আবার শুরু করল। কোরাব্লোভাও প্রত্যুত্তর দিতে ছাড়ল না। তারপর আবার কিছুক্ষণের বিরতি আবার গালাগালির বন্যা। ধীরে ধীরে বিরতির সময়টুকু প্রলম্বিত হতে লাগল তারপর অবিচ্ছেদ্য বিরতি। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ কেউ নাকও ডাকছে।

মাসলোভা ভাবছিল, সে এখন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী। দুবার তাকে ব্যাপারটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। একবার দিয়েছিল বোচকোভা এখন দিল লালচুলওয়ালী। মাসলোভা পাশ ফিরে শুয়েপাশের বিছানায় শোওয়াকোরাব্লোভাকে নিচু স্বরে সে বলল, কে ভেবেছিল বল তো এমনটি ঘটবে? অন্যেরা কত কি করছে কই তাদের তো সাজা হচ্ছে না।

কোরাব্লোভা বলল, কিছু ভেবো না ভাই। সাইবেরিয়াতেও মানুষ থাকে, তুমিও বেঁচে থাকবে। মাসলোভাকে সান্ত্বনা দিল সে।

—জানি বেঁচে থাকব কিন্তু খুব কষ্ট হবে। আরামের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এই কষ্টের জীবন তো আমি চাইনি।

—ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো কেউ যেতে পারে না।—দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল কোরাব্লোভা।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইল। তারপর কোরাব্লোভা ফিসফিস করে বলল, শুনতে পাচ্ছ বস্তুটা কি করছে?

লালচুলওয়ালীর চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসছিল। ওর এই কান্নার কারণ অনেকগুলি। প্রথমতঃ সে গালাগালি খেয়েছে এবং ভদকার ভাগ পায়নি। ভদকার তার খুব প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়তঃ সারা জীবনে গালাগালি, বিদ্রূপ, অপমান ও প্রহার ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই জোটেনি। তার মনে পড়ল প্রথম প্রেমিক কারখানার মজুর ফেদকা মোলোদেনকভের কথা। কিভাবে সেই ভালবাসার অবসান হয়েছিল তাও তার মনে পড়ল। একদিন ফেদকা মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে তার শরীরের একটি কোমল স্থানে তুঁতে মাখিয়ে দেয়। যন্ত্রণায় যখন সে ছটফট করছিল তখন ফেদকা ও তার সঙ্গীরা হাসিতে হৈ-হুল্লোড়ে ফেটে পড়েছিল। ঘটনাটি মনে পড়ায় নিজের প্রতি তার করুণা হল। কেউ শুনতে পাবে না ভেবে সে শিশুর মত কাঁদতে শুরু করে দিল।

—ওর জন্যে আমার সত্যিই দুঃখ হয়। মাসলোভা বলল।

—দুঃখ হবারই কথা কিন্তু ও কেন সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসে।—কোরাব্লোভা বলল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই নেখলুডভ অনুভব করলেন তাঁর জীবনে কী যেন একটা ঘটে গেছে। কি ঘটেছে মনে পড়ার আগেই তিনি বুঝতে পারলেন যে যাই ঘটুক তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণময়।

—"কাতুশা···বিচার!" হ্যাঁ এখন থেকে তিনি আর মিথ্যে কথা বলবেন না এবং যা বলবেন তা হবে সম্পূর্ণ সত্য।

সেদিন সকালেই তিনি মারিয়া ভাসিলিয়েভনার কাছ থেকে সেই প্রত্যাশিত চিঠিখানা পেলেন। অদ্ভুত ঘটনা সংযোগ বলতে হবে কারণ এই চিঠিখানার তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তিনি তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং আসন্ন বিবাহিত জীবনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

—'বিয়ে'—বিদ্রূপের সঙ্গে কথাটি উচ্চারণ করলেন তিনি। সেই অবস্থা থেকে বর্তমানে আমি অনেক দূরে চলে এসেছি।

গতকাল তিনি স্থির করেছিলেন মারিয়ার স্বামীকে সব কিছু খুলে লিখবেন এবং তাঁর খুশিমত যে কোন শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত কিন্তু আজ সে কথা মনে পড়তেই তাঁর মনে হল কাজটা অত সহজ নয়। তা ছাড়া যিনি কিছুই জানেন না সেই মানুষকে অযথা দুঃখ দিয়ে কী লাভ? হ্যাঁ, যদি তিনি নিজে এসে আমার কাছে কিছু জানতে চান তাহলে সবই বলব। তবে নিজে গিয়ে তাঁর কাছে কিছু বলব না। তার কোন প্রয়োজন নেই।

মিসিকেও সব কিছু খুলে বলা আজ সকালে খুবই কঠিন মনে হল। এক্ষেত্রেও বলতে গেলে আঘাত দিতে হয়। বৈষয়িক ব্যাপারেও তো অনেক কিছু গোপন করতে হয়। তবে একটি ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় সংকল্প রইল যে তিনি ওখানে আর যাবেন না এবং যদি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তাহলে সব কথাই বলবেন।

কিন্তু কাতুশা সম্পর্কে কোন কথাই তিনি গোপন রাখবেন না।

হ্যাঁ, আমি জেলখানায় গিয়ে তাকে সব কিছু বলব এবং ক্ষমা চাইব। যদি প্রয়োজন হয়···হ্যাঁ যদি প্রয়োজন হয় তো তাকে আমি বিয়ে করতেও রাজি।

নৈতিক কারণে যে তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত, এমনকি তাকে বিয়ে করা পর্যন্ত—এই চিন্তাটাই নিজের প্রতি তাঁর মনকে করুণার্দ্র করে তুলল।

আগামী দিনের পরিকল্পনাকে বহুদিন তিনি এমন উদ্যম নিয়ে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই যখন আগ্রাফেনা পেত্রোভনা তাঁর ঘরে এল তখন যে দৃঢ়তা নিয়ে তাকে সব বলবেন ভেবেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন এই বাড়ি ও তার সেবা আর তাঁর প্রয়োজন নেই। অনেকেরই ধারণা ছিল বিয়ের কথা ভাবছেন বলেই এত বড় বাড়ি ও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা তিনি রেখে দিয়েছেন। তাই বাড়ি ছেড়ে দেবেন বলাতে পেত্রোভনা রীতিমত বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাল।

—তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু তোমাকে জানাই এত বড় বাড়ি ও এত চাকরবাকর আমার আর দরকার নেই। যদি তুমি আমাকে সত্যিই সাহায্য করতে চাও তাহলে মা বেঁচে থাকতে যেমন করতে সেইভাবে জিনিসপত্তরগুলো গুছিয়ে রেখো। নাতাশা এসে বাকী ব্যবস্থা করে দেবে।

নাতাশা নেখলুডভের বোন।

পেত্রোভনা মাথা নাড়ল। তারপর বলল, জিনিসপত্তরগুলো দেখব? কেন ওগুলো তো আবার কাজে লাগবে।

পেত্রোভনার মাথা নাড়ানোর মধ্য দিয়ে যে কথাটা প্রকাশ পেল তারই উত্তরে নেখলুডভ বললেন, না পেত্রোভনা, সত্যিই বলছি ওগুলো আমার আর দরকার হবে না। আর কর্নিকে বলো ওকেও আমার আর প্রয়োজন নেই। তবে ওকে আমি দু'মাসের মাইনে দিয়ে দেব।

—ডিমিত্রি আইভানোভিচ, আপনি এভাবে চিন্তা করেছেন দেখে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে।···ধরুন বিদেশেই যাচ্ছেন কিন্তু ফিরে আসার পর আবার তো থাকার মত একটা জায়গার দরকার হবে।

—তুমি ভুল করছ পেত্রোভনা। আমি বিদেশে যাচ্ছি না, যদি কোথাও যাই তো সে একেবারেই অন্যদিকে।—হঠাৎ নেখলুডভ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'বলে ফেলাই ভাল, আর লুকোচুরি করে লাভ নেই।'

—গতকাল আশ্চর্য এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমার জীবনে ঘটে গেছে। মাসী মারিয়া ইভানোভনার বাড়ির কাতুশাকে তোমার মনে পড়ে?

—হ্যাঁ, মনে আছে। ওকে তো আমিই সেলাই শিখিয়েছিলাম।

—গতকাল আদালতে কাতুশার বিচার হয়ে গেছে আর আমি ছিলাম তার একজন জুরী।

—হায় ভগবান! কী করেছিল সে? পেত্রোভনা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

—খুন! আর তার জন্যে দায়ী আমিই।

—অবাক কাণ্ড! এতে আপনার কি দায় থাকতে পারে?

পেত্রোভনা কাতুশার সঙ্গে নেখলুডভের সম্পর্কের কথা জানত।

—হ্যাঁ, সব কিছুর মূলে আমিই আর সেই কারণেই আমার সব পরিকল্পনা পাল্টে গেছে।

হাসি চেপে পেত্রোভনা বলল, এতে আপনার কি আসে যায়?

—এই কারণেই যে তার এ পথে আমার উপলক্ষ্য ছিলাম আমি আর সেই কারণেই যতটুকু সাহায্য তাকে আমি করতে পারি তা আমাকে করতেই হবে।

—আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন তবে আমি তো এক্ষেত্রে আপনার কোন দোষ দেখতে পাই না। অনেকের জীবনেই এমনটি ঘটে, আবার সবাই তা ভুলে যায়। তা ছাড়া দোষটা আপনি নিজের কাঁধেই বা নিচ্ছেন কেন? আমি তো শুনেছি সৎপথ থেকে সে নিজেই দূরে সরে এসেছিল। সে দোষ কার?

—আমার। আর সেই জন্যেই আমি শোধরাতে চাইছি।

—শোধরানো শক্ত।

—সেটা আমার ব্যাপার। তবে তুমি যদি নিজের কথা ভেবে এসব বলে থাক তাহলে বলছি মায়ের যেমন ইচ্ছে ছিল···

—না, আমি নিজের কথা ভাবছি না। আপনার মায়ের কাছ থেকে আমি এত

পেয়েছি যে আমার আর কোন অভাব নেই। আমার ভাইঝি অনেক দিন ধরেই ওর কাছে গিয়ে থাকতে বলছে। এখানকার দায়িত্ব চুকে গেলে আমি ওর কাছে গিয়েই থাকব। শুধু দুঃখ হচ্ছে ব্যাপারটাকে আপনি এত গভীর ভাবে নিয়েছেন বলে। এমন তো কতই হয়।

—যাই হোক, আমি অন্যভাবে চিন্তা করি। তুমি দয়া করে বাড়িটা ভাড়া দিতে আমাকে সাহায্য কর আর জিনিসপত্রগুলি সরিয়ে দিও। আর একটা কথা। দয়া করে আমার ওপর যেন রাগ করো না। আবারও বলছি তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার জন্যে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

আশ্চর্যের কথা সেদিন থেকে নেখলুডভ নিজের মধ্যে এক স্বতন্ত্র মানুষকে আবিষ্কার করলেন। একই রাস্তা ধরে তিনি আজ যখন আদালতের দিকে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মনে হল গতকালের সেই মানুষটি তিনি আর নেই। গতকাল তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর সঙ্গে বিয়ে হলে মিসি সুখী হবে। আজ তাঁর মনে হচ্ছে বিয়ে দূরে থাক তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার যোগ্যতাও তাঁর নেই। মনে মনে বললেন তিনি, মিসিকে বিয়ে করলে শান্তি পাব না আমি। সব সময় মনে পড়বে একজন জেলে রয়েছে। আর কয়েকদিন পরে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হবে। যার জীবনকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি সে যখন সাইবেরিয়ায় কঠিন শাস্তি ভোগ করবে আমি তখন চতুর্দিক থেকে অভিনন্দন পেতে থাকব, তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলব কিংবা মারিয়া ভাসিলিয়েভনার স্বামীর সঙ্গে একত্রে বৈঠকে বসে স্কুল সম্পর্কিত প্রস্তাবের পক্ষে অথবা বিপক্ষে ভোট দেব কিম্বা বিদেশে গিয়ে আবার ছবি আঁকা শুরু করব যে ছবি কোনোদিনই শেষ হবে না। না না, এ হতে পারে না, এমন কাজ আমি কখনই করতে পারি না। নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে বলে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি।

এখন আমার প্রথম কাজ হবে উকীলের সঙ্গে দেখা করা এবং তাঁর মতামত জেনে নেওয়া। তারপর···তার সঙ্গে দেখা করা, গতকালের সেই কয়েদী। এবং তাকে সব কিছু বলা।

কিভাবে তিনি কাতুশার কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করবেন? বলবেন তাকে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে তিনি তাঁর সাধ্যের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত ব্যয় করবেন এবং তিনি তাকে বিয়েও করবেন,—এই ছবিটি তাঁর মানস নয়নে ভেসে উঠতেই তাঁর অন্তর উদ্বেলিত হয়ে উঠল এবং চোখে জল এসে গেল।

আদালতে ঢুকতেই বারান্দায় গতকালের সেই পেয়াদার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তিনি লোকটির কাছে জানতে চাইলেন কয়েদীদের কোথায় রাখা হয় এবং তাদের সঙ্গে দেখা করতে হলে কার অনুমতি প্রয়োজন। পেয়াদা তাঁকে বলল দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের বিভিন্ন জেলে রাখা হয় এবং দেখা করার অনুমতি দেন প্রকিউরার। তিনি এখনো আসেননি। উনি এলে আপনাকে আমি ডেকে নিয়ে যাব। এখন চলুন মামলা শুরু হতে চলেছে।

নেখলুডভ পেয়াদাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জুরীদের ঘরে গেলেন। জুরীরা সবাই তখন বিচারকক্ষের দিকে রওনা হয়েছেন। গতকালের সেই সদাহাস্যময় বণিক জুরী নেখলুডভকে পুরনো বন্ধুর মতই স্বাগত জানালেন। গিওতর গেরাসিমোভিচের অন্তরঙ্গতা ও উচ্চহাস্য আজ নেখলুডভের খারাপ লাগল না।

নেখলুডভের ইচ্ছে হচ্ছিল গতকালের কয়েদীর সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা জুরীদের জানিয়ে দেন। মনে মনে বললেন তিনি, আমার উচিত ছিল গতকালই মামলার মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে আমার অপরাধের কথা জানিয়ে দেওয়া। কিন্তু গতকালের মতই আজও 'আদালত আসছেন' ঘোষণা, সেই বিচারকদের মঞ্চে আরোহণ উপলক্ষে আড়ম্বর এবং অন্যান্য রীতিনীতি অনুসৃত হতে লাগল তখন গতকালের মত আজও তিনি আদালতের গাম্ভীর্য ভঙ্গ করতে পারলেন না।

আজ আদালতে যে বিচারপর্ব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তা একটি ছিঁচকে চুরির মামলা। খোলা তরোয়াল হাতে দু'জন সিপাই ঢুকল কয়েদীকে নিয়ে। কয়েদীটি বছর কুড়ির একটি ছেলে। রোগা, সরু বুক, রক্তহীন পাণ্ডুর মুখ, পরনে ধূসর রঙের জামা। ছেলেটির বিরুদ্ধে অভিযোগ সে একজন সঙ্গীর সঙ্গে একটি চালাঘরের তালা ভেঙে কয়েকটি পুরনো মাদুর চুরি করেছিল। মাদুরগুলোর দাম তিন রুব্‌ল সাতষট্টি কোপেক। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ ওই দুজন যখন মাদুর নিয়ে পালাচ্ছিল তখন একটি পুলিস তাদের ধরে। সঙ্গে সঙ্গেই তারা অপরাধ স্বীকার করে এবং তাদের ফাটকে আটকে রাখা হয়। ছেলেটির সঙ্গী হাজতেই মারা যায় তাই একা ছেলেটির বিচার হচ্ছে। সাক্ষ্য স্বরূপ পুরনো মাদুরগুলি টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে।

মামলার অন্যতম প্রধান সাক্ষী চালাঘরের ও মাদুরগুলির মালিক। দেখলেই বোঝা যায় এক খিটখিটে বুড়ো। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল মাদুরগুলি তার কিনা তখন সে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, হাঁ, তারই। পাব্লিক প্রসিকিউটর যখন তাকে প্রশ্ন করলেন,—মাদুরগুলি দিয়ে সে কি করবে, ওগুলো কোন কাজে লাগবে কি না তখন সে রেগে গিয়ে জবাব দিল,—চুলোয় যাক ওই মাদুরের, আমার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি জানতাম যে এত টানাহ্যাঁচড়া হবে তাহলে আমি মাদুরের খোঁজই করতাম না, উল্টে দশ রুব্‌ল দিয়ে দিতাম। এখানে আসতে ঘোড়ার গাড়ি বাবদ আমার পাঁচ রুব্‌ল খরচ হয়ে গিয়েছে তা ছাড়া আমি বাতের বেদনায় ভুগছি।

কয়েদী তো আগেই তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। ফাঁদ পড়া জন্তুর মত নির্বোধের মত সে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে থেমে থেমে যা ঘটেছিল তা বলে গেল।

একটি পরিষ্কার মামলা, বিন্দুমাত্র জটিলতা নেই। তবু গতকালের মতই আজও পাব্লিক প্রসিকিউটর কাঁধ দুটি তুলে এমন সব সূক্ষ্ম প্রশ্ন করতে লাগলেন যেন কোনো ধূর্ত অপরাধীকে তিনি ফাঁদে ফেলতে চাইছেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে চুরি হয়েছে একটি বসতবাটিতে এবং তালা ভাঙা হয়েছে। তাঁর যুক্তিতে ছেলেটির কঠিন সাজা হওয়া উচিত। আদালত কর্তৃক নিযুক্ত আসামীর উকীল বলল, চুরি বসতবাটিতে হয়নি এবং অপরাধ অস্বীকার করা না গেলেও আসামী সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক, পাব্লিক প্রসিকিউটরের এ মন্তব্য ঠিক নয়।

মামলার বিবরণী থেকে জানা গেল ছেলেটিকে তার বাবা একটি তামাকের কারখানায় শিক্ষানবিশ করে ঢুকিয়েছিল এবং সেখানে সে পাঁচ বছর কাজ করেছে। এ বছর একটি ধর্মঘটের পর মালিক তাকে ছাড়িয়ে দেয়। চাকরি চলে যাওয়ার পর ছেলেটি শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছে এবং হাতে যা ছিল তা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। একটি সস্তার রেস্তোরাঁয় ছেলেটির সঙ্গে তালাচাবি তৈরি করে এমন একজন কর্মকারের সঙ্গে দেখা হয়। লোকটি মাতাল। এক রাতে দু'জনেই মত্ত অবস্থায় একটি চালাঘরের তালা ভাঙে তারপর হাতের সামনে যা পায় তাই-ই তুলে নেয়। কর্মকারটি হাজতেই মারা যায় ফলে একা ছেলেটির বিচার হচ্ছে। প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে ছেলেটি একটি বিপজ্জনক জীব সুতরাং এর হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে হবে।

সামনে যা কিছু ঘটছে দেখতে দেখতে নেখলুডভ মনে মনে বললেন,—হ্যাঁ, ঠিক গতকালের আসামীর মতই বিপজ্জনক জীব! ওরা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক আর আমরা যারা বিচার করতে বসেছি তারা বিপজ্জনক নই। আমি একজন লম্পট, এবং অনেকেই জানে আমি কি, তবু আমাকে সবাই ঘৃণা করা দূরে থাক শ্রদ্ধাই করে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ছেলেটি দাগী চোর নয় বরং একটি নিরীহ ছেলে। প্রত্যেকেই তা দেখতে পাচ্ছে। ছেলেটি যে আজ এমন হয়েছে তা অবস্থার চাপেই। সুতরাং এই সব ছেলেকে বিপদ থেকে ফেরাতে হলে চাই, যে পরিবেশ এই জাতীয় চরিত্র তৈরি করে সেই পরিবেশটা পাল্টানো। সেই সামাজিক পরিবেশের অবসান।

কিন্তু আমরা কী করছি? ঘটনাচক্রে একটি ছেলে আমাদের হাতে ধরা পড়েছে বলে আমরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি অথচ আমরা ভালভাবেই জানি যে ওরই মত হাজার হাজার অপরাধী ধরাও পড়ছে না, জেলও খাটছে না। এই ছেলেটিকে এখন আমরা জেলে পাঠাচ্ছি অলস অথবা উদ্দেশ্যহীন অস্বাস্থ্যকর কাজ করতে। তারপর সরকারী খরচে তাকে আমরা এমন এক সংসর্গে পাঠাব যেখানে সবাই অসৎ। যে কারণগুলি এই ছেলেটিকে বর্তমান অবস্থায় এনে ফেলেছে সেই কারণগুলি দূর করার পরিবর্তে ছেলেটিকে শাস্তি দিয়ে আমরা সংশোধনের কথা ভাবছি।

ভয়ংকর! কেউ জানে না এখানে কোনটি প্রাধান্য পাচ্ছে। নৃশংসতা অথবা মূঢ়তা। দুটিই বোধহয় চরম সীমায় পৌচেছে। এই সব কথাই ভাবছিলেন নেখলুডভ। আদালতে যা হচ্ছিল তার কিছুই তাঁর কানে পৌছচ্ছিল না। তিনি বুঝতে পারলেন না কেন এসব আগে তিনি দেখতে পাননি আর কেনই বা অন্যেরা দেখতে পাচ্ছেন না।

বিরতির সময়ে নেখলুডভ উঠে পড়লেন এবং বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন। আদালতে ফেরার আর তাঁর ইচ্ছে ছিল না। মনে মনে বললেন তিনি—ওদের যা খুশি করুক আমি আর বীভৎস ভাঁড়মীর মধ্যে নেই।

দামী বেশভূষা ও পদবীর জন্যে প্রকিউরারের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি

পেলেন নেখলুডভ। কিন্তু দেখা করার জন্যে আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে এভাবে দেখা করতে আসায় প্রকিউরার বেশ বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

—কি চাই আপনার?

—আমি একজন জুরী, আমার নাম নেখলুডভ। কয়েদী মাসলোভার সঙ্গে দেখা করার আমার একান্ত প্রয়োজন।

—কিন্তু কেন আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে চান? কারণ না জেনে তো আমি অনুমতি দিতে পারি না।

—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণে দেখা করতে চাই।

—আচ্ছা। এবার বলুন তো মামলার শুনানী হয়ে গেছে, না হয়নি?

—হ্যাঁ, শুনানী হয়ে গেছে, গতকাল তাকে অন্যায় ভাবে সাইবেরিয়ায় চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সে নিরপরাধ।

মাসলোভার নির্দোষিতা সম্পর্কে নেখলুডভের উক্তিতে প্রকিউরার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বললেন তাহলে সে এখনো জেল হাজতেই আছে। চূড়ান্তভাবে রায় ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত সে ওখানেই থাকবে। দেখা করার অনুমতি মাত্র বিশেষ কয়েকটি দিনে দেওয়া হয়। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনি সেখানে গিয়ে দেখা করুন।

—কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।—নেখলুডভের চোয়াল কাঁপছিল এবং তিনি অনুভব করছিলেন তাঁর জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে গেছে।

—দেখা করতেই হবে কেন?—প্রকিউরার অধৈর্য সহকারে ভুরু বাঁকালেন।

—কারণ আমার দোষেই আজ তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে।—নেখলুডভের গলা কেঁপে গেল। বুঝতে পারলেন, প্রয়োজন নেই এমন কথা তিনি বলে ফেলেছেন।

—কিভাবে?

—আমিই তাকে প্রলুব্ধ করে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছি।

—সে যাই হোক, তার সঙ্গে সাক্ষাতের এর কি সম্পর্ক আছে বুঝতে পারছি না।

—কারণ এই যে আমি ওর কাছাকাছি থাকতে চাই এবং…বিয়ে করতে চাই। —কথাগুলি বলতে গিয়ে তিনি অনেকবার তোতলালেন। তাঁর চোখে জল এসে গেল।

—সত্যিই! চমৎকার! এ তো দেখছি একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত।—প্রকিউরারের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল।

—আমি কি অনুমতি পাব?

—পারমিট? হ্যাঁ, এখনই আপনাকে অনুমতি-পত্র লিখে দিচ্ছি।

অনুমতি-পত্রটি লিখে নেখলুডভের হাতে তুলে দিয়ে প্রকিউরার কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন।

নেখলুডভ বললেন, আমার আর একটি কথা বলার ছিল। আমি আর দায়রার কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারব না।

—তা হলে আপনাকে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে আদালতের কাছে আবেদন করতে হবে।

আমার যুক্তি হচ্ছে, বিচারের নামে যা চলছে তা অর্থহীন এবং নীতিহীন।

—আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আপনার মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। আমার পরামর্শ হচ্ছে আদালতের কাছে আপনি আবেদন করুন। আদালত বিচার করে দেখবে আপনার আবেদন যুক্তিযুক্ত কি না।

—আমার যা বলার বলেছি, আর কোথাও আবেদন করব না আমি।

—তাহলে আসুন।

প্রকিউরারের ঘর থেকে বেরিয়ে নেখলুডভ সোজা চলে এলেন জেল-হাজতে। কিন্তু জানা গেল মাসলোভা সেখানে নেই। ইন্সপেক্টর বললেন, সম্ভবতঃ সে পুরনো অস্থায়ী জেল-হাজতে আছে। পুরনো জেলখানার দূরত্ব এখান থেকে অনেকটা, তাই সেখানে পৌছতে পৌছতে তাঁর প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিন্তু এখানে ইন্সপেক্টর না থাকার দরুন মাসলোভার সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হল না। সহকারী ইন্সপেক্টর বললেন, আপনি আগামীকাল সকাল দশটায় আসবেন। তখন সবাইকেই ঢুকতে দেওয়া হবে। ইন্সপেক্টর অনুমতি দিলে আপনি অফিসঘরেও দেখা করতে পারবেন।

সুতরাং মাসলোভার সঙ্গে সেদিন আর তাঁর দেখা হল না। তবু আগামীকাল তার সঙ্গে দেখা হবে এই চিন্তাতেই নেখলুডভ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ঘরে ফিরলেন। অনেকক্ষণ পরে মন শান্ত হলে তিনি ডায়েরী নিয়ে বসলেন। ডায়েরী থেকে কিছুটা জায়গা পড়লেন, তারপর লিখলেন :

দু বছর আমি ডায়েরী লিখিনি, ভেবেছিলাম এ ছেলেমানুষী আর করব না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ডায়েরী লেখা মোটেই ছেলেমানুষী নয়, এ হচ্ছে নিজের সত্তার সঙ্গে আলাপন। প্রতিটি মানুষের অন্তরেই রয়েছে এক দৈব সত্তা। এতদিন সেই সত্তা ঘুমিয়ে ছিল বলেই তার সঙ্গে আলাপনের কথা আমার মনে হয়নি। ২৮শে এপ্রিল আদালতের একটি অসাধারণ ঘটনায় সেই সত্তা জেগে উঠেছে। সেদিন আমি ছিলাম জুরীদের একজন। তাকে আমি দেখলাম কয়েদীর বেশে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। আমারই অদ্ভুত এক ভুলে ও অন্যায়ের ফলেই কাতুশার কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ আজ আমাকে দেওয়া হয়নি, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি দেখা আমি করবই। দেখা করে তার কাছে আমার অপরাধ স্বীকার করব এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিয়ে করব তাকে। আমার আত্মা আজ শান্তিলাভ করেছে, আমার মনপ্রাণ আজ আনন্দে ভরে উঠেছে। ঈশ্বর আমার সহায় হোন।

সে রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাসলোভা জেগে রইল। দরজার সামনে ডীকনের মেয়ে পায়চারি করছিল; সে দিকে তাকিয়ে সে অনেক কিছুই ভেবে চলেছিল। সাখালিনের কোনো কয়েদীকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না; কিন্তু যেমন করেই হোক জেলের কোনো কর্মচারী, কেরানী, ওয়ার্ডার এমনকি ওয়ার্ডারের কোনো সহকারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত একটা করে নিতে হবে। সবই তো সমান, তাই নয় কি? শুধু খেয়াল রাখতে হবে যাতে রোগা না হয়ে যাই, তা হলেই সর্বনাশ।

মাসলোভার মনে পড়ল কিভাবে নিজের উকীল তার দিকে তাকিয়েছিল। তাকাচ্ছিলেন প্রধান বিচারপতিও। প্রকৃতপক্ষে আদালতে বিশেষ কাজ উপলক্ষে যারাই এসেছিল সবাই তাকিয়ে দেখছিল তাকে। মনে পড়ল সঙ্গিনী বার্থা জেলে দেখা করতে এসে তাকে বলেছিল যে, কিতায়েভার বাড়িতে থাকতে যে ছাত্রটিকে সে ভালবেসেছিল, সে তার খোঁজ করেছিল এবং তার বর্তমান অবস্থার কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করেছিল। মনে পড়ল লালচুলওয়ালার কথা। স্ত্রীলোকটির জন্যে তার সত্যিই দুঃখ হল। যে রুটিওলা তাকে একখানা বেশি রুটি পাঠিয়েছিল তার কথাও মনে পড়ল। এক এক করে অনেক কথাই তার মনে পড়ল, শুধু মনে পড়ল না নেখলুডভের কথা। শৈশবের কথা, প্রথম যৌবনের কথা, নেখলুডভের প্রতি তার ভালবাসার কথা—এই স্মৃতি কখনই সে মনে আনতে চাইত না। বড়ই বেদনাদায়ক সেই সব স্মৃতি, যে স্মৃতি তার মনের গভীরতম গভীরে সুপ্ত রয়েছে; যাকে কখনো সে জাগাতে চায়নি, এমন কি স্বপ্নেও যা কখনো দেখা দেয়নি। আজ কোর্টে নেখলুডভকে সে চিনতে পারেনি। যখন সে তাঁকে প্রথম দেখেছিল তখন তাঁর পরনে ছিল ইউনিফর্ম। মুখে দাড়ি ছিল না, ছিল ছোট্ট একটু গোঁফ, ছোট করে ছাঁটা মাথায় ছিল ঘন কোঁকড়ানো চুল। এখন তাঁর মাথায় টাক, মুখে দাড়ি। কিন্তু তাঁকে চিনতে না পারার কারণ এই পরিবর্তন নয়; চিনতে না পারার কারণ তার কথা সে কখনো ভাবেনি। সেই অন্ধকার ভয়ঙ্কর রাতেই নেখলুডভের স্মৃতি মনের কোন গভীর তলদেশে সে কবর দিয়ে রেখেছিল। যে রাত্রে নেখলুডভ ফৌজ থেকে ট্রেনে ফেরার পথে মাসীদের সঙ্গে দেখা না করে সোজা চলে গিয়েছিলেন সেই রাতেই সব কিছুর সমাধি হয়েছিল।

কাতুশা তখন জেনে গেছে যে সে অন্তঃসত্ত্বা। যতক্ষণ পর্যন্ত তার আশা ছিল তিনি আবার আসবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার হৃদয়তল জুড়ে যে শিশুটি ছিল তাকে কখনই বোঝা মনে হয়নি। সময় সময় তার দেহাভ্যন্তরে সন্তানটির আকস্মিক চাঞ্চল্যে ও কোমল স্পর্শে সে বিস্ময় বোধ করত, অন্তরে স্নেহের সঞ্চার হত। কিন্তু সে রাতে সব কিছুই পাল্টে গেল এবং সন্তানটি শুধুই বোঝা হয়ে দাঁড়াল।

মাসীরা নেখলুডভকে জানিয়েছিলেন যেন সে ফেরার পথে একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করে যায়। কিন্তু নেখলুডভ টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন, যেহেতু নির্দিষ্ট দিনে পিটার্সবুর্গে তাঁকে পৌছতে হবে তাই তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়। কাতুশা যখন

এ কথা শুনল তখনই সে স্থির করে ফেলল স্টেশনে গিয়ে সে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। রাত দুটোর সময় ট্রেনটির সেখান দিয়ে যাবার কথা। কাতুশা বৃদ্ধাদের শোওয়ার ব্যবস্থা করে রাঁধুনির ছোট্ট মেয়ে মাসকাকে তার সঙ্গে যাবার জন্যে রাজী করাল। তারপর একজোড়া পুরনো বুটজুতো পরে, একখানি শাল দিয়ে মাথা ঢেকে সে স্টেশনের দিকে ছুটল।

বর্ষণমুখর ঝঞ্ঝাময়ী উষ্ণ এক শরতের রাত। মাঝে মাঝে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছিল, আবার থেমে যাচ্ছিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সে পথ দেখতে পাচ্ছিল না তাই পরিচিত পথ হলেও কাতুশা পথ হারিয়ে ফেলল। ট্রেনটির ওই স্টেশনে তিন মিনিট থামার কথা। কাতুশার আশা ছিল ট্রেন আসার আগেই সে স্টেশনে পৌছে যাবে। কিন্তু মাঝে মাঝেই পথ হারিয়ে ফেলায় যখন সে স্টেশনে পৌছল তখন ট্রেন তো পৌছে গেছেই, দ্বিতীয় ঘণ্টাও বেজে গেছে। দৌড়ে প্ল্যাটফর্মে পৌছতে একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরার জানলায় সে নেখলুডভকে দেখতে পেল। কামরাখানি উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। ভেলভেট মোড়া সীটের ওপর দুজন অফিসার বসে তাস খেলছিলেন। নেখলুডভের পরনে ছিল আঁটসাঁট ব্রীচেস, গায়ে সাদা শার্ট। তিনি একটি সীটের হাতলে বসে পিছনে হেলান দিয়ে কি কারণে যেন হাসছিলেন। তাঁকে চেনামাত্রই কাতুশা ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে যাওয়া হাত দিয়ে জানলার কাচে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই শেষ ঘণ্টা বেজে উঠল আর তখুনি পিছনের দিকে ঝাঁকুনি দিয়ে কামরাগুলি একের পর এক সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। একজন খেলোয়াড় তাস হাতে উঠে বাইরের দিকে তাকালেন। কাতুশা আবার আঘাত করল এবং জানলার ওপর মুখ চেপে ধরল। কিন্তু কামরাখানি এগিয়ে চলল, কাতুশাও ভিতরের দিকে চোখ রেখে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। অফিসারটি জানলা নামিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। নেখলুডভ তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই নামিয়ে দিলেন। ট্রেনের গতি বাড়ছিল, সুতরাং কাতুশাকেও হাঁটার গতি বাড়াতে হল। ঠিক সেই সময়েই গার্ড কাতুশাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লেন। কাতুশা প্ল্যাটফর্মের ভিজে পাটাতনের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। প্ল্যাটফর্মের শেষে পৌছে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামবার সময়ে পড়তে পড়তে নিজেকে কোনমতে সামলে নিল। তারপর সে রেলপথের পাশ দিয়ে ছুটতে লাগল। যদিও অনেক আগেই প্রথম শ্রেণীর কামরাটি তাকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলিও চলে যাচ্ছে এবং একসময় তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলিও চলে গেল— আরো দ্রুত। কিন্তু তবু সে ছুটতে লাগল এবং যখন পিছনে বাতিওলা শেষ কামরা-খানিও চলে গেল তখন সে ইঞ্জিনে জল নেবার পুকুরটি পর্যন্ত এসে গেছে। জোরাল বাতাসে কাতুশার মাথার শালখানি এধারে ওধারে উড়ছে, মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপটায় তার দু পায়ে গাউনটি জড়িয়ে যাচ্ছে, শেষে শালখানি তার মাথা থেকে উড়ে গেল; তবু সে ছুটতে লাগল।

ছোট মেয়েটিও তার সঙ্গে সঙ্গে ছোটার চেষ্টা করছিল। সে চিৎকার করে বলে উঠল—কাতেরিনা মিখাইলোভনা, তোমার শাল উড়ে যাচ্ছে যে!

কাতুশা থামল। মাথাটি পিছনের দিকে ঝাঁকুনি দিয়ে দু হাতে শালখানি চেপে ধরে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

—চলে গেল!—চিৎকার করে কেঁদে উঠল কাতুশা।

আলোকোজ্জ্বল কামরার মধ্যে ভেলভেটের আরাম-কেদারায় বসে উনি এখন হাসি ঠাট্টা ও মদ্যপানে মেতে আছেন আর আমি এই অন্ধকারে কাদা ঝড় বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছি—ভাবতে ভাবতে কাতুশা মাটিতে বসে পড়ে এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল যে ছোট মেয়েটি ভয় পেয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, মাসী, বাড়ি চল।

মেয়েটির কথা কাতুশার কানে গেল না। সে ভাবছিল, এর পর যে ট্রেনটি যাবে তার কামরার তলায়...ব্যস সব শেষ।

সে মন স্থির করেই ফেলেছিল, কিন্তু প্রবল উত্তেজনার পর যখন ধীরে ধীরে শান্ত মুহূর্ত আসে তখন যেমনটি হয় এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। সেই মুহূর্তে কাতুশার গর্ভলীন শিশুটি, নেখলুডভের সন্তান, হঠাৎ কেঁপে উঠল, ক্ষুদ্র দেহটুকু বিস্তার করল এবং কোমল, শীর্ণ ও তীক্ষ্ণ কি দিয়ে যেন তাকে আবার ঠেলা দিল। মুহূর্ত আগে দুঃখের সুতীব্র বেদনায় তার মনে হয়েছিল, বেঁচে থাকা আর সম্ভব নয়। নেখলুডভের প্রতি তার অন্তরে যে বিদ্বেষ জেগে উঠেছিল, এমন-কি আত্মহত্যা করে প্রতিশোধ নেবার যে তীব্র বাসনা জেগে উঠেছিল, হঠাৎই সব কিছু অন্তর্হিত হল। শান্তভাবে সে উঠে দাঁড়াল, মাথায় শালখানি জড়িয়ে নিল, তারপর বাড়ির দিকে রওনা হল।

ভিজে, কাদায় মাখামাখি হয়ে, মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে সে ঘরে ফিরে এল। সেদিন থেকেই তার মনের মধ্যে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল তারই পরিণতি স্বরূপ তাকে বর্তমান এই অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সেই ভয়ংকর রাত থেকেই সে ঈশ্বরে ও ধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছে। আগে সে য কিছু সৎ ও ভাল তাকে বিশ্বাস করত এবং তার ধারণা ছিল অন্যেরাও তা করে। এখন তার ধারণা হয়েছে কেউ-ই ঈশ্বর, ধর্ম, সততায় বিশ্বাসী নয়। ঈশ্বর ও তাঁর নিয়মের যেসব কথা বলা হয় তা সবই ধোঁকা। অসত্য। সে এখন বুঝতে পেরেছে, যিনি তাকে ভালবেসেছিলেন তিনি উপভোগের পর তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অপমান করেছেন তার ভালবাসাকে। তবু যত লোককে সে জানত তার মধ্যে তিনিই তো ছিলেন সবচেয়ে ভাল। বাকীরা অনেক খারাপ। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী প্রতি পদে তার এই ধারণাকে দৃঢ়তর করেছে। ওঁর ধর্মপ্রাণা মাসীরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তখনই যখন তাঁদের সেবা করার শারীরিক ক্ষমতা তার ছিল না। এতদিনে যাদেরই সঙ্গে তার দেখা হয়েছে সবাই খারাপ ব্যবহার করেছে। মেয়েরা তাকে ব্যবহার করেছে টাকা রোজগারের উপায় হিসেবে। আর পুরুষরা? সেই পুলিস অফিসার থেকে শুরু করে জেলখানার ওয়ার্ডার পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে ভোগের উপকরণ হিসেবে। এই দুনিয়ায় নিজের ভোগ-সুখ ছাড়া কেউ আর কিছু চায় না তার স্বাধীন জীবনের দ্বিতীয় বছরে যে লেখকের সঙ্গে সে কিছুদিন কাটিয়েছিল তিনিই ওর এই বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন। তিনি খোলাখুলি ভাবেই বলেছিলেন

জীবনের সুখ বলতে একেই বোঝায়, এরই মধ্যে কাব্য, এরই মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্য।

সকলেই জীবন ধারণ করে শুধু নিজেরই জন্যে, নিজের সুখ, নিজের আনন্দ। ঈশ্বর এবং সততা সম্পর্কে এরা যা কিছু বলে সবই প্রতারণা। যদি কখনো তার মনে সংশয় জাগে তখন সে বিস্মিত হয়ে ভাবে এই দুনিয়ার ব্যবস্থাদি কেন এত বিশ্রী ভাবে আয়োজিত? কেনই বা একে অপরকে আঘাত করে, কেনই বা মানুষ এত কষ্টভোগ করে? তারপর তার মনে হয়েছে, এসব কথা যত না ভাবা যায় ততই ভাল। মন খারাপ হলে সে তাই ধূমপান কিংবা মদ্যপানে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। বিষণ্ণতা কাটিয়ে ওঠার আর একটি উপায় হচ্ছে কোন পুরুষের সঙ্গে প্রেমলীলায় মগ্ন হয়ে যাওয়া।

রবিবার সকাল পাঁচটায় মেয়েদের বারান্দায় হুইস্‌ল বেজে উঠতেই কোরাব্লোভা মাসলোভাকে জাগিয়ে দিল। ভীষণ হট্টগোলে জেলের বাতাস তখন ভরে উঠেছে।

বৃদ্ধ ওয়ার্ডার সবাইকে শুনিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি কর, উপাসনার জন্যে তৈরী হও সব।

মাসলোভার কাপড়চোপড় পরা ও চুল আঁচড়ানো শেষ না হতেই ইন্সপেক্টর এসে উপস্থিত হলেন সহকারীদের নিয়ে। জেলার চিৎকার করে বলল, সবাই বেরিয়ে এস, পরীক্ষা হবে।

অন্যান্য ওয়ার্ডের কয়েদীরাও বেরিয়ে এল এবং সকলে বারান্দায় সারি দিয়ে দাঁড়াল। স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াল তাদের সামনের সারির স্ত্রীলোকদের কাঁধে হাত দিয়ে। তারপর সকলকেই গোনা হল। গোনা শেষ হলে মহিলা-ওয়ার্ডাররা কয়েদীদের গির্জায় নিয়ে চলল। বিভিন্ন সেলের শতাধিক মেয়েদের সারির মধ্যে ছিল মাসলোভা ও ফেডোসিয়া। সকলেই পরেছে সাদা স্কার্ট, গায়ে সাদা জ্যাকেট ও মাথায় সাদা রুমাল। কয়েকজন রঙীন পোশাক পরেছে, তবে এরা কেউ কয়েদী নয়, কয়েদীদের স্ত্রী। ছেলেপুলে নিয়ে এরা স্বামীদের সঙ্গে সাইবেরিয়া যাবে। গির্জার মধ্যে ডান দিকে এদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল, সেখানে তারা ঠেলাঠেলি করে দাঁড়াল।

মেয়েদের পরে এল পুরুষ কয়েদীরা। এরা জোরে জোরে কাশতে কাশতে গির্জার বাঁ দিকে ও মাঝখানে ভাড় করে দাঁড়াল। ওপরের গ্যালারির একপাশে দাঁড়িয়ে আছে যারা তাদের সাইবেরিয়ায় কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। এদের গির্জায় আনা হয়েছে সকলের আগে। এদের মাথা অর্ধেক কামানো। এদের পায়ের শিকলের ঝনঝনানিই তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করছে।

কোনো ধনী ব্যবসায়ী গির্জার সংস্কার করে উজ্জ্বল সোনালী রঙে সাজিয়ে দিয়েছেন। এর জন্যে ব্যবসায়ীর কয়েক হাজার রুব্‌ল খরচ হয়েছে।

কিছুক্ষণ গির্জা নিস্তব্ধ রইল। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছিল কাশি, নাক ঝাড়া, বাচ্চাদের কান্না এবং শিকলের ঝনঝন শব্দে। অবশেষে কয়েদীরা সরে

গিয়ে ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে গির্জার ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা পথ করে দিল। সেই পথ দিয়ে ইন্সপেক্টর হেঁটে গিয়ে গির্জার সম্মুখভাগে আসন গ্রহণ করলেন।

উপাসনা আরম্ভ হল। সোনার জরি বসানো কাপড়ের তৈরি এক অদ্ভুত ও অসুবিধাজনক পোশাক পরে পুরোহিত রুটি কেটে ছোট ছোট টুকরো করে একখানি রেকাবিতে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর টুকরোগুলোকে মদভরা এক পাত্রে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করতে লাগলেন বিভিন্ন নাম ও প্রার্থনামন্ত্র। এই উপাসনার মূল কথা হচ্ছে যে, যে রুটির টুকরোগুলো পুরোহিত মহাশয় মদে ভিজোচ্ছেন সেগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া ও প্রার্থনার ফলে ঈশ্বরের রক্ত-মাংসে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

প্রক্রিয়াটি শুরু হল এভাবে। পুরোহিত মহাশয় আলাখাল্লাটি কোনমতে সামলে নিয়ে নিয়মিতভাবে দুই বাহু উর্ধ্বে তুলে ধরছিলেন, তারপর নতজানু হয়ে টেবিলটিকে ও টেবিলের ওপর সমস্ত কিছুকে চুম্বন করছিলেন। তারপর একখানি কাপড়ের দুই কোণা তুলে ধরে তালে তালে ও আলগোছে রুপোর রেকাবী ও সোনার বাটির ওপর দিয়ে দুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষের প্রক্রিয়াটিই আসল, কারণ এই সময়েই নাকি মদ ও রুটি ঈশ্বরের রক্ত ও মাংসে পরিণত হচ্ছিল।

এর পর আবার মন্ত্রোচ্চারণ হল এবং ধরে নেওয়া হল মদ ও রুটির রক্তে মাংসে রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে। পুরোহিত তখন রেকাবীর ওপর থেকে কাপড়খানি সরিয়ে নিলেন এবং রুটির মাঝের অংশটুকু চার খণ্ড করে কাটলেন, তারপর মদে ভিজিয়ে নিজের মুখে পুরে দিলেন। এইভাবে তিনি নাকি ঈশ্বরের শরীরের অংশের এক টুকরো এবং ঈশ্বরের রক্তের কয়েক ফোঁটা গলাধঃকরণ করলেন। তারপর তিনি বাটি থেকে তুলে কয়েক টুকরো রুটি এক এক করে শিশুদের খাওয়ালেন। পুরোহিত তারপর বাটি নিয়ে বেষ্টনীর পিছনে চলে গেলেন এবং সেখানে বসে ঈশ্বরের রক্ত-মাংসের বাকীটুকু খেয়ে ফেললেন। বেরিয়ে এসে আবার তিনি উপাসনা শুরু করলেন। 'রক্ষাকর্তা যীশু', 'মধুরতম যীশু' এবং সর্বশক্তিমান সম্রাটের বন্দনা গান করা হল। তারপর শুরু হল ক্রুশ চুম্বনের পালা। অবশেষে বিপথগামী ভ্রাতা ও ভগ্নীদের শান্তিদান ও চারিত্রিক উন্নতি বিধানের জন্যে অনুষ্ঠিত এই খৃষ্টীয় উপাসনা শেষ হল।

কিন্তু পুরোহিত, ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে মাসলোভা পর্যন্ত কারোরই একবারও মনে হল না যে, যীশু যে কাজগুলি করতে নিষেধ করেছেন ঠিক সেই কাজগুলিই এখানে করা হল। এই অর্থহীন বাচালতা, রুটি ও মদ নিয়ে ঈশ্বরবিরোধী মন্ত্রোচ্চারণকে যীশু নিষিদ্ধ তো করেই ছিলেন, অন্য মানুষকে প্রভু বলে ডাকা এবং মন্দিরে উপাসনা করতে তিনি মানুষকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি নির্জনে বসে প্রার্থনা করতে বলে গিয়েছেন। ঈশ্বরকে ভজনা করতে বলে গিয়েছেন অন্তরের মধ্যে ও সত্যের মধ্যে, মন্দিরের মধ্যে নয়। তিনি তো মন্দির ভাঙতেই এসেছিলেন, সর্বোপরি তিনি মানুষের বিচার করতে, পীড়ন করতে, প্রাণদণ্ড দিতে এবং কোনরূপ হিংসাত্মক কাজ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

বস্তুত এখানে যা কিছু হল প্রত্যেকটিই চরম ঈশ্বর-বিরোধী কাজ এবং যার নাম করা হল সেই খৃষ্টকেই বিদ্রূপ করা হল। পুরোহিত তাঁর নিজের কাজটুকু সারতে কোন বিবেকদংশন অনুভব করলেন না, কারণ ছোটবেলা থেকেই একে সত্যধর্ম বলে মানতে শিক্ষা পেয়ে এসেছেন। তিনি শুনে এসেছেন প্রাচীনকালে সাধুসন্তরাও এইসব মেনেছেন আর এখন গির্জা মানছে, মানছেন রাষ্ট্রপ্রভুরা। তিনি অবশ্য বিশ্বাস করতেন না যে রুটি ও মদ ঈশ্বরের মাংস ও রক্তে পরিণত হয়ে যায় তবে বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেকেরই এটা বিশ্বাস করা উচিত।* তাঁর বিশ্বাস সুদৃঢ় হবার কারণ, এই বিশ্বাসমত কাজ করে বিগত আঠার বছরে অনেক আয় করেছেন, ফলে ভালভাবে সংসার প্রতিপালন করতে এবং ছেলেমেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। আর এই বিশ্বাসের অবলম্বন না থাকলে তো ইন্সপেক্টরের পক্ষে মানুষকে পীড়ন করা সম্ভব হত না।

কয়েদীদের বিশ্বাস ছিল এইসব সোনার বিগ্রহ, পুরোহিতের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাতি, বাটি, ক্রুশ, রুটি, মদ এবং 'মধুরতম যীশু' 'দয়া কর' প্রভৃতি দুর্বোধ্য কথার পুনরাবৃত্তির মধ্যে এমন কোন রহস্যময় শক্তি নিহিত রয়েছে যার দ্বারা ইহজীবনে না হোক পরজীবনে অন্ততঃ তাদের কল্যাণ হবে। মাসলোভারও এই বিশ্বাস রয়েছে। অন্যান্যদের মত সেও ধর্মভাব ও জড়তার এই মিশ্র অনুভূতি নিয়ে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে।

•

রবিবার বেশ সকাল সকাল নেখলুডভ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আগের দিন বসন্তের প্রথম বৃষ্টি পড়েছে, তাই আজ রাস্তার যেসব জায়গা বাঁধানো নয় সেখানে সবুজ ঘাস চিকচিক করছে। বাগানের বার্চ গাছগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তাদের ওপর সবুজ তুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পপলার ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের দীর্ঘ সুরভিত পাতাগুলি। দোকানে দোকানে বাড়িতে বাড়িতে ডবল ফ্রেমের জানলাগুলি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পরিষ্কার করা হয়েছে।

আজ রবিবার। কারখানা বন্ধ। তাই পুরুষেরা পরিষ্কার কোট ও ঝকঝকে জুতো পরে এবং মেয়েরা ঝলমলে সিল্কের রুমাল মাথায় জড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। গির্জার ঘণ্টার আওয়াজে বাতাস কাঁপছে; ওই ঘণ্টাধ্বনি উপাসনার জন্যে জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছে। এখন জেলখানায় যে ধরনের উপাসনা চলছে সেই ধরনের উপাসনার জন্যেই আহ্বান। কাতারে কাতারে মানুষ ভাল জামাকাপড পরে চলেছে বিভিন্ন পল্লীর গির্জার দিকে।

জেলখানা থেকে প্রায় একশ পা দূরে নেখলুডভকে গাড়ি থেকে নেমে পড়তে হল। জেলখানার সামনে পৌছে তিনি দেখলেন অনেক লোক সেখানে অপেক্ষা

*প্রচলিত খৃষ্টধর্মের ওপর তলস্তয়ের ছিল ঘোর অনাস্থা। আদি খৃষ্টানদের ছোট ছোট কমিউন পরবর্তীকালে অতিকায় চার্চে পরিণত হয়। চার্চের উচ্চাভিলাষ রাষ্ট্রের উচ্চাভিলাষকেও ছাড়িয়ে যায়। তলস্তয় রাষ্ট্র ও চার্চ এই দুই মহাশক্তির বিরুদ্ধেই লেখনী চালনা করেছেন। যীশুখৃষ্টের বাণীই ছিল তলস্তয়ের ধর্ম।

করছে। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। গেটের বাইরে সোনালী দড়িদড়া বাঁধা ইউনিফর্ম পরা একজন জেলার বসে রয়েছেন, তাঁর হাতে একখানা নোট-বই। লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে যার সঙ্গে দেখা করতে চায় তার নাম বলছে এবং জেলার সেই নামটি লিখে নিচ্ছেন। নেখলুডভও গিয়ে কাতেরিনা মাসলোভার নাম বললেন এবং জেলার নামটি লিখে নিলেন।

—আমাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না কেন? নেখলুডভ জিজ্ঞেস করলেন।

—এখন উপাসনা চলছে। শেষ হলেই আপনাদের ঢুকতে দেওয়া হবে।

নেখলুডভ প্রতীক্ষমান সাক্ষাৎপ্রার্থীদের থেকে দূরে সরে এসে দাঁড়ালেন। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের অধিকাংশেরই পোশাক অতি সাধারণ, কারো কারো আবার শতচ্ছিন্ন। তবে এদের মধ্যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত নরনারীও ছিলেন। এঁদেরই একজনের সঙ্গে নেখলুডভ আলাপ শুরু করলেন। সে তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নোট জাল করার অপরাধে তার জেল হয়েছে। লোকটি ধীরে ধীরে তার জীবনের সব কাহিনী নেখলুডভকে বলে ফেলল। নিজের কাহিনী শেষ করে সে যখন নেখলুডভকে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করতে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে জেলের বিশাল লৌহকপাট খুলে গেল। ফটকটির কপাটের গায়ে একটি জানলা। ফটক খুলতেই ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার বেরিয়ে এলেন, তাঁর পিছনে পিছনে এল আরেকজন। নোটবই হাতে সেই জেলারটি এবার ঘোষণা করলেন, সাক্ষাৎপ্রার্থীদের এবার যেতে দেওয়া হবে। প্রহরী একপাশে সরে দাঁড়াল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই হুড়মুড় করে দরজার দিকে দৌড়ে গেল। সকলের মনেই দেরী হবার ভয়। সাক্ষাৎপ্রার্থীরা ভিতরে ঢুকতেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাদের গুনতে শুরু করা হল—ষোল, সতের, আঠার ইত্যাদি। সাক্ষাৎপ্রার্থীরা ভিতরের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় আরেকজন জেলার তাদের গায়ে হাত দিয়ে গুনতে আরম্ভ করলেন। এই গোনার উদ্দেশ্য কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী যেন ভিতরে থেকে না যায় এবং কোন কয়েদী না পালায়। এই জেলার কারও গায়ে হাত দিচ্ছেন না দেখে নেখলুডভের পিঠে একটি চড় মেরে বসলেন। নেখলুডভ অপমানিত বোধ করলেন, কিন্তু কি জন্যে এখানে এসেছেন মনে পড়ে যাওয়ায়, বিরক্তির জন্যে তিনি লজ্জিত বোধ করলেন।

জেলের ভিতরে ঢোকার দরজা পার হয়েই একটি খিলান দেওয়া ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি। ঘরের জানলাগুলি ছোট এবং লোহার শিক বসানো। এটিকে বলা হয় সাক্ষাৎকক্ষ। ঘরে ঢুকেই ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের মস্ত বড় একখানি ছবি চোখে পড়তেই নেখলুডভ চমকে উঠলেন। মনে মনে বললেন,—এ ছবি এখানে কেন?—অজ্ঞাতসারেই অবশ্য তাঁর মন এই ছবিকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করল, বন্ধনদশার সঙ্গে নয়।

নেখলুডভ ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন। এই বাড়িতে যাদের আটক রাখা হয়েছে তাদের কথা ভেবে তাঁর মনে এক মিশ্র অনুভূতি জাগল। দুর্বৃত্তদের কথা ভেবে আতঙ্ক হল; কাতুশা এবং গতকাল যে ছেলেটির বিচার হয়েছে তাদের মত নিরপরাধদের কথা ভেবে করুণা হল। সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের প্রত্যাশায় তাঁর

মনে জেগে উঠল লজ্জামিশ্রিত সুকুমার এক আবেগ। নিজের কথা ভাবতে ভাবতে কোনো দিকে খেয়াল না করে তিনি মেয়েদের ওয়ার্ডের পরিবর্তে পুরুষদের ওয়ার্ডে গিয়ে পৌছলেন।

যারা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাদের আগে যেতে দিয়ে নেখলুডভ সকলের শেষে কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করার ঘরে পৌছলেন। দরজা খুলতেই শতকণ্ঠের একই সঙ্গে চিৎকারে কানে-তালা-লাগা আওয়াজে নেখলুডভ চমকে উঠলেন। কারণটা প্রথমে তিনি ঠাহর করতে পারলেন না। কাছে যেতেই তিনি দেখলেন, ঘরখানিকে জাল দিয়ে দু ভাগ করা হয়েছে এবং মাছি যেমন চিনির ওপর ছেয়ে থাকে সেইভাবে সবাই জালের ওপর নিজের নিজের মুখ চেপে ধরেছে। এইবার তিনি বুঝলেন কেন এই আওয়াজ। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঘরের দুই অংশকে জাল দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। যে দরজা দিয়ে নেখলুডভ প্রবেশ করলেন ঘরের জানলা তার বিপরীত দিকে। দুই জালের মধ্যে ব্যবধান সাত ফুট এবং এই মধ্যবর্তী জায়গায় ওয়ার্ডাররা পায়চারী করছে। জালের দূরের দিকে রয়েছে কয়েদীরা এবং কাছের দিকে রয়েছে দর্শনপ্রার্থীরা। এই ব্যবধান রাখার উদ্দেশ্য কেউ যাতে কারো হাতে কোন জিনিস না দিতে পারে। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে যারা চোখে কম দেখে তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, এমনকি প্রিয়জনকে চিনতেও পারছে না। তা ছাড়া কথা বলাও শক্ত, চিৎকার করে কথা না বললে শোনা যায় না।

প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে যাকে বলা হচ্ছে সে যেন শুনতে পায়। পাশের লোকেরও একই চেষ্টা। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে অন্যের গলার স্বরের চেয়ে নিজের গলার স্বর উঁচুতে তুলতে। এর ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড হট্টগোল।

নেখলুডভ যখন বুঝলেন তাঁকে এই অবস্থার মধ্যেই কথা বলতে হবে তখন যারা এই ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে এবং বহাল রেখেছে তাদের প্রতি তাঁর মনে তীব্র ক্রোধ জেগে উঠল। কিন্তু বিস্মিত হয়ে ভাবলেন তিনি, যে-মানুষদের এই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে এনে দাঁড় করানো হয়েছে ; তাদের স্নেহ-প্রেম, মানবিক অনুভূতিকে এইভাবে অপমান করা হচ্ছে, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারোর মনেই কোন ক্ষোভ নেই।

মিনিট পাঁচেক ঘরের মধ্যে নেখলুডভ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেদনাদায়ক সচেতনতায় অনুভব করলেন, কত শক্তিহীন এবং দুনিয়ার সঙ্গে কত সংস্রবহীন তিনি! অদ্ভুত এক নৈতিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন তিনি যার সঙ্গে তুলনা করা চলে সমুদ্রপীড়ায় শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে।

—ঠিক আছে, যে কারণে আমার এখানে আসা তা আমাকে করতেই হবে। এখন কি করা যায়?—মনে সাহস বাড়ানোর জন্যে মনে মনে উচ্চারণ করলেন নেখলুডভ। একজন অফিসারের খোঁজ করতে লাগলেন তিনি। ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসারকে দেখতে পেয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন।

অত্যন্ত চেষ্টাকৃত বিনয়ের সঙ্গে তিনি অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করলেন, দয়া করে যদি বলে দেন স্যার, মেয়েদের কোথায় রাখা হয় এবং কোথায় তাদের সঙ্গে কথা বলা যায়।

—আপনি মেয়েদের ওয়ার্ডে যেতে চান ?

—হ্যাঁ, আমি একজন মেয়ে কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আপনি আগে বলেননি কেন ? যাই হোক, কার সঙ্গে দেখা করতে চান আপনি ?

—কাতেরিনা মাসলোভা ?

—সে কি রাজনৈতিক বন্দী ?

—না, সাধারণ—

—বুঝলাম। তার শাস্তি হয়েছে কি ?

—হ্যাঁ, গতকাল হয়েছে।

নেখলুডভের মনে হল ইন্সপেক্টর বেশ খোশ মেজাজে আছেন এবং তাঁর প্রতি যেন একটু বিশেষ সদয়, তাই কথার জবাব দেবার সময় নেখলুডভ যথেষ্ট বিনীত ভাব দেখালেন। ইন্সপেক্টরও নেখলুডভের চেহারা ও পোশাক দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন এ মানুষকে সাহায্য করার যৌক্তিকতা আছে। তাই একজন কর্পোরালকে ডেকে বললেন, সিডোরভ, তুমি এই ভদ্রলোককে মেয়েদের ওয়ার্ডে নিয়ে যাও।—'আজ্ঞে স্যার'—বলে কর্পোরাল নেখলুডভকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

এখানকার অদ্ভুত ব্যবস্থাদি দেখে নেখলুডভ বিস্মিত হয়েছিলেন, কিন্তু যারা এই নিষ্ঠুর কাজগুলি করছে সেই ইন্সপেক্টর থেকে ওয়ার্ডার পর্যন্ত সবাইকেই তাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে, এই কাজটিই তার কাছে আরো অদ্ভুত লাগছে।

মেয়েদের ওয়ার্ডের সাক্ষাৎকক্ষের ব্যবস্থাদি একই রকম, তবে ঘরখানি ছোট। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সংখ্যা কম, কিন্তু চেঁচামেচি একই রকম। একাধিক সাক্ষাৎপ্রার্থী ও কয়েদীর মধ্যে নেখলুডভের দৃষ্টি আকর্ষণ করল জনৈক ছোকরা চাষী। সে অতি কষ্টে চোখের জল সামলাচ্ছে। মুখখানি তার রক্তিম হয়ে উঠেছে। একটি মেয়ে কয়েদী তার সঙ্গে কথা বলছিল। মেয়েটি সুন্দরী, তার মাথার চুলগুলি সুন্দর, চোখ দুটি উজ্জ্বল নীল। এই দুজন ফেডোসিয়া ও তার স্বামী। অন্যান্যদের মধ্যে মাসলোভা ছিল না। কিন্তু কয়েদীদের পিছনে জানলার পাশে একজন দাঁড়িয়ে ছিল, নেখলুডভ চিনতে পারলেন তাকে। হ্যাঁ, এই সেই কাতুশা মাসলোভা। আজ সে পরেছে সাদা পোশাক, কোমরে আঁট করে বেল্ট বাঁধা, ফলে পরিপূর্ণ বুকের অংশটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নেখলুডভের বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল, কারণ সেই চরম মুহূর্তটি এগিয়ে আসছে। মনে মনে বললেন তিনি, কিভাবে ওকে আমি ডাকব ? ও কি নিজেই এগিয়ে আসবে ?

মাসলোভা শুনেছিল কেউ একজন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে ভেবেছিল সম্ভবতঃ বার্থা এসেছে, কিন্তু এই লোকটি যে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এ কথা তার মাথায় কখনই ঢোকেনি।

অতিকষ্টে নেখলুডভ উচ্চারণ করলেন, কাতেরিনা মাসলোভা!

ওয়ার্ডার চীৎকার করে বলল, মাসলোভা, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চান।

ফিরে তাকাল মাসলোভা। মাথাটি পিছন দিকে হেলিয়ে বুক চিতিয়ে, গতি-ভঙ্গিতে নেখলুডভের পরিচিত সেই প্রস্তুতির ভাব ফুটিয়ে তুলে সে দুজন কয়েদীকে ঠেলে জালের সামনে এসে দাঁড়াল এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নেখলুডভের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নেখলুডভের জামাকাপড় দেখে যখন সে বুঝতে পারল লোকটি ধনী তখন সে হাসল।

হাসিভরা মুখখানি ও ঈষৎ ট্যারা চোখ দুটি জালের আরো কাছে এনে সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমাকে চান?

—আমি···আমি·· আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই···আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই—নেখলুডভ কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচুতে তুলতে পারলেন না।

—খবরদার, বোকার মতো কথা বলিস না, তুই নিয়েছিস কি না বল্—চীৎকার করে উঠল নেখলুডভের ঠিক পাশের ভবঘুরেটি।

—অত্যন্ত দুর্বল, মারা যাবে—কে যেন চীৎকার করে বলল পাশ থেকে।

নেখলুডভ যে কি বলছেন মাসলোভা তা শুনতে পেল না। কিন্তু কথা বলার সময়ে নেখলুডভের মুখে যে ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল তা দেখে তার এমন কিছু মনে পড়ছিল যা সে মনে আনতে চায় না। মাসলোভার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল, কপালে বেদনার একটি গভীর রেখা ফুটে উঠল।—আপনি কি বলছেন আমি শুনতে পাচ্ছি না।—চীৎকার করে বলল মাসলোভা। কথা বলার সময় বার বার তার ভুরু কুঞ্চিত হয়ে উঠছিল।

—আমি এসেছি···। নেখলুডভ মনে মনে বললেন, হ্যাঁ আমি আমার কর্তব্য করতে এসেছি—আমি স্বীকারোক্তি করতে এসেছি। এই চিন্তায় তাঁর চোখে জল এসে গেল, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। দু হাতে জাল চেপে ধরে তিনি চোখের জল সামলাবার চেষ্টা করলেন।

মাসলোভা নেখলুডভের উত্তেজনা লক্ষ্য করল এবং এবার তাঁকে চিনতে পারল। কিন্তু মুখে বলল, আপনাকে দেখতে ঠিক· ·না না, আমার কিছু মনে নেই।—নেখলুডভের দিকে না তাকিয়েই সে বলল। আরক্তিম মুখখানি আরো গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

মুখস্থ পড়া আবৃত্তি করার মতো নেখলুডভ বললেন, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার ওপর ভীষণ অন্যায় করেছি।

নেখলুডভের মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মাসলোভা নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নেখলুডভ আর কিছু বলতে পারলেন না। জালের কাছ থেকে সরে এসে তিনি উদ্গত কান্নাকে রোধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

যে ইন্সপেক্টর নেখলুডভের প্রতি অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন তিনি এসে

দেখলেন নেখলুডভ জালের কাছে দাঁড়িয়ে নেই। তিনি কাছে এসে জানতে চাইলেন যার সঙ্গে নেখলুডভ দেখা করতে এসেছেন তার সঙ্গে তিনি কথা বলছেন না কেন?

নেখলুডভ শান্ত ভাব দেখিয়ে বললেন,—জালের মধ্য দিয়ে কথা বলা খুবই অসুবিধাজনক, কিছুই শোনা যায় না।

ইন্সপেক্টর এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে, কিছুক্ষণের জন্যে ওকে এখানে আনার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।—ইন্সপেক্টর একজন মেয়ে ওয়ার্ডারকে সেইভাবে আদেশ দিলেন।

মিনিট খানেকের মধ্যেই মাসলোভা পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। ধীর পদক্ষেপে সে নেখলুডভের কাছে এসে দাঁড়াল এবং চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল। দু দিন আগের মতো আজও তার কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ কপালের ওপর এসে পড়েছিল। মুখখানি রুগ্ন ও ফোলা, তবু সে মুখ অত্যন্ত সুন্দর ও শান্ত।—আপনি এখানে আলাপ করতে পারেন—বললেন ইন্সপেক্টর। বলেই তিনি একপাশে সরে দাঁড়ালেন। দেয়ালের কাছে একটি বেঞ্চি দেখে নেখলুডভ এগিয়ে গেলেন।

ইন্সপেক্টরের দিকে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মাসলোভা এবং কাঁধের একটা ঝাঁকুনি দিল বিস্ময় প্রকাশ করতে। তারপর নেখলুডভকে অনুসরণ করে সে বেঞ্চির কাছে গেল। স্কার্টটি গুছিয়ে নিয়ে তাঁর পাশে বসল।

নেখলুডভ অতিকষ্টে চোখের জল সামলে বললেন,—জানি আমাকে ক্ষমা করা তোমার পক্ষে কঠিন। অতীতে যা ঘটে গেছে তার তো আর পরিবর্তন সম্ভব নয়, তবু এখন আমার ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব তা আমি করবই।

নেখলুডভের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মাসলোভা জিজ্ঞেস করল,—আপনি আমার খোঁজ পেলেন কি করে?—নেখলুডভের মুখের থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে আবার পুরোপুরি না তাকিয়ে মাসলোভা প্রশ্নটি করল।

নেখলুডভ মাসলোভার মুখের দিকে তাকালেন। সে মুখে আর আগের মতো মাধুর্য নেই। মাসলোভার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, গত পরশু পর্যন্ত আমি জুরী ছিলাম। তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি?

—না, চিনতে পারিনি, চেনবার মতো সময়ও ছিল না। আমি কোন দিকে তাকিয়েও দেখিনি।

—একটি সন্তান ছিল, ছিল না?—কথাটা বলেই নেখলুডভ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন।

হঠাৎ তাঁর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিল মাসলোভা,—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে জন্মাবার পরেই মারা গিয়েছে।

—কী বলছ তুমি? কেন?

—আমি নিজেই মরতে বসেছিলাম।—চোখ না তুলেই জবাব দিল মাসলোভা।

—আমার মাসীরা কি করে তোমায় ছাড়িয়ে দিতে পারলেন?

—কুমারী দাসী সন্তানসম্ভবা হলে কে আর তাকে রাখে? ব্যাপারটা ধরা

পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আমায় ছাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু এসব কথা তুলে কী লাভ? আমার কিছু মনে নেই। সেসব তো কবেই চুকে গেছে।

—না, কিছুই চুকে যায়নি। আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

—প্রায়শ্চিত্ত করার কিছুই নেই। অতীত অতীতই।—এই বলেই মাসলোভা নেখলুডভের দিকে তাকাল এবং অস্বস্তিকর মোহিনী অথচ করুণ হাসি হাসল।

নেখলুডভ মাসলোভার কাছ থেকে এ আচরণ প্রত্যাশা করেননি।

মাসলোভা কখনই ভাবেনি নেখলুডভের সঙ্গে আবার তার দেখা হবে, বিশেষতঃ এখনি এবং এখানে। তাই যখন সে তাঁকে চিনতে পারল তখন যে স্মৃতিকে সে কোনদিন জাগিয়ে তুলতে চায়নি তাকে আর সে রোধ করতে পারল না। প্রথম মুহূর্তেই তার মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য সুন্দর এক জগতের চিন্তা ও ভাবনা; যে জগতে অপূর্ব সুন্দর এক যুবক তাকে ভালবেসেছিল, সেও ভালবেসেছিল তাকে। তারপর তার মনে পড়ল ধারণাতীত এক নিষ্ঠুরতার কথা। এর পর থেকেই শুরু হয়ে যায় তার জীবনে অন্তহীন লাঞ্ছনা, অপমান ও দুঃখভোগ। এসব কথা মনে পড়তেই মাসলোভার হৃদয় নিদারুণ ব্যথায় ভেঙে পড়ল। কেন এই নিষ্ঠুরতা তার কারণ সে কোনদিনই বুঝতে পারেনি, সুতরাং এই অবস্থায় যা করতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এখনও তাই করল। অর্থাৎ অধঃপতিত জীবনের আবর্তনের মধ্যে ডুবে গিয়ে স্মৃতির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। প্রথমে সে তার পাশে বসা লোকটির সঙ্গে, যে ছেলেটিকে সে ভালবেসেছিল, এক করে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু এই চিন্তাটা বড়ই বেদনাদায়ক, তাই সে একে মন থেকে দূর করে দিল। এখনকার এই সযত্ন-সুসজ্জিত শ্মশ্রুশোভিত ভদ্রলোককে সেই নেখলুডভ বলে কোনমতেই ভাবা যায় না যাকে সে একদিন ভালবেসেছিল। এঁকে তার মনে হল তাঁদেরই একজন যাঁরা নিজেদের প্রয়োজনে মাসলোভার মতো মেয়েদের ব্যবহার করে থাকেন, অন্য দিকে মাসলোভার মতো মেয়েরাও যাঁদের লাভজনকভাবে ব্যবহার করে থাকে। এই কারণেই নেখলুডভের দিকে তাকিয়ে মাসলোভা মোহিনী হাসি হেসেছিল। এই ভদ্রলোককে কতটা লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে চুপ করে সেই চিন্তাই সে করছিল।

—ওসব চুকে গেছে। এখন সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।—এই ভয়ংকর কথাগুলি উচ্চারণ করার সময় মাসলোভার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

—আমি জানতাম, নিশ্চিত জানতাম, তুমি দোষী নও।

—দোষী? নিশ্চয়ই না। আমি চোর না ডাকাত? ওরা বলছিল, উকিলের উপরই নাকি সব কিছু নির্ভর করে। শুনছি দরখাস্ত করতে হবে, কিন্তু সবাই বলছে অনেক খরচের ব্যাপার।

—সম্ভবতঃ তাই। আমি একজন উকিলের সঙ্গে এর মধ্যেই কথা বলেছি।

—উকিল ভাল হওয়া দরকার, টাকার কথা ভাবলে চলবে না।

—যতটা সম্ভব আমি তা করবই।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব রইল, তারপর মাসলোভা আগের সেই হাসিটি হেসে

বলল,—আচ্ছা, আপনি আমাকে কিছু টাকা দিতে পারেন⋯ বেশি নয়⋯ এই ধরুন দশ রুব্‌ল।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—কিছুটা বিমূঢ়ভাবে বললেন নেখলুডভ। তারপর তিনি তাঁর মানিব্যাগে হাত দিলেন।

ইন্সপেক্টর তখন ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। মাসলোভা চকিতে একবার তাকে দেখে নিল।

—ওঁর সামনে দেবেন না, দেখলেই নিয়ে নেবে।

নেখলুডভ নোটখানা বের করেছিলেন, কিন্তু ঠিক তখনই ইন্সপেক্টর এই দুজনের দিকে চোখ ফেরালেন। নেখলুডভকে তাই নোটখানা হাতের মুঠোয় চেপে রাখতে হল।

সেই নারী আর বেঁচে নেই।—মাসলোভার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন নেখলুডভ। সেই মাধুর্যের লাবণ্য আজ দূষিত, কলুষিত হয়ে ফুলে উঠেছে, আজ ওর চোখে লালসার রুগ্ন দৃষ্টি। সেই লালসার দৃষ্টি নিয়েই সে এখন তাঁর হাতের নোটের দিকে তাকিয়ে আছে।

নেখলুডভের মন আবার দ্বিধায় দুলে উঠল। আগের রাতের মতোই আবার সেই কুমতি তাঁর কানে মন্ত্র পড়তে লাগল; সে তাঁকে তাঁর এখন যা করা উচিত সেই ঔচিত্যের পথ থেকে সরিয়ে ব্যবহারিক বাস্তবতার দিকে নিয়ে যেতে চাইল। সেই প্রলোভনকারী সত্তা বলল, এই নারী তোমার কোন কাজেই লাগবে না। তুমি শুধু তোমার গলায় একটি পাথর বাঁধতে পার যা তোমাকে ডুবিয়ে মারবে। তুমি অন্যের কাজে আর লাগবে না। তোমার কাছে এখন যত টাকা আছে সব ওকে দিয়ে ওর সঙ্গে সম্পর্কটা এখানেই চুকিয়ে ফেলা ভাল নয় কি?

কিন্তু ওই ফিসফিসানি স্বর ছাপিয়ে তাঁর মনে হল তাঁর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটছে। এও মনে হল তাঁর অন্তর্জীবন এখন সূক্ষ্ম সুতোর ওপর ঝুলছে যে কোন একদিকে তা ঝুলে যেতে পারে। সাহায্যের জন্যে তিনি তখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনায় সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিলেন। তিনিও স্থির সঙ্কল্প করলেন, এই মুহূর্তেই কাতুশাকে তিনি সব কিছু বলবেন।

—কাতুশা, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। তুমি কিন্তু উত্তর দাওনি এখনো। বল, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ কি না? কখনো কি পারবে ক্ষমা করতে?

কাতুশা কিন্তু কথাগুলো শুনতে পেল না, কারণ তার দৃষ্টি পড়ে আছে তখন নেখলুডভের হাতের দিকে ও ইন্সপেক্টরের দিকে। ইন্সপেক্টর পিছন ফিরতেই সে ছোঁ মেরে নোটখানা টেনে নিয়ে বেল্টের নিচে লুকিয়ে ফেলল।

—কী ঝামেলা! হ্যাঁ, আপনি কি যেন বলছিলেন? হাসিমুখে বলল মাসলোভা।

নেখলুডভের কিন্তু মনে হল হাসিটা তাচ্ছিল্যের কিংবা ঘৃণার। তাঁর মনে হল, কাতুশার অন্তরের মধ্যে এমন একজন রয়েছে যে তাঁর প্রতি বিরূপ, সে-ই ওর এখনকার আচরণ অনুমোদন করছে। যার প্রতিবন্ধকতায় তিনি ওর আসল হৃদয়ের কাছে

পৌঁছতে পারছেন না। কিন্তু আশ্চর্য, এই অনুভূতি তাঁকে দূরে সরিয়ে নিল না, বরঞ্চ এক নবজাগ্রত অমিত শক্তি তাঁকে কাতুশার আরো কাছে টেনে নিল। তিনি জানতেন কাতুশার অন্তরকে জাগিয়ে তুলতে হবে, এও জানতেন এ কাজ অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু এই দুর্জয় বাধাই তাঁকে আকৃষ্ট করল। এই অনুভূতির মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত কামনা বাসনা কিছুই ছিল না, তিনি শুধু চাইছিলেন কাতুশা আবার বেঁচে উঠুক, সে যা ছিল তাই হয়ে উঠুক।

—কাতুশা, কেন তুমি এভাবে কথা বলছ? তোমাকে আমি ভালভাবেই চিনি, প্যানোভাতে সেই পুরনো দিনগুলির কথা আমার সব মনে আছে।

—পুরনো দিনের কথা তুলে লাভ কি?—নীরস কণ্ঠে জবাব দিল কাতুশা।

—এই জন্যেই তুলছি, আমি আমার অতীতের অন্যায়ের সংশোধন করতে চাই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

নেখলুডভ বলতে যাচ্ছিলেন—আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই। কিন্তু কাতুশার দৃষ্টির মধ্যে ভয়ংকর স্থূল ও বিতৃষ্ণাকর এমন কিছু তিনি দেখতে পেলেন যে তাঁর কথা আপনা থেকেই থেমে গেল।

ঠিক এই সময়ে ইন্সপেক্টর এসে নেখলুডভকে জানিয়ে দিলেন—সময় হয়ে গিয়েছে।—

আচ্ছা আসি। আমার আরো অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ এখানে কথা বলা সম্ভব নয়। বিদায়! নেখলুডভ করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কাতুশা শান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার তো মনে হয় আপনার সব কথাই বলা হয়ে গিয়েছে। কাতুশা নেখলুডভের হাত স্পর্শ করল, কিন্তু চাপ দিল না।

—না, আমার আরো অনেক কথা বলার আছে যা অত্যন্ত জরুরী।

—বেশ তো, বলবেন। নিশ্চয়ই বলবেন। আবার তার মুখে সেই হাসি ফুটে উঠল যে হাসি দিয়ে সে পুরুষের মন ভোলায়।

নেখলুডভ বললেন,—তুমি আমার কাছে বোনের চেয়েও বেশি।

—আপনি যা-তা বকছেন।—বলেই কাতুশা জালের পিছনে চলে গেল।

*

আজকের সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত নেখলুডভের ধারণা ছিল তাঁকে দেখার পর যখন কাতুশা জানতে পারবে যে তিনি অনুতপ্ত ও কাতুশাকে সাহায্য করতে চান তখন কাতুশা খুশি হবে, অভিভূত হবে এবং সে আগের সেই কাতুশা হয়ে উঠবে। কিন্তু তাঁর ধারণা নির্মমভাবে ঘা খেল যখন তিনি বুঝলেন কাতুশা আর নেই, তার জায়গা নিয়েছে এই মাসলোভা।

সবচেয়ে অবাক হয়েছেন তিনি এই দেখে যে কাতুশা তার বর্তমান অবস্থার জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়। কয়েদী হওয়ার জন্যে অবশ্য সে লজ্জিত, কিন্তু বেশ্যায় পরিণত হওয়ার জন্যে সে লজ্জিত তো নয়ই, বরং সে খুশি। নেখলুডভ বিস্মিত হলেও বাস্তবতার

বিচারে কিন্তু এটাই স্বাভাবিক। প্রত্যেকেই তার নিজের বৃত্তিকে মর্যাদাসম্পন্ন এবং ভাল মনে করে, তা না হলে তার পক্ষে সেই বৃত্তি চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং মানুষ যে বৃত্তিজীবীই হোক না কেন, প্রত্যেকেরই জীবন সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হয় যাতে তার নিজের কাজকে মর্যাদাসম্পন্ন ও ভাল বলে মনে হয়।

সাধারণতঃ আমাদের সকলেরই ধারণা যে চোর, খুনী, গুপ্তচর, বেশ্যা এরা বোধহয় নিজেদের বৃত্তিকে খারাপ মনে করে এবং সবসময় লজ্জিত হয়ে থাকে। উল্টোটাই কিন্তু সত্যি। ভাগ্য এবং পদস্খলন যাদের একটা বিশেষ অবস্থায় নিয়ে গেছে তারা সাধারণভাবে জীবন সম্পর্কে এমন একটা মতবাদ গড়ে তোলে যার ফলে তাদের সেই জীবিকা তাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, আমরা অবাক হই যখন দেখি চোর তার হাত সাফাইয়ের বড়াই করে, খুনী তার নিষ্ঠুরতার জন্যে গর্ব প্রকাশ করে কিংবা বেশ্যা তার অধঃপতনের জন্যে বড়াই করে। আমরা অবাক হই, কারণ আমরা ওই সমাজ ও পরিবেশের বাইরে থাকি। ওদের সমাজটাও ছোট এবং সীমাবদ্ধ। ধনীরা যখন তাদের ঐশ্বর্যের বড়াই করে (এদের ঐশ্বর্যের আহরণও তো এক ধরনের ডাকাতি), সেনানায়করা যখন ব্যাপক খুন করে যুদ্ধজয়ের বড়াই করে, কিংবা ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা যখন ক্ষমতার (হিংসাত্মক নয়?) বড়াই করে তখন কিন্তু আমরা অবাক হই না। অথচ এদের বড়াইয়ের সঙ্গে চোর খুনী বেশ্যাদের বড়াইয়ের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। এদের বিকৃতি আমাদের চোখে পড়ে না তার কারণ এরা উঁচু সমাজের লোক এবং আমরা নিজেরাও এই সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত।

এইভাবে মাসলোভাকেও নিজের একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে নিতে হয়েছে, তাই সে নিজের জীবিকায় খুশি ও গর্বিত। এই ধারণা অনুসারে প্রতিটি পুরুষের পক্ষেই—বৃদ্ধ, তরুণ, স্কুলের ছাত্র, সেনানায়ক, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের পক্ষেই শ্রেয় ও প্রেয় হচ্ছে সুন্দরী নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম। প্রতিটি পুরুষই—যখন সে অন্য কাজে নিবিষ্ট থাকার ভান করে তখনো আসলে সে শুধু ওই জিনিসটিই চায়। মাসলোভা জানে সে সুন্দরী নারী, পুরুষের কামনা তৃপ্ত করার ক্ষমতা তার রয়েছে, তাই সমাজে তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে। মাসলোভার এই ধারণা যে নির্ভুল তার প্রমাণ তো তার নিজেরই অতীত ও বর্তমান জীবন। বিগত দশ বছরে যখন যেখানে সে থেকেছে তখনই তার মনে হয়েছে দুনিয়াটা কতকগুলি কামোন্মত্ত পুরুষের সমাবেশ যারা প্রতারণা হিংসা কিংবা অর্থ যে কোন উপায়ে তাকে পেতে চেয়েছে। জীবনকে মাসলোভা এই অর্থেই বুঝেছে, তাই নিজেকে সে মোটেই দীনতম হীনতমদের একজন মনে করে না। এই বিশ্বাসের জোরটুকু না থাকলে জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ত, নিজের কাছেই নিজের গুরুত্ব কমে যেত। যখন সে বুঝতে পারল নেখলুডভ তাকে এই জীবন থেকে অন্য জীবনে নিয়ে যেতে চাইছেন তখন সে বাধা দিল কারণ এতে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মকর্তৃত্ব, আত্মমর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে। এই কারণেই সে নেখলুডভের সঙ্গে তার প্রথম যৌবনের সম্পর্কের স্মৃতি মন থেকে মুছে দিল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার বর্তমান জীবনের ধারণার সঙ্গে ওই স্মৃতির কোন মিল নেই। ওই

স্মৃতিকে সে মন থেকে মুছেই দিয়েছিল, হয়তো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি, মনের স্পর্শাতীত অতলে অবরুদ্ধ, সমাহিত কিংবা কঠিন আচ্ছাদনে আবৃত হয়ে পড়েছিল যাতে তারা কখনই সেখান থেকে বাইরে আসতে না পারে, ঠিক যে ভাবে মৌমাছিরা নিজেদের পরিশ্রমের ফল রক্ষা করার জন্যে কখনো কখনো মোমপোকার বাসার মুখ বন্ধ করে দেয়, মাসলোভাও তেমনি স্মৃতির মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। সুতরাং যে যুবকটিকে সে ভালবেসেছিল আজকের নেখলুডভ সে নয়। আজকের নেখলুডভ একজন ধনী ব্যক্তি, তার দেখা অন্য পুরুষদের চেয়ে স্বতন্ত্র কিছু নয়, সুতরাং এঁর কাছ থেকে কাজ গুছিয়ে নিতে হবে এবং সম্পর্কটা হবে অন্য পুরুষদের সঙ্গে তার যা সম্পর্ক তাই-ই।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসার সময় নেখলুডভ মনে মনে ভাবছিলেন,—আমি ওকে বিয়ে করতে চাই এই কথাটা বলে উঠতে পারলাম না, কিন্তু কথাটা আমাকে বলতেই হবে।

*

নেখলুডভ সংকল্প করেছিলেন তিনি ছাত্রদের মত সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবেন, একটি ভৃত্যকেও রাখবেন না। তাঁর বিশাল বাসভবনখানি ভাড়া দিয়ে হোটেলে একটি ছোট ঘরে বাস করবেন। কিন্তু আগ্রাফেনা পেট্রোভনা তাঁকে বুঝিয়ে দিল শীতকালের আগে পরিবর্তনের চেষ্টা বৃথা কারণ গ্রীষ্মকালে কেউ বাড়ি ভাড়া নেয় না। তাই শুধু যে সব কিছু আগের মতোই রয়ে গেল তাই নয়, বাড়িটা হঠাৎ নতুন কর্মতৎপরতায় ভরে গেল। পশম ও ফারের তৈরী সব জিনিস বের করে রোদে দেওয়া হল। সারা বাড়িটা ন্যাপথলিনের গন্ধে ভরে গেল।

উঠোন পার হতে গিয়ে নেখলুডভের এই কর্মতৎপরতা চোখে পড়ল। বাড়িতে এত জিনিস যেগুলো কোন কাজেই লাগে না দেখে নেখলুডভ বিস্মিত হলেন। তিনি ভেবে দেখলেন এই জিনিসগুলির একমাত্র উপযোগিতা হল বাড়ির লোকজনকে ব্যায়ামের একটা সুযোগ দেওয়া। নেখলুডভ ভাবলেন, যতদিন মাসলোভার মামলার কোন মীমাংসা না হয় ততদিন আমার জীবনে কোন পরিবর্তন এনে লাভও নেই। সে যদি মুক্তি পায় অথবা সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হলে আমি যদি তার অনুসরণ করি পরিবর্তন তখন আপনিই আসবে।

নির্দিষ্ট দিনে নেখলুডভ গাড়ি করে অ্যাডভোকেট ফানারিনের বাড়িতে এলেন। বড় বড় পাম ও অন্যান্য গাছ ও খুব ভাল ভাল পর্দা দিয়ে বাড়িটি সাজানো। গৃহসজ্জায় যে বহুমূল্য বিলাসিতা প্রকট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে অলস অর্থের (বিনা পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থের) প্রাচুর্যের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। যারা হঠাৎ ফেঁপে উঠেছে তারা ছাড়া এভাবে কেউ ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী খোলে না।

নেখলুডভ বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। সেখানে ডাক্তারের বাড়িতে রোগীদের প্রতীক্ষা করার মতো বহু হতাশ ও বিরস চেহারার লোক অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ ফানারিনের ঘরের দরজা খুলে গেল। একজন মাঝবয়সী ব্যবসাদারের সঙ্গে ফানারিন স্বয়ং বেরিয়ে এলেন। লাভজনক অথচ সৎ নয় এমন কোন লেনদেনের কাজ সবে মাত্র শেষ করে আসার পর সংশ্লিষ্টদের মুখের ভাব যেমন হয় ফানারিনের

মুখে সেইরকম উৎফুল্ল ভাব দেখা গেল। নেখলুডভকে দেখতে পেয়ে ফানারিন বলে উঠলেন, আসুন প্রিন্স, দয়া করে ভিতরে আসুন।

ফানারিন প্রথমে সূক্ষ্ম আত্মপ্রচার করে বললেন,—আমরা নাকি ফাঁকি দিয়ে টাকা নিই, অথচ এক-একটা মামলায় কী পরিমাণ পরিশ্রম যে আমাদের করতে হয় তা আর কি বলব! সেই যে কোন লেখক না কে যেন বলেছিলেন দোয়াতের মধ্যে শরীরের টুকরো রেখে দেওয়া, আমরা কি ঠিক তাই করি না? যাই হোক, এবার আপনার মামলার কথায় আসি। কেসটা অত্যন্ত যাচ্ছেতাই ভাবে চালান হয়েছে। আপীলের কোন যুক্তিসংগত কারণই নেই, শুধু শাস্তি হ্রাস করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমি এইভাবে মুসাবিদা করেছি। বলেই তিনি কয়েকখানা কাগজ তুলে দ্রুত পড়ে যেতে লাগলেন। পড়া শেষ করে মন্তব্য করলেন, কোন ফল হবে বলে আমার মনে হয় না, অবশ্য নির্ভর করছে কোন্ কোন্ সদস্য তখন উপস্থিত থাকবেন তার উপর। যদি আপনার কেউ জানাশোনা থাকে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

—হ্যাঁ, কয়েকজন সদস্যকে আমি চিনি।

—ভাল কথা, তাহলে তাড়াতাড়ি করুন। সেনেটে আপীল করে যদি কিছু নাও হয়, তখন আমরা সম্রাটের কাছে আপীল করব। তাও নির্ভর করবে কতটা তদ্বির আমরা করতে পারব।

—ধন্যবাদ, আপনার ফী?

—আমার সহকারী দরখাস্তের কপি আপনাকে দেবে, সে-ই বলে দেবে কত লাগবে।

—আরেকটি কথা। এই কয়েদীটির সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রকিউরার আমাকে একখানা পাশ দিয়েছেন। কিন্তু আমি যদি কয়েদীর সঙ্গে আলাদা ঘরে কথা বলতে চাই তাহলে কি গভর্নরের অনুমতি নিতে হবে?

—হ্যাঁ, অনুমতির প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু গভর্নর তো এখন ছুটিতে আছেন, সেখানে একজন ভাইস-গভর্নর কাজ করছেন। কিন্তু লোকটি এমন নিরেট যে তাঁর কাছ থেকে আপনি কোন কাজ আদায় করতে পারবেন না।

—মাসলোন্নিকভ কি?

—হ্যাঁ।

—ওঁকে আমি চিনি। —বলে নেখলুডভ ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লেন।

মক্কেলদের বসার ঘরে সহকারী তাঁর হাতে দরখাস্তের কপিটি দিয়ে বললেন, ফী লাগবে এক হাজার রুব্‌ল। দরখাস্তে কয়েদী নিজেও সই করতে পারে—অথবা মোক্তারনামা দিলে ফানারিনও সই করতে পারেন।

নেখলুডভ বললেন,—না, দরখাস্তখানা আমি তার কাছে নিয়ে যাব এবং সই করিয়ে আনব। নির্দিষ্ট দিনের আগেই মাসলোভার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন বলে নেখলুডভ খুশি হলেন।

আজ জেলখানার সব সেলগুলিতেই উত্তেজিত আলোচনায় সরগরম হয়ে উঠেছে। আজ দুজন কয়েদীকে বেত মারা হবে। আলোচনা চলছে সেই নিয়েই। এদের মধ্যে একজনের নাম ভাসিলিয়েভ। অল্পবয়সী ছেলে, লেখাপড়া জানে। ঈর্ষার বশে সে তার রক্ষিতাকে খুন করেছিল। অন্য কয়েদীরা ছেলেটিকে খুব পছন্দ করত, কারণ একদিকে সে যেমন ফুর্তিবাজ অন্যদিকে জেলের কর্তৃপক্ষের বে-আইনী কাজের সে প্রতিবাদ করত। তিন সপ্তাহ আগে নতুন উর্দিতে ঝোল ঢেলে ফেলার জন্যে জেলার একজন মেথরকে মেরেছিল। ভাসিলিয়েভ মেথরটির পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করে বলে, জেলখানায় কয়েদীর গায়ে হাত তোলা বে-আইনী কাজ।

—তোকে আইন শেখাচ্ছি। বলে জেলার তাকে মারতে যায়। ভাসিলিয়েভ জেলারের হাত ধরে ফেলে মুচড়ে দেয়। জেলার তখন ইন্সপেক্টরের কাছে নালিশ জানায়। ইন্সপেক্টর ভাসিলিয়েভকে সলিটারী সেলে রাখার হুকুম দেন।

এই সলিটারী সেলগুলি হচ্ছে বাইরে থেকে তালাবন্ধ এক সারি অন্ধকার কুঠরী। কুঠরীর ভিতরে চেয়ার টেবিল খাট কিছুই নেই। কয়েদীদের মেঝেতেই বসতে ও শুয়ে থাকতে হয়। এ ছাড়া কুঠরীগুলোতে অসংখ্য বড় বড় ইঁদুরের বাস। ইঁদুরগুলোর এত সাহস বেড়ে গিয়েছিল যে কয়েদীদের রুটি কেড়ে নিত, তাদের আক্রমণও করত। ভাসিলিয়েভ সলিটারী সেলে যেতে অস্বীকার করলে কয়েকজন মিলে তাকে মারধোর করে সেলে ঢুকিয়ে দেয়।

কোরাব্লোভা, হোরোশাভকা ফেডোসিয়া ও মাসলোভা নিজেদের জায়গায় বসে ভদকা খাচ্ছিল। মাসলোভার এখন ভদকা পাওয়ার কোন অসুবিধা নেই। সঙ্গিনীদের এখন সে যত খুশি ভদকা খাওয়াচ্ছে। ভাসিলিয়েভ সম্পর্কেই তাদের আলোচনা চলছিল।

চৌকিদারের বউ বলল, তুমি যদি একবার তাঁকে আমাদের কথাটা বল তো খুব ভাল হয়। (তাঁকে বলতে সে নেখলুডভকে বোঝাল।)

—নিশ্চয়ই বলব, তিনি আমার জন্যে সব কিছুই করবেন। মাথা নেড়ে জবাব দিল মাসলোভা।

এক সময় সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মাসলোভা দুহাতে দুই হাঁটু জড়িয়ে নিরানন্দভাবে নিজের খাটের ওপর বসে রইল। এমন সময় একজন মেয়ে-ওয়ার্ডার এসে বলল, একজন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, মাসলোভাকে এখন অফিস-ঘরে যেতে হবে।

ময়লা অস্পষ্ট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাসলোভা মাথার রুমালখানি ঠিক করতে লাগল। বুড়ি (মেনশোভা) বলল—আমাদের কথাটা যেন বলতে ভুলে যেও না। আমরা ঘরে আগুন লাগাইনি, লাগিয়েছিল শয়তানটা নিজেই। একবার ভেবে দেখ, আমরা জীবনে কারো কোনো অনিষ্ট করিনি আর আমাদেরই কিনা জেলে পচে মরতে হচ্ছে, আর শয়তানটা অন্যের বউ নিয়ে ভাটিখানায় ফুর্তি করছে!

—আমি তাঁকে বলব। জবাব দিল মাসলোভা। তারপর কোরাব্লোভার দিকে চোখ টিপে বলল, সাহস বজায় রাখার জন্যে এক ফোঁটা পেলে মন্দ হত না।

কোরাব্লোভা আধ পেয়ালা মদ ঢেলে দিতেই মাসলোভা তা খেয়ে ফেলল। তারপর মুখ মুছে, 'শুধু সাহস রাখার জন্যে' বার কয়েক উচ্চারণ করে বারান্দা দিয়ে সে ওয়ার্ডারের পিছনে পিছনে চলে গেল। বেশ খুশি খুশি ভাব দেখিয়ে সে হেঁটে গেল।

হলঘরে নেখলুডভকে আজ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। জেলখানার পরিবেশ আজ খুবই উত্তেজনায় ভরা। জেলার ও সার্জেণ্ট-মেজরের মেজাজ খুবই চড়া। এই সময় ষণ্ডা মার্কা পেত্রভ (ভাসিলিয়েভকে সে-ই মারধোর করে স্যানিটারী সেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল) ঘরে ঢুকে সার্জেণ্ট মেজরের দিকে তাকিয়ে বলল, সারাজীবন মনে রাখবে। সার্জেণ্ট মেজর চোখের ইসারায় নেখলুডভকে দেখিয়ে দিতেই সে ভুরু কুঁচকে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—কে মনে রাখবে? এদের সবাইকে এত উত্তেজিত মনে হচ্ছে কেন? সার্জেণ্ট-মেজর ইসারা করল কেন?—ভাবতে লাগলেন নেখলুডভ।

নেখলুডভকে জানিয়ে দেওয়া হল, আজ মাসলোভার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হবে না। ঠিক এই সময়ে পিছনের দরজা দিয়ে ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকলেন। নেখলুডভকে দেখতে পেয়ে তিনি জেলারের দিকে ফিরে বললেন,—ফেদতভ, মেয়েদের ওয়ার্ডের ৫ নং সেল থেকে মাসলোভাকে অফিস-ঘরে নিয়ে এস। তারপর নেখলুডভের দিকে ফিরে বললেন, এই পথে আসুন। একটি খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে তাঁরা একটি জানলাওয়ালা ঘরে ঢুকলেন। ইন্সপেক্টর বসে সিগারেট ধরালেন। তাঁকে আজ খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ইন্সপেক্টর বললেন, আমার কাজটা বড় শক্ত, বড়ই শক্ত।

নেখলুডভ সহানুভূতি জানাতেই ইন্সপেক্টর সবিস্তারে তাঁর কাজের জটিল ও কঠিন দিকগুলির গল্প বলতে লাগলেন। এই সময় জেলারের সঙ্গে মাসলোভা ঘরে ঢোকায় ইন্সপেক্টরের গল্প আর শেষ হতে পারল না।

লঘু পায়ে হাসিমুখে মাথা দোলাতে দোলাতে ওয়ার্ডারের পিছনে পিছনে মাসলোভা আসছিল। ইন্সপেক্টরের দিকে চোখ পড়তেই তার হাবভাব হঠাৎ পাল্টে গেল। কিছুক্ষণ ভীত দৃষ্টিতে সে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সে নিজেকে সামলে নিল। বেশ বলিষ্ঠতা ও ফূর্তির সঙ্গে সে নেখলুডভকে সম্ভাষণ জানাল।

—এই যে, কেমন আছেন? টেনে টেনে কথাগুলি সে বলল। তারপর হাসি হাসি মুখে এগিয়ে নেখলুডভের হাত ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিল। আগের বারে কিন্তু সে করমর্দন করেনি।

নেখলুডভ মাসলোভার সপ্রতিভ ভঙ্গি দেখে বিস্মিত হলেন। মাসলোভার সম্ভাষণের উত্তরে তিনি কাজের কথাই বললেন।—উকীলের লিখে দেওয়া এই দরখাস্ত-খানায় তোমায় সই করতে হবে। তোমার সই হলে দরখাস্তখানা আমরা পিটার্সবুর্গে পাঠাব।

—বেশ তো, আপনি যা বলবেন আমি তাই-ই করব।—চোখ নাচিয়ে হেসে বলল মাসলোভা।

নেখলুডভ পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে টেবিলের ওপর রেখে ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞেস করলেন,—ও কি এখানে সই করতে পারে?

হ্যাঁ পারে। বস এখানে। এই নাও কলম। লিখতে জানো তো?

—এক সময় জানতাম।—স্কার্ট ও জ্যাকেটের হাতা গুটিয়ে সে টেবিলের সামনে এসে বসল। ছোট্ট হাতে কলমটি ধরে নেখলুডভের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

কি লিখতে হবে এবং কোথায় সই করতে হবে নেখলুডভ বলে দিলেন।

দোয়াতে কলম ডুবিয়ে সযত্নে কয়েক ফোঁটা ঝেড়ে ফেলে মাসলোভা নাম সই করল। তারপর একবার নেখলুডভের দিকে একবার ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—এই তো?

মাসলোভার হাত থেকে কলমটি নিয়ে নেখলুডভ বললেন,—আমার কিছু কথা আছে, তোমাকে বলতে চাই।

—বেশ তো বলুন। —বলেই সে গম্ভীর হয়ে উঠল এবং এমন ভাব করল যেন তার খুব ঘুম পেয়েছে।

ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। নেখলুডভ ও মাসলোভাকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে গেলেন তিনি।

যে ওয়ার্ডার মাসলোভাকে নিয়ে এসেছিল সে কিছুটা দূরত্বে জানলার পাশে গিয়ে বসল।

নেখলুডভের কাছে এখন সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটি এসে গিয়েছে। নিজেকে তিনি বার বার ধিক্কার দিলেন প্রথম সাক্ষাতেই কথাটি বলতে পারেননি বলে। তিনি যে ওকে বিয়ে করতে চান এ কথাটি আজ বলবেনই। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলেন তিনি। টেবিলের এক প্রান্তে মাসলোভা বসেছিল, তিনি বসলেন ওর বিপরীত দিকে। ঘরে আলো ছিল, তাই এই প্রথম তাকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখতে পেলেন। দেখলেন ওর চোখের কোলে কালি পড়েছে, মুখের দু পাশে ভাঁজ পড়েছে এবং চোখের পাতা ফোলা। করুণা হল তাঁর। এমন করুণার অনুভূতি তাঁর আগে কোনদিন হয়নি।

ওয়ার্ডার যাতে না শুনতে পায় তাই তিনি টেবিলের ওপর ঝুঁকে বললেন, এই দরখাস্তে যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা সম্রাটের কাছে আপীল করব। যতটা করা সম্ভব তাই করা হবে।

—গোড়াতেই যদি আমরা একজন ভাল উকীল রাখতে পারতাম! আমার উকীল তো একটি নীরেট মূর্খ। আমার সম্পর্কে কিছু প্রশংসার কথা বলা ছাড়া সে আমার জন্যে কিছুই করেনি।—বলতে বলতে মাসলোভা হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল,—তখন যদি সকলের জানা থাকত আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাহলে সবকিছুই অন্য রকম হয়ে যেত। ওরা তো সবাইকেই চোর ভাবে।

ও আজ কত পাল্টে গেছে—মনে মনে ভাবলেন নেখলুডভ। যে মুহূর্তে তিনি তাঁর মনের কথাটি বলতে যাচ্ছিলেন তখনই মাসলোভা আবার বলে উঠল :

—আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমাদের এখানে একজন বুড়ি আছে, বড ভালো মানুষ। অন্যায়ভাবে ওকে এখানে আটক রাখা হয়েছে, ওর ছেলেকেও। সবাই জানে ওরা নির্দোষ যদিও ঘরে আগুন লাগানোর অভিযোগ আনা হয়েছে ওদের বিরুদ্ধে। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে জানতে পেরে বুড়ি আমাকে ধরেছে ওদের কথা আপনাকে বলতে। ওদের পদবী হচ্ছে মেনশভ্। ওদের জন্যে কি আপনি কিছু করবেন?—কথা বলার সময় মাসলোভা এপাশে ওপাশে মাথা দোলাচ্ছিল আর ফিরে ফিরে নেখলুডভের দিকে তাকাচ্ছিল। আবার সে বলল, ওরা যে নির্দোষ আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন। যদি ওদের জন্যে আপনি কিছু করেন তো খুব ভাল হয়।—নেখলুডভের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে সে চোখ নামিয়ে নেয়।

মাসলোভার এমন সহজ ও অসঙ্কোচ আচরণে নেখলুডভের বিস্ময় ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। বললেন তিনি, ঠিক আছে, ওদের সম্পর্কে আমি খোঁজ নেব। তবে আমি আমার নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে চাইছিলাম। তোমার কি মনে আছে আগের দিন আমি কি বলেছিলাম?

দুদিকে মাথা দোলাতে দোলাতে হাসি হাসি মুখে মাসলাভো বলল,—সেদিন তো আপনি অনেক কথাই বলেছিলেন। কি বলেছিলেন বলুন তো?

—বলেছিলাম, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।—এইভাবেই শুরু করলেন নেখলুডভ।

—তার কি দরকার? ক্ষমা ক্ষমা ক্ষমা—কী লাভ হবে ওতে? তার চেয়ে বরং ভাল হয়···

—আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, কিন্তু শুধু কথায় নয়, কাজেও। আমি মনস্থির করে ফেলেছি তোমাকে বিয়ে করব।

এক ঝলক ভয় যেন মাসলোভার মুখের ওপর খেলে গেল। তার ট্যারা চোখ দুটি নিয়ে নেখলুডভের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তবু মনে হল মোটেই সে তাঁকে দেখছে না।

ভুরু কুঁচকে রাগত স্বরে সে বলল, কি কারণে?

—আমি মনে করি এর দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আমার কর্তব্য করা হবে।

—কোন্ ঈশ্বরকে এতদিনে আপনি খুঁজে পেলেন? আপনার কথার কোন মাথামুণ্ডু নেই। ঈশ্বরই বটে! কোন্ ঈশ্বর? ঈশ্বরের কথা আপনার তখন মনে রাখা উচিত ছিল।

এই প্রথম নেখলুডভ মাসলোভার নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ পেলেন এবং তিনি ওর উত্তেজনার কারণটাও বুঝলেন।

—শান্ত হবার চেষ্টা কর।—বললেন নেখলুডভ।

—কেন শান্ত হব? আপনি কি ভাবছেন আমি মাতাল হয়েছি? হতে পারি

মাতাল। তবু আমি জানি আমি কি বলছি। বলতে বলতে উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল সে। উত্তেজনায় ফেটে পড়ে আবার সে বলল, আমি একজন আসামী, আমি একটি বেশ্যা, আর আপনি একজন ভদ্রলোক, একজন প্রিন্স। আমাকে স্পর্শ করে আপনার নিজের গায়ে কাদা ছিটোবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি আপনার প্রিন্সেসের কাছে যান। আমার দাম তো মাত্র দশ রুব্‌ল।

নেখলুডভ তখন রীতিমত কাঁপছিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, যত নিষ্ঠুর-ভাবেই তুমি কথা বল না কেন, আমার মনের মধ্যে যে কষ্ট হচ্ছে তা বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই। তুমি ভাবতে পারবে না তোমার কাছে নিজেকে আমার কী পরিমাণ অপরাধী মনে হচ্ছে!

নেখলুডভের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে মাসলোভা বলল, —ও, নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে? তখন তো আপনার এসব কথা মনে ছিল না? একশ রুব্‌লের একখানা নোট ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। বলতে চেয়েছিলেন,—এই তোমার দাম!

—জানি, সব জানি, কিন্তু এখন কি করা যায়? আমি সঙ্কল্প করেছি কোন পরিস্থিতিতেই তোমাকে ছেড়ে যাব না এবং আমার যা করণীয় তা করবই।

—এবং আমি বলছি আপনাকে তা করতে দেব না। জোরে হেসে উঠল মাসলোভা। ওর হাত স্পর্শ করে নেখলুডভ বলতে শুরু করেছিলেন, কাতুশা!...

—আপনি চলে যান। আমি একজন আসামী, আর আপনি প্রিন্স, এখানে কোন কাজ নেই আপনার।—মাসলোভার গোটা চেহারাটাই তখন পাল্টে গেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে হাত ছাড়িয়ে নিল।

যা মনে আসছে ঝড়ের বেগে তাই সে বলে চলল।—আমাকে দিয়ে আপনি নিজেকে বাঁচাতে চান! ইহজীবনে আমাকে দিয়ে আপনার ভোগবাসনা চরিতার্থ করেছেন, এখন আপনি পরজীবনে পরিত্রাণ পেতে চান আমাকে দিয়ে। আপনাকে আমার ঘেন্না করছে। আপনার ওই চশমা, ওই নোংরা মোটা থলথলে মুখ—সবই বিরক্তিকর। আপনি চলে যান।—দাঁড়িয়ে উঠে সে চীৎকার করে বলতে লাগল।

চীৎকার শুনে ওয়ার্ডার ছুটে এল।

—এই, চেঁচাচ্ছ কেন? এখানে ওসব চলবে না।

—দয়া করে আপনি একটু সরে দাঁড়ান।—নেখলুডভ বললেন।

—পরিবেশ ভুলে গেলে ওর চলবে না।

—দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।

ওয়ার্ডার আর কিছু না বলে জানলার কাছে চলে গেল।

মাসলোভা আবার বসল। ছোট হাত দুখানি দৃঢ়সংবদ্ধ করে, মাথা নিচু করে বসে রইল। এখন কি করা উচিত, কি বলা উচিত কিছুই বুঝতে না পেরে নেখলুডভ মাসলোভার দিকে ঝুঁকে বললেন, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

—আমাকে আপনি বিয়ে করতে চান তাই তো? না, কখনই তা হবে না। তার চেয়ে আমি বরং গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

—তবু তোমার ভালোর জন্যে আমি কাজ করেই যাব।

—সেটা আপনার ব্যাপার। আমি আপনার কোন সাহায্য চাই না। এই আমার সাফ কথা। ওঃ, তখন কেন আমি মরে গেলাম না! অঝোরে কাঁদতে লাগল মাসলোভা।

নেখলুডভ আর কিছু বলতে পারলেন না। মাসলোভার চোখের জল তাঁকেও সংক্রামিত করল।

মাসলোভা চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাতেই বিস্মিত হল। রুমাল দিয়ে সে চোখের জল মুছতে লাগল।

ওয়ার্ডার এগিয়ে এসে স্মরণ করিয়ে দিল সময় হয়ে গিয়েছে। মাসলোভা উঠে দাঁড়াল।

—আজ তুমি খুবই উত্তেজিত। যদি সম্ভব হয় আগামীকাল আবার আমি আসব। তুমি একবার ভাল করে ভেবে দেখো।—অতিকষ্টে নেখলুডভ কথা কটি বললেন।

মাসলোভা জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে ওয়ার্ডারের অনুসরণ করে ঘরের বাইরে চলে গেল।

মাসলোভা সেলে ফিরে যেতেই কোরাব্লোভা বলল,—দেখছি সময়টা এখন তোমার ভালো যাচ্ছে। ভদ্রলোক তোমাকে সাহায্য করবেনই। বড়লোকদের পক্ষে সবই করা সম্ভব।

চৌকিদারের বউ সেই বুড়ি বলল, ঠিকই বলেছ। গরীবদের বিয়ে করার ইচ্ছে হলে তিনবার ভাববে, আর বড়লোকদের শুধু মন স্থির করলেই হল। ভালই। আচ্ছা মাসলোভা, তুমি কি আমাদের কথা ওঁকে বলেছিলে?

মাসলোভা সহ-কয়েদীদের কোন কথারই জবাব দিল না। তক্তার বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল সে। দেয়ালের এক কোণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই ভাবেই চুপচাপ শুয়ে রইল। বুকের মধ্যে তখন তার ঝড় বইছিল। সুতীব্র যন্ত্রণার উথালপাথালি ঝড়। নেখলুডভের কথাগুলি একে একে তার মনে পড়ছিল আর সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠছিল সেই জগতের স্মৃতি যে জগতে সে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছে। সেই জগৎটা তার কাছে দুর্বোধ্য ছিল বলেই ঘৃণায় তাকে সে পরিত্যাগ করে এসেছে। গভীর সুপ্তি থেকে জেগে উঠে সে আবার বর্তমানে ফিরে এল। অতীতের স্মৃতি বড়ই বেদনাদায়ক, অসহ্য। তাই সে আবার ভদকা আনিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে খেতে বসল।

'তাহলে এই তার অর্থ'— স্বগতোক্তি করলেন নেখলুডভ। তাঁর অপরাধের গুরুত্ব কতখানি তা এই প্রথম তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা না করতেন তাহলে কোনদিনই বুঝতে পারতেন না কত বড়

পাপ তিনি করেছেন। কাতুশার যে ক্ষতি করেছেন তার ভয়াবহতাও উপলব্ধি করতে পারতেন না। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আত্মপ্রশংসা নিয়ে খেলা করছিলেন, তারিফ করছিলেন নিজের অনুশোচনার মহত্ত্বকে। এখন কিন্তু তাঁর মন আতঙ্কে ভরে উঠেছে। মাসলোভাকে আর তিনি পরিত্যাগ করতে পারবেন না একথা তিনি জানতেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কী হবে তা তিনি ভেবে পেলেন না।

যখন তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন তখন বুকে মেডেল ঝোলান এক জেলার রহস্যজনকভাবে তাঁর কাছে এসে একটি চিঠি দিল। খামখানা হাতে দিয়ে সে বলল, একজন আপনাকে এটি দিয়েছে।

—কে একজন?

—আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন। একজন রাজনৈতিক বন্দী। আমি ওই ওযার্ডের চার্জে আছি। যদিও কাজটা বে-আইনী, তবু মানবতার খাতিরে…

নেখলুডভ অবাক হলেন। যেখানে রাজনৈতিক বন্দীরা থাকে সেখানে এভাবে চিঠি চালাচালি চলে কি করে? পরে অবশ্য তিনি জানতে পেরেছিলেন এই লোকটি ওয়ার্ডার ও গুপ্তচর দুইয়েরই কাজ করে।

পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা চিঠিতে লেখা রয়েছে: যখন জানতে পারলাম আপনি এখানে প্রায়ই আসেন এবং একজন ফৌজদারী কয়েদীর ব্যাপারে আগ্রহশীল, তখনই আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাটা জাগল। আমার সঙ্গে দেখা করার একটা পারমিট সংগ্রহ করবেন। পারমিট আপনাকে ওরা দেবে। আপনি যার সম্পর্কে আগ্রহশীল সেই মেয়েটি ও আমার দলের সম্পর্কে অনেক কথা আপনাকে বলব। —কৃতজ্ঞতাসহ ইতি ভেরা দুখোভা।

দুখোভা একসময় নভগরদের সুদূর পল্লীগ্রামের স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিল। একবার ভালুক শিকারে গিয়ে নেখলুডভ কয়েকজন বন্ধু নিয়ে সেই গ্রামে কিছুদিন ছিলেন। জায়গাটা রেল-লাইন থেকে ঠিক চল্লিশ মাইল দূরে। সেদিন শিকার ভালই হয়েছিল। দুটি ভালুক মারা হয়েছিল। ফিরে যাবার আগে শিকারীরা সবে খেতে বসেছে, এমন সময় অতিথিশালার মালিক এসে খবর দিল, ডিকনের মেয়ে প্রিন্স নেখলুডভের সঙ্গে কথা বলতে চান।

—দেখতে ভাল? একজন প্রশ্ন করল।

—না না, এসব কথা নয়—বলে নেখলুডভ গম্ভীর মুখে উঠে গেলেন। অবাক হয়ে তিনি ভাবছিলেন, ডিকনের মেয়ে তাঁর কাছে কি চাইতে পারে? যাই হোক, গৃহস্থের ঘরে ঢুকতেই তিনি ফেল্টের টুপি মাথায় একটি মেয়েকে দেখলেন। শির ওঠা কুরূপা একটি মেয়ে, তবে তার চোখ দুটি ভারী সুন্দর।

—আপনার কি কাজে লাগতে পারি বলুন?—নেখলুডভ মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন।

—আমি…আমি…আমি দেখছি আপনি ধনী, তাই শিকারের মতো বাজে খেলায় টাকা নষ্ট করছেন। আমি শুধু একটি জিনিস চাই। হ্যাঁ, লোকের উপকার করতে চাই, কিন্তু আমি কিছু জানি না বলে পারছি না। মেয়েটির চোখে এমন

আন্তরিকতা ও করুণা এবং মুখে একই সঙ্গে দৃঢ়তা ও লাজুকতা ফুটে উঠেছিল যে নেখলুডভ মনে মনে নিজেকে মেয়েটির অবস্থায় দাঁড় করিয়ে বুঝতে পারলেন এবং সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন।

—আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন ?

—আমি একজন শিক্ষয়িত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সটা পড়তে চাই কিন্তু আমার সেই সুযোগ নেই। আমাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে তা নয়, আসলে আমার সঙ্গতি নেই। টাকাটা যদি আমাকে আপনি দেন কোর্স শেষ হয়ে গেলে আমি তা ফেরত দিয়ে দেব। আমি ভাবছিলাম ধনীরা ভালুক মারেন, চাষীদের মদ খাওয়ান, তাঁরা ভালো কাজ করেন না কেন ? আমার মাত্র আশী রুবল চাই···যদি আপনি দিতে না চান আমি কিছু মনে করব না।

—আমি বরং আমাকে এই সুযোগটি দেওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকব। টাকাটা আমি এখনই এনে দিচ্ছি।

নেখলুডভ ঘরে ফিরে ব্যাগ থেকে টাকাটা বের করে মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—দয়া করে ধন্যবাদ জানাবেন না, আমিই বরং ধন্যবাদ জানাব আপনাকে।

এইসব স্মৃতি কতই না প্রীতিদায়ক ! সেদিন এক অফিসার আপত্তিজনক ঠাট্টা করলে তাঁর সঙ্গে তো ঝগড়াই হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ল একজন বন্ধু তাঁকে সমর্থন করেছিল বলে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব নিবিড়তর হয়ে উঠেছিল। পুরো শিকার অভিযানটাই পরিপূর্ণ সফল হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ে যায় সে রাতে রেল-স্টেশনে ফেরার পথে কী ভালই না তাঁর লেগেছিল !

বনের মধ্যে সরু রাস্তা ধরে দ্রুতবেগে চলেছিল স্লেজের সারি। প্রতিটি স্লেজ দুটি করে ঘোড়ায় টানছিল। স্লেজের সারি চলেছিল উঁচু উঁচু গাছের মধ্য দিয়ে, কখনো ডালে ডালে বরফ জমা নীচু ফার গাছের মধ্য দিয়ে। কখনো অন্ধকারের মধ্যে লাল আলো দেখা যায়, কখনো কেউ একজন সুগন্ধী সিগারেট ধরায়। ড্রাইভার ওসিপ হাঁটু পর্যন্ত বরফে পা ডুবিয়ে এক স্লেজ থেকে অন্য স্লেজে যাতায়াত করছিল, জিনিসপত্তর ঠিকঠাক করছিল আর হরিণ আর ভালুকের গল্প বলছিল।

অনেক স্মৃতিই মনে পড়ছিল, কিন্তু সব ছাপিয়ে মনে পড়ছিল সেদিনের চিন্তামুক্ত স্বাস্থ্য, শক্তি ও স্বাধীনতার আনন্দানুভূতি। সেদিন মন ছিল দুশ্চিন্তা, অনুশোচনা, কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত। কী সুন্দরই না ছিল সেই দিনগুলি ! আর এখন ? হায় ঈশ্বর, এ কী যন্ত্রণা, এ কী দুশ্চিন্তা !

বুঝতে কষ্ট হল না, সেদিনের সেই ভেরা দুখোভা এখন একজন বিপ্লবী আর সেইজন্যেই সে জেল খাটছে। নেখলুডভ স্থির করলেন, নিশ্চয়ই তিনি দুখোভার সঙ্গে দেখা করবেন, বিশেষতঃ সে যখন মাসলোভা সম্পর্কে তাঁকে পরামর্শ দেবে বলে জানিয়েছে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চিন্তা করতে লাগলেন, গতকাল তিনি কি কি কাজ করেছেন। মনে পড়তেই আতঙ্ক তাঁকে গ্রাস করে ফেলল। কিন্তু আতঙ্ক

সত্ত্বেও তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা আরো বেড়ে গেল। যে কাজ শুরু করেছেন তা তাঁকে শেষ করতেই হবে। কর্তব্যবোধের প্রবল সচেতনতা নিয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরোলেন মাসলেন্নিকভের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। তাঁকে এখন তিনটি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। প্রথমতঃ মাসলোভার সঙ্গে দেখা করা, দ্বিতীয়তঃ মেনশভদের (মা ও ছেলে) সঙ্গে দেখা করা, যাদের উপকার করার জন্যে মাসলোভা তাঁকে অনুরোধ করেছিল। তৃতীয়তঃ দুখোভার সঙ্গে দেখা করা, মাসলোভার কল্যাণের জন্যে যার সাহায্য কাজে লাগতে পারে।

মাসলেন্নিকভের সঙ্গে একই রেজিমেণ্টে নেখলুডভ কিছুদিন কাজ করেছিলেন। লোকটি নরম মনের মানুষ, কিন্তু রেজিমেণ্ট ও রাজপরিবারই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। জনৈকা ধনী ও করিৎকর্মা মহিলাকে বিয়ে করার পর তিনি রেজিমেণ্ট থেকে শাসনবিভাগে চলে আসেন। স্ত্রীর চাপেই তিনি এই পদপরিবর্তনে বাধ্য হয়েছিলেন। মহিলাটি স্বামীকে নিয়ে মজা করতেন, আদর করতেন যেন তিনি তাঁর পোষা প্রাণীদেরই একজন। নেখলুডভ একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু এই দম্পতিকে তাঁর এতই নীরস লেগেছিল যে দ্বিতীয়বার আর তিনি যাননি।

নেখলুডভকে দেখে মাসলেন্নিকভের মুখখানা খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আগের মতই দেহখানি মেদস্ফীত ও মুখখানি মোটা ও লাল রয়ে গেছে। আগের মতই আঁটোসাঁটো পোশাক পরে রয়েছেন তিনি।

—আরে আসুন আসুন! আপনি আসায় কী যে খুশি হয়েছি! আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন চলুন। মিটিং-এ যাবার আগ ওঁর হাতে এখনো দশ মিনিট সময় আছে। আমার বস্ বাইরে গেছেন, আমিই এখন গভর্নর জানেন তো?—বলতে বলতে উল্লাস আর তিনি চেপে রাখতে পারলেন না।

—আমি একটা কাজে এসেছি।

—কি কাজ বলুন?—মাসলেন্নিকভকে মনে হল বেশ সতর্ক হয়ে উঠলেন।

নেখলুডভ তাঁর প্রয়োজনের কথা বললেন। মাসলেন্নিকভ খুশি মনেই অনুমতি-পত্র লিখে দিলেন। কাগজখানি হাতে নিয়ে নেখলুডভ প্রাক্তন সহকর্মীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ তিনি এড়িয়ে গেলেন। বললেন, মাফ করবেন আজ আমার সময় নেই।

—তাহলে বৃহস্পতিবার আসবেন সেদিন বাড়িতে ওঁর 'মজলিস' বসে।

মাসলেন্নিকভের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নেখলুডভ সোজা জেলখানায় চলে এলেন। প্রথমেই তিনি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করলেন। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ইতিমধ্যে তাঁর পরিচয় বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছিল। নেখলুডভ অনুমতিপত্রখানা দেখাতে ইন্সপেক্টর বললেন, আজ তো মাসলোভার সঙ্গে আপনার দেখা করার সুবিধা হবে না।

—কেন?

ইন্সপেক্টর হেসে বললেন,—দোষ আপনারই। মাসলোভাকে আপনি নিশ্চয়ই কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তাই দিয়ে সে ভদকা কিনে খেয়েছে। মাতাল তো হয়েইছে, বেশ মারমুখীও হয়ে উঠেছে। আপনার কাছে অনুরোধ ওর হাতে আপনি আর টাকা দেবেন না। যদি আপনি ওকে টাকা দিতেই চান আমার কাছে দেবেন, আমি ওর প্রয়োজনমত ওকে দেব। ওকে আজ সলিটারী সেলে রাখা হয়েছে।

নেখলুডভ বিস্মিত হয়ে বললেন, এ কী সম্ভব?

—হ্যাঁ সম্ভব। মেয়েটি কিন্তু এমনিতে খুব শান্ত, যদি না মদ···। চলুন তাহলে।

ইন্সপেক্টরকে অনুসরণ করে নেখলুডভ ক্লান্ত পায়ে হলঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

—আপনি যেন কার সঙ্গে দেখা করতে চান?

—ভেরা দুখোভা।

— আপনাকে তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। সে আছে টাওয়ারে, আমি খবর পাঠাচ্ছি।

—ইতিমধ্যে আমি মেনশভদের সঙ্গে দেখা করতে পারি, ঘরে আগুন দেওয়ার দায়ে যাদের জেল হয়েছে।

— নিশ্চয়ই পারেন। ২১ নং সেল থেকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।

—আমি সেলেই যেতে চাই, জায়গাটা বেশ ইণ্টারেস্টিং।

—মনোযোগ আকর্ষণের মত এখানে তাহলে আপনি কিছু পেয়েছেন? একজন সহকারীকে ডেকে ইন্সপেক্টর বললেন, — প্রিন্সকে ২১ নম্বর সেলে নিয়ে যাও, সেখান থেকে ওঁকে অফিস-ঘরে নিয়ে আসবে, আমি দুখোভাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

ইন্সপেক্টরের সহকারীটি একজন সুদর্শন ও সৌখীন যুবক। মধুর হেসে সে নেখলুডভকে বলল, আমাদের প্রতিষ্ঠান তাহলে আপনাকে বেশ ইণ্টারেস্টেড করে তুলেছে?

—হ্যাঁ, কয়েকদিন এসে জেলখানা সম্পর্কে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। তা ছাড়া একজনকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য বলে মনে করছি। লোকটি শুনেছি নিরপরাধ। সহকারীটি কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,—হ্যাঁ, অনেক সময় তা হয় বটে। তবে লোকগুলো অনেক সময় মিথ্যে কথাও বলে।

২১ নম্বর সেলের কাছে পৌছতে সহকারী তালা খুলে সেলের দরজা খুলে দিল। বিছানার পাশে একটি যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে সে আগন্তুকের দিকে ফিরে তাকাল। যুবকটির বলিষ্ঠ দেহ, চোখ দুটি কিন্তু করুণ ও কোমল। সহকারী তার দিকে ফিরে বলল, এই ভদ্রলোক তোমার ব্যাপার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন।

—ধন্যবাদ।

নেখলুডভ নোংরা জানলাটির কাছে গিয়ে বললেন,—আমি তোমার নিজের মুখ থেকেই মামলার বিবরণ শুনতে চাই।

মেনশভ জানলার কাছে এগিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গেই তার কাহিনী বলতে শুরু করে দিল। গোড়াতে ইন্সপেক্টরের সহকারীর দিকে তাকিয়ে সে ভয়ে ভয়ে শুরু করেছিল, কিন্তু সহকারীটি সেলের বাইরে চলে যেতেই সে বেশ বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তার কাহিনী বলতে শুরু করল।

কাহিনীটি শোনান হচ্ছে একজন সাধারণ ও সৎ চাষীর স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় ও ও ভঙ্গিতে। জেলের মধ্যে অপমানকর পোশাক পরা এক চাষী কয়েদীর মুখে কাহিনী শুনতে অদ্ভুত লাগছিল নেখলুডভের। চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। খড়ের গদিপাতা বিছানা, পুরু লোহার গরাদ-আঁটা জানলা, নোংরা ভ্যাপসা দেওয়াল, কয়েদীর আলখাল্লা ও জুতো পরা এই হতভাগ্য চাষীটির করুণ শ্রীহীন মুখ। এই কাহিনী যদি বিশ্বাস করতে না হত, তাহলে হয়তো তিনি খুশি হতেন। বিনা কারণে কাউকে এমন ভয়াবহ স্থানে রাখা হয়েছে দেখে তিনি হতবাক, বিস্মিত ও ভীত হলেন। বক্তার মুখের ভাব এমন অকপট দেখাচ্ছে যে এই কাহিনী বিশ্বাসযোগ্যই মনে হচ্ছে তাঁর। কিন্তু এই কাহিনী মিথ্যা ও বানানোও হতে পারে আশঙ্কা করে তিনি আরো ভয় পেলেন।

কাহিনীটি এই রকম।—বিয়ের অল্প কিছুদিন পরে গ্রামের হোটেলওয়ালা তার বউকে ফুসলে নিয়ে যায়। সুবিচারের আশায় যুবকটি অনেকের কাছেই গিয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। হোটেলওয়ালা কর্মচারীদের ঘুষ খাইয়ে ছাড়া পেয়ে যায়। একদিন হোটেলওয়ালা জোর করে তার স্ত্রীকে নিয়ে যায়। তখন সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে হোটেলওয়ালার কাছে দাবী জানাতে গেল। হোটেলওয়ালার বাসায় ঢুকে সে তার স্ত্রীকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু হোটেলওয়ালা বলে তার স্ত্রী এখানে নেই এবং তাকে বেরিয়ে যেতে বলে। সে অস্বীকার করলে হোটেলওয়ালা ও তার চাকর-বাকরেরা মিলে তাকে প্রহার করে। মারের চোটে তার শরীর দিয়ে রক্তপাত হতে থাকে। পরদিন হোটেলে আগুন লাগে এবং মা ও ছেলের নামে আগুন লাগানোর অভিযোগ আনা হয়। আগুন সে লাগায়নি, সেই সময় সে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল।

—সত্যিই তুমি আগুন লাগাওনি?

—না স্যার, ও কাজ আমার মাথায় কখনই আসেনি। আমার শত্রু নিজেই আগুন লাগিয়েছে। আমি শুনেছি সে আগে থেকেই ইন্সিওর করে রেখেছিল। আগুন যখন লাগে ঠিক সেই সময়টায় আমি ওখানে ছিলাম না। কিন্তু লোকটি এমন ভাবে ব্যবস্থা করেছিল যাতে ওই সময়ে আমি ও মা সেখানে থাকব।

—এ কি সত্যি হতে পারে?

—ঈশ্বর আমার সাক্ষী। এ সত্য। আপনি আমাদের দয়া করুন স্যার। বিনা কারণে আমি এখানে পচে মরছি। দয়া করুন, দয়া করুন স্যার।

নেখলুডভ অনেক কষ্টে ছেলেটিকে মেঝেতে মাথা ঠোকা থেকে নিরস্ত করলেন।

হঠাৎই ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে কান্নায় ভেঙে পড়ল। অঝোরে কাঁদতে লাগল সে।

—আপনার কি হয়েছে ?—নেখলুডভকে জিজ্ঞেস করল সহকারী।

—হ্যাঁ হয়েছে, চলুন।

ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন নেখলুডভ,—মন খারাপ করো না, দেখি আমরা কি করতে পারি। বলেই তিনি সেল থেকে বেরিয়ে এলেন।

চওড়া বারান্দা দিয়ে ফেরার পথে বেশ কিছু কয়েদী নেখলুডভকে ব্যাগ্রভাবে দেখতে লাগল (তখন মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় তাই দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছিল)। এদের প্রতি সমবেদনা অনুভব করলেন তিনি। যারা এদের এখানে আটকে রেখেছে তাদের আচরণে আতঙ্ক ও বিমূঢ়তা—এই সব মিলিয়ে তাঁর অন্তরে এক বিচিত্র অনুভূতি সৃষ্টি করল। তিনি নিজে এইসব শান্তভাবে দেখছেন বলে লজ্জাবোধ করলেন তিনি। যদিও কেন এই লজ্জা তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

হঠাৎই সেল থেকে কয়েকজন লোক ছুটে এসে নেখলুডভকে নমস্কার জানিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

—আপনাকে কি বলে ডাকতে হবে জানি না, আমাদের ব্যাপারটা সমাধান করে দিয়ে যান স্যার।

—আমি জেলের অফিসার নই, আমি কিছুই জানি না।

—বেশ তো, আপনি যখন বাইরে থেকে এসেছেন তখন আপনি কর্তাব্যাক্তদের বলতে পারেন, এখানে আমরা বিনা কারণে দু মাস বন্দী হয়ে আছি।

—কি বলতে চাইছ তুমি ? কেন ?

—কেন তা তো আমরাও জানি না স্যার, শুধু জানি দু মাস আমরা এখানে বন্দী হয়ে আছি।

সহকারীটি তখন বলল,—হ্যাঁ স্যার, কথাটা সত্যি। পাশপোর্ট ছিল না বলে ওদের ধরা হয়েছিল। ওদের নিজেদের প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেখানকার জেলখানা পুড়ে যাওয়ায় পাঠান হয়নি।

—কি ? শুধু এই কারণেই এদের আটকে রেখেছেন ?

ততক্ষণে প্রায় চল্লিশজন লোক ইন্সপেক্টরের সহকারী ও নেখলুডভকে ঘিরে ধরেছে। সবাই একসঙ্গে কথা বলতে লাগল। সহকারীটি ধমক দিয়ে তাদের থামিয়ে দিয়ে বলল, এই, যে কোন একজন বল।

একজন লম্বা সম্ভ্রান্ত চেহারার চাষী ভীড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে এল। লোকটির বয়স প্রায় পঞ্চাশের মত। সে নেখলুডভকে বলল, আমাদের দেশে ফিরে যাবার হুকুম হয়েছিল, কিন্তু পাশপোর্ট নেই এই অজুহাতে আটক রাখা হয়েছে। পাশপোর্ট কিন্তু আমাদের কাছে আছে, মাত্র পনের দিন এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। স্যার, প্রতি বছরই এমনটি হয়, পাশপোর্ট রিনিউ করতে কর্তৃপক্ষ ভুলে যান, কিন্তু কোনদিন তাদের কেউ কিছু বলেনি। এ বছরই ধরা হয়েছে, আর আমাদের দাগী আসামীদের

সঙ্গে একসঙ্গে দু মাস রেখে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বলা হচ্ছে, আমাদের প্রদেশের জেলখানা নাকি পুড়ে গিয়েছে। স্যার, তার জন্যে তো আমরা দায়ী নই। আমাদের সাহায্য করুন স্যার।

নেখলুডভ সহকারীটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, এও কী সম্ভব?

—হ্যাঁ, ওদের নিজেদের প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মনে হয় ওদের কথা সবাই ভুলে গিয়েছে।

একজন খর্বাকৃতি লোক কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমাদের সঙ্গে কুকুরের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হয়।

—ঢের হয়েছে, চুপ কর্, নইলে টের পাবি!—সহকারীটি চীৎকার করে উঠল। সবাই ভয়ে চুপ করল।

সেল থেকে বেরিয়ে আসার সময় নেখলুডভ ভাবতে লাগলেন, এ সবের মানে কী? তাঁর মনে হতে লাগল, চারপাশ থেকে সবাই যেন তাঁকে ধিক্কার দিচ্ছে। ক্ষুব্ধ বিস্মিত কণ্ঠে নেখলুডভ বললেন, এ কী করে সম্ভব? নিরপরাধ লোকদের এভাবে আটক রাখা হয়েছে?

সহকারীটি বলল, এদের মধ্যে ভুলবশতঃ কয়েকজন নিরপরাধ লোককে আটক রাখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভাববেন না এরা সবাই ভালো লোক। কয়েকজন তো বেশ বেপরোয়া। এদের কড়া নজরে রাখতে হয়। গতকালই এই ধরনের দুজনের শাস্তি হয়ে গিয়েছে।

—শাস্তি? কি ধরনের শাস্তি?

—হুকুম অনুসারে বার্চ গাছের ডাল দিয়ে বেত মারা হয়েছে।

—সে কী? দৈহিক নির্যাতন তো রদ হয়ে গিয়েছে?

—যারা অধিকার হারিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে রদ হয়নি।

আগের দিন হলঘরে অপেক্ষা করবার সময় এইরকম কিছু ঘটছে বলে নেখলুডভের আশঙ্কা হয়েছিল। এখন তিনি বুঝতে পারলেন এই শাস্তিই তখন দেওয়া হচ্ছিল। ঔৎসুক্য, হতাশা, বিমূঢ়তা ও নৈতিক অসুস্থতার এক মিশ্র অনুভূতি ক্রমেই শারীরিক অসুস্থতায় পরিণত হয়ে তাঁকে প্রবলভাবে অভিভূত করে ফেলল।

কোনদিকে আর না তাকিয়ে দ্রুতপায়ে তিনি অফিস-ঘরে চলে এলেন। ইন্সপেক্টর দুখোভাকে ডেকে পাঠাবার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। নেখলুডভকে দেখে তাঁর মনে পড়ে গেল। বললেন তিনি, বসুন প্রিন্স, আমি এখনই ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

দুটি ঘর নিয়ে অফিস। প্রথম ঘরটিতে রয়েছে একটি ভাঙাচোরা চুল্লি, দুটি নোংরা জানলা, কয়েদীদের মাপবার জন্যে এক কোণে একটি মঞ্চ, অন্য এক কোণে ঝুলছে খৃষ্টের একটি বিগ্রহ—যেন তাঁর শিক্ষাকে বিদ্রূপ করবার জন্যেই এখানে রাখা হয়েছে। যেখানে মানুষের উপর অত্যাচার চালান হয় সেখানেই এই বিগ্রহটি রাখা হয়।

পরের ঘরটিতে দলে দলে এবং জোড়ায় জোড়ায় বসে প্রায় কুড়িজন লোক নিচুস্বরে কথা বলছে। জানলার কাছে একটি লেখার টেবিল রয়েছে। ইন্সপেক্টর টেবিলে কাজ করছিলেন। তিনি তাঁর পাশের চেয়ারটিতে নেখলুডভকে বসতে বললেন। চেয়ারে বসে নেখলুডভ ঘরের লোকজনকে দেখতে লাগলেন।

প্রথমে তাঁর দৃষ্টি যার ওপর পড়ল, সে জ্যাকেট পরিহিত একজন সুশ্রী যুবক। মধ্যবয়সী একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে ব্যগ্রভাবে হাত নেড়ে কি যেন বলছে। ঘরের এক কোণে বসে ছিল একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। মেয়েটির বয়স খুবই কম, খুবই সুশ্রী। মাথায় ছোট সাদা চুল, অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেজেছে। ওর কথা বলার ভঙ্গিতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ছেলেটির চেহারাও সুন্দর। মাথায় ঢেউ খেলানো চুল, পরেছে রবারের জ্যাকেট। এক কোণে বসে তারা ফিসফিস করে কথা বলছে, বোঝাই যাচ্ছে প্রেমে তারা অভিভূত। টেবিলের কাছাকাছি বসে ছিলেন শুভ্রকেশী এক মহিলা। বুঝতে কষ্ট হয় না ইনি ক্ষয়রোগীর মত চেহারা যার সেই ছেলেটির মা। ছেলেটি মায়ের কাঁধে মাথা রেখে বসে ছিল। মহিলাটি কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কান্নার স্রোতে তাঁর কথা বলা বাধা পাচ্ছিল। এদের পাশে বসে ছিলেন শক্ত সমর্থ চেহারার এক তরুণী। এই তরুণীটির সব কিছুই সুন্দর। সুন্দর তাঁর হাত, সুন্দর তাঁর নাক ও ওষ্ঠাধর, কিন্তু তাঁর মুখের আসল সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে দুটি করুণা-কোমল হাল্কা বাদামী রঙের চোখের মধ্যে। নেখলুডভ যখন ঘরে ঢোকেন তখন এঁর দৃষ্টি একবার মায়ের থেকে নেখলুডভের দিকে ফিরেছিল। মুহূর্তের জন্যে তাঁদের একবার দৃষ্টিবিনিময় হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই মহিলা আবার মায়ের দিকে ফিরে কি যেন বলছিলেন ?

ইন্সপেক্টরের পাশে বসে নেখলুডভ কৌতূহলের সঙ্গে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। ছোট করে চুল ছাঁটা একটি ছোট্ট ছেলে তাঁর কাছে এসে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল,—আপনি কার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

নেখলুডভ প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হলেন, কিন্তু ছেলেটির গুরুগম্ভীর মুখের ভাব এবং উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখে তিনিও গুরুত্ব সহকারেই উত্তর দিলেন যে তিনি একজন পরিচিতা মহিলার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

—তিনি কি তাহলে আপনার বোন ?

নেখলুডভ আরো বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, না, আমার বোন নয়। তুমি এখানে কার সঙ্গে আছ ?

—আমি ? মায়ের সঙ্গে। আমার মা একজন রাজনৈতিক বন্দী।

—মেরী পাভলোভনা, কোলিয়ালকে নিয়ে যান।—ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন। স্পষ্টতঃই ছেলেটির সঙ্গে নেখলুডভের কথাবার্তাকে তিনি আইন-বিরোধী বলে মনে করছিলেন।

যে সুন্দরী তরুণীটি নেখলুডভের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি তাঁর দেহখানি সোজা করে উঠে দাঁড়ালেন এবং দৃঢ়—প্রায় পুরুষোচিত পদক্ষেপে ছেলেটি ও নেখলুডভের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

—ও আপনাকে কি জিজ্ঞেস করছিল? আপনি কে?—মেরী পাভলোভনা স্মিত হেসে করুণাময় চোখের বিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে সোজাসুজি নেখলুডভের মুখের দিকে তাকিয়ে এমন সহজ-স্বচ্ছন্দভাবে নেখলুডভের সঙ্গে কথা বললেন যেন প্রত্যেকের সঙ্গেই যে তাঁর বোনের মত সম্পর্ক এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

—ও সব কিছু জানতে চায়।—বলেই তিনি দুজনের দিকে তাকিয়ে এমন মধুর হাসলেন যে দুজনকেই হাসতে হল।

—মেরী পাভলোভনা, আপনি তো জানেন বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলা আইন-বিরুদ্ধ—ইন্সপেক্টর কড়া ভঙ্গিতেই বললেন।

—আচ্ছা, আচ্ছা—বলে তরুণীটি ছেলেটির হাত ধরে মায়ের কাছে ফিরে গেলেন।

---এই ছোট্ট ছেলেটি কে?—নেখলুডভ জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টরকে।

—ওর মা একজন রাজনৈতিক বন্দী। ছেলেটির জন্ম হয়েছে এই জেলেই।—ইন্সপেক্টরের কণ্ঠস্বরে মনে হল, তিনি যেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের অসাধারণত্ব প্রমাণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছেন।

—এও কি সম্ভব?

—হ্যাঁ সম্ভব। ছেলেটি এখন ওর মায়ের সঙ্গে সাইবেরিয়ায় যাবে।

—আর এই তরুণীটি?

ইন্সপেক্টর কাঁধ দুটিতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম। তা ছাড়া দুখোভা এসে গেছে।

পিছনের দরজা দিয়ে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করল ক্ষীণতনু দুখোভা। নেখলুডভের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বললেন,—আপনি যে এসেছেন সেজন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি তাহলে আমাকে মনে রেখেছেন?

—আপনাকে এভাবে দেখব আশা করিনি।

—ও, আমি খুবই সুখী। সত্যিই এত চমৎকার যে আমি আর কিছুই চাই না।

নেখলুডভ জানতে চাইলেন কেমন করে তিনি জেলে এলেন।

উত্তরে পরম উৎসাহে দুখোভা তাঁর গ্রেপ্তারের পটভূমি বর্ণনা করতে লাগলেন। বর্ণনায় তিনি এমন সব শব্দ ব্যবহার করলেন যা নেখলুডভ জীবনে এই প্রথম শুনলেন—যেমন, প্রোপাগাণ্ডা, ডিস্‌অর্গানাইজেশান, গ্রুপস, সেকশানস, সাব-সেকশান্‌স ইত্যাদি। মহিলা তাঁকে নারোদোভলাস্তাফো (আক্ষরিক অর্থে 'জনগণের স্বাধীনতা'—বিপ্লবী আন্দোলন) আন্দোলনের অনেক গোপন তথ্য বলতে লাগলেন। তাঁর ধারণায় নেখলুডভ শুনে খুশি হচ্ছেন। নেখলুডভ তখন মহিলার সরু গলাটি এবং পাতলা এলোমেলো চুলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন কেনই বা এই মহিলা এইসব অদ্ভুত কাজ করছেন আর কেনই বা তিনি এসব আমাকে শোনাচ্ছেন! তাঁর প্রতি নেখলুডভ করুণা বোধ করলেন। তবে মেনশভের জন্যে তিনি যে করুণা বোধ করছিলেন তার সঙ্গে এই করুণার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। একথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এই

মহিলা আদর্শের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কী যে তাঁর আদর্শ এবং কী হলে যে তাঁর আদর্শ সিদ্ধ হবে তা তিনি ব্যাখ্যা করে বলতে পারছেন না।

দুখোভা যে কারণে নেখলুডভের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলেন তার একটি কারণ হল সুস্তোভা নামে তাঁর এক বান্ধবীর মুক্তির জন্যে যদি নেখলুডভ চেষ্টা করেন। বান্ধবীটিকে পেত্রপাভলস্কি দুর্গে আটক রাখা হয়েছে। বান্ধবীটির কাছে কিছু নিষিদ্ধ বই পাওয়া গিয়েছিল। বইগুলি অন্য একজন তার কাছে রাখতে দিয়েছিল। বান্ধবীর গ্রেপ্তারের জন্যে দুখোভা নিজেকে কিছুটা দায়ী মনে করেন। দ্বিতীয়ত: গুর্কেভিচ নামে তাঁর এক বন্ধু যাতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারেন তার জন্যেও নেখলুডভকে অনুরোধ করলেন তিনি। গুর্কেভিচকে কিছু বিজ্ঞানের বই যোগাড় করে দেবার অনুরোধও জানালেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বললেন প্রচারকার্য চালাবার সময় তাঁর দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য ধরা পড়েন এবং তাঁদের কাগজপত্রগুলি ধরা পড়ে। সংশ্লিষ্ট সকলেই তখন গ্রেপ্তার হন। আমিও গ্রেপ্তার হয়েছি। এখন আমাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হবে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়! আমি সুখী, সম্পূর্ণ সুখী।

নেখলুডভ বললেন, যখন তিনি পিটার্সবুর্গ যাবেন তখন এই বিষয়ে খোঁজ-খবর নেবেন এবং যথাসাধ্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অসাধারণ যাঁর চোখ সেই মেয়েটি সম্পর্কে নেখলুডভ জানতে চাইলে দুখোভা বললেন,—মেয়েটি একজন জেনারেলের মেয়ে, দীর্ঘকাল বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একজন সশস্ত্র সিপাইকে গুলি করার অপরাধ স্বীকার করায় তাঁকে বন্দী করে এখানে রাখা হয়েছে। কয়েকজন গুপ্ত কর্মীর সঙ্গে তিনি এক বাড়িতে থাকতেন। ওঁদের একটি গোপন ছাপাখানাও ছিল। একদিন পুলিস এই বাড়িতে তল্লাসী চালাতে আসে। বাড়ির বাসিন্দারা তখন আলো নিভিয়ে সন্দেহজনক জিনিসগুলি পুড়িয়ে ফেলতে থাকে। পুলিস বলপ্রয়োগ করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লে সহকর্মীদের একজন গুলি চালায়, ফলে একজন সশস্ত্র সিপাই মারা যায়। তদন্তের সময় মহিলাটি বলেন, তিনিই গুলি চালিয়েছিলেন যদিও জীবনে তিনি কখনো রিভলভার হাতে তুলে দেখেননি, এমনকি একটি মাছি মারতে ও তিনি কষ্ট পান। জবানবন্দীর সময়েও তাঁর বক্তব্যের এতটুকু নড়চড় হয়নি, তাই আজ উনি সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

—নিঃস্বার্থ সুন্দর একটি চরিত্র! দুখোভা মন্তব্য করলেন।

নেখলুডভের সঙ্গে দুখোভার তৃতীয় যে বিষয়ে প্রয়োজন তা হচ্ছে মাসলোভা সম্পর্কে। মাসলোভার জীবনকাহিনী ও নেখলুডভের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা দুখোভা জানেন। জেলে সবাইয়ের কথা সবাই জানে। মাসলোভা সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ এই যে ওকে রাজনৈতিক বন্দীদের ওয়ার্ডে কিংবা হাসপাতালে বদলী করতে পারলে ভালো হয়। হাসপাতালে এখন প্রচুর রোগী, নার্সদের সহকারিণীরও প্রয়োজন।

এই পরামর্শের জন্যে দুখোভাকে নেখলুডভ ধন্যবাদ জানালেন।

কয়েদী ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের কথাবার্তায় বাধা দিলেন ইন্সপেক্টর। ঘোষণা করলেন, সময় হয়ে গিয়েছে এবার সবাইকে চলে যেতে হবে। নেখলুডভ তুখোভার কাছে বিদায় নিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। চোখের সামনে যা ঘটছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা তিনি দেখতে লাগলেন।

ইন্সপেক্টরের আদেশ সত্ত্বেও কেউই বিদায় নিল না। সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগল। সকলের মধ্যেই উত্তেজনা বেড়ে গেছে। কয়েকজন তো কাঁদতেই শুরু করেছে। বিশেষ করে সকরুণ হয়ে উঠল মা ও ক্ষয়-রোগী ছেলেটির বিদায়-দৃশ্য। ছেলেটি হাতের কাগজের টুকরোটি মোচড়াতে লাগল। মায়ের আবেগে যাতে সে অভিভূত হয়ে না পড়ে তার জন্যে যে প্রচণ্ড চেষ্টা করছে তার মুখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। তরুণ প্রেমিক যুগল পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

নেখলুডভের পাশে একজন যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। সে প্রণয়ীযুগলকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এখানে শুধু ওরা দু'জনেই সুখী। আজ রাতে জেলে ওদের বিয়ে হবে। মেয়েটি ছেলেটির সঙ্গে সাইবেরিয়ায় যাবে।

এদিকে নেখলুডভ ও পাশের যুবকটি তাদের লক্ষ্য করছে দেখে তরুণ ও তরুণীটি পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল এবং পরস্পরের হাত জড়িয়ে ধরে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল।

—ছেলেটি তো সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, করুক একটু আনন্দ ওরা।—যুবকটি মন্তব্য করল।

—দয়া করে আমার কথা শুনুন, নইলে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।—একই কথা বার বার বলতে লাগলেন ইন্সপেক্টর। তারপর দুর্বল দ্বিধাগ্রস্তভাবে হাতের সিগারেটটি নিভিয়ে আরেকটি ধরালেন।

নিজেকে অপরাধী মনে না করে অন্যের অনিষ্ট করার যে সুচতুর কলাকৌশল অনুসৃত হয় তা অতি সুপ্রাচীন ও ব্যাপক। তবু বোঝা যায়, এই ঘরের মধ্যে যে দুঃখ ও বেদনার প্রকাশ ঘটল তার জন্যে যারা দায়ী ইন্সপেক্টর নিজেকে তাদেরই একজন মনে না করে পারলেন না। বুঝতে কষ্ট হয় না এই সচেতনতা তাঁকে বিচলিত করে তুলেছে।

অবশেষে একে একে সাক্ষাৎপ্রার্থীরা বেরিয়ে এল। নেখলুডভও চলে এলেন হলঘরে। ইন্সপেকটর নেখলুডভকে বললেন, যদি মাসলোভার সঙ্গে দেখা করতে চান তাহলে কাল আসবেন।—ইন্সপেক্টর যে ভদ্রতা দেখাতে চাইলেন নেখলুডভ তা বুঝলেন। ইন্সপেক্টরের কথা ভেবে তিনি করুণা বোধ করলেন। বাধ্য হয়ে এই রুগ্ন, প্রবীণ, দয়ার্দ্রচিত্ত ইন্সপেক্টরকে মা ও ছেলে, বাবা ও মেয়েকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হচ্ছে যারা তাঁর নিজের সন্তানদের মতই মানুষ।

পরের দিন সকালে নেখলুডভ উকীলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মেনশভদের পক্ষ সমর্থন করে মামলা দায়ের করার জন্যে অনুরোধ জানালেন তিনি। ফানারিন

বললেন, মামলাটি তিনি গ্রহণ করবেন এবং নেখলুডভ যা বললেন তা যদি সত্যি হয়, যা সত্যি হওয়াই সম্ভব—তাহলে তিনি ফী নেবেন না।

নেখলুডভ জানতে চাইলেন, পাসপোর্ট নেই বলে যাদের জেলে পুরে রাখা হয়েছে তার জন্যে দায়ী কে? ফানারিন অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। নির্ভুল উত্তর দেবার জন্যে তিনি মনে মনে তৈরি হচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি বললেন, দায়ী কেউ নয়। গভর্নরকে যদি প্রশ্ন করেন তো তিনি বলবেন প্রকিউরার দায়ী, প্রকিউরারকে প্রশ্ন করুন তিনি বলবেন গভর্নর দায়ী।

নেখলুডভ কোন উত্তর না দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এলেন। সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন মাসলেন্নিকভের বাড়ি। সেখানে সেদিন উৎসবের পরিবেশ। প্রচুর অতিথি-সমাবেশ ঘটেছে। গেটের বাইরে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আজ সেখানে মাসলেন্নিকভের স্ত্রীর 'অ্যাট হোম' অনুষ্ঠিত হবার কথা। নেখলুডভকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

যে মানুষকে শ্রদ্ধা করেন না তাঁর কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করা নেখলুডভের কাছে খুবই কঠিন মনে হল। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির এ ছাড়া তো কোন উপায় নেই তাই এ কাজ তাঁকে করতেই হবে।

মাসলেন্নিকভের সঙ্গে সিঁড়ির গোড়াতেই নেখলুডভের দেখা হয়ে গেল। তিনি একজন ভারিক্কীগোছের অতিথিকে এগিয়ে দিতে আসছিলেন। নেখলুডভকে দেখতে পেয়েই তিনি উত্তেজিতভাবে তাঁর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, আসুন আসুন, কী যে খুশি হয়েছি বলতে পারব না।

মেদস্ফীত বপু সত্ত্বেও তিনি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে উঠতে লাগলেন। সমাজের বিশিষ্ট মানুষেরা তাঁর প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন এই কারণেই তিনি আজ খোশ মেজাজে রয়েছেন। নেখলুডভের মুখের গম্ভীর ভাব তিনি লক্ষ্য করলেন না। টানতে টানতে তিনি নেখলুডভকে নাচঘরে নিয়ে এলেন। একজন ভৃত্যকে বললেন, সবাইকে জানিয়ে দাও প্রিন্স এসেছেন। সহকারী গভর্নর-পত্নী আনা ইগনাতিয়েভনা এগিয়ে এলেন। হাসিভরা মুখখানি তুলে তিনি বললেন, আমরা ভেবেছিলাম আপনি আমাদের কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। আমাদের ওপর রাগ করেছেন নাকি?

আনা ইগনাতিয়েভনা অন্তরঙ্গতা দেখাবার জন্যেই এভাবে কথা বললেন, যদিও নেখলুডভের সঙ্গে এঁদের কোনদিনই অন্তরঙ্গতা ছিল না।

এইসব পার্টিতে যেমন হয়, অতিথিরা পরস্পরের সঙ্গে অর্থহীন কথাবার্তার আদান-প্রদান চালাতে লাগলেন। মিসির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নেখলুডভকে দেখে মিসি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

—আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছ।

—হ্যাঁ, চলেই যাচ্ছিলাম, কয়েকটা কাজে আটকে গেলাম। আমি এখানে কাজের সূত্রেই এসেছি।

—মার সঙ্গে দেখা করবে না? তোমাকে দেখলে মা খুব খুশি হবেন।—বলেই

মিসি বুঝতে পারল কথাটা সত্যি নয় আর এই কারণেই সে লজ্জায় আরো বেশি লাল হয়ে উঠল।

—সময় করে উঠতে পারব না। বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন নেখলুডভ।

কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে মিসি এক সুদর্শন অফিসারের দিকে ফিরে বসল।

'অ্যাট হোম'-এর অসাধারণ সাফল্যে আনা ইগনাতিয়েভনা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। নেখলুডভের কাছে এসে বললেন তিনি, মিকির কাছে শুনলাম আপনি জেলের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনাকে আমি বুঝি। (মিকি বলতে তিনি তাঁর মোটা স্বামীকে বোঝালেন।) মিকির দোষ থাকতে পারে কিন্তু ওকে তো আপনি জানেন। ওর মনটা যে বড় কোমল। অভাগা কয়েদীদের তো ও নিজের সন্তানদের মতই দেখে।

এইটুকু বলেই আনা ইগনাতিয়েভনা থেমে গেলেন। যাঁর হুকুমে জেলখানায় কয়েদীদের বেত মারা হয় সেই স্বামীর বর্ণনা করার মত ভাষা তিনি খুঁজে পেলেন না, তাই তাঁকে থামতে হল।

রীতি মেনে যত কম কথা বললে হয় ততটুকুই বলে নেখলুডভ উঠে দাঁড়ালেন এবং মাসলেন্নিকভের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

—দয়া করে আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিতে পারেন?

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আসুন এই ঘরে।

জাপানী কায়দায় সাজানো ছোট বৈঠকখানা-ঘরে এসে তাঁরা বসলেন।

নেখলুডভ বললেন, আবার সেই স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে কথা বলার জন্যেই এসেছি। আমার অনুরোধ ওকে জেলের হাসপাতালে কোন কাজ দেওয়া হোক। শুনেছি ওখানে অনেক লোকের দরকার।

অনেক চিন্তাভাবনার পর মাসলেন্নিকভ বললেন, এটা প্রায় অসম্ভব, তবু আমি চেষ্টা করে দেখব। আগামীকাল আপনাকে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব।

—এর পরে আপনাকে যে কথা বলতে চাই তা হচ্ছে প্রায় একশ তিরিশজন লোককে জেলে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে যে তাদের পাসপোর্ট রিনিউ করা হয়নি।—নেখলুডভ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন।

মাসলেন্নিকভের মুখে অস্বস্তি ও বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল।—আপনি এসব জানলেন কি করে?

—আমি একজন বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখনই এরা আমায় ঘিরে ধরেছিল।

—কি ধরনের বন্দীর সঙ্গে আপনি দেখা করতে গিয়েছিলেন?

—একজন চাষী, অন্যায়ভাবে যার বিরুদ্ধে কেস খাড়া করা হয়েছে। আমি কেসটা একজন উকীলের হাতে তুলে দিয়েছি। যাই হোক, এ বিষয়ে আমি আপনাকে কিছু বলছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে যারা কোন অপরাধ করেনি শুধুমাত্র পাসপোর্ট ওভারডিউ হয়েছে বলে তাদের আটক রাখা কি আইনসঙ্গত?

—দেখুন দোষটা হচ্ছে প্রকিউরারের। ওরা তো কাজ কিছু করে না, শুধু তাস খেলে সময় কাটায়।

নেখলুডভ হতাশায় ভেঙে পড়ে বললেন, আমাকে কি বুঝতে হবে এ ব্যাপারে আপনি কিছু করতে পারেন না।

—না না তা নয়। নিশ্চয়ই পারি। আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেব। কাজের কথা অনেক হয়েছে, চলুন এবার মেয়েদের সঙ্গে যোগ দিতে যাই।

—এক মিনিট —ড্রইং-রুমে ঢোকার মুখে নেখলুডভ মাসলেন্নিকভকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি শুনেছি গতকাল কয়েকজন বন্দীকে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে। একথা কি সত্যি?

মাসলেন্নিকভ রাগে লাল হয়ে উঠলেন।—আপনি কি এই কারণেই ওখানে যান? সব কিছুই আপনি জানতে চান! না না, ওখানে আর আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না।

মাসলেন্নিকভ আবার নেখলুডভের হাত ধরে তাঁকে হলঘরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু এবার যখন তিনি নেখলুডভের হাত ধরলেন তখন আগের বারের সেই হার্দ্য উষ্ণতার অভাব ছিল।

নেখলুডভ কারোর সঙ্গেই আর একটিও কথা না বলে হলঘর থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে এলেন।

পরের দিন নেখলুডভ মাসলেন্নিকভের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন। চিঠিখানা পুরু চকচকে কাগজে গোটা গোটা চমৎকার হস্তাক্ষরে লেখা এবং গালা দিয়ে সীল করা। চিঠিতে মাসলেন্নিকভ লিখেছেন মাসলোভাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার কথা তিনি ডাক্তারকে লিখেছেন। তিনি আশা করেন নেখলুডভের ইচ্ছা অনুকূল মনোভাব নিয়ে বিবেচিত হবে। চিঠিতে স্বাক্ষরের জায়গায় লেখা হয়েছে "আপনার প্রিয় বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী।"

"মূর্খ!" চিঠি পড়া শেষ করে নেখলুডভ মন্তব্য করলেন। নেখলুডভের মনে হল 'সহকর্মী' শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মাসলেন্নিকভ তাঁর প্রতি অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন। নৈতিক দিক থেকে নোংরা ও লজ্জাকর পদ অধিকার করে থাকা সত্ত্বেও মাসলেন্নিকভ নিজেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে মনে করেন তাই নেখলুডভকে ঠিক খোশামোদ করতে না চাইলেও দেখাতে চান যে তাঁকে সহকর্মী বলে উল্লেখ করে লজ্জা পাবার মত দাম্ভিক তিনি নন।

•

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক কুসংস্কারের একটি হচ্ছে মানুষকে একটা বিশেষ গুণ বা দোষ দিয়ে চিহ্নিত করা। যেমন কেউ দয়ালু, কেউ নিষ্ঠুর, কেউ জ্ঞানী, কেউ নির্বোধ ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে শুধু এইটুকুই বলা চলে যে সে নিষ্ঠুরের চাইতে দয়ালুই বেশি, নির্বোধের চেয়ে জ্ঞানবানই বেশি কিংবা উদাসীনের চেয়ে উদ্যোগীই বেশি বা এর বিপরীত। কিন্তু ওই ব্যক্তি নিষ্ঠুর বা দয়ালু, অলস বা উদ্যোগী

এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করা ঠিক নয়। মানুষ ঠিক নদীর মত। সব নদীতে একই জল। প্রত্যেক নদী কোথাও ক্ষীণ, কোথাও বিস্তৃত, কোথাও স্বচ্ছ, কোথাও ঘোলা, কোথাও ঠাণ্ডা, কোথাও উষ্ণ। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই প্রতিটি মানবিক গুণের বীজ রয়েছে। কিন্তু কখনো একটি গুণ বা দোষ প্রধান হয়ে দেখা দেয় এবং একই মানুষ থেকেও তার স্বরূপ বদলে যায়।

কোন কোন মানুষের মধ্যে এই পরিবর্তন খুব সুদূরপ্রসারী হয়। নেখলুডভ এমনই একজন মানুষ। বহির্জাগতিক এবং আন্তর্জাগতিক এই দুটি কারণেই তাঁর মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটেছিল।

কাতুশার বিচার এবং তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের পর নেখলুডভ জীবনের পুনরুজ্জীবনে যে জয়ের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন সেই অনুভূতির বিন্দুমাত্র আর অবশিষ্ট ছিল না। শেষ সাক্ষাতের পর তাঁর মনে আনন্দের স্থান অধিকার করেছিল ভয় আর বিতৃষ্ণা। কাতুশা সম্পর্কে তাঁর সংকল্পে তিনি দৃঢ়ই ছিলেন, কিন্তু এ কাজ তাঁর কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছিল এবং নিদারুণ মানসিক কষ্ট ভোগ করছিলেন।

পরের দিন আবার তিনি জেলখানায় গেলেন। ইন্সপেক্টর তাঁকে অনুমতি দিলেন, কিন্তু অফিস-ঘরে নয়, মেয়েদের ভিজিটিং রুমে। ইন্সপেক্টর তাঁর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করলেন বটে, কিন্তু তাঁকে আজ চাপা মনে হল। নেখলুডভ বুঝলেন গতকাল মাসলেন্নিকভের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই ইন্সপেক্টর সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ পেয়েছেন। ইন্সপেক্টর বললেন, মাসলোভাকে হাসপাতালে বদলী করার কথা সহকারী গভর্নর আমাকে লিখেছেন, ডাক্তারেরও আপত্তি নেই, কিন্তু আপত্তি আছে মাসলোভারই। সে বলেছে "ওই রোগওয়ালা ভিখিরিদের নোংরা জল বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে না হলে কি চলছিল না?" প্রিন্স, এদের আপনি চেনেন না।

নেখলুডভ কিছু বললেন না, শুধু দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে বললেন।

মেয়েদের ভিজিটিং রুমে আজ মাসলোভা একাই অপেক্ষা করছিল, আর কেউ সেখানে ছিল না। সে অত্যন্ত শান্ত ও ভীরুভাবে নেখলুডভের কাছে এল এবং তাঁর দিকে না তাকিয়েই বলল, আমাকে ক্ষমা করুন, ডিমিট্রি ইভানোভিচ, পরশুদিন আপনাকে অনেক অন্যায় কথা বলেছি।

—ক্ষমা তো আমার করার কথা নয়।—নেখলুডভ বললেন।

—সে যাই-হোক, আমাকে আপনার ছেড়ে দিতেই হবে।

নেখলুডভ দেখলেন দুটি ট্যারা চোখের তীব্র দৃষ্টিতে সে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টিতে নেখলুডভ আগের দিনের সেই উত্তেজিত ক্রুদ্ধ প্রকাশভঙ্গি দেখলেন।

—কেন তোমাকে ছেড়ে যাব?

—আপনাকে যেতেই হবে।

—কিন্তু কেন?

মাসলোভা আবার চোখ তুলে তাকাল। সেই চোখে নেখলুডভ আবার আগের সেই ক্রুদ্ধভাব দেখলেন।

—যা বলছি তাই। আমাকে আপনার ছেড়ে যেতেই হবে। আমি যা বলছি তার মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই—না, আমি পারব না। এই ধারণাটা আপনাকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে হবে।—এইটুকু বলার পর কাতুশার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সেই অবস্থায় আবার সে বলল, আমি ঠিকই বলছি, নয়তো আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

নেখলুডভের মনে হল এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে ঘৃণা ও ক্ষমাহীন ক্রোধ রয়েছে বটে, কিন্তু এ ছাড়াও আরো কিছু আছে যা মঙ্গলময়। আগেরবার সে যে প্রত্যাখ্যান করেছিল আজ তা দৃঢ়তর করল, কিন্তু আজ সে শান্তভাবেই জানিয়ে দিল। এতে নেখলুডভের মন থেকে সব সংশয় দূর হয়ে গেল। কাতুশা সম্পর্কে তাঁর জয়ের অনুভূতি আবার ফিরে এল।

—কাতুশা, তোমাকে আগে যা বলেছি'—নেখলুডভ গুরুত্ব সহকারে বললেন, আমাকে বিয়ে করার জন্যে তোমাকে আমি অনুরোধ করছি। যদি তুমি এটা না চাও তবে যতদিন পর্যন্ত না তুমি এটা চাইবে ততদিন আমি তোমাকে অনুসরণ করব। তোমাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হবে আমি সেখানেই যাব।

—এটি সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার, আমি আর কিছু বলব না।

নেখলুডভ চুপ করে রইলেন। কিছু বলার ক্ষমতাও যেন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

মন কিছুটা শান্ত হলে তিনি আবার বললেন, আমি এখন গ্রামে ফিরে যাব, সেখান থেকে যাব পিটার্সবুর্গে। তোমার—মানে আমাদের মামলার পুনর্বিবেচনার জন্যে আমার যথাসাধ্য করব। মনে হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার শাস্তি রদ হয়ে যাবে।

—রদ যদি নাও হয় আমার কিছু বলার নেই। এই ব্যাপারে না হলেও অন্য ব্যাপারে শাস্তি আমার প্রাপ্য।

নেখলুডভ দেখলেন কাতুশা অতিকষ্টে চোখের জল সামলাচ্ছে।

আবেগ চাপার জন্যে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনি কি মেনশভের সঙ্গে দেখা করেছিলেন? ওরা নির্দোষ তাই নয় কি?

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

—বুড়ি কী চমৎকার মানুষ!

মেনশভদের সম্পর্কে তিনি কি জেনেছেন সব কথাই বললেন নেখলুডভ। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন কাতুশা আর কিছু চায় কি না।

কাতুশা উত্তর দিল, না সে কিছু চায় না।

তারপর নেখলুডভের দিকে ট্যারা চোখ দুটি তুলে সে বলল, ভালো কথা, হাসপাতালের ব্যাপারে—আপনি যদি চান আমি সেখানে যাব,—আমি আর মদ খাব না।

—খুব ভালো কথা—এইটুকুই শুধু নেখলুডভ বলতে পারলেন, তারপর বিদায় নিয়ে তিনি চলে এলেন।

হাঁা, ও এখন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ—নেখলুডভ ভাবলেন। আগেকার সব সংশয় দূর হয়ে যাবার পর তিনি এমন একটি সত্য উপলব্ধি করলেন যা আগে কখনো তিনি উপলব্ধি করেননি। এখন তিনি সুনিশ্চিত যে প্রেম অপরাজেয়।

এই সাক্ষাৎকারের পর মাসলোভা তার কলরবমুখর সেলে ফিরে গিয়ে বহির্বাসটি খুলে ফেলল। তারপর তক্তপোষে নিজের জায়গাটিতে হাত দুখানি কোলের ওপর রেখে বসে রইল। সেলের মধ্যে তখন ছিল ভালাদিমিরের সেই যক্ষ্মারোগিণী ও তার শিশু, মেনশভের বুড়ি মা এবং চৌকিদারের বউ। ডিকনের মেয়ের মাথায় গোলমাল দেখা দেওয়ায় আগের দিন তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। অন্যেরা কাপড় কাচতে গিয়েছে। বুড়ি ঘুমোচ্ছে। সেলের দরজা হাট করে খোলা। চৌকিদারের ছেলে-মেয়েরা বাইরে খেলা করছে। ভালাদিমিরের মহিলা শিশুটিকে কোলে নিয়ে এবং চৌকিদারের বউ মোজা বুনতে বুনতে মাসলোভার কাছে এগিয়ে এল।

—কথাবার্তা হল?—ওরা জিজ্ঞেস করল।

মাসলোভা পা দোলাচ্ছিল, পা দুখানি কিন্তু মেঝে স্পর্শ করছিল না। ওদের প্রশ্নের উত্তরে সে কিছু বলল না।

চৌকিদারের বউ বলল, নাকে কেঁদে লাভ কি? আসল কথা হচ্ছে আঁস্তা-কুড়ে গিয়ে না পড়। কাতুশা, মনে স্ফূর্তি আনো।

মাসলোভা এবারেও কিছু বলল না।

এমন সময় বারান্দা থেকে মেয়েদের গলা শোনা গেল। সেলের বাসিন্দারা সবাই ফিরে এল। প্রত্যেকের হাতেই একটি করে রুটির রোল, কারোর কারোর হাতে দুটি। ফেডোসিয়া ঘরে ঢুকেই মাসলোভার কাছে এসে বসল। দুটি স্বচ্ছ নীল চোখের স্নেহময় দৃষ্টিতে মাসলোভার দিকে তাকিয়ে সে বলল, কি ব্যাপার? খারাপ কিছু না কি?

কোরাব্লোভা বলল, নিশ্চয়ই তিনি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত পাল্টাননি?

—না, তিনি পাল্টাননি, কিন্তু আমি চাই না, সেকথা আমি তাঁকে জানিয়েও দিয়েছি।—মাসলোভা বলল।

—তোমার মত বোকা দুনিয়ায় নেই।—কোরাব্লোভা বলল।

—বিয়ে করে যদি একসঙ্গে থাকা না যায় তবে বিয়ে করে কী লাভ?—ফেডোসিয়া বলল।

—তোমার তো স্বামী রয়েছে আর সে তোমার সঙ্গেও যাচ্ছে।

—আমার তো অনেক আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। তা ছাড়া ও যখন সঙ্গে থাকবে না তখন উনিই বা কেন অনুষ্ঠানের মধ্যে যাবেন?

কোরাব্লোভা চীৎকার করে বলল,—মূর্খের মত কথা বোলো না। তুমি জানো কি ওঁকে বিয়ে করলে মাসলোভা টাকার বস্তার ওপর শুয়ে থাকবে?

মাসলোভা বলল, তিনি বলছিলেন, 'আমাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হবে তিনি সেখানেই যাবেন। যদি তিনি যান ভাল যদি না যান আরো ভাল। আমি

ওঁর কাছে কিছু চাইতে যাচ্ছি না। উনি এখন পিটার্সবুর্গ যাবেন মামলার তদ্বির করতে। সব মন্ত্রীরাই ওঁর পরিচিত। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ওঁকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

—নিশ্চয়ই না।—হঠাৎই কোরাব্লোভা মাসলোভাকে সমর্থন করল। আসলে সে তখন থলির ভিতরে কি আছে সেই চিন্তাই করছিল। উৎফুল্ল হয়ে সে বলল, চলবে না কি এক ফোঁটা?

—তুমি খাও, আমি খাব না।—উত্তর দিল মাসলোভা।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

সেনেটে মাসলোভার মামলা উঠতে এখনো দিন পনের বাকী। নেখলুডভ সেই সময় পিটার্সবুর্গে উপস্থিত থাকতে চান। সেনেটে সুবিচার পাওয়ার আশা কম। সেক্ষেত্রে সম্রাটের কাছে আপীল করতে হবে। এ্যাডভোকেটের পরামর্শ অনুযায়ী তার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা ভাল। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ মাসলোভাকে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে সাইবেরিয়া অভিমুখে যাত্রা করতে হবে। নেখলুডভও সাইবেরিয়া যাবেন এ ব্যাপারে তাঁর সংকল্প এখনো অটুট রয়েছে। এই কারণেই জমিদারীতে ফিরে গিয়ে তাঁর করণীয় কাজগুলি এখনই সম্পন্ন করে ফেলতে হবে।

প্রথমেই তিনি গেলেন কৃষ্ণমৃত্তিকা জেলার অন্তর্ভুক্ত কুজমিনস্কোয়িতে। তাঁর আয়ের বড় অংশ এখান থেকেই আসে। এখানে তিনি শৈশবে এবং যৌবনে বার কয়েক এসেছেন। শেষবার যখন এসেছিলেন তখন জমিদারী দেখাশোনার জন্যে মায়ের অনুরোধে একজন জার্মান স্টুয়ার্ড নিযুক্ত করেছিলেন। প্রজাদের সঙ্গে মালিকের সম্পর্কে কি তা তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল। স্থূলভাবে বলতে গেলে প্রজারা এখানে মালিকের ক্রীতদাস। ১৮৬১তে-ভূমিদাস প্রথা বিলুপ্ত হবার আগে প্রজাদের অবস্থা যা ছিল ঠিক তেমনটি না হলেও এখানেও প্রজাদের নিজস্ব কোন জমি নেই; জমির মালিকের মর্জির ওপরেই তারা নির্ভরশীল। এই প্রথা তাঁর কিছু অজানা নয় কারণ এই প্রথার ওপর ভিত্তি করেই জমিদারী পরিচালনা নির্ভর করে। এ ব্যাপারে তাঁর সমর্থনও ছিল। তিনি এও জানতেন যে এই প্রথা নিষ্ঠুর এবং অবিচারপ্রসূত। জানতেন বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন হেনরী জর্জের মতবাদের একজন প্রবক্তা হিসেবে তিনি পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে জমি পেয়েছিলেন তা কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আর্মিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। বিলাসবহুল জীবনে তিনি এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর হাতখরচই লাগত বছরে কুড়ি হাজার রুবল। মা যে বিপুল পরিমাণ টাকা পাঠাতেন কোন সূত্র থেকে সে টাকা আসতো তা মাকে প্রশ্ন করার কথা কোনদিন তাঁর মনে হয়নি। নীতিবোধটিও ক্রমশঃ ফিকে হতে হতে এক সময় বিস্মৃতির অতলে লীন হয়ে গিয়েছিল। মায়ের মৃত্যুর পর যখন তিনি জমিদারীর মালিক হলেন এবং জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ল তখনই আবার জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিল।

এক মাস আগে হলে তিনি নির্দ্বিধায় বলতেন প্রচলিত ব্যবস্থা পাল্টাবার ক্ষমতা তাঁর নেই। কিন্তু এখন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন যে প্রচলিত ব্যবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। নিজের পক্ষে অলাভজনক হলেও এই ব্যবস্থা পাল্টাতেই হবে। যদিও জেলখানার জগতের সঙ্গে যে জটিল সম্পর্কের বন্ধনে তিনি আবদ্ধ হয়েছেন তার জন্যে এবং সম্ভাব্য সাইবেরিয়া যাত্রার জন্যেও তাঁর এখন প্রচুর অর্থের

প্রয়োজন। এসব সত্ত্বেও তিনি স্থির করে ফেললেন ফার্ম পরিচালনা আর তিনি করবেন না। অল্প খাজনায় জমি তিনি কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেবেন যাতে জমিদারের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে কৃষকরা নিজেদের জমিতে নিজেরাই চাষ-আবাদ করতে পারে। যদিও এই পদক্ষেপ সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয় তবু বীভৎস দাসত্ব প্রথার চাইতে তো ভাল। তাই আপাততঃ এইভাবেই তিনি সমস্যার সমাধান করবেন বলে স্থির করে ফেললেন।

দুপুর নাগাদ নেখলুডভ কুজমিনস্কোয়িতে পৌঁছলেন। জীবনযাত্রার পদ্ধতি সরল করতে চান বলেই তিনি টেলিগ্রাম করে তাঁর আগমন বার্তা জানাননি। স্টেশনে পৌঁছে তিনি একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলেন। কোচোয়ানটি একটি হাসিখুশি যুবক। বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক সওয়ারীকে পেয়ে সে দিব্যি গল্প জুড়ে দিল। সওয়ারী যে স্বয়ং জমিদার বুঝতে না পেরে সে আত্মম্ভরি জার্মান স্টুয়ার্ড সম্পর্কেও অনেক কথা বলে গেল। লোকটির বিলাসবহুল জীবন যাপন, অর্থের প্রাচুর্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রসার ইত্যাদি তথ্য পরিবেশনের পর সে মন্তব্য করল, –'হবে না কেন, ওঁর রাশ টেনে ধরবার তো কেউ নেই।'

নেখলুডভ ভেবে দেখলেন স্টুয়ার্ড কি ভাবে জমিদারী পরিচালনা করছে সে ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। তবু কোচোয়ানের মন্তব্য শুনতে তাঁর ভাল লাগছিল না। তাই তিনি চারপাশের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। ঘন কালো মেঘের জালে সূর্য বন্দী হয়ে আছে। মাঝে মাঝেই সেই জাল ছিঁড়ে সূর্য বেরিয়ে আসছে। মাঠ, উপত্যকা সর্বত্রই সবুজের সমারোহ। তবু সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে থাকতে চাইলেও স্টুয়ার্ড সম্পর্কে ছেলেটির মন্তব্য ঘুরে ফিরে তাঁর মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল আর তখনই একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি তাঁকে গ্রাস করে ফেলছিল। জমিদারীতে পদার্পণ করে কাজ শুরু করতেই অবশ্য এই অপ্রসন্নতার ভাবটি কেটে গেল।

তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা স্টুয়ার্ডকে জানাতে সে যুক্তি দেখাল এতে জমিদারের সমূহ ক্ষতি। প্রথমত যে সব উন্নত যন্ত্রপাতি দিয়ে এখন চাষ করা হচ্ছে তার কোন দাম পাওয়া যাবে না। চাষীরা চার ভাগের একভাগ দামও দেবে না তা ছাড়া জমিরও ওরা ক্ষতি করবে। এইসব যুক্তি নেখলুডভের সংকল্পকেই দৃঢ়তর করল। ক্ষতি স্বীকার করে ও সামান্য খাজনার বিনিময়ে তিনি চাষীদের মধ্যে জমি বিলি করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। স্টুয়ার্ডকে তিনি নির্দেশ দিলেন তিনটি গ্রামের চাষীদের খবর দিতে। একটি জমায়েতে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি চাষীদের কাছে তাঁর উদ্দেশ্য তুলে ধরবেন এবং খাজনা সংক্রান্ত শর্তাদি স্থির করবেন।

স্টুয়ার্ডের বলিষ্ঠ যুক্তির সামনে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্ত জানাতে পারায় তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠেছিল। প্রসন্ন চিত্তে তিনি শুতে গেলেন। 'অ্যান ইনভেস্টি-গেসান অফ দি লজ অফ ক্রিমিনালিটি' একখানা বই তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। কিন্তু সকাল সকাল উঠতে হবে বলে বই না পড়ে শুয়ে পড়লেন। ঘরের এক কোণে মেহগনি কাঠের হাতলওয়ালা একখানা চেয়ার তাঁর চোখে পড়ল। এই চেয়ারখানা

মায়ের শোওয়ার ঘরে থাকত। চেয়ারে চোখ পড়তেই তাঁর শরীরে অপ্রত্যাশিত একটি শিহরণ খেলে গেল। হঠাৎই আক্ষেপে ভরে উঠল তাঁর মন। এই ঘর বাড়ি আর থাকবে না, ভেঙে ফেলা হবে। এই বাগান আগাছায় ভরে উঠবে। অরণ্যের সব গাছ কেটে ফেলা হবে। গোলাঘর, আস্তাবল, মেসিন, গরুঘোড়া—যে সব সংগ্রহ করতে প্রচুর ব্যয় হয়েছিল তার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের দরজায় একটি যুক্তিও এসে হাজির হল। সে দেখিয়ে দিল কৃষকদের হাতে জমি তুলে দেওয়া এবং এতবড় একটি সম্পত্তি খোয়ানোর কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

তাঁর মনের মধ্যে আবার শুরু হয়ে গেল 'কু' ও 'সু'—এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব। একটি কণ্ঠস্বর বলল,—না, সম্পত্তির অধিকার আমি কোনমতেই রাখতে পারি না। আর সম্পত্তিই যখন থাকবে না তখন এই বাড়ি, এই বাগানও রাখার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তা ছাড়া আমি তো সাইবেরিয়ায় চলে যাব তখন এই সম্পত্তি এই বাড়ি আমার কোন্ কাজে লাগবে?

আর একটি কণ্ঠস্বর বলল, বেশ তা না হয় হল, কিন্তু তুমি কি চিরকাল সাইবেরিয়ায় থাকবে না কি? তুমি একদিন বিয়ে করতে পার তারপর তোমার সন্তান হবে। তখন সম্পত্তি যে অবস্থায় তুমি পেয়েছিলে ঠিক সেই অবস্থায় তোমাকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে সন্তানদের। দান করা কিংবা ধ্বংস করা খুবই সহজ কিন্তু অর্জন করা খুবই কঠিন। তা ছাড়া তোমার ভবিষ্যতের কথাও তো চিন্তা করতে হবে। সম্পত্তির ব্যবস্থা তো সেদিকে লক্ষ রেখেই করা উচিত। তুমি কি সত্যিই বিবেকের নির্দেশে এ কাজ করতে যাচ্ছ না কি লোকের বাহবা কুড়োবার জন্যে?

দ্বিধায় পড়ে গেলেন নেখলুডভ। এক এক করে আরো অনেক প্রশ্ন ভীড় করে এল। যতই তিনি ভাবতে থাকেন প্রশ্নগুলির সমাধান ততই দুরূহ মনে হতে থাকে। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন আজ ঘুমিয়ে পড়াই ভাল, কাল সকালে উঠে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলেই হবে।

কিন্তু ঘুম এল না। আশ্চর্য সুন্দর স্নিগ্ধ একটি রাত। চন্দ্রালোকিত আকাশ ও স্নিগ্ধ বাতাসের পরিবেশে মত্ত দাদুরির ডাকের সঙ্গে নাইটিঙ্গেলের মিলিত কলরব মিশে ঐকতানের অপূর্ব সঙ্গীত তরঙ্গ ভেসে আসছে ঘরের মধ্যে। বাগানে বিকশিত লাইলাক গুচ্ছের সুরভিত আমেজ। নেখলুডভের মনে পড়ে যায় জেলখানার ইন্সপেক্টরের বাড়িতে তাঁর মেয়ের বাজানো পিয়ানোর সুর। সঙ্গে সঙ্গে মাসলোভার কথাও মনে পড়ে যায়। উত্তেজনায় ঠোঁট কাঁপছিল মাসলোভার যখন সে বলছিল,—'আপনাকে এইসব মতলব ছাড়তেই হবে।' ঠিক এই সময় স্টুয়ার্ড এগিয়ে এল ব্যাঙগুলোর কাছে, ওদের ডাক বন্ধ করার জন্যে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে কোথায় তলিয়ে গেল তার জায়গায় আবার দেখা দিল মাসলোভা। সে বলছিল—'আপনি একজন প্রিন্স আর আমি একজন আসামী।' তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। নেখলুডভ জেগে উঠে মনে মনে বললেন, 'না না, সরে আসার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ভুল করছি না ঠিক

করছি জানি না তবে আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না।' স্টুয়ার্ড ও মাসলোভার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে, ঘুমোবার আয়োজন করলেন নেখলুডভ।

সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ নেখলুডভের ঘুম ভাঙল। জানলা দিয়ে পুরনো টেনিস খেলার মাঠটা দেখতে পেলেন। একে একে চাষীরা ওখানে জড়ো হচ্ছে। অনুজ্জ্বল একটা দিন। ঝুরঝুর কবোষ্ণ বৃষ্টি পড়ছে, মাটির সোঁদা গন্ধে মনে হচ্ছে তারা আরো বৃষ্টি চায়।

পোশাক পরতে পরতে নেখলুডভ ভাবছিলেন কিভাবে তিনি চাষীদের কাছে, প্রস্তাবটা উত্থাপন করবেন। খুবই কম খাজনার বিনিময়ে তিনি চাষীদের মধ্যে জমি বিলিয়ে দিতে চান। চাষীরা অবশ্য স্বপ্নেও কোনদিন এমন সম্ভাবনার কথা ভাবেনি তবু কেন জানি নেখলুডভ লজ্জা বোধ করছিলেন। চাষীদের সামনে দাঁড়িয়েও অনেকক্ষণ উনি কথা বলতে পারছিলেন না। স্টুয়ার্ড শেষ পর্যন্ত এই অস্বস্তির হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিল। অতিভোজন পুষ্ট মেদবহুল স্টুয়ার্ড চাষীদের সম্বোধন করে বলল, শোনো তোমরা, তোমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যে প্রিন্স এখানে এসেছেন। যদিও তোমরা এই অনুগ্রহের উপযুক্ত নও। খাজনার বিনিময়ে উনি তোমাদের জমি দিয়ে দিতে চান।

• —কেন উপযুক্ত নই শুনি?—কারলোভিচ নামে এক চাষী উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানাল। এতক্ষণে নেখলুডভ কথা বলতে পারলেন। বললেন তিনি, —হ্যাঁ এইজন্যেই আমি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি। আমার সব জমিই আমি তোমাদের খাজনার বিনিময়ে দিতে চাই যদি অবশ্য তোমরা চাও।

চাষীরা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। হয় তারা প্রস্তাবের অর্থ বুঝতে পারেনি অথবা বিশ্বাস করেনি। অবশেষে এক বৃদ্ধ বলল, আপনি কি বলতে চাইছেন?

—এখন থেকে সামান্য খাজনার বিনিময়ে জমি তোমরা নিজেরাই ব্যবহার করতে পারবে।

—এ তো ভাল প্রস্তাব।—এক বৃদ্ধ বলল।

—খাজনার পরিমাণ যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে থাকে তাহলে ভালই। আরেকজন বলল, কেন আমাদের সাধ্যে কুলোবে না। আমরা জীবনভর চাষ করে আসছি।

এর পরেই সমবেত কণ্ঠস্বরের একটি মন্তব্য শোনা গেল,—আপনাদের পক্ষে ব্যাপারটা ভালই হল, কিছুই করতে হবে না, বসে বসে খাজনা পাবেন। আমাদের ওপর যে উৎপীড়ন করেছেন সেই পাপের কথা তখন চিন্তা করবেন।

এই মন্তব্যের পরেই অভিযোগ প্রতি অভিযোগ শুরু হয়ে যায়। চাষীদের সঙ্গে স্টুয়ার্ডের তুমুল ঝগড়া বেঁধে যায়। একপক্ষের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অন্যপক্ষের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতাই প্রতিফলিত হচ্ছে এই ঝগড়ার মধ্যে। নেখলুডভের পক্ষে ব্যাপারটা বড়ই অস্বস্তিজনক হয়ে উঠল। তিনি চাইছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সমাধানে পৌঁছতে।

—এবার বল তোমরা কি জমি নিতে চাও? নিলে কত খাজনা তোমরা দেবে?

—জমি আপনার, খাজনার পরিমাণ আপনাকেই স্থির করতে হবে।

নেখলুডভ একটি অঙ্ক বললেন। যদিও এই অঙ্ক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে খাজনা চালু আছে তার চেয়ে অনেক কম তবু চাষীরা বলল খাজনার পরিমাণ নাকি খুবই চড়া হারে ধার্য করা হয়েছে। ওরা দরাদরি শুরু করে দিল। এটা অবশ্য ওদের স্বভাব। নেখলুডভ আশা করেছিলেন তাঁর প্রস্তাব ওঁরা খুব খুশি মনেই গ্রহণ করবে কিন্তু খুশির কোন লক্ষণই দেখা গেল না। শুধু একটা জিনিস নেখলুডভের কাছে পরিষ্কার হল, তা হচ্ছে তাঁর প্রস্তাবিত জমি হস্তান্তরে চাষীদের সুবিধাই হবে।

এবারে প্রশ্ন উঠল খাজনা কে দেবে? ওদের কমিউন না বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠান। একদল চাষী দুর্বল এবং রুগ্নদের খাজনা দেওয়া থেকে রেহাই দেবার প্রস্তাব তুললে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দিল। প্রচুর বাগবিতণ্ডার পর স্টুয়ার্ডের প্রচেষ্টায় বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। খাজনার পরিমাণ এবং শর্তাদিও সকলেই মেনে নেয়।

নেখলুডভ যেমনটি চেয়েছিলেন সব কিছুই সেইভাবে সম্পন্ন হল। চাষীরা তিরিশ শতাংশ কম দরে জমি পেল যা তারা জেলার কোথাও পেত না। জমি থেকে লব্ধ আয় অর্ধেক কমে গেল কিন্তু নেখলুডভের পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট। এছাড়া বন ও কৃষির যন্ত্রপাতি বিক্রয় বাবদও অনেক টাকা তিনি পাবেন। সব কিছুই চমৎকার ভাবে সম্পন্ন হল তবু কি এক অজ্ঞাত কারণে তিনি লজ্জিত বোধ করছিলেন। চাষীরা মুখে ধন্যবাদ জানালেও তিনি লক্ষ্য করেছেন ওদের চোখেমুখে অপ্রসন্নতার ছাপ। মনে হয় ওরা আরো কিছু আশা করেছিল। মোদ্দা কথা তাহলে দাঁড়াল নিজেকে বহুলাংশে বঞ্চিত করা সত্ত্বেও চাষীদের তিনি খুশি করতে পারলেন না। পরের দিন চুক্তি সই হওয়ার পর স্টেশনে যাবার মুখে যখন তিনি চাষীদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তখন চাষীদের অপ্রসন্ন আশাহত মুখগুলির দিকে তাকিয়ে নিজেও তিনি হতাশা বোধ করলেন। স্পষ্টতঃ কোন কারণ খুঁজে না পেলেও বিষাদ ও লজ্জামিশ্রিত এক অনুভূতি তাঁর মধ্যে দেখা দিল।

কুজমিনস্কোয়ি থেকে নেখলুডভ চলে গেলেন মাসীদের জমিদারীতে যেখানে উনি প্রথম কাতুশাকে দেখেছিলেন। মাসীদের জমিদারীও উনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। কুজমিনস্কোয়িতে উনি যেভাবে জমির ব্যবস্থা করে এসেছেন এখানেও তিনি সেই ভাবেই জমির ব্যবস্থা করতে এসেছেন। এ ছাড়া কাতুশা সম্পর্কে এবং কাতুশা ও তার সন্তান সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য নিয়েও তিনি এসেছেন। সন্তানটি সত্যিই মারা গিয়েছে কি না, মারা গেলে কিভাবে মৃত্যু ঘটেছে তাও জানার চেষ্টা করবেন তিনি।

ভোর ভোর তিনি পানোভাতে পৌঁছে গেলেন। স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়িতে মাসীদের বাড়ির সামনে পৌঁছে বাড়ির বিশৃঙ্খল ও ভগ্নাবস্থা দেখে মনে বড়ই আঘাত পেলেন। যে ঘরে মাসীরা বাস করতেন তার লোহার ছাদ মরচে

ধরে লাল হয়ে গেছে, বোঝাই যাচ্ছে অনেকদিন রঙ করা হয়নি। কয়েক জায়গায় লোহার পাত বেঁকেও গেছে, সম্ভবতঃ ঝড়েই এটি হয়েছে। স্মৃতি-বিজড়িত সেই বারান্দাটিও ভেঙে গিয়েছে, শুধু কয়েকখানা লোহার কড়ি কোন রকমে ঝুলছে। সর্বত্রই ভাঙন ক্ষয়ের চিহ্ন। ব্যতিক্রম শুধু বাগানটি। বাগানটি নষ্ট তো হয়ই নি, বরং আরো ঘন হয়ে কুঁড়ি ও ফুলে ঢেকে গিয়েছে। পুষ্পিত চেরি আপেল ও কিশ্‌মিশ্‌ গাছ-গুলোকে বেড়ার অন্য ধার থেকে দেখাচ্ছে সাদা মেঘের মত। বারো বছর আগের মত আজও লাইলাক ঝোপের সারি ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। এখানেই ষোড়শী কাতুশার সঙ্গে একদিন তিনি উইডো খেলছিলেন। এই ঝোপের আড়ালেই লুকোতে গিয়ে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন এবং হাতে কাঁটা ফুটে গিয়েছিল। মাসী সোফিয়া যে ঝাউ-চারাটি পুঁতেছিলেন সেদিন সেটি ছিল ছোট ছড়ির মত, এখন সেটি এত বড় হয়ে উঠেছে যে ওর গুঁড়ি দিয়ে বীম তৈরি করা যায়। গাছটির ডালগুলি হরিদ্রাভ সবুজ, সুচের মতো সরু কোমল পাতার রাশিতে এমন ঢেকে গিয়েছে যে মনে হচ্ছে ওগুলি পশমে ছাওয়া।

তহশীলদার প্রাঙ্গণে নেখলুডভকে সহাস্যে অভ্যর্থনা জানাল। ছেলেটি সেমিনারীর ছাত্র, কোর্স অসমাপ্ত রেখে চাকরি করছে। তেমনি হাসিমুখে সে নেখলুডভকে অফিস-ঘরে প্রবেশ করতে অনুরোধ করল। তার হাসি-মুখের ভাবখানা এই, যেন সে অসাধারণ কিছু দেখাতে চায়। ছেলেটি পার্টিশানের ওপারে চলে গেল। কিছুক্ষণ ফিসফাস কথা শোনা গেল। তারপর যে ঘোড়ার গাড়িতে নেখলুডভ স্টেশন থেকে এসেছিলেন তহশীলদারের কাছ থেকে বকশিশ পেয়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে গেল। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। তারপর একটি ছোট মেয়ে খালি পায়ে জানলার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল।

নেখলুডভ ছোট জানলার ধারে বসে বাগানের দিকে তাকিয়ে কান পেতে রইলেন। বসন্তের নির্মল বাতাস নতুন মাটির গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছিল। জানলা দিয়ে বাতাস এসে নেখলুডভের কপালের ওপর এসে পড়া চুল ও জানলার ধারে ছুরি দিয়ে কাটা যে কাগজগুলি পড়ে ছিল তাই নিয়ে খেলা শুরু করে দিল।

ট্র্যাপা ট্রপ ট্র্যাপা ট্রপ শব্দের ধ্বনি-তরঙ্গ ভেসে আসছে নদীর ধার থেকে। মেয়েরা কাপড় কাচছে। কাঠের ব্যাট দিয়ে ওরা কাপড়ের ওপর তালে তালে যে আঘাত করছে তারই ছন্দোময় ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে মিল-সংলগ্ন এলাকায়। মিল থেকে যে জলধারা নিচে এসে পড়ছিল তার ধ্বনিও এরই সঙ্গে মিশে ভেসে আসছিল।

নেখলুডভের মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগের সেই স্মৃতি যখন তিনি তরুণ ও নিষ্পাপ ছিলেন। তখন মিলের এই জলপ্রপাতের শব্দ ও কাপড়ের ওপর মেয়েদের তালে তালে কাঠের ব্যাট দিয়ে পেটানোর ছন্দোময় ধ্বনি তিনি কান পেতে শুনতেন। সেদিনের মত আজও বসন্তের সেই নির্মল বাতাস এসে তাঁর কপালের চুল উড়িয়ে দিচ্ছে। সেদিনের সব কথা মনে নেই কারণ তাঁর বয়স ছিল তখন মাত্র আঠার, কিন্তু এটুকু মনে আছে তখন তাঁর মন ছিল নবীন ও নির্মল, অন্তর ছিল

ভবিষ্যতের মহান ও অনন্ত আশায় পূর্ণ।" হায়, সেই দিনগুলি আর ফিরে আসবে না। বাস্তববোধের অনিবার্য বিষন্নতায় তাঁর মন ভরে উঠল।

তহশীলদার হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করল,—স্যার, কখন আপনি কিছু খেয়ে নিতে চান?

—যখন তোমার খুশি দিও। তবে আমার এখন খিদে নেই। প্রথমেই আমি গ্রামের মধ্যে কিছুটা ঘুরে আসব।

—আপনি বাড়ির ভেতরে আসবেন না? ভেতরে সব ঠিকঠাক আছে, অনুগ্রহ করে যদি আসেন।

—ধন্যবাদ। এখন নয় পরে দেখব। আচ্ছা, মাত্রিয়োনা খারিনা নামে কোনো মহিলাকে কি তুমি চেন? (ইনি কাতুশার মাসী।)

—হ্যাঁ, খুব চিনি। গোপনে চোলাইয়ের কারবার চালায়। আমি ওকে অনেক বকেছি, সাবধান করে দিয়েছি, কিন্তু কি করি বলুন…অনেক বয়স হয়েছে, তাছাড়া অনেকগুলি নাতি-নাতনী…বুড়িকে আর কি বলা যায়!—আগের মতই সে হাসি হাসি মুখে কথাগুলি বলল। এই হাসি দিয়ে সে একদিকে মালিককে খুশি করতে চায়, অন্যদিকে আশা করে তারই মতো মালিকও হাল্কাভাবেই ব্যাপারটি গ্রহণ করবেন।

—কোথায় সে থাকে? আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে, শেষ দিক থেকে তৃতীয় কুঁড়েঘর। বাঁ দিকে একটা কোঠাবাড়ি আছে। আমিই আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।—তহশীলদার আবার বিনীত বিগলিত ভাবে হাসল।

—না, আমি নিজেই খুঁজে নিতে পারব। খুব ভাল হয় যদি চাষীদের সঙ্গে আমার একটা মীটিং-এর ব্যবস্থা করতে পার। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি ওদের সঙ্গে আজ বিকেলেই কথা বলতে চাই।

গেট থেকে বেরিয়েই আগাছা ও কলাগাছে ভরা চারণ-ভূমির পথে সেই বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। মেয়েটি প্রায় ছুটে আসছিল। তার ডান হাতে একটি মুরগী। মুরগীটাকে সে পেটের সঙ্গে চেপে রেখেছে, আর বাঁ হাতটি দুলছে। মুরগীটা স্থির হয়ে রয়েছে, শুধু তার চোখ দুটি ঘুরছে। একটি কালো পা দিয়ে সে মেয়েটির জামা আঁচড়াচ্ছে। মেয়েটি যতই নেখলুডভের কাছে পৌছতে লাগল ততই তার গতি মন্থর হয়ে আসতে লাগল। তারপর যখন একেবারে কাছাকাছি এসে পৌছল তখন মাথা নুইয়ে তাঁকে নমস্কার করল। নেখলুডভ তাকে ছাড়িয়ে যেতেই সে আবার ছুটতে লাগল।

নেখলুডভ যখন গ্রামে প্রবেশ করলেন তখন বেলা মাত্র দশটা, কিন্তু এরই মধ্যে রোদ বেশ তেতে উঠেছে। মাঝে মাঝে হাল্কা চলমান মেঘের আড়ালে সূর্য ঢেকে যাচ্ছে। বাতাসে গোবর ও সারের কটু গন্ধ। নগ্নপদ, ছিন্ন মলিন বেশে গ্রামবাসীরা পরিপাটি পোশাক, সিল্কের রিবন লাগান টুপি ও বাঁধান সুন্দর লাঠি হাতে এই অসাধারণ মানুষটিকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। চাষী মেয়েরা কেউ কেউ জানলা

দিয়ে কেউ কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পরম কৌতূহলের সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করছিল। এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বিনীতভাবে বলল,—আপনি আমাদের কর্ত্রীর বোনপো, তাই না?

—হ্যাঁ, আমি ওঁদের বোনপো।

—আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের দেখতে এসেছেন, তাই তো?

—হ্যাঁ, কেমন চলছে তোমাদের?—কি বলতে হবে বুঝতে না পেরে এইটুকুই বললেন নেখলুডভ।

—কেমন চলছে? খুব খারাপ।—এইটুকু বলতে পেরে বৃদ্ধকে বেশ খুশি খুশি মনে হল।

—কেন, খারাপ কেন?

—আমাদের জীবনে কীই বা আছে, সবই খারাপ।

কথা বলতে বলতে চাউনীর তলায় এসে নেখলুডভ দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করল,—আমরা সর্বসাকুল্যে বারোজন। মাসে ছ মণ রাই লাগে, কোথায় পাব এত টাকা?

—কেন, তোমার জমিতে যে রাই হয় তাতে কুলোয় না?

—আমার যা জমি আছে তাতে মাত্র তিনজনের চলে। গত বছর বড়দিন পর্যন্ত তাও চলেনি।

—তাহলে কি করে চালাও।

—চালাই? এক ছেলেকে মজুরের কাজ করতে বাইরে পাঠিয়েছি, তা ছাড়া আপনাদের কাছ থেকে ধার নিই। ধার এখনো শোধ দিতে পারিনি, ট্যাক্সও দিতে পারিনি।

—কত ট্যাক্স দিতে হয়?

আমার বাড়িটার জন্যে একুশ রুবল। হায় ঈশ্বর! কী ভাবে যে আমরা জীবন ধারণ করি!

—আমি তোমার কুটীরের ভিতরটা দেখতে পারি?

—কেন পারবেন না। আসুন! আসুন!—বলেই সে সারের চোয়ান নোংরা জল ডিঙিয়ে ঘরের দরজা খুলে দিল।

মেয়েরা তাড়াতাড়ি মাথার রুমাল সামলে নিল, কোঁচকান স্কার্ট টান টান করে নিল। শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে তারা জামায় সোনার বোতাম লাগান এই ভদ্রলোককে দেখতে লাগল। দুটি ছোট্ট মেয়ে ছুটে এল এই মানুষটিকে দেখতে। তাদের পরনে শুধু চটের মতো মোটা কাপড়ের সেমিজ ছাড়া আর কিছু নেই।

টুপি খুলে মাথা নিচু করে নেখলুডভ ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। নিচু ছোট অন্ধকার ঘর। পচা খাবারের টক গন্ধ ঘরের মধ্যে। দুটি তাঁতও রয়েছে এই ছোট্ট ঘরে। চুল্লীর কাছে এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ বলল,—মনিব এসেছেন আমাদের দেখতে।

মহিলা সম্ভ্রমে বলল,—উনি তো আমাদের পরম অতিথি।

—তোমরা কেমন থাকো দেখতে এলাম।

—আমরা কেমন আছি দেখতেই তো পাচ্ছেন। চালটা যে কোনদিন ভেঙে পড়তে পারে। আমরা বুড়ো বলে আমরা নাকি যথেষ্ট ভাল আছি সুতরাং আমরা রাজার মত আছি। এখন দুপুরের খাওয়ার বন্দোবস্ত করছি।

—কি খাও তোমরা দুপুরে?

কি খাই? ভালই খাই। প্রথমে রুটি ও ভাস পরে ভাস ও রুটি।—বুড়ি হাসতে হাসতে বলল। দাঁতগুলো সব তার খয়ে গেছে।

—না, ঠাট্টা নয়। সত্যি বলছি, তোমরা কি খাবে আমি দেখতে চাই।

আপনার দেখছি খুব কৌতূহল। এক মহিলা কিছু মাছ দিয়েছিল, সেই মাছের ঝোল আর আলু সিদ্ধ, এই আজ আমাদের খাদ্যের আয়োজন।

—শুধু এই? আর কিছু নয়?

—আর কি চাই বলুন? আজ অবশ্য কিছুটা দুধও আছে।

এদিকে দরজার বাইরে ছোট ছেলে-মেয়ে ও বাচ্চা-কোলে মহিলাদের ভীড় জমে গেছে। তারা এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখতে এসেছে যিনি চাষীদের আহার্য দেখতে চান। বৃদ্ধ চীৎকার করে বলল,—এই, তোমরা এখানে ভীড় করেছ কেন? পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো। তারপর নেখলুডভের দিকে ফিরে বলল,—আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্যের জীবন এ তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না হুজুর।

—আচ্ছা চলি। লজ্জা ও অস্বস্তিকর মানসিকতা নিয়ে নেখলুডভ বেরিয়ে এলেন।

বৃদ্ধ বলল,—আমাদের দেখতে আসার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

কৌতূহলী জনতা নেখলুড্‌ভকে পথ দেবার জন্যে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল। নগ্নপদ দুটি ছেলে নেখলুডভের পিছনে পিছনে চলল। এদের মধ্যে বড়টির জামা কোন এক সময়ে সাদা ছিল। ছেঁড়া জামাটির রঙ এখন বেগনী হয়ে গিয়েছে। নেখলুডভ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?—বড় ছেলেটি জিজ্ঞেস করল।

—মাত্রিয়োনা খারিনার কাছে। তোমরা চেন তাকে?

—কোন্ মাত্রিয়োনার কথা বলছেন। সে কি বুড়ি?

—হ্যাঁ, বৃদ্ধা।

—ও তো গ্রামের শেষ দিকে থাকে। চলুন আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি।

নেখলুডভ বয়স্কদের চেয়ে ছেলে দুটির সঙ্গ পেয়ে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন। চলতে চলতে ওদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। জানতে চাইলেন গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে গরীব কে?

—সবচেয়ে গরীব? মিখাইল, মাকারভ ও মারথা। মারথাই সবচেয়ে গরীব।—বড় ছেলেটি বলল।

—আনিসিয়া তো আরো গরীব। ওর তো একটা গরুও নেই, ভিক্ষে করে খায়।—ছোট ছেলেটি বলল।

—ওরা তো মাত্র তিনজন। আর মারথার পরিবারে পাঁচজন লোক।—বড় ছেলেটি প্রতিবাদ করে উঠল।

—আনিসিয়া তো বিধবা।—ছোট ছেলেটি আনিসিয়ার পক্ষ নিয়ে বলল।

—মারথা ও তো প্রায় বিধবা। ওর স্বামী থেকেও নেই।

—মারথার স্বামী তাহলে কোথায় আছে?—নেখলুডভ প্রশ্ন করলেন।

—সে তো আজ ছমাস ধরে জেলে পচছে। জমিদারের গাছ কেটে নিয়েছিল বলে ওর জেল হয়েছে। ওদের তিনটি ছেলে ও অসুস্থ দিদিমা আছে। ওরা এখন ভিক্ষে করে যায়।

—কোথায় থাকে ওরা?

—এই তো। নেখলুডভ যেখানে কথা বলতে বলতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন তার সামনেই একটি কুঁড়েঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল বড় ছেলেটি। ততক্ষণ সেই কুঁড়েঘর থেকে রুগ্ন রিকেটি একটি ছেলে বেরিয়ে এসেছে। সে টলছিল, সোজা দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই। ঘর থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এসে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে এমনভাবে পালাল যেন সে ভয় পেয়েছে নেখলুডভ তার ছেলেটিকে পাছে মারেন।

এই মহিলাটি সেই লোকটির স্ত্রী, নেখলুডভের গাছ কেটে নেওয়ার ফলে যার জেল হয়েছে।

—মাত্রিয়োনাও কি গরীব?—নেখলুডভ ছেলে দুটির কাছে জানতে চাইলেন।

—সে কেন গরীব হবে? ও তো মদ বেচে।—ছোট ছেলেটি ঝটপট উত্তর দিল।

মাত্রিয়োনার কুঁড়েঘরের সামনে এসে নেখলুডভ ছেলে দুটিকে বাইরে রেখে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। আনুমানিক চোদ্দ ফিট লম্বা ঘরখানি। ঘরের এক কোণে যে বিছানাটি দেখা যাচ্ছে তা একজন লম্বা লোকের শোওয়ার উপযুক্ত নয়। নেখলুডভ ভাবলেন,—এই বিছানাতেই তাহলে কাতুশা সন্তানটি প্রসব করেছিল।

ঘরের ভিতরে অধিকাংশ স্থান জুড়েছিল একটি তাঁত। বৃদ্ধা তখন জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রীকে নিয়ে টানা সাজাচ্ছিল। বৃদ্ধা নেখলুডভকে দেখে ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল,—কাকে চাই?

গোপনে মদ বিক্রী করে বলে অপরিচিত লোক দেখলেই সে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। নেখলুডভ বললেন, আমি পাশের জমিদারীর মালিক। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

বৃদ্ধার মুখের চেহারা হঠাৎই পাল্টে গেল। যতদূর সম্ভব চেষ্টাকৃত কোমল কণ্ঠস্বরে সে বলল,—হায়রে, আমি কী নির্বোধ! আপনি এসেছেন, কী সৌভাগ্য আমার! আমি ভেবেছিলাম কোন উটকো লোক বুঝি। মাফ করবেন হুজুর।

—আমি তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।

বৃদ্ধা উঠে গিয়ে বাইরে অপেক্ষমান কৌতূহলী ছেলে মেয়ে বুড়োদের মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিল। নাতনীটিও অন্যত্র চলে গেল। একটি টুল নিজের অ্যাপ্রন দিয়ে মুছে সে নেখলুডভকে বসার জন্যে অনুরোধ জানাল। নেখলুডভ বসলেন আর বৃদ্ধা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

বৃদ্ধা কণ্ঠস্বরকে সুরেলা করে বলল,—হায়, আপনি কেমন বুড়িয়ে গেছেন! ডেইজী ফুলের মত তাজা ছিলেন আপনি। মনে হয় চিন্তাভাবনাতেই এমনটি হয়েছে।

নেখলুডভ বৃদ্ধার কথায় কান না দিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলেন,—কাতুশাকে তোমার মনে আছে?

—মনে থাকবে না কেন? সে তো আমার বোনঝি? ওর সম্পর্কে আমি কি না জানি? ভগবানের কাছে পাপ করেনি কে? জারের বিরুদ্ধেও অন্যায় করেনি কে? যৌবনের ধর্ম কি তা আমরা জানি। আপনি চা আর কফি খেতেন তাই শয়তান আপনাকে ধরল। কখনো কখনো ও বড়ই শক্তিমান হয়ে ওঠে, কি আর করা যাবে বলুন? ওকে আপনার দূর করে দেওয়া উচিত ছিল তার বদলে আপনি ওকে একশ রুবল দিলেন। আর ও কি করল? নিতান্ত অবুঝের মত কাজ করল। আমার কথা যদি শুনত তাহলে ভালভাবেই থাকতে পারত। আমার বোনঝি হলে কি হবে হক্ কথা আমি বলবই। মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র মোটেই ভাল নয়। কী ভাল থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম ওকে, কিন্তু ও মনিবকে অপমান করে বসল। ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঝগড়া করা কি আমাদের পক্ষে মানায়?

বুড়ির এই বক্‌বকানি শুনতে নেখলুডভের ভাল লাগছিল না। তিনি বললেন, —আমি সন্তানটি সম্পর্কে জানতে চাই। প্রসূতি অবস্থায় সে তোমার বাড়িতে ছিল। ছিল কি না? সন্তানটি এখন কোথায়?

—ছেলেটি সুস্থই ছিল, কিন্তু কাতেরিনার অবস্থা এতই খারাপ হয়েছিল যে আমি তো ভাবিইনি যে ও আবার কোনদিন উঠে দাঁড়াবে। ছেলেটিকে দীক্ষা দিয়ে আমি অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দিই। অনেকে ভাবে মা যখন মরছে তখন ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি? কিন্তু আমি তা মনে করি না। টাকা অনেক ছিল তাই ওকে আমি অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দিই।

—অনাথ আশ্রম থেকে রেজিস্ট্রেশান নম্বর পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ, নম্বর একটা ছিল কিন্তু ছেলেটি মারা যায়। সে যখন ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায় তখনই মারা যায়।

—সে কে?

—স্কোরোডনোতে থাকত সেই মহিলাটি। এইটিই ছিল তাঁর ব্যবসা। লোকেরা তার কাছে সদ্যজাত শিশু নিয়ে আসত। সে তাদের খাওয়াত তারপর তিন চারটি জমলে ঠেলা-গাড়িতে করে সে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যেত। কাতেরিনার শিশুটিকেও সে এইভাবে দিন পনের নিজের কাছে রেখেছিল। মনে হয় ওর বাড়িতেই শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

—শিশুটি কি সুন্দর দেখতে হয়েছিল ?

ওর চেয়ে সুন্দর শিশু খুঁজলেও আপনি পেতেন না। ঠিক আপনার মত দেখতে হয়েছিল।—মন্তব্যটি করেই বুড়ি চোখ টিপল।

—শিশুটি অসুস্থ হয়েছিল কেন ? খাবার খারাপ ছিল ?

—খাবার আবার কি ? নামেই খাবার। জীবিত অবস্থায় সে মস্কো নিয়ে গিয়েছিল, তারপর একটি সার্টিফিকেটও যোগাড় করেছিল। খুবই সেয়ানা মহিলা।

নিজের সন্তান সম্পর্কে নেখলুডভ এইটুকু তথ্যই সংগ্রহ করতে পারলেন।

মাথায় ঠোকা খেয়ে নেখলুডভ কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পথে ছোট ছেলে দুটি তাঁর জন্যে তখনো অপেক্ষা করছিল। বাচ্চা কোলে নিয়ে আরো কয়েকজন মহিলা এসে জড় হয়েছিল। একজনের কোলে রক্তহীন রিকেটি একটি শিশু। নেখলুডভ ছেলে দুটির কাছে জানতে চাইলেন কে এই মহিলা।

—এই তো সেই আনিসিয়া, যার কথা আপনাকে বলেছিলাম।

নেখলুডভ মহিলাটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন,—কিভাবে তোমার চলছে ?

—ভিক্ষে করে। বলেই মহিলাটি অঝোরে কাঁদতে লাগল।

নেখলুডভ মহিলাটিকে দশটি রুবল দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন এসে তাঁকে ঘিরে ধরে বলল,—আমরা বড় গরীব। সবাই যে গরীব তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নেখলুডভের মানিব্যাগে যাট রুবল ছিল সবটাই উনি এদের দান করে দিলেন।

চারদিকে অভাব ও দারিদ্র্যের গাঢ় ছায়া দেখে নেখলুডভ মনের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। বিষণ্ণ মনে তিনি তহশীলদারের কোয়ার্টারে ফিরে এলেন। কিন্তু তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন না। বাগানে আপেল ফুলের পাপড়ি-ঝরা ও জঞ্জালাকীর্ণ পথে পায়চারি করতে করতে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

পরিবেশ শান্তই ছিল। হঠাৎই তহশীলদারের ঘরের সামনে দুজন মহিলার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে নেখলুডভ চমকে উঠলেন। তারপর সদাহাস্যময় তহশীলদারের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পেলেন। এগিয়ে গেলেন তিনি। নেখলুডভকে দেখে তিনজনেই চুপ করে গেল।

তহশীলদারের কাছ থেকে নেখলুডভ বচসার কারণ জেনে নিলেন। তহশীলদারের বক্তব্য অনুযায়ী চাষীরা মাঠে প্রায়ই গরু বাছুর ছেড়ে দেয়, তারা এসে বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করে। তাই সে এই মহিলা দুজনের গরু দুটি আটকে রেখেছে। হয় ওরা তিরিশ কোপেক করে দণ্ড দেবে, নয়তো দুদিন বিনা পয়সায় বাগানে কাজ করে গরু ফেরত নিয়ে যাবে।

নেখলুডভ গরু দুটিকে ছেড়ে দেবার আদেশ দিয়ে আবার বাগানের পথে পায়চারি করতে লাগলেন। মানুষের দুরবস্থার ভয়াবহ রূপটি তাঁর চোখে ফুটে উঠল।

অর্ধাহারে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় এদের অকাল মৃত্যু ঘটছে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি কেন দেশের মানুষ এই নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাচ্ছে না? তিনি নিজেও এই বাস্তব সত্যটিকে এতদিন দেখেও দেখেননি, বুঝতেও চাননি।

আসলে এই মানুষগুলি তাদের অনাহার, অভাব ও অকালমৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। এই নিয়ে তাদের কোন অভাব-অনুযোগ নেই। এরা অনুযোগ করে না বলেই আমরা ধরে নিয়েছি যা চলছে সবই স্বাভাবিক। অথচ এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে এই মানুষগুলিকে বাঁচাতে পারে একমাত্র জমি। জমিদারের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়েই এদের বাঁচানো সম্ভব।

এতদিনে তিনি বুঝতে পারলেন কেন চাষীদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও কুজমিনস্কোয়িতে তিনি লজ্জা বোধ করছিলেন। হেনরী জর্জের মূল নীতি ভুলে যাওয়ার জন্যে অবশ্য এখন তিনি লজ্জা বোধ করলেন। (হেনরী জর্জ বলেছিলেন, জমি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। জল আলো বাতাস যেমন কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সকলেরই এতে সমান অধিকার, জমির ওপরেও তেমনি সকলেরই অধিকার থাকা উচিত।)

নেখলুডভ তাই আগের পরিকল্পনা বাতিল করে দিলেন। জমি তিনি চাষীদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। চাষীরা সামান্য খাজনা দেবে সেই খাজনা তিনি গ্রহণ করবেন না। এই টাকায় চাষীদের মধ্যে একটি সামাজিক অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে। এই অর্থভাণ্ডার থেকেই সরকারী ট্যাক্স দেওয়া হবে এবং চাষীদের কল্যাণের জন্যে ব্যয় করা হবে। যদিও সামগ্রিক সমস্যার সমাধান এতে হবে না, তবু সমাধানের এটি হবে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

খাওয়া-দাওয়ার পর তহশীলদারকে ডেকে নেখলুডভ তাঁর পরিকল্পনার কথা বললেন। তহশীলদার হাসিমুখে বলল, তাহলে ওই অর্থাভাণ্ডারের একটি অংশ আপনি পাবেন।

—না বন্ধু না আমার আর কিছুই থাকবে না।

তহশীলদারের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল, তবু সে মুখে চেষ্টাকৃত হাসি ফুটিয়ে তুলল মনিবকে খুশি করার জন্যে। মনে মনে সে ভেবেই চলেছিল এই পরিকল্পনায় কোন দিক থেকে তার লাভ হতে পারে। কিন্তু কূল-কিনারা না পেয়ে সে করুণ মুখ করে বসে রইল।

নেখলুডভ বুঝলেন তাঁর পরিকল্পনা বোঝার ক্ষমতা তহশীলদারের নেই। তহশীলদারকে ছুটি দিয়ে একটি কাগজে তিনি তাঁর পরিকল্পনাটি লিখতে লাগলেন। স্থির করলেন চাষীদের সঙ্গে তিনি গ্রামেই মিলিত হবেন।

লাইম গাছগুলির পিছনে সূর্য তখন নেমে এসেছে। চাষীরা গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরে আসছে। লেখা শেষ করতেই গরুর হাম্বারব ও চাষীদের দরজা খোলার

খুটখাট শব্দ তাঁর কানে এল। এই সময় তহশীলদার এসে খবর দিল চাষীরা জমিদারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে গ্রামের এক জায়গায় জড় হয়েছে। এক কাপ চা খেয়ে নেখলুডভ গ্রামের দিকে রওনা হলেন।

নেখলুডভ যখন গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ চাষীর ঘরের সামনে পৌঁছলেন তখন সেখানে চাষীরা জমায়েত হয়ে গল্পগুজব করছিল। নেখলুডভকে দেখেই সবাই চুপ করে গেল। নেখলুডভ দেখলেন কুজমিনস্কোয়ির তুলনায় এরা আরো গরীব। নেখলুডভ তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদ করে সব বললেন, কিন্তু চাষীদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তাদের মতামত জানতে চাইলে তারা যা বলল তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল এরা জমিদারকে বিশ্বাস করে না। তারা ধরেই নিল জমিদারের শোষণের এ এক নতুন চাল, সুতরাং তারা আর নতুন করে ফাঁদে পা দিতে চায় না। বিশেষ করে নেখলুডভ যখন বললেন যে একটি চুক্তিতে সই দিতে হবে, তখন তাদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল। এই সইয়ের ব্যাপারটা তাদের কাছে বিশেষ ভীতিজনক মনে হল।

নেখলুডভ অবশেষে বললেন, তাহলে আমাকে কি ধরে নিতে হবে যে তোমরা জমি চাও না?

—হ্যাঁ ঠিক তা-ই। একজন বৃদ্ধ চাষী বলল।

—তার মানে তোমরা বলতে চাও তোমাদের যথেষ্ট জমি আছে?

—মোটেই না। আমাদের একটুকরো জমিও নেই। সোজা কথায় আপনার প্রস্তাব আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগছে। যেমন চলে আসছে আমরা সেইভাবেই থাকতে চাই।

নেখলুডভ তখন বললেন, বেশ,—আমি এখানে আগামীকাল পর্যন্ত আছি, যদি তোমাদের মতের পরিবর্তন হয় আমাকে জানিও।

চাষীরা কোন উত্তর দিল না। অতএব নেখলুডভের উদ্দেশ্য সফল হল না। তহশীলদারকে বেশ খুশি মনে হল। সে বলল, এরা ভীষণ একগুঁয়ে, এদের উপকার করা আপনার সাধ্যের বাইরে। নেখলুডভ বললেন, একগুঁয়ে নয়, বুঝদার এমন লোক কি এদের মধ্যে একেবারেই নেই? যদি থাকে তুমি তেমন কয়েকজনকে আগামীকাল আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।

তহশীলদার বলল, ঠিক আছে কয়েকজনকে খবর দিয়ে দেব।

নেখলুডভ অফিস-ঘরে ফিরে এলেন। অফিস-ঘরেই তাঁর শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সে-রাতে নেখলুডভ কিছু খেলেন না।

চাষীদের প্রত্যাখ্যানে নেখলুডভ কিন্তু এতটুকু ব্যথিত হননি। কুজমিনস্কোয়িতে চাষীরা পুরোপুরি খুশি না হলেও তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আর এখানে তিনি সন্দেহ এমনকি শত্রুতার সম্মুখীন হলেন, তবুও কিন্তু তিনি তৃপ্তি ও আনন্দ পেলেন।

অফিস-ঘরটি তেমন পরিচ্ছন্ন নয়, তার ওপর চাপা। নেখলুডভ শুয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি উঠোনে বেরিয়ে এলেন। তাঁর একবার বাগানের দিকে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ-ই তাঁর সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল। সেই পরিচারিকাদের ঘরের জানলা। সেই বারান্দা। জায়গাটা পাপস্মৃতিতে কলুষিত। কচিপাতার উগ্রগন্ধভরা তপ্ত বাতাসে তিনি নিঃশ্বাস নিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাগানের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

মিলের শব্দ, নাইটিঙ্গেল ও অন্যান্য অনেক অচেনা পাখির গান ভেসে আসছিল। তিনি কান পেতে শুনতে লাগলেন বিচিত্র সেই সব ধ্বনি। তহশীলদারের ঘরের আলো নিভে গেছে, কিন্তু গোলাঘরের পেছনে চাঁদের আলো ফুটে উঠল। ঘন ঘন বিদ্যুতের আলোয় ভগ্নপ্রায় গৃহ, পুষ্পিত বাগানখানি চোখের সামনে ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠতে লাগল। দূরে বাজ পড়ার শব্দ শোনা গেল এবং দেখতে দেখতে ঘন কালো মেঘে আকাশের এক তৃতীয়াংশ ঢেকে গেল। নাইটিঙ্গেল ও অন্য পাখিগুলি তখন নীরব। নেখলুডভের কাছে এই রাতটি শুধুই সুখের নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি। অত্যন্ত সুন্দর, মধুর একটি রাত। তাঁর কল্পনাশক্তি নতুন করে জেগে উঠল। মনে পড়ে গেল নিষ্পাপ কৈশোর জীবনের কথা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যখন তিনি বলতেন—আমাকে সত্যের পথ দেখাও। বন্ধু নিকোলেঙ্কার সঙ্গে একসঙ্গে সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, পরের সুখের জন্যেই তাঁরা আজীবন চেষ্টা করে যাবেন।

আবার সারা আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। পাখিদের ডাক আর শোনা যায় না, কিন্তু গাছের পাতার মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রথমে এক ফোঁটা…তারপর আর এক ফোঁটা…তিন গুনতে গুনতেই গাছের পাতায় ও টিনের চালে চট্‌পট্‌ শব্দে বৃষ্টি নেমে এল। হঠাৎই চারধার বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং একটু পরেই প্রচণ্ড শব্দে মেঘ ডেকে উঠল এবং সে ধ্বনি আকাশময় ছড়িয়ে গেল। নেখলুডভ উঠে ঘরে গেলেন।

নেখলুডভ ভাবছিলেন,—আমরা সারাজীবন যে কাজ করি তার মর্ম আমরা কোন দিনই উদ্‌ঘাটন করতে পারব না, বোধ হয় তা আমাদের বোধগম্যও নয়। আমার মাসীরা কেন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন? আমার প্রিয় বন্ধুটিই বা কেন মারা গেল? আমিই বা কেন বেঁচে রইলাম? কাতুশা কেন এখানে ছিল? আমারই বা মস্তিষ্ক-বিকৃতি কেন ঘটেছিল? না, এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা বৃথা। বিধাতার মনে কি আছে তা বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা যা আমার বিবেকের মধ্যে আছে—তা পালন করার শক্তি আমার আছে। যদি আমি তা পালন করি তবে চিত্তে স্থৈর্য ও শান্তি ফিরে আসবেই।

বৃষ্টি মুষলধারায় নেমে পড়ল। নেখলুডভ জামা কাপড় পাল্টে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে অপরিচ্ছন্ন কাগজগুলি— তাঁর আশঙ্কা হল, এখনই ছারপোকার ঝাঁক তাঁকে আক্রমণ করবে। এদিকে চিন্তা-ভাবনার ধারা অব্যাহতই ছিল। আবার ভাবলেন, হ্যাঁ, নিজেকে প্রভু না ভেবে দাস ভাবাই ঠিক। এই চিন্তায় অভূতপূর্ব আনন্দে তাঁর মন ভরে গেল।

নেখলুডভের আশঙ্কা বাস্তব হয়ে দেখা দিল। ঝাঁকে ঝাঁকে ছারপোকা এসে তাঁকে কামড়াতে শুরু করল। মনে মনে বললেন তিনি, সব সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে আমি তো সাইবেরিয়া চলে যাব। মশা, ছারপোকা যাই আসুক সব আক্রমণ আমি সহ্য করব। কিন্তু সদিচ্ছা তিনি রক্ষা করতে পারলেন না, বিছানা ছেড়ে তাঁকে উঠে আসতেই হল। উঠে খোলা জানলার ধারে গিয়ে তিনি বসলেন। বর্ষণক্লান্ত মেঘদল তখন দূরে আকাশপথে সরে যাচ্ছে, চাঁদ আবার আত্মপ্রকাশ করেছে। নেখলুডভ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পরের দিন দুপুরে তহশীলদারের আমন্ত্রিত কয়েকজন চাষী নেখলুডভের সঙ্গে দেখা করতে এল। প্রতিনিধিস্থানীয় চাষীরা আজ জমিদারের বক্তব্য শোনার এবং বুঝে নেওয়ার মানসিকতা নিয়েই এসেছে। নেখলুডভ লক্ষ্য করলেন এদের মধ্যে কয়েকজন বেশ বুঝদার। খোলা মনেই তারা প্রশ্ন করল, মতামত প্রকাশ করল। নেখলুডভ আলোচনার শেষে আবার তাঁর দানের প্রস্তাব ও উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বললেন। চাষীদের ভেবে দেখার জন্যে আরো একদিনের সময় দিলেন তিনি। চাষীরা আজ যখন বিদায় নিল তখন তাদের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল।

পরের দিন চাষীরা মাঠে কাজ করতে গেল না। নিজেদের মধ্যে তারা আলোচনায় বসে গেল। প্রথমে তাদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে যায়। এক পক্ষ মনে করল জমিদারের প্রস্তাব তাদের পক্ষে লাভজনক এবং ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা অমূলক। অপর পক্ষের সন্দেহ ও আশঙ্কা আগের মতই বহাল। অবশেষে জনৈকা বৃদ্ধার দ্বারা সবাই প্রভাবিত হল। ইনি সকলকে জানান যে জমিদার এখন আত্মার মুক্তির কথাই বেশি করে চিন্তা করছেন এবং তিনি ইতিমধ্যেই গরীবদের মধ্যে অনেক টাকা দান করেছেন। চাষীরা একমত হয়ে জমিদারের দান গ্রহণে সম্মত হলে পরদিন নেখলুডভ পানোভার সমস্ত জমি চাষীদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দিলেন। স্থির হল খাজনার টাকা চাষীদের সঙ্ঘের তহবিলে জমা হবে। চাষীদের প্রয়োজনের সময়ে সঙ্ঘ সেই তহবিল থেকে তাদের সাহায্য করবে।

পানোভায় শেষ দিনটি নেখলুডভের অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটল। মাসীদের কি কি জিনিস আছে তা তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন। মেহগনি কাঠের আলমারীর দেরাজে একগোছা চিঠি ও একখানি ফটো পাওয়া গেল। ফটোতে তিনি নিজে আছেন, তাঁর দুই মাসী রয়েছেন আর রয়েছে যৌবনের পরিপূর্ণ জীবনানন্দের প্রতীক কাতুশা। চিঠিগুলি ও ফটোখানি তিনি নিলেন। বাকী জিনিস সমেত মাসীদের বাড়িটি তিনি স্থানীয় মিল-মালিকের কাছে বিক্রী করে দিলেন।

ভূপর্যটকের নতুন দেশ আবিষ্কারের মত অভূতপূর্ব অন্তহীন এক আনন্দানুভূতি নিয়ে নেখলুডভ পানোভা ত্যাগ করলেন। নিজগৃহে ফিরে এলেন তিনি।

নেখলুডভ শহরে পৌছলেন সন্ধ্যার কিছু পরে। রাস্তার বাতিগুলো তখন জ্বালা হয়েছে। স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ি পৌছলেন তিনি। সারা বাড়িতে

তখন নেপথলিনের গন্ধ। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে পেত্রোভনা ও কর্নি ক্লান্ত ও বিরক্ত। মনিব আসায় তাদের কাজেও বাধা পড়ল। নেখলুডভ নিজের ঘরে গিয়ে দেখলেন ঘরখানি অপরিচ্ছন্ন, ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেসে বোঝাই। পরের দিন সকালেই সাধারণ দু কামরার একটি বাসা ভাড়া করে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। গ্রামে চাষীদের দারিদ্র্যের যে করাল মূর্তি দেখে এসেছেন তা এখনো তাঁর চোখে স্পষ্ট ভাসছে। এই অবস্থায় বিলাসিতার প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি আর থাকতে চান না। যতদিন বোন না আসে ততদিন বাড়ি ও জিনিসপত্রের ভার রইল পেত্রোভনার ওপর।

সকালের আবশ্যিক কাজগুলি সেরেই তিনি এ্যাডভোকেটের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, এত ঠাণ্ডা যে রীতিমত কাঁপতে শুরু করেছেন তিনি। হাঁটলে শরীরটা গরম হবে এই ভেবে তিনি ঘোড়ার গাড়ি না নিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

নতুন আলোয় আজ শহরকে তিনি দেখলেন। একদিকে কঠোর দারিদ্র্য ও অভাব, অন্যদিকে স্ফীতোদর দাম্ভিক ব্যবসায়ী, জমিদার, পরশ্রমভোগীদের আকাশ-ছোঁয়া প্রাচুর্য। প্রচণ্ড শীতে অনুপযুক্ত পরিচ্ছদে, অর্ধাহারে অনশনে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করছে। আরাম ও সুখের সঙ্গে এদের কোন দিনই পরিচয় হল না। সুখের আশার যারা গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছে তাদের অবস্থা আরও করুণ। শহরের এই চেহারা আজই প্রথম দেখলেন তিনি।

এ্যাডভোকেটের ঘরে যথারীতি মক্কেলদের ভীড়, তবু আজও নেখলুডভ বিশেষ খাতির পেলেন। তাঁর সময় আসার আগেই তিনি ডাক পেলেন। এ্যাডভোকেট ফানারিন যেন প্রস্তুতই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মেনশভদের মামলার অসঙ্গতির উল্লেখ করে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। মালিক ইন্সিওরেন্সের টাকা পাবার জন্যে নিজেই তার ঘরে আগুন লাগিয়েছিল এমনটি হবার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে মেনশভদের অপরাধ আদৌ প্রমাণিত হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেটের অনবধানতা ও পাব্লিক প্রসিকিউটরের অতিরিক্ত উৎসাহেই এমনটি হওয়া সম্ভব হয়েছে। মামলাটি যদি প্রাদেশিক আদালতে না হয়ে এখানে হত, তাহলে আমি নিশ্চিত যে ওরা মুক্তি পাবেই এবং সেক্ষেত্রে আমি আমার ফী নেব না। এর পর আসা যাক ফেডোসিয়ার প্রসঙ্গে। সম্রাটের কাছে আপীলের বয়ান লেখা হয়ে গেছে। আমার অনুরোধ, পিটার্সবুর্গে গিয়ে আপনি নিজের হাতে আবেদনপত্রটি জমা দিন এবং আপনার প্রভাবও খাটাবেন নইলে ওরা অযথা অনেক প্রশ্ন তুলবে। আশাকরি আপনার আর কোন কাজ নেই?

—না, আর একটি কাজ আছে। একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পেয়েছি। পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে নেখলুডভ বললেন,—যদি ওরা যা লিখেছে তা সত্য হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে এটি একটি মজার কেস।

—আপনি দেখছি জেলখানার কয়েদীদের সব অভিযোগ নির্গমনের নল হয়ে উঠেছেন। একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, এত আপনি সামলে উঠতে পারবেন না। —ফানারিন সহাস্যে অনুকম্পার স্বরে বললেন।

—না, তা নয়। এটি সত্যিই একটি অদ্ভুত কেস। শুনুন তাহলে। একটি গ্রামে কয়েকজন কৃষক একত্রিত হয়ে বাইবেল পড়ছিল। কর্তৃপক্ষের লোক এসে এদের হটিয়ে দেয়। পরের দিন রবিবার আবার তারা জড় হয়ে বাইবেল পড়তে থাকে। তখন পুলিশ এসে এদের গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করে। পাব্লিক প্রসিকিউটর কঠিন দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করার অনুকূলে বক্তৃতা দেন, এবং সাক্ষ্যবস্তু হিসেবে খানকয়েক বাইবেল দাখিল করেন। ম্যাজিস্ট্রেট কৃষকদের নির্বাসন দণ্ড দেন। এটি সত্যিই ভয়াবহ। এও কি সম্ভব?

—এর মধ্যে অবাক হওয়ার মত আপনি কি পেলেন?

—কেন? সব কিছুই অবাক হওয়ার মত। পুলিশ অফিসারদের কথা বুঝতে পারি, তারা তো আদেশ পালন করেছে মাত্র। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট, পাব্লিক প্রসিকিউটর—শিক্ষিত লোক হয়ে···

—আপনার ভুলটা তো ওখানেই। আমাদের ধারণা এই যে পাব্লিক প্রসিকিউটর ও জজেরা বুঝি উদারপন্থী মানুষ। মোটেই তা নয়। তাঁরাও নেহাৎই চাকুরিজীবী, মাইনে ও উন্নতির দিকেই তাঁদের লক্ষ্য। হ্যাঁ একটা সময় ছিল যখন এঁরা সত্যিই স্বতন্ত্র ছিলেন, কিন্তু এখন দিন পাল্টেছে। এখন এঁদের কাজ হচ্ছে অভিযোগ তৈরি করা, রায় দেওয়া এবং যাকে খুশি তাকে দণ্ড দেওয়া।

•—কিন্তু নিশ্চয়ই এমন কোন আইনের অস্তিত্ব নেই যে বাইবেল পড়লে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড দেওয়া যায়!

—দেওয়া যায় যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে বাইবেলের ব্যাখ্যা করে চার্চের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে।

—অসম্ভব!

—মোটেই নয়। আপনি ও আমি যে এখনো জেলের বাইরে আছি এটা ওঁদেরই দয়ায়। আমাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া ও সাইবেরিয়ায় পাঠানো ওঁদের কাছে খুব সহজ কাজ।

—তাহলে আপনি বলতে চাইছেন সব কিছুই প্রসিকিউটারের ওপর নির্ভর করছে, অর্থাৎ আইন প্রয়োগ করা বা না করা সবই নির্ভর করছে ওঁদের মর্জির ওপর?

এ্যাডভোকেট হো হো করে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন,—আপনি অদ্ভুত সব প্রশ্ন করেন। আপনি যা প্রশ্ন করছেন তার নাম ফিলসফি। আগামী শনিবার আমার বাড়িতে একটি আলোচনাচক্র বসবে তাতে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীরা যোগ দেবেন। সেখানে এইসব বিমূর্ত ভাবমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। আপনিও আসুন না।

—ধন্যবাদ। আমি চেষ্টা করব।—নেখলুডভ বললেন। অন্তরে তিনি কিন্তু উপলব্ধি করলেন যে তিনি মিথ্যে কথা বলেছেন। চেষ্টা যদি উনি কিছুর জন্যে করেন তো এইসব সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পীদের থেকে দূরে থাকারই চেষ্টা করবেন। যে ভাবে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে এ্যাডভোকেট হেসে উঠলেন এবং 'ফিলসফি' 'এ্যাবস্ট্র্যাকট'

এই শব্দগুলি যে ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন তাতে তিনি উপলব্ধি করলেন এ্যাডভোকেট ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এমনই মৌলিক যে সহমতে পৌছবার আশা সুদূরপরাহত।

জেলখানার দূরত্ব এখান থেকে অনেকটা, তাছাড়া দেরীও হয়ে গেছে, তাই তিনি একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে জেলখানায় পৌছলেন। বাইরের দরজায় ঘণ্টা বাজাতেই তাঁর বুক দুরু দুরু কেঁপে উঠল। মাসলোভাকে আজ কী রূপে দেখবেন এবং যে রহস্য ওকে ঘিরে রয়েছে তাই নিয়েই তাঁর অনুমান-শক্তি সংশয় ও শঙ্কায় দোদুল্যমান।

দারোয়ান কিছু প্রশ্ন করার পর জানাল মাসলোভা হাসপাতালে রয়েছে, তাই দারোয়ান তাঁকে শিশুদের ওয়ার্ডের দিকে যেতে অনুরোধ করল। ওয়ার্ডের কাছে পৌছতেই কার্বলিকের গন্ধ ছড়িয়ে এক তরুণ ডাক্তার তাড়াতাড়ি ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলেন। নেখলুডভকে দেখে ডাক্তার রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলেন,—কি চাই আপনার?

ডাক্তারের বাইরেটা রুক্ষ হলেও অন্তরে তিনি ভদ্র ও কোমল। কয়েদীদের সুযোগ-সুবিধার দিকেই তাঁর সস্নেহ প্রয়াস। সেই কারণেই জেল কর্তৃপক্ষ ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সৌহার্দের নয়। তিনি আশঙ্কা করলেন নেখলুডভ বুঝি কোন অন্যায় অনুরোধ করবেন। সেই কারণেই নেখলুডভের প্রতি তিনি রুক্ষ ব্যবহার করেছিলেন। নেখলুডভ থতমত খেয়ে বললেন,—একটি স্ত্রীলোককে…।

—এখানে কোন স্ত্রীলোক নেই, এটা শিশুদের ওয়ার্ড।

—তা আমি জানি। একজন বন্দিনীকে এখানে সহকারী নার্স হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

—হ্যাঁ, এরকম দুজন আছে। আপনি কাকে চান?

—এদেরই একজনের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ওর নাম মাসলোভা। আমি ওর মামলার আপীলের জন্যে পিটার্সবুর্গ যাচ্ছি। আর ওকে একখানা ফটো দিতে চাই।

পানোভাতে মাসীদের পুরনো জিনিসপত্রের মধ্যে যে ফটোখানি পেয়েছিলেন নেখলুডভ পকেট থেকে সেই ফটোখানি বের করলেন।

ডাক্তার এবারে নরম স্বরে বললেন,—ঠিক আছে, আপনি দিতে পারেন। এখানেই বসবেন, না দেখা করার ঘরে যাবেন?—বলেই তিনি কাছাকাছি যে বৃদ্ধা নার্সটি ছিল তাকে ডেকে বললেন মাসলোভাকে খবর দিতে।

ডাক্তারটি সহৃদয় বুঝতে পেরে নেখলুডভ জিজ্ঞেস করলেন,—মাসলোভার কাজে তাঁরা কি সন্তুষ্ট?

—হ্যাঁ, সে ঠিকই আছে। ওর পূর্বজীবনের কথা মনে রাখলে বলতেই হবে ও বেশ ভালই কাজ করছে। এই যে ও এসে গেছে।

নেখলুডভ দেখলেন বৃদ্ধা নার্সটির পিছনে মাসলোভা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। ও আজ পরেছে নীল ডোরাদার পোশাক, সাদা এ্যাপ্রন, মাথায় বেঁধেছে সাদা রুমাল। রুমালে চুল সব ঢাকা পড়েছে। নেখলুডভকে দেখেই মাসলোভার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল, খানিকটা ইতস্ততঃ ভাব।

তারপর ভ্রূকুটি করে নতনেত্রে দ্রুতপদে কার্পেটের ওপর দিয়ে বারান্দার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। নেখলুডভের কাছাকাছি এসে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছে তার ছিল না, কিন্তু কি ভেবে হাত সে বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় আরো লাল হয়ে উঠল।

যেদিন রূঢ় ব্যবহারের জন্যে মাসলোভা ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল সেদিনের পর আজই নেখলুডভ ওকে প্রথম দেখলেন। নেখলুডভ আশা করেছিলেন আজও মাসলোভাকে সেই রূপেই দেখবেন। কিন্তু আজ ওকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ মনে হল। আজ ওর মুখে এক নতুন ভাবের ছাপ পরিস্ফুট। কিছুটা সংযত, কিছুটা লজ্জানম্র এবং তাঁর প্রতি কিছুটা অপ্রসন্নও বলে মনে হল তাঁর।

ডাক্তারকে যে কথা বলেছিলেন সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন নেখলুডভ। ফটোখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন,—এটি নাও। পানোভাতে এই ফটোখানা আমি পেয়েছি, মনে হয় তোমার ভাল লাগবে।

কালো ভ্রূ দুটি তুলে মাসলোভা নেখলুডভের দিকে তাকাল। তার ট্যারা দুটি চোখে বিস্ময়। যেন বলতে চায়,—কী হবে এই ছবি দিয়ে? কিন্তু একটু পরেই কোন কথা না বলে সে ফটোখানি হাত বাড়িয়ে নেয় এবং এ্যাপ্রনের ফাঁকে গুঁজে রাখে।

—আমি তোমার মাসীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।—নেখলুডভ বললেন।

—করেছিলেন বুঝি? নির্লিপ্ত স্বরে মাসলোভা বলল।

—তুমি এখানে ভাল আছ তো?

—ও হ্যাঁ, ভালই আছি।

—কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

—না, অসুবিধা কিছু নেই, তবে এ কাজে আমি এখনো রপ্ত হয়ে উঠতে পারিনি।

—খুশি হলাম। যাই হোক, ওখানকার চেয়ে এই জায়গাটা তো ভাল।

—কোন্ জায়গার থেকে ভাল বলছেন?

—সেলে যেখানে তুমি ছিলে।

—কোন্ হিসেবে ভাল?

—আমার মনে হয় এখানকার লোকজন ভালো, অন্ততঃ ওখানকার কয়েকজনের চাইতে।

—ওখানেও অনেক ভাল লোক ছিল।

নেখলুডভ কথা ঘোরাবার জন্যে বললেন,—মেনশভদের জন্যে আমি চেষ্টা করছি, মনে হয় ওরা মুক্তি পেয়ে যাবে।

—ঈশ্বর যেন তা-ই করেন। বুড়ি বড় ভাল মানুষ।—মাসলোভার মুখে এবারে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

—আমি আজ পিটার্সবুর্গ চলে যাচ্ছি। তোমার মামলাটা শীগ্‌গিরই উঠবে, মনে হয় শাস্তি রদ হয়ে যাবে।

—রদ হোক বা না হোক, এখন আমার কাছে সবই সমান।

—'এখন' কেন বললে ?

—'বেশ'—বলেই সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নেখলুডভের দিকে তাকাল।

নেখলুডভ মাসলোভার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির মানে বুঝতে পারলেন। ও জানতে চায় নেখলুডভ এখনো তাঁর সংকল্পে দৃঢ় আছেন না ওর প্রত্যাখ্যান মেনে নিয়েছেন ?

—আমি জানি না, এখন তোমার কাছে সবই সমান কেন ? তবে আমার কথা যদি বল, তুমি মুক্তি পাও বা না পাও আমার কাছে দুই-ই সমান। আমি আগে যা বলেছি তার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।—দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন নেখলুডভ।

মাসলোভা মাথা তুলল। তার ট্যারা চোখের দৃষ্টি নেখলুডভের দিকে স্থির হয়ে রইল, কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে দৃষ্টি যেন দূরে অন্য কোথাও চলে গেল। কিন্তু যে কথা সে বলল চোখের ভাষা থেকে তা স্বতন্ত্র।

—ও কথা আপনি যত না বলেন ততই ভাল।

—বলছি এই কারণে যাতে তুমি আমাকে বুঝতে পার।

—এই বিষয়ে সব কথাই বলা হয়ে গিয়েছে, আর কিছু বলার আছে বলে আমার মনে হয় না।—মাসলোভার মুখে হাসি চাপার সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল।

হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে হঠাৎ গোলমালের শব্দ শোনা গেল। একটি শিশুর কান্নাও ভেসে এল।

—ওরা বোধ হয় আমাকে ডাকছে।—বলেই সে ঘুরে দাঁড়াল।

—বেশ, তাহলে বিদায়।

করমর্দনের জন্যে নেখলুডভের প্রসারিত হাতখানা না দেখার ভান করে মাসলোভা দ্রুত পায়ে ওয়ার্ডে ফিরে গেল। বিজয়িনীর উল্লাস সে গোপন করতে চাইল।

নেখলুডভ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকগুলি প্রশ্ন তার মনে একসঙ্গে ভীড় করে এল। কী চলছে ওর মধ্যে ? কী ভাবছে ও ? ওর মনের অবস্থা এখন কী ?—ও কি আমাকে পরীক্ষা করছে ? না আমাকে এখনো ক্ষমা করতে পারে নি ? আগের চেয়ে নমনীয় না কঠিন হয়েছে ? একটি প্রশ্নেরও উত্তর তিনি খুঁজে পেলেন না। তবে এইটুকু বুঝলেন মাসলোভার অন্তরে পরিবর্তনের ধারা বইছে। আর এই পরিবর্তনই ওঁর সঙ্গে এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটাবে। যাঁর কল্যাণ হস্তের স্পর্শে এই অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠেছে তাঁর কথা স্মরণ করে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন তিনি।

ওয়ার্ডে ফিরে গিয়ে মাসলোভা নার্সের আদেশ অনুযায়ী একটি শয্যা পরিচ্ছন্ন করার কাজে লেগে গেল। চাদর পাতার সময় নিচু হয়ে হাত বাড়াতেই পা পিছলে পড়তে পড়তে সে কোনমতে নিজেকে সামলে নিল। গলায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটি

অসুস্থ ছেলে ওর পা পিছলানো দেখে সশব্দে হেসে উঠল। মাসলোভাও নিজেকে আর চেপে রাখতে পারল না, সেও সশব্দে হেসে উঠল। হাসি জিনিসটা তো সংক্রামক, তাই ওয়ার্ডের সব কটি শিশুই একসঙ্গে হেসে উঠল। এদের কাণ্ডকারখানা দেখে নার্স মাসলোভার ওপর প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লেন।—কী ভেবেছ তুমি? এটা কি হৈ-হুল্লোড় করার জায়গা? যেখানে তোমার থাকার কথা ভাবছ বুঝি এখনো সেখানেই আছ? যাও এদের খাবার নিয়ে এস।

মাসলোভা গম্ভীর হয়ে গেল। বাসনপত্র নিয়ে খাবার আনতে চলল। মুখ ঘোরাতেই সেই গলায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছেলেটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। সে আবার ফিক করে হেসে ফেলল। ছেলেটির হাসা বারণ।

যখনই সুযোগ পেল খামের ভেতর থেকে ফটোখানা চুরি করে সে বার কয়েক দেখতে লাগল। বেশ খুশি খুশি মনেই সে ফটোখানা দেখল। কিন্তু সন্ধ্যার পরে নিজের ঘরে গিয়েই (এই ঘরের অপর বাসিন্দা একজন বৃদ্ধা নার্স) সে ফটোখানা ভাল করে দেখার সুযোগ পেল। ফটোর মুখগুলির খুঁটিনাটি, পোশাক, বারান্দা, ছবির পটভূমিতে রয়েছে যে ঝোপ সব কিছু সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। হলুদ হয়ে যাওয়া ছবিখানা তার বেশ ভালই লাগল। বিশেষ করে তার নিজের কাচা সুন্দর মুখ, কোঁকড়ান চুল, কপাল সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। ছবির মধ্যে সে এমনই ডুবে গিয়েছিল যে এই ঘরের নার্সটি কখন যে ঘরে ঢুকেছে সে টেরই পায়নি।

সহৃদয় নার্সটি এগিয়ে এসে ফটোর ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, এটি কে? তুমি?

হাসি হাসি মুখে মাসলোভা বলল, তাছাড়া আর কে?

—আর এই বোধ হয় উনি? পাশে কি ওঁর মা?

—না ওঁর মাসী। আপনি কি আমাকে চিনতে পারেন নি?

—না, চিনতে পারিনি। তোমার চেহারা অনেক পাল্টে গেছে। তা ছবিটাও বোধহয় বছর দশেকের পুরনো।

—বছর নয়, যুগান্ত বলতে পারেন। বলতে বলতেই মাসলোভার মুখ থেকে হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল। মুখখানা বিষণ্ণ থমথমে হয়ে উঠল, কপালের ওপর বেদনার একটি গভীর রেখা দাগ কেটে বসল।

—কেন, তোমার জীবনধারা তো বেশ সহজই ছিল।

—সহজ? তাই নাকি? নরকের চেয়েও খারাপ।

—কেন? কেন?

—কেন নরক জানতে চাইছেন? রাত আটটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত নরক-যন্ত্রণা। প্রতিটি রাতের অভিজ্ঞতাই এক।

—তাহলে এ পেশা মেয়েরা ছেড়ে দেয় না কেন?

—চাইলেও কেউ পারে না। কিন্তু কী লাভ এইসব নিয়ে আলোচনায়?—বলেই সে খাট থেকে লাফ দিয়ে মেঝেতে নেমে এল। দেরাজের মধ্যে ফটোখানা

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। ক্রোধের অশ্রুজল অনেক কষ্টে সামলে সে ঘর থেকে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

গ্রুপ ফটোখানা দেখতে দেখতে সে সুখস্মৃতির মধ্যে এমনই ডুবে গিয়েছিল যে তার অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতেরও সুন্দর এক স্বপ্ন তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। কিন্তু সঙ্গিনীর কথায় তার সম্বিৎ ফিরে আসে। সে-ই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে কী ছিল এবং কী হয়েছে। অতীত জীবনের সহস্র বীভৎস স্মৃতি তাকে ঘিরে ধরে। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয় তার এই দুর্দশার জন্যে দায়ী ওই ভদ্রলোক।

হঠাৎই নেখলুডভের প্রতি যে তীব্র বিদ্বেষ তার মনের গভীরে চাপা পড়েছিল তা আবার জেগে উঠল। এই ভদ্রলোককে কটূক্তি করার জন্যে একটা তীব্র বাসনা তার মধ্যে জেগে উঠল। আপসোস হতে লাগল তার সুযোগটা আজ সে হাতছাড়া করেছে বলে। এই মুহূর্তে যদি নেখলুডভ কাছে থাকতেন তবে সে নিশ্চয়ই তাঁকে জানিয়ে দিত—আপনাকে আমি ভালভাবেই চিনেছি। আমাকে অবলম্বন করে আত্মিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করার সুযোগ আপনি আর পাবেন না যেভাবে একদিন ঐহিক ভোগসুখ তৃপ্ত করেছিলেন। কিন্তু মনের ঝাল মেটাতে না পেরে এবং মানসিক যন্ত্রণাকে চাপা দেবার জন্যে আজ তার মদ্যপানের বাসনা তীব্রভাবে জেগে উঠল। মদ আর খাবে না বলে সে একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু আজ যদি সে জেলে থাকত তাহলে নিশ্চয়ই সেদিনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করত। এখানে মদ পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কম্পাউণ্ডারকে অনুরোধ করলেই অবশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু লোকটার অনুগ্রহ সে চায় না। কয়েকবারই লোকটি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চেয়েছে। পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা মনে হলেই এখন তার মন ঘেন্নায় রি রি করে ওঠে।

ধীর পায়ে সে ঘরে ফিরে যায়। সঙ্গিনী নার্সটির দিকে দৃষ্টিপাত না করে বালিশে মুখ গুঁজে নিজের চরম দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে করতে কান্নায় সে ভেঙে পড়ে। অফুরান সে কান্না।

নেখলুডভ পিটার্সবুর্গে পৌঁছলেন। মাসলোভার মামলার আপীল ছাড়াও আর তিনটি মামলার ও জেল সংক্রান্ত কাজের ভার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে ভেরা দুখোভার দুটি অনুরোধ রয়েছে, আর রয়েছে বাইবেল পড়ার জন্যে যাদের নির্বাসন দণ্ড হয়েছে তাদের বিষয়টি।

মাসলেন্নিকভের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের সময় থেকেই অভিজাত সমাজের মানুষদের তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন। এই সেদিন পর্যন্ত তিনি নিজেও এই সমাজেরই একজন ছিলেন। এঁরা সুনিপুণ চাতুর্যের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্দশার চিত্রটি আড়াল করে নিজেদের ভোগ সুখ ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধি নিয়েই আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস এই যে এইসব মানুষের কাছেই তাঁকে অনুগ্রহ

চাইতে যেতে হবে। কিন্তু মাসলোভা ও অন্যান্য লাঞ্ছিত নির্যাতিত দুর্গত মানুষদের সেবার জন্যে এঁদের সাহায্য যে একান্তই প্রয়োজন। তাই যাঁদের শ্রদ্ধা করা দূরে থাক্ দেখলেই অন্তরে ঘৃণা উদ্রিক্ত হয় তাঁদের কাছেই তদ্বির করতে তাঁর পিটার্সবুর্গে আসা।

পিটার্সবুর্গে তিনি উঠলেন মাসী কাউন্টেস চার্সকায়ার বাড়িতে। এঁর স্বামী একজন প্রাক্তন মন্ত্রী, সুতরাং প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী মানুষ। মাসীর বাড়ি থাকতে হোটেলে ওঠা খারাপ দেখায়, তা ছাড়া কার্যসিদ্ধির জন্যে এঁদের সাহায্যের তাঁর একান্ত প্রয়োজন, তাই অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি মাসীর বাড়িতেই উঠলেন।

মাসীর বাড়িতে পৌছবার পর কফি খেতে খেতে মাসী সস্নেহে বললেন,—কি সব শুনছি তোমার সম্পর্কে? সেবাধর্ম গ্রহণ করেছ না কি? অপরাধীদের সাহায্য করা, জেলখানায় জেলখানায় ঘুরে অন্যায়ের প্রতিবিধান করা!

—না না, তা নয়।—নেখলুডভ হেসে বললেন।

—নয় কেন? এ কাজ তো ভালই। এর পিছনে নাকি একটা রোমান্টিক গল্প আছে? বল্ না শুনি।

নেখলুডভ একে একে সব কথাই বললেন, কিছুই গোপন করলেন না।

মাসী বললেন,—হ্যাঁ, আমি শুনেছি সবই। তাহলে এই মেয়েটিই?

কাতেরিনা ইভানোভনা চার্সকায়ার বয়স ষাট হলেও যেমন বলিষ্ঠ তাঁর দেহ, তেমনি তাঁর উদ্যম। মুখে কালো গোঁপের রেখা খুবই স্পষ্ট। ভদ্রমহিলা সুরসিকা, কথাও বলেন খুব ভাল। নেখলুডভ ছোটবেলা থেকেই এই মাসীকে বিশেষ পছন্দ করতেন।

—তুই নাকি ওকে বিয়ে করতে চাস্, সত্যি নাকি?

—হ্যাঁ, আমার তো তা-ই ইচ্ছে, তবে ওর ইচ্ছে নয়।

মাসী বোনপোর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর হেসে বললেন, তুই একটা বোকা, মেয়েটির বুদ্ধি অন্তত তোর চেয়ে বেশি। তুই কি সত্যিই ওকে বিয়ে করবি?

—খুব সম্ভব করব।

—ও কি ছিল তা জানার পরেও?

—হাঁা, কারণ ওর এই পরিণতির জন্যে আমিই দায়ী।

—তুই সত্যিই বোকা, সরল। অবশ্য এই কারণেই তোকে আমি এত ভালবাসি।

এরপর নেখলুডভ তাঁর পিটার্সবুর্গে আসার উদ্দেশ্য এক এক করে ব্যক্ত করলেন এবং কোন্ কাজের জন্যে কার কাছে যেতে হবে তাও জেনে নিলেন। মাসী তাঁকে দুখানা চিঠি লিখে দিলেন—দুই বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর কাছে। পরে মেসো ও তাঁকে কয়েকজন বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে পরিচয়পত্র ও নেখলুডভকে সাহায্যের জন্যে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন।

যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নেখলুডভকে দেখা করতে হবে এঁদের প্রত্যেকেরই পদোন্নতি ঘটেছে রাজনৈতিক ও সাধারণ বন্দীদের ওপর নিষ্ঠুরতায় পারদর্শিতার জন্যে।

প্রথমেই তিনি গেলেন মারিয়েত্তে নামে এক মহিলার কাছে। এই মহিলাটিকে তিনি যৌবনেই চিনতেন। রাজনৈতিক বন্দীদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন এঁর স্বামী। বন্দীদের ওপর অত্যাচার করাকে উনি তাঁর অফিসিয়াল ডিউটি বলেই মনে করেন। যাই হোক, মারিয়েত্তে নেখলুডভকে চিনতে পারলেন। মাসীর চিঠিখানা পড়ে মারিয়েত্তে বললেন :

—কাউন্টেস ভুল করেছেন, আমার কোন ক্ষমতাই নেই। স্বামীর অফিসের কাজে আমি কখনই হস্তক্ষেপ করি না, তবে এক্ষেত্রে বোধহয় আমাকে নিয়ম ভঙ্গ করতে হবে। কেসটা কি?

—একটি মেয়ে এখানকার দুর্গে বন্দী রয়েছে, সে অসুস্থ। সে শুধু নির্দোষই নয়, সে জানেই না তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি। মেয়েটির নাম সুস্তোভা—লিডিয়া সুস্তোভা।

—আচ্ছা, ওর মুক্তির জন্যে আমি চেষ্টা করব। আমাকে এখনই বিশেষ কাজে বেরুতে হচ্ছে, আর একদিন আসবেন তবে কোন কাজ বা অনুরোধ নিয়ে নয়।

মারিয়েত্তের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নেখলুডভ গেলেন পিটিশন কমিটির এক সদস্য ব্যারন ভোরোবিয়ভের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে পাওয়া গেল না। তিনি তখন সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। নেখলুডভ মেসোর চিঠিখানা দারোয়ানের হাতে দিয়ে চলে গেলেন সিনেটর উলফ্-এর সঙ্গে দেখা করতে।

সিনেটর উলফ্ তখন মধ্যাহ্ন-ভোজ সেরে অভ্যাস অনুযায়ী হজমের সুবিধার্থে ধূমপান করতে করতে পায়চারি করছিলেন। এই ভদ্রলোক মানুষকে অনেক উপরের স্তর থেকে দেখে থাকেন। নিজেকে উন্নত স্তরের মানুষ ভাবার অবশ্য যুক্তি আছে তাঁর। বিয়ে করে তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। বছরে আঠার হাজার রুবল এই সূত্র থেকেই তাঁর আয় হয়। নিজেকে তিনি সম্মানিত ব্যক্তি মনে করেন তার কারণ বেসরকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি ঘুষ নেন না। কিন্তু সরকারী তহবিল থেকে নানান ধরনের ভাতা, ভ্রমণের খরচ, বাড়িভাড়া ইত্যাদি বহু ভুয়া খরচ দেখিয়ে যে টাকা তোলেন তাকে অবশ্য উনি অসৎ কাজ মনে করেন না। এর বিনিময়ে অসংখ্য নির্দোষ মানুষকে সশ্রম কারাদণ্ড কিংবা নির্বাসন দিয়ে তিনি সরকারের সেবা করে থাকেন। যাই হোক, ইনিও কথা দিলেন অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন।

নেখলুডভ জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি এ্যাডভোকেটকে টেলিগ্রাম করব আসার জন্যে?

সিনেটর উলফ্ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,—এ্যাডভোকেট? কি জন্যে? অবশ্য আপনার যদি ইচ্ছে হয় খবর দিতে পারেন।

পরের দিন নেখলুডভ ব্যারনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ভদ্রলোকের মুখখানা গোলাপের মত লাল, মাথার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোক সস্নেহে নেখলুডভকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন,—খুব খুশি হলাম তোমাকে দেখে। তোমার মাকে আমি খুব ভালই চিনতাম। আমাদের সম্পর্কটা বন্ধুর

মতই ছিল। তোমাকে যখন প্রথম দেখি তখন তুমি একটি বাচ্চা ছেলে ছিলে। পরে অফিসার হিসেবেও তোমাকে দেখেছি। বল তোমার জন্যে কি করতে পারি আমি ?

নেখলুডভ ফেডোসিয়ার কাহিনী তাঁকে বললেন।

—বুঝতে পারছি, সত্যিই মর্মস্পর্শী কাহিনী। তুমি কি পিটিশন দাখিল করেছ ?

—হ্যাঁ পিটিশন আমি লিখে এনেছি, তবু এই আশায় আপনার কাছে এসেছি যাতে ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্ব পায়।

—খুব ভাল করেছ। আমি নিজেই রিপোর্ট করব। সত্যিই মর্মস্পর্শী কাহিনী। খুবই স্বাভাবিক যে মেয়েটির বয়স কম থাকায় স্বামীর হাতে অত্যাচারিত হয়েছিল, ফলে একদিন সে মাথা গরম করে ফেলে। তারপর সময় গড়িয়ে যেতে দুজন দুজনকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলে। ঠিক আছে, আমি নিজেই রিপোর্ট করব।

নেখলুডভ বললেন, ইভান মিখাইলোভিচও বলেছেন উনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন। (নেখলুডভের মেসো, ইনি সম্রাটের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী)।

নেখলুডভের মুখ থেকে কথাটি খসতেই ব্যারনের মুখের আদল সম্পূর্ণ বদলে গেল। মুখখানা কঠিন ও গম্ভীর হয়ে উঠল। কাঠিন্যের সুরেই তিনি বললেন,—পিটিশন তুমি অফিসে জমা দাও, আমার যা করবার তা আমি করব।

অফিসে পিটিশন জমা দিতে গিয়ে নেখলুডভ তাজ্জব বনে গেলেন। কর্মচারীদের বেশভূষা আদব-কায়দা দেখে আবার তাঁর কয়েদী ও চাষাদের কথা মনে পড়ে গেল। মনে মনে বললেন তিনি,—হায়, এরা কী আরামেই না আছে!

পিটার্সবুর্গের বন্দীদের দুর্দশা লাঘবের ভার যাঁর ওপর বর্তেছে তিনি একজন প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ। ইনি জার্মান বংশোদ্ভূত এক ব্যারন। প্রচুর রাজসম্মান তিনি লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে মাত্র একটি প্রতীক-চিহ্ন তিনি ব্যবহার করেন। সেই চিহ্নটি অর্থাৎ একটি সাদা ক্রুশ পোশাকের ওপর পরতেন। এই প্রতীক-চিহ্নটি তাঁর খুবই প্রিয়। এটি তিনি লাভ করেছিলেন ককেশাসে থাকার সময়ে। সেখানে রুশ সৈন্যরা তাঁর আদেশে এক হাজার চাষীকে হত্যা করেছিল। এদের অপরাধ—তারা স্বাধীনতা গৃহ ও পরিবারবর্গকে রক্ষার জন্যে আন্দোলন করেছিল। তারপর তিনি যান পোল্যাণ্ডে। সেখানে ব্যাপক হত্যালীলা সংঘটিত করে প্রভূত যশ ও সম্মান লাভ করেন। এখন তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু সম্মানিত পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। সুন্দর গৃহ, মোটা আয় ও সম্মান সবই তাঁর বজায় আছে। উপর-ওয়ালা'র আদেশ ও আইনকানুনগুলি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। এই আদেশ ও আইনগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন এবং এগুলি পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁর কাজ হল রাজনৈতিক বন্দীদের (পুরুষ ও নারী) নির্জন সেলে বন্দী করে রাখা এবং এমন ভাবে তাদের রাখা যার ফলে অর্ধেক বন্দী দশ বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়—কিছু পাগল হয়ে যায়, কিছু

মারা যায় যক্ষারোগে, কিছু অনশনে, কেউ কেউ কাঁচের টুকরো দিয়ে শিরা কেটে, গলায় ফাঁসি লাগিয়ে কিংবা পোশাকে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে।

বৃদ্ধ সেনাপতি যে শুধু এসব জানতেন তা-ই নয়, এসব তাঁর চোখের সামনেই ঘটে, কিন্তু তাঁর বিবেককে এতটুকু স্পর্শ করে না। বজ্রাঘাত, বন্যা, দুর্ঘটনার মতই এই ঘটনাগুলিও স্বাভাবিক ও অমোঘ বলেই তাঁর মনে হয়। সপ্তাহে একদিন তিনি বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং জানতে চান তাদের কোন অনুরোধ বা চাহিদা আছে কি না? বন্দীরা নানাবিধ অনুরোধ ও প্রয়োজনের কথা বলে। তিনিও শান্ত সহৃদয়তার সঙ্গে সব কিছুই শোনেন, কিন্তু পূরণ করেন না, কারণ এই অনুরোধগুলি আইনের কাছে বড়ই অসঙ্গত।

নেখলুডভ যখন তাঁর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তখন প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ একটি চায়ের পিরীচের সাহায্যে প্রেতাত্মা নিয়ে খেলা করছিলেন। তখন বেলা দুটো। জানলার পর্দাগুলি টেনে ঘর অন্ধকার করে রাখা হয়েছে। পিরীচের নিচে ছিল একটি কাগজ। কাগজের ওপর লেখা ছিল বর্ণমালার সব বর্ণগুলি। এক শিল্পী ও এই বৃদ্ধ দুজনে পিরীচখানি চেপে ধরে রেখেছিলেন। সেনাপতি প্রশ্ন করলেন, মৃত্যুর পর এক আত্মা আর এক আত্মাকে কিভাবে চিনতে পারবে? পিরীচ তখন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল।

নেখলুডভের কার্ডখানি যখন দারোয়ান সেনাপতির হাতে তুলে দিল, ঠিক সেই মুহূর্তে জোয়ান অফ আর্কের প্রেতাত্মা পিরীচের সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। কিন্তু দারোয়ানটি ঘরে প্রবেশ করায় পিরীচ দুই অক্ষরের ওপর স্থির হয়ে রইল।

বাধা পাওয়ায় সেনাপতির মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। কার্ডটি হাত বাড়িয়ে নেবার সময় ব্যথায় উনি কাতরে উঠলেন। কোমরে তাঁর বাত ধরেছে। যাই হোক, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কার্ডখানা দেখে নিয়ে বললেন, ওকে আমার পড়ার ঘরে নিয়ে যাও।

লেখার টেবিলের কাছে একটি চেয়ারে নেখলুডভকে বসতে বললেন। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম, পিটার্সবুর্গে কবে এসেছ?

—এই কয়েকদিন হল।

—তোমার মা প্রিন্সেস ভাল আছেন?

—মা মারা গেছেন।

—ক্ষমা কর, আমি জানতাম না। সত্যিই আমি দুঃখিত। আমার ছেলে বলছিল সে তোমাকে চেনে।

ছেলেটিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। সে কাজ করছে গোয়েন্দা বিভাগে। সেনাপতি আবার বললেন, তোমার বাবার সঙ্গে সেনাবাহিনীতে আমি একসঙ্গে কাজ করেছি। আমরা দুজনে বন্ধু ছিলাম। তুমিও তো সেনাবাহিনীতে আছ?

—না।

সেনাপতি অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করলেন মাথাটি নিচু করে।

—আপনার কাছে একটা অনুরোধ ছিল।

—খুশি হলাম। বল তোমার জন্যে কি করতে পারি ?

গুর্কেভিচ নামে একজনকে দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ওর মা ছেলের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। যদি ওর মাকে অনুমতি দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে ওকে কিছু বই পাঠাবার অনুমতি দিন।

সেনাপতি মুখে এমন একটি ভাব প্রকাশ করলেন যা খুশিরও নয়, অখুশিরও নয়। অনেকক্ষণ তিনি চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। ভাবখানা এই যে যেন অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করছেন। আসলে কিন্তু তিনি কিছুই চিন্তা করছিলেন না। মানসিক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। চিন্তা করার কিছু নেইও, কারণ আইনে যা লেখা আছে তার বাইরে উনি যাবেন না অবশেষে তিনি বললেন, দেখ, মাকে অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, এ সম্পর্কে সম্রাটের আইনেই স্পষ্ট বলা আছে। আর বইয়ের কথা—আমাদের একটা লাইব্রেরী আছে, যেসব বই পড়ার অনুমতি দেওয়া হয় সেইসব বই ওরা লাইব্রেরী থেকে এনে পড়তে পারে।

—ও বিজ্ঞানের বই পড়তে চায়।

—এসব কথা আদৌ বিশ্বাস করো না। ও মোটেই পড়তে চায় না, এসব হল মানসিক অস্থিরতা।

—কিন্তু কি করা যাবে? কঠিন পরিস্থিতিতে কোনরকমে ওদের সময় তো কাটাতে হবে!

—দেখ, ওদের আমরা খুব ভাল করে চিনি। অনুযোগ করা ওদের স্বভাব। 'ওদের' কথাটা সেনাপতি এমনভাবে বললেন যেন বন্দীরা একটি সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায়টি অত্যন্ত খারাপ।

সেনাপতি আবার বলতে লাগলেন,—ওরা যা সুযোগ-সুবিধা পায় তা আর কোথাও নেই। একথা সত্যি একসময় ওদের ওপর খুব খারাপ ব্যবহার করা হত, কিন্তু এখন আর তা নেই। দিনে ওদের তিনবার খেতে দেওয়া হয়, তার মধ্যে থাকে মাংস, কাটলেট অথবা মাংসভাজা। রবিবারে অতিরিক্ত একটি খাবার হিসেবে পায় মিষ্টি। ভগবান করুন যেন রুশ দেশের সবাই ওদের মত সুখে বাস করতে পারে।

নেখলুডভ নীরবে শুনে যেতে লাগলেন। বৃদ্ধের একবার কথা শুরু করলে সহজে শেষ করতে চান না। আবার বললেন তিনি,—ওদের ধর্ম-পুস্তক পড়তে দেওয়া হয়। প্রথমে সবাই আগ্রহ দেখায়, কিন্তু এ আগ্রহ বেশিদিন থাকে না। লেখার সুযোগও দেওয়া হয়। একখানা করে শ্লেট ও শ্লেট-পেন্সিল দেওয়া হয়। যত খুশি লিখুক, মুছে ফেলুক, আবার লিখুক। কিন্তু ওরা লেখে না। গোড়ায় গোড়ায় ওরা অস্থিরতায় ভোগে, পরে মোটা হয়ে যায় এবং খুবই শান্ত হয়ে যায়।

নেখলুডভ বৃদ্ধের ফাঁসফেসে কণ্ঠস্বরের বক্তৃতা শুনতে শুনতে অনুভব করছিলেন, নৃশংসতার জন্যে গর্বিত এই মানুষটির ধ্যান-ধারণার প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। এই ভয়ংকর প্রকৃতির লোকটি সম্পর্কে তাঁর ঘৃণা ও অনুকম্পার মনোভাব যথাসাধ্য

গোপন রেখে নেখলুডভ উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধের ইচ্ছে হল প্রাক্তন সহকর্মীর পুত্রকে কিছু উপদেশ দেন। ছেলেটি অবোধ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে, সুতরাং কিছু উপদেশ দেওয়া তাঁর কর্তব্য। দেশের ও সম্রাটের সেবা করা অভিজাত-বংশীয় ছেলেদের যে আবশ্যিক কর্তব্য এবং যাদের বন্দী করা হয়েছে তাদের মত নীতিহীন লোকদের সঙ্গে মেশা যে উচিত নয় বৃদ্ধের উপদেশের সারমর্ম তা-ই। নেখলুডভ মাথা নুইয়ে বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান জানিয়ে বিদায় নিলেন।

যে ঘোড়ার গাড়িতে নেখলুডভ এখানে এসেছিলেন তার চালক বলল,—জায়গাটা বড়ই প্রাণহীণ, আমি ভাবছিলাম চলেই যাব।

গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে নেখলুডভ বললেন,—হ্যাঁ, সত্যিই প্রাণহীন।

বাইরের মুক্ত বাতাসে নেখলুডভ বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন। আকাশে ভাসমান ধূসর মেঘের দিকে ও নেভা নদীর রৌদ্রঝলমল তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে তাঁর বুকের চাপ অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেল।

পরের দিন সেনেটে মাসলোভার আপীল বিবেচনা হবার কথা। নেখলুডভ যথাসময়ে সেনেটে হাজির হলেন। মস্কোর সেই বিখ্যাত এ্যাডভোকেট ফানারিনও উপস্থিত হয়েছেন।

ফানারিন আপীলের সপক্ষে বক্তৃতায় যে সব যুক্তি দেখালেন তার পরে নেখলুডভের সন্দেহ রইল না যে কোর্টের রায় বাতিল হবে এবং আপীল গ্রাহ্য হবে। সত্যি কথা বলতে কি ফানারিন তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতার ফসল উজার করে দিয়েছেন। ফানারিনকে তার জন্যে বেশ গর্বিতও মনে হল। কিন্তু সিনেটরদের ওপর এই বক্তৃতা কোনই প্রভাব বিস্তার করল না। তাঁদের মনের ভাবটি যেন এই রকম।

এই রকম বক্তৃতা আমরা অনেক শুনেছি। সেলেনিন নামে পাব্লিক প্রসিউকিউটর আপীলের আবেদন অগ্রাহ্য করার অনুকূলেই বক্তব্য রাখলেন। সেলেনিন এক সময় নেখলুডভের সহপাঠী ছিলেন এবং প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। এই মানুষটি যৌবনে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্যে শুধু কথায় নয় কাজেও চেষ্টা করতেন। মানুষটির এই অপ্রত্যাশিত আচরণে ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে নেখলুডভ যেমন বিস্মিত হলেন তেমনি ব্যথিত হলেন।

সিনেটরদের সভায় মতবিরোধ দেখা দিল। যদিও সবাই-ই সাধারণভাবে আপীল অগ্রাহ্যই করে থাকেন এবং শাস্তিদানের সপক্ষেও রায় দেওয়াই তাঁদের নীতি এক্ষেত্রে কিন্তু দুজন সিনেটর আপীলের অনুকূলে রায় দিলেন। বে এবং উল্‌ফ নামে দুজন সিনেটর আপীল গ্রাহ্যের সপক্ষে রায় দিলেন। নিকিতিন নামে সিনেটর বিপক্ষে গেলেন। সুতরাং স্কোভোরডনিকভের ভোটের ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। নেখলুডভের সঙ্গে মাসলোভার সম্পর্কের কথা যদি ইনি না জানতেন তাহলে হয়ত মাসলোভার মুক্তির অনুকূলেই ইনি রায় দিতেন। কিন্তু নেখলুডভ নৈতিক কারণে মাসলোভাকে

বিয়ে করতে চান জানতে পেরে ইনি এতই বিরক্ত হয়েছেন যে ইনি বিপক্ষেই রায় দিলেন। অভিজাত পরিবারের এক সন্তান বেশ্যাকে বিয়ে করবে এতবড় নীতিহীন কাজের সমর্থনে ইনি কখনই এগিয়ে আসতে পারেন না।

যাই হোক, উপযুক্ত কারণাভাবে সিনেটরগণ আপীল না-মঞ্জুর করলেন।

এ্যাডভোকেট ফানারিনের সঙ্গে সেনেট থেকে বেরিয়ে এসে হতাশায় দুঃখে ভেঙে পড়লেন নেখলুডভ। বার বার শুধু বলতে লাগলেন টেরিবল! টেরিবল! ওয়েটিং রুমে বসে এ্যাডভোকেট ফানারিনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ফানারিন বললেন, কেসটা মাটি করে দিয়েছে ক্রিমিনাল কোর্ট।

—কিন্তু সেলেনিনও প্রত্যাখ্যানের পক্ষে ওকালতি করল! এখন কি করা যাবে?

—আমরা সম্রাটের কাছে আবেদন করব। আপনার হয়ে আমি আবেদন-পত্র লিখে দিচ্ছি।

এমন সময় ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করলেন সিনেটর উলফ। নেখলুডভের কাছে এসে তিনি বললেন, ডিয়ার প্রিন্স, আমি দুঃখিত কিছু করা গেল না। আপীলের কারণ বড়ই অপ্রতুল। এইটুকু বলে কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এর পরে ঘরে ঢুকলেন সেলেনিন। তিনি সিনেটরদের কাছে শুনেছেন তাঁর পুরনো বন্ধু নেখলুডভ এখানে এসেছেন। সহাস্যে এগিয়ে এসে তিনি বললেন,—আমি খবর পেয়েছি, তুমি পিটার্সবুর্গে এসেছ কিন্তু এখানে তোমাকে দেখব আশা করিনি। এখানে তোমার কি কাজ?

—এখানে? একটি নির্দোষ মহিলাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে। তার জন্যে সুবিচারের প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলাম।

—কোন্ মহিলা?

—যার আপীল সম্পর্কে এখ-ই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

—ও মাসলোভার কেস? আপীলের কোন ভিত্তিই ছিল না।

—আপীলটা মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে মহিলাটি নির্দোষ অথচ তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

—হতে পারে, কিন্তু।

—হতে পারে নয়, হয়েছে।

—তুমি কি করে জানলে?

—কারণ আমি অন্যতম জুরী ছিলাম।

—তখনই তোমার বিবৃতি দেওয়া উচিত ছিল।

—দিয়েছিলাম বইকি।

—অফিসিয়াল রিপোর্টে ওটি দেওয়া উচিত ছিল। আপীলের সঙ্গে যদি ওটি থাকতো…

সেলেনিন সরকারী কাজ নিয়েই এত ব্যস্ত থাকেন যে সমাজে মেলামেশা করার ফুরসৎ তিনি পান না তাই নেখলুডভের সঙ্গে মাসলোভার সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি কিছুই

শোনেননি। নেখলুডভ বুঝলেন এবং স্থির করলেন এঁর কাছে মাসলোভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা গোপন রাখাই ভাল।

—হ্যাঁ, কোর্টের রায় যে এ্যাবসার্ড তা বুঝতে তো কষ্ট হবার নয়!

—একথা বলার অধিকার সেনেটের নেই। ল কোর্টের সিদ্ধান্ত সেনেট পাল্টে দিতে পারে না।

—আমি এসব জানি না। শুধু এইটুকুই জানি, একজন নির্দোষ মহিলার ওপর অবিচার করা হয়েছে এবং সেনেট সেই অবিচারকেই সমর্থন করল।

—তুমি তো তোমার মাসীর বাড়িতেই উঠেছ? তোমার মাসী বলছিলেন, ধর্মসভায় এলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

স্পষ্টতই বোঝা গেল, সেলেনিন প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়।

—হ্যাঁ, মাসীর বাড়িতেই উঠেছিলাম, কিন্তু বিরক্ত হয়ে চলে এসেছি।

—বিরক্তি কেন? এটাও তো ধর্মবোধেরই প্রকাশ, যদিও একপেশে।

—কারণ এ এক ধরনের ভ্রান্তি-বিলাস।

—তা কেন? আমরা চার্চের শিক্ষার কতটুকুই বা জানি! আমাদের নিজেদের ধর্মমত সম্পর্কে আমাদের চেতনা এতে জাগ্রত হতে পারে।

—তুমি এখন তাহলে চার্চের ধর্মমত মান?

—নিশ্চয়ই মানি।

নেখলুডভ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন,—আশ্চর্য!

সেলেনিন বললেন,—এই নিয়ে অন্য একসময় আলোচনা করা যাবে। আমার বাড়িতে অবশ্যই একদিন এস। যে কোনদিন সন্ধ্যা সাতটায় এলে আমাকে পাবে। আসবে তো?

—যদি পারি তো আসব।

সেলেনিন চলে যাবার পর নেখলুডভ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপন মনে বললেন, যে মানুষটি একসময় আমার মনের কত কাছাকাছি ছিল সে আজ কতই না দূরের, কতই না অপরিচিত!

সেনেট থেকে বেরিয়ে নেখলুডভ ও এ্যাডভোকেট হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললেন। এ্যাডভোকেট নেখলুডভকে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের চুরি, জোচ্চুরি, অনাচার, ব্যভিচারের নানাবিধ গল্প শোনাচ্ছিলেন। আইন অনুযায়ী যাকে খনিতে পাঠান উচিত ছিল তাকে করা হল সাইবেরিয়ায় একটি শহরের গভর্নর। যে স্মৃতিসৌধটি কোনদিনই সম্পূর্ণ হবে না তারই জন্যে লক্ষ লক্ষ রুবল শ্রীযুক্ত অমুক ও শ্রীযুক্ত অমুক কিভাবে আত্মসাৎ করল; অর্থের জন্যে শ্রীযুক্ত অমুক স্ত্রীকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিল—এইসব গল্প। সরকারী দপ্তরের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেআইনী কার্যকলাপ এবং এইভাবে প্রভূত সম্পদ আহরণের কাহিনী এ্যাডভোকেটের ঝোলায় এত আছে যে তা বুঝি শেষ হবার নয়। এইসব গল্প শুনিয়ে এ্যাডভোকেট বিশেষ

আনন্দ পান কারণ এতে তাঁর আত্মতৃপ্তির কারণ আছে। যে পদ্ধতিতে পিটার্সবুর্গের অফিসাররা রোজগার করেন তুলনায় তাঁর রোজগারের পদ্ধতি অনেক ক্রটীহীন—এই কথাটাই তিনি প্রমাণ করতে চান।

মাসীর বাড়িতে ফিরতেই দারোয়ান তাঁর হাতে একটি চিঠি ধরিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল,—কে একজন মহিল হলে বসে এই চিঠিটা লিখে রেখে গেছেন। চিঠিটা লিখেছেন সুস্তোভার মা। তাঁর মেয়েকে যিনি রক্ষা করেছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিলেন তিনি। ভদ্রমহিলা বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন আগামীকাল সকালে নেখলুডভকে ভাসিলিয়েভস্কির ফিফ্থ্ লেনে তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে। ডুখোভার জন্যেই বিশেষ করে তাঁর সঙ্গে উনি সাক্ষাৎ করতে চান। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি অযথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁরা নেখলুডভকে কখনই বিব্রত করবেন না।

ঘরে ঢুকে তিনি আর একখানা চিঠি পেলেন। চিঠিটা লিখেছেন সম্রাটের প্রাক্তন সহকারী অফিসারদের অন্যতম একজন। নাম তাঁর বোসাতিরিয়ভ। প্রকাশ্যে বাইবেল পড়া ও আলোচনার জন্যে যে ধর্মসম্প্রদায়ের শাস্তি হয়েছিল তাদের আবেদনপত্রটি (শাস্তি মকুবের জন্যে) সম্রাটের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্পর্কে বোসাতিরিয়ভ লিখেছেন যে তাঁর মতে বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে আবেদন-পত্রটি পৌঁছে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে।

বিগত কয়েক দিনের অভিজ্ঞতায় নেখলুডভের ধারণা হয়েছে পিটার্সবুর্গে কোন কাজই সফল হবার নয়। মস্কোতে বসে যেসব পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন তার প্রায় সবই ভেস্তে গিয়েছে। এ যেন অনেকটা যৌবনের স্বপ্নের মত, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে যা এক সময়ে মিলিয়ে যায়। এসব সত্ত্বেও নেখলুডভ সংকল্পে দৃঢ় রইলেন। যা তাঁর কর্তব্য, যা তাঁর করণীয় তা তিনি করেই যাবেন ফলাফল যাই হোক।

ব্যাগ থেকে ধর্মসম্প্রদায়ের অবেদনপত্রটি বের করলেন তিনি একবার পড়ে নেবার জন্যে। বাধা পেল তাঁর উদ্যোগ কারণ মাসীর এক পরিচারক এসে তাঁকে একটি চিট দিল একসঙ্গে চা খাবার জন্যে মাসী লিখেছেন।

'যাচ্ছি' বলে নেখলুডভ উঠে পড়লেন। মাসীর পড়ার ঘরে ঢুকতেই মারিয়েত্তের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। মারিয়েত্তের মাথায় টুপি ও পরনে নানান রঙের সমাবেশে তৈরি কাপড়ের গাউন। চায়ের কাপটি তখনো মারিয়েত্তের হাতে। অপূর্ব সুন্দর উজ্জ্বল দুটি চোখ থেকে হাসি উপচে পড়ছে। নেখলুডভ যখন বসার ঘরে ঢুকছেন ঠিক তার একটু আগেই মারিয়েত্তে এমন কিছু মন্তব্য করেছে যার ফলে হাসির একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মাসীর মোটা শরীরটা দুলছে কাঁপছে। কাশতে কাশতে তিনি বললেন,—উঃ, তুমি আমাকে মেরে ফেলবে!

'কেমন আছেন' বলে নেখলুডভ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। নেখলুডভের দৃষ্টিতে গম্ভীর ও কিছুটা বিষণ্ণ হতাশ ভাব দেখে মারিয়েত্তে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখের

ভাব সম্পূর্ণ পাল্টে ফেললেন। গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং কী যেন না পাওয়ার হতাশা ফুটে উঠল তাঁর দৃষ্টিতে (এক সময় যখন দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তখনো মারিয়েত্তে সব সময় নেখলুডভকে খুশি করার চেষ্টা করতেন)।

মারিয়েত্তে জানতে চাইল নেখলুডভের কাজের কি হল? নেখলুডভ সেনেটে তাঁর ব্যর্থতা ও সেলেনিন প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতার কথা বললেন।

মারিয়েত্তে ও মাসী একই সঙ্গে বলে উঠলেন,—আহা, সেলেনিন বড়ই সৎ, বড়ই ভাল মানুষ।

—আচ্ছা, ওঁর স্ত্রী কেমন?—নেখলুডভ প্রশ্ন করলেন।

—ওঁর স্ত্রীকে বিচার করার অধিকার আমার নেই, তবে আমার ধারণা স্বামীকে কখনই বুঝবার চেষ্টা উনি করেন না। ভেবে অবাক হচ্ছি, ওঁর মত লোকের পক্ষে কী করে সম্ভব হল আপীল প্রত্যাখ্যানের সমর্থনে যাওয়া। এ নিষ্ঠুরতার কোন তুলনা নেই। সত্যিই মহিলাটির জন্যে আমি দুঃখিত। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন মারিয়েত্তে।

নেখলুডভ ভুরু কোঁচকালেন। বিষয়ান্তরে যাবার জন্যে উনি সুস্তোভার প্রসঙ্গ তুললেন। মারিয়েত্তেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মারিয়েত্তে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন,—না না, ওকথা আর আমাকে বলবেন না। যখন আমার স্বামী বললেন সুস্তোভাকে মুক্তি দিতে কোন বাধা নেই কারণ ওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, তখনই আমি নিদারুণভাবে আহত হলাম। এ কী ধরনের আচরণ? সে যখন নিরপরাধ তবে কেন তাকে জেলে আটক রাখা হয়েছিল? তারপর মারিয়েত্তে নেখলুডভের মনের কথাটিই বলে ফেললেন—এটি একটি ন্যক্কারজনক কাজ, সত্যিই ন্যক্কারজনক।

নেখলুডভের মাসী কাউণ্টেস কাতেরিনা ইভানোভনা বুঝতে পারলেন মারিয়েত্তে তাঁর বোনপোর সঙ্গে ছলা-কলা শুরু করেছে। তিনি অবশ্য এতে খুশিই হলেন। এমন সময় পরিচারক এসে খবর দিল, কাউণ্টেস যে ধর্মসভার প্রেসিডেণ্ট সে সভার সেক্রেটারী দেখা করতে এসেছেন। কাউণ্টেস বললেন, লোকটি বড় বেরসিক। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে আসছি, তোমরা গল্প করো। মারিয়েত্তে, ওকে আর একবার চা দিও।

কাউণ্টেস চলে যেতেই মারিয়েত্তে হাতের দস্তানা খুলে ফেললেন। অনামিকাটি দামী আংটিতে ঢাকা। —'আর একটু চা নিন' বলেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে কেটলী থেকে চা ঢালতে লাগলেন। মুখখানা তাঁর গম্ভীর হয়ে উঠেছে, ব্যথার ঘনীভূত ছাপ পড়েছে যেন।

—যাঁদের মতবাদকে আমি শ্রদ্ধা করি, সবচেয়ে বেশি মূল্য দিই, তাঁদের জন্যে যখন আমি কিছু করতে পারি না শুধুমাত্র আমার বিশেষ পদমর্যাদার জন্যে তখন আঘাতে আঘাতে আমার মনটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়।

শেষের কথা কটি বলার সময়ে মারিয়েত্তে প্রায় কেঁদেই ফেলছিলেন। যদি কেউ মারিয়েত্তের কথাগুলি বিশ্লেষণ করতে যান তবে তিনি এর মধ্যে কোন অর্থই খুঁজে

পাবেন না, অর্থ থাকলেও তা অত্যন্ত ধোঁয়াটে। নেখলুডভের কাছে কিন্তু এই কথাগুলি গভীরতম তাৎপর্যপূর্ণ ও মহৎ মনে হল। এই সুন্দরী সুসজ্জিতা তরুণীর স্নিগ্ধ দীপ্ত দুটি চোখ যেমন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল তাঁর কথাগুলিও তাঁর কাছে তেমনি মনোমুগ্ধকর মনে হল।

নেখলুডভ নীরবে তাঁর দিকে তাকালেন। ওই মুখ থেকে তিনি তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারলেন না।

—আপনি হয়ত ভাবেন আমি আপনাকে বুঝি না। কী ঝড় বইছে আপনার মনের মধ্যে সে সম্পর্কে আমার বুঝি কোনো ধারণাই নেই। তা কিন্তু ঠিক নয়। আপনার কাজে আমি সত্যিই মুগ্ধ এবং আপনার প্রতিটি কাজে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

—মুগ্ধ হবার মত কোন কাজই আমি এখনো করে উঠতে পারিনি।

—তাতে কিছু যায় আসে না। আমি আপনার অনুভূতিকে বুঝতে পারি, তাকেও আমি বুঝতে পারি। ঠিক আছে ঠিক আছে, এ সম্পর্কে আমি আর কিছু বলব না।

মারিয়েত্তে লক্ষ্য করলেন নেখলুডভের মুখে অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু ওঁকে উনি খুশি করতে চান, তাই পুরুষকে খুশি করার নারীর সহজাত প্রবৃত্তি প্রয়োগ করলেন। বললেন তিনি, আমি জানি যারা নির্যাতিত তাঁদের সাহায্য করতে চান আপনি এবং অন্য লোকের নিষ্ঠুরতা ও উদাসীনতায় আপনি কষ্ট পান। নিপীড়িত মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার তাৎপর্য আমি উপলব্ধি করতে পারি, হয়ত আমিও আমার জীবন উৎসর্গ করতাম, কিন্তু প্রত্যেককেই নিজের ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়।

আপনি তাহলে আপনার ভাগ্যে সন্তুষ্ট নন?—নেখলুডভ আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন।

—আমি, আমি।

—অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন মনে হল। তারপর মনকে কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে বললেন,—সন্তুষ্ট আমাকে হতেই হয়,—হ্যাঁ, আমি সন্তুষ্ট। তবে আমার ভিতরে একটা পোকা আছে, তার দংশনে যখন জেগে উঠি…

কাউণ্টেস যখন ফিরে এলেন তখন ওঁরা দুজন শুধু পুরনো বন্ধুর মত নয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত কথা বলছিলেন। ক্ষমতার অপব্যবহার, হৃদয়হীনতা, জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা বলছিলেন। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে একের দৃষ্টি অপরের দৃষ্টিতে বার বার নিবদ্ধ হচ্ছিল। একের দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটে উঠল, 'ভালবাসতে পারেন না আমায়?' অন্যের দৃষ্টিতে উত্তর ফুটে উঠল—'পারি,' এবং এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে যৌন অনুভূতি অপ্রত্যাশিত এক সুন্দর রূপ ধারণ করে পরস্পরকে অনেক কাছের মানুষ করে তুলল।

বিদায় নেবার সময় মারিয়েত্তে বললেন নেখলুডভকে সাহায্য করার জন্যে তিনি সব সময়েই প্রস্তুত। আগামীকাল ফরাসী থিয়েটারে দেখা করার জন্যে বিশেষ করে

অনুরোধ জানালেন তিনি, কারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা তার বলার আছে। নেখলুডভের সময়াভাব থাকলে অন্ততঃ কয়েক মিনিটের জন্যেও যেন দেখা করেন কারণ যে কথাটি তাঁর বলার তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মারিয়েত্তে বললেন, কী জানি, এর পর আবার কবে দেখা হবে! আসবেন তো কাল?

নেখলুডভ প্রতিশ্রুতি দিলেন, আসবেন।

সেই রাতে একা ঘরে মোমবাতি নেভাবার পর নেখলুডভের চোখে ঘুম আর আসতে চায় না। মাসলোভার কথা, সেনেটের সিদ্ধান্ত, মাসলোভার সঙ্গে সাইবেরিয়ায় যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে যখন তিনি চিন্তা করছিলেন তখন হঠাৎই চোখের পর্দায় ভেসে উঠল মারিয়েত্তের মুখচ্ছবি, তাঁর সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ উক্তি—'জানি না আবার কবে দেখা হবে' মনে পড়ল তাঁর। মারিয়েত্তের হাসিটিও এত স্পষ্টভাবে তিনি দেখলেন যে তিনিও হেসে প্রত্যুত্তর দিলেন, যদিও মারিয়েত্তে কাছে নেই।

পুরনো কয়েকটি প্রশ্ন আবার তাঁর মনে দেখা দিল।

সাইবেরিয়ায় যাওয়া, সম্পত্তির উপর অধিকার ছেড়ে দেওয়া আমার এই সিদ্ধান্তগুলি কি ঠিক? এর জন্যে আমাকে পরে অনুতাপ করতে হবে না তো? উত্তর খুঁজে পেলেন না তিনি, পরিবর্তে দুঃখ ও হতাশার অনুভূতি এত তীব্র আকারে তাঁকে ঘিরে ধরল যে একসময় তিনি গভীর নিদ্রায় ডুবে গেলেন। তাসের জুয়ায় হেরে যাবার পর আগে যেভাবে ঘুমোতেন আজও ঠিক সেইভাবে ঘুমোলেন।

তীব্র অপরাধবোধ নিয়ে পরের দিন সকালে নেখলুডভের ঘুম ভাঙল। আগের দিন কোন অন্যায় বা নীতিবিগর্হিত কাজ করেছেন এমন নয়, তবে কেন অপরাধবোধ? কিন্তু অন্যায় কাজের চেয়ে অন্যায় চিন্তা আরো খারাপ। কারণ কু-চিন্তা অনেক কু-কাজের জন্ম দেয়। অন্যায় কাজ একবার করলে তার পুনরাবৃত্তি নাও হতে পারে, কিন্তু কু-চিন্তা একবার মনে প্রবেশ করলে তার ফল বড়ই সুদূরপ্রসারী হয়।

গতকাল ঘুমোবার আগে যেসব চিন্তা করেছিলেন তা আজ মনে পড়ে যাওয়ায় লজ্জিত হলেন তিনি। ভেবে দেখলেন, তাঁর পক্ষে আগের জীবনে ফিরে যাওয়া খুবই সহজ, কিন্তু সেক্ষেত্রে তা হবে তাঁর মানসিক মৃত্যুরই সামিল। সুতরাং পিটার্সবুর্গে শেষ দিনে কাজের যে রুটীন তিনি মনে মনে ছকে রেখেছিলেন সেইভাবেই কাজ শুরু করলেন।

প্রথমেই তিনি গেলেন স্তোভার সঙ্গে দেখা করতে। সুস্তোভারা থাকে দোতলায়। ভুলক্রমে তিনি পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা ওদের রান্নাঘরের সামনে গিয়ে পৌঁছলেন। একজন বয়স্কা মহিলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, কাকে চাই আপনার?

নেখলুডভ নিজের নাম বলবারও সময় পেলেন না, তার আগেই মহিলার মুখখনি খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উচ্ছ্বাসে আবেগে বলে উঠলেন,—প্রিন্স! আমাদের উপকারী বন্ধু! চলুন চলুন, ঘরে চলুন। ওরা আমার মেয়েকে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিল।

একটা সরু প্যাসেজ দিয়ে ওঁরা সুস্তোভার ঘরের সামনে পৌঁছলেন। ঘরে ঢোকার মুখে সুস্তোভার মা বললেন, গতকাল আমার বোনের নির্দেশেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ও এখানেই আছে, ওর নাম কর্নিলোভা। হঠাৎ কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন,—ও সক্রিয় রাজনীতি করে, খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে।

ভেজানো দরজা খুলতেই নেখলুডভ দেখলেন সোফায় বসে রোগা ছোটখাটো চেহারার একটি মেয়ে। বুঝতে অসুবিধা হল না তাঁর এই মেয়েটিই সুস্তোভা। মায়ের মুখের সঙ্গে তার অনেক মিল। একটি তরুণের সঙ্গে সে কথা বলছিল। তরুণটি তাঁর মামাতো ভাই।

সুস্তোভার মা মেয়েকে ডেকে বললেন, লিডিয়া প্রিন্স এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাকাশে মেয়েটি নেখলুডভের মুখের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

নেখলুডভ মৃদু হেসে বললেন, ও তুমিই সেই সাংঘাতিক মেয়ে যার ব্যাপারে ভুখোভা আমাকে হস্তক্ষেপ করতে বলেছিল?

• শিশুর মত সরল হেসে সুস্তোভা বলল, হাঁ আমিই সেই। কিন্তু মাসীই আপনার সঙ্গে দেখা করতে খুব আগ্রহী।—বলেই সে 'মাসী' বলে ডাক দিল।

—ভুখোভা তোমার জন্যে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল।—নেখলুডভ বললেন।

—আপনি আগে বসুন।

—একটা ইজিচেয়ার দেখিয়ে সুস্তোভা নেখলুডভকে বসতে অনুরোধ করল।

—ভুখোভা আমার মাসীর প্রিয় বন্ধু, কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই।

পাশের ঘর থেকে এক মহিলা এসে এ ঘরে ঢুকলেন। মুখখানি তাঁর অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সুশ্রী। তাঁর পরনে সাদা গাউন, কোমরে বেল্ট। নেখলুডভের দিকে ফিরে সুস্তোভার মাসী কর্নিলোভা স্বাগত জানিয়ে বললেন, কেমন আছেন? আপনার সঙ্গে তো ভুখোভার দেখা হয়েছে, ওর ভাগ্যকে ও কীভাবে মেনে নিয়েছে?

—ওর কোন অভিযোগ নেই। ওঁর নিজের ভাষায় অলিম্পিয়ানদের মতই এখন ওর অনুভূতি।

—আঃ, ঠিক ভুখোভার মতই কথা। ওকে যারা জানে তারা সবাই স্বীকার করবে এমন সুন্দর মেয়ে আর হয় না। ও সব সময়েই পরের জন্যে চিন্তা করে, নিজের জন্যে কখনই নয়।

—হ্যাঁ, ও নিজের জন্যে আমাকে কিছুই করতে বলেনি। আপনার বোনঝির জন্যেই ওর যত দুশ্চিন্তা। সম্পূর্ণ নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও শাস্তি ভোগ করছে এই কারণেই আঘাত পেয়েছে বেশি।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। আমিই ওকে এই ভয়ংকর কাজের সঙ্গে জড়িয়েছি।

—মোটেই তা নয়, তুমি না দিলেও ওই কাগজ আমি রাখতাম।—সুস্তোভা মাসীকে বাধা দিয়ে বলল।

—তোর চেয়ে তো এ ব্যাপারে আমি বেশি জানি। দেখুন, (নেখলুডভকে সম্বোধন করে) যা ঘটেছিল তা আপনাকে বলি। একজন আমাকে কিছু কাগজ রাখতে দিয়েছিল। কিন্তু আমার তখন ঘরবাড়ি না থাকায় কাগজগুলি আমি ওকে রাখতে বলি। সেই রাতেই পুলিস হানা দেয়। বাড়ি সার্চ করে কাগজগুলি নিয়ে যায়, ওকেও গ্রেপ্তার করে। এই সেদিন পর্যন্ত ওকে ওরা বন্দী করে রেখেছিল, কার কাছ থেকে ওই কাগজগুলি ও পেয়েছে জেরা করে তার নাম বের করার জন্যে।

সুস্তোভা উত্তেজিত হয়ে বলল,—কিন্তু আমি তো কারো নাম বলে দিইনি।

—আমি তো বলিনি যে তুমি নাম বলে দিয়েছ।—মাসী বললেন।

—ওরা যদি মিতিনকে ধরে থাকে তার জন্যে আমি দায়ী নই।—সুস্তোভা আগের মতই উত্তেজিতভাবে বলল।

—এসব কথা এখন থাক না মা।—মেয়ের এই উত্তেজনা ওর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ভেবেই উনি মেয়েকে শান্ত করতে চাইলেন।

—না মা, আমাকে বলতে দাও। ওরা আমাকে মিতিন সম্পর্কে মাসী সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছিল। আমি শুধু বলেছি, কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। তখন পেত্রভ···

মাসী পেত্রভ সম্পর্কে বুঝিয়ে বললেন নেখলুডভকে। লোকটি গুপ্তচর এবং ভয়ংকর ক্রূর প্রকৃতির মানুষ।

—তখন পেত্রভ বলল, তুমি যদি নামটা বলে দাও তাহলে কারোরই কোন ক্ষতি হবে না, বরং এতে উপকারই হবে, আমরা অনেক নিরপরাধ লোককে ছেড়ে দিতে পারি। আমি কিছুই বলব না বলতে সে বলল, বেশ, তোমাকে কিছু বলতে হবে না, কিন্তু আমি যে নামটা বলব তা তুমি অস্বীকার করো না। সে তখন মিতিনের নামটি করে।

—এ প্রসঙ্গ এখন থাক্ না।—মাসী বললেন।

—না মাসী, আমাকে বলতে দাও, বাধা দিও না। পরের দিন আমার সেলের বাইরে থেকে বার বার আমাকে শোনান হচ্ছিল, মিতিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, মিতিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, মিতিনের প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এই ধারণাটা আমাকে এমন প্রচণ্ড আঘাত দিল যে আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি। আমার কানের কাছে শুধুই এক নাগাড়ে বেজে চলেছিল—মিতিনকে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, মিতিনকে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

মেয়ের কাঁধে হাত রেখে সুস্তোভার মা বললেন,—মা, একটু শান্ত হও।

—এর চেয়েও সাংঘাতিক···সুস্তোভা কথা শেষ করতে পারল না, ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর পালিয়ে যাবার জন্যে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

স্বস্তোভার অপ্রত্যাশিত আচরণে ঘরের পরিবেশ কিছুক্ষণের জন্যে ম্লান ও থমথমে হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে মাসী সিগারেট ধরিয়ে বিষাদময় কণ্ঠে বললেন,—হ্যাঁ, এই নিঃসঙ্গ, নির্জন বন্দীদশা অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মনের ওপর সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

—আমার তো মনে হয় শুধু অল্পবয়সীদেরই নয় সবাইর ক্ষেত্রেই এমনটি হয়।

—না সকলের ক্ষেত্রে নয়। আমি শুনেছি অনেক বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে এটা শান্তি ও বিশ্রামের জায়গা। সব সময় পিছনে পুলিসের তাড়া, ধরা পড়ার ভয় ও উদ্বেগ, খাওয়া-থাকার অনিশ্চয়তা। কিন্তু গ্রেপ্তার হবার পর আর দায়িত্ব থাকে না, ফলে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারে। আমি তো শুনেছি অনেকে গ্রেপ্তার হওয়ায় খুশিই হয়। কিন্তু তরুণ-তরুণীদের ক্ষেত্রে প্রথম শকটাই সাংঘাতিক হয়।

—আপনার তাহলে এর অভিজ্ঞতা আছে?

—হ্যাঁ দু-বার আমাকে কারাবাস করতে হয়েছে। প্রথমবার যখন আমি গ্রেপ্তার হই তখন আমি কিছুই করিনি। আমার বয়স তখন বাইশ, একটি সন্তান ছিল, আর একটি তখন আসন্ন। স্বাধীনতা হারান, স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ এই কষ্ট সেই কষ্টের সঙ্গে তুলনায় কিছুই নয় যখন দেখলাম আমি আর মানুষ নেই বস্তু হয়ে গেছি। আমার ছোট মেয়েটিকে 'বিদায়' বলতে চেয়েছিলাম, পারলাম না। আমাকে একটি ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে বলা হল। আমি জানতে চাইলাম কোথায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? উত্তর এল, সেখানে গেলেই জানতে পারবে। আমি জানতে চাইলাম, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী? উত্তর পেলাম না। তারপর ওরা আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে নানাভাবে আমাকে পরীক্ষা করার পর আমাকে নগ্ন করা হল, তারপর নম্বরদেওয়া কয়েদীর পোশাক পরিয়ে একটা ভল্টের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। একজন সেন্ট্রি গুলিভরা রাইফেল কাঁধে নিয়ে ভল্টের বাইরে পায়চারি করছিল আর মাঝে মাঝে দেওয়ালের একট ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে আমাকে দেখছিল। নিদারুণ হতাশায় তখন আমি ভেঙে পড়েছি। সবচেয়ে বেশি যা আমাকে অবাক করেছিল তা হচ্ছে—যিনি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন তিনি আমাকে একটি সিগারেট অফার করেছিলেন। তিনি তাহলে নিশ্চয়ই জানতেন লোকেরা সিগারেট খেতে ভালবাসে। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এও জানতেন যে প্রতিটি মানুষই স্বাধীনতা ও আলো চায়। এও নিশ্চয়ই জানতেন শিশু তার মাকে ভালবাসে, মা ভালবাসে তার সন্তানকে। তাহলে আমার কাছে যা সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে মূল্যবান তা ওরা অমন নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নিতে পারত না। বন্য জন্তুর মত ওরা আমায় খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। এসব জিনিসের খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। যে কেউ—যার মানুষ ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে, যে বিশ্বাস করে মানুষ মানুষকে ভালবাসে, এই সবের পর তার মৌল বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবেই। সেইদিন থেকে আমিও মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছি এবং তিক্ততায় ভরে উঠেছে আমার মন।

এই পর্যন্ত বলে কর্নিলোভা চুপ করে গেল। ক্ষীণ একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল তার মুখে।

এমন সময় দরজায় দেখা দিলেন স্নেতোভার মা। তিনি বললেন, স্নেতোভা ভীষণ ভেঙে পড়েছে, ও আর এখন এখানে আসতে পারবে না।

—কী কারণে একটা তরুণ প্রাণ এভাবে নষ্ট হয়ে যায়?—কর্নিলোভা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল। আমার পক্ষে ব্যাপারটা আরো বেদনাদায়ক এই কারণে যে আমিই ওর অনিষ্টের উপলক্ষ।

—ভগবানের ইচ্ছায় ও ভাল হয়ে যাবে। আমরা ওকে গ্রামে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব —স্নেতোভার মা বোনকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই কারণে যে আপনি হস্তক্ষেপ না করলে ও শেষ হয়ে যেত। তবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি অন্য কারণে। একটা চিঠি ভুখোভাকে পৌঁছে দিতে হবে। (তিনি পকেট থেকে একটা চিঠি বের করলেন)। আমি খামের মুখ বন্ধ করিনি। আপনি পড়ে দেখতে পারেন, তারপর ইচ্ছে হলে ছিঁড়ে ফেলবেন কিংবা ওকে দেবেন—আপনার বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ীই আপনি কাজ করবেন। এইটুকু বলতে পারি এ চিঠির বিষয়বস্তু আপোসহীন।

নেখলুডভ হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলেন এবং ভেরা ভুখোভাকে চিঠিখানা পৌঁছে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এলেন।

বাড়ি ফিরে নেখলুডভ না পড়েই খামের মুখ বন্ধ করে দিলেন, অর্থাৎ তিনি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গেই চিঠিখানা ভুখোভার হাতে তুলে দিতে চান।

পিটার্সবুর্গে নেখলুডভের শেষ কাজটি ছিল ধর্মসম্প্রদায়ের মুক্তির আবেদনপত্রটি মহামান্য জারের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে প্রাক্তন সহকারী বোগাট্রিয়ভের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তিনি। বর্তমানে এই জাতীয় আবেদনপত্রের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার যাঁর উপর রয়েছে সেই টোপোরোভের কাছে বোগাট্রিয়ভ একখানা চিঠি লিখে দিলেন।

টোপোরোভের রিসেপসনিস্ট নেখলুডভের হাত থেকে সম্রাটকে লেখা আবেদন-পত্রটি নিয়ে নিলেন কারণ এটি আগে পড়ে নিয়ে তবে টোপোরোভ নেখলুডভকে ডাকবেন। টোপোরোভ আবেদনপত্রটির মুসাবিদার মুন্সীয়ানায় বিস্মিত হলেন। পড়তে পড়তেই তাঁর মনে হল যদি এটি সম্রাটের হাতে পৌঁছয় তাহলে তাঁকে অনেক অপ্রিয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। কেসটির কথা তাঁর মনে পড়ল। এর আগেও একটি আবেদন জমা পড়েছিল। কেসটি এই রকম :

এই খৃষ্টানরা গ্রীক অর্থোডক্স (গোঁড়া) চার্চের নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ায় প্রথমে আদালতে তাদের বিচার হয়। আদালত তাদের মুক্তি দেয়। তখন বিশপ ও গভর্নরের উদ্যোগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এদের বিবাহ অবৈধ সুতরাং স্বামী স্ত্রী ও

সন্তানদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে এদের নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। এদের পিতা ও স্ত্রীরা এখন আবেদন করেছে যাতে তাদের বিচ্ছিন্ন করা না হয়। টোপোরোভের মনে পড়ল, প্রথম যখন আবেদনপত্রটি তাঁর হাতে এসেছিল তখন একবার তিনি ভেবেছিলেন বিষয়টির সমাপ্তি হওয়া উচিত। তারপর ভেবে দেখলেন, সিদ্ধান্ত বহাল থাকলে অর্থাৎ এদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে এমন কী ক্ষতি ? বরং এদের মুক্তি দিলে অন্যান্যদের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়তে বাধ্য। তাছাড়া বিশপের আগ্রহাতিশয্য তো রয়েইছে। তখন তিনি স্থির করলেন কেসটি তার নিজের পথেই চলুক।

কিন্তু এখন ওরা ওদের হয়ে ওকালতি করার জন্যে নেখলুডভকে পেয়েছে যাঁর প্রভূত প্রতাপ প্রতিপত্তি রয়েছে পিটার্সবুর্গের অভিজাত সমাজে। নিষ্ঠুরতার নিদর্শন হিসেবে খোদ সম্রাটের কাছে অভিযোগটি পৌছে যেতে পারে, তাছাড়া বিদেশী সংবাদপত্রেও ঘটনাটি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। তাই অপ্রত্যাশিত-ভাবে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে ওই ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের মুক্তি দিয়ে দেবেন।

নেখলুডভকে ডেকে পাঠালেন তিনি। দাঁড়িয়ে উঠে তিনি নেখলুডভকে স্বাগত জানালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড কাজের ব্যস্ততার ভান করে বসে পড়লেন।

—কেমন আছেন প্রিন্স? এই কেসটির কথা আমায় মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। প্রাদেশিক সরকারের আগ্রহাতিশয্যেই এই অন্যায়টি হয়ে গেছে।

নেখলুডভ ভালমানুষের মুখোশ-পরা এই লোকটির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

—ওদের মুক্তির আদেশ আমি এখনই লিখে দিচ্ছি। —বলেই তিনি সীল-মোহর যুক্ত একখানা কাগজে কি যেন লিখলেন, তারপর খামের মুখ বন্ধ করে নেখলুডভের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটি আপনি যথাস্থানে পৌছে দেবেন আর আপনার মক্কেলদেরও জানিয়ে দেবেন।

নেখলুডভ খামটি হাতে নিয়ে বললেন, আমাকে তাহলে আর সম্রাটের কাছে আবেদন করতে হবে না ?

—না। তার আর প্রয়োজন হবে না।

—তাহলে এই লোকগুলি এতদিন কষ্ট সহ্য করল কেন ?

টোপোরোভ মাথা তুলে এমনভাবে হাসলেন যেন নেখলুডভের প্রশ্ন তাঁকে খুবই আনন্দ দিয়েছে।

—তা আমি আপনাকে বলতে পারব না। আমি আপনাকে এইটুকুই বলতে পারি জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। ধর্মের ক্ষেত্রে অতি-আগ্রহ যতটা না ক্ষতিকারক বা বিপদজনক তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকারক হচ্ছে জনসাধারণের উদাসীনতা। সংক্রামক ব্যাধির মত এই উদাসীনতা ব্যাপক আকারে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। যাই হোক, আজ আমি আপনাকে বিদায়

জানাব।—বলেই তিনি কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন এবং মাথা নিচু করে হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্যে।

নেখলুডভ প্রসারিত হাতে মৃদু চাপ দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ওই হাত স্পর্শ করতে হল বলে অবশ্য উনি অনুতপ্ত হলেন। মনে মনে বললেন, জনসাধারণের স্বার্থ! আসলে নিজের স্বার্থরক্ষাই আপনার প্রথম ও প্রধান কাজ।

সেদিন বিকেলেই পিটার্সবুর্গ ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছে তাঁর ছিল, কিন্তু মারিয়েত্তের সঙ্গে থিয়েটারে দেখা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাই যাওয়া হল না। যদিও তিনি জানেন এই দেখা করার কোন সার্থকতা নেই তবু নিজেকে খানিকটা প্রবঞ্চিত করলেন এই ভেবে যে কথার খেলাপ করা উচিত নয়। প্রলোভন সম্বরণ করতে পারব তো? শেষবারের মত চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।—নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, উত্তরও দিলেন।

বৈকালিক পোশাকে তিনি থিয়েটারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক অভিনীত হচ্ছে। জনৈকা বিদুষী অভিনেত্রী তখন অভিনব ভঙ্গিতে যক্ষ্মা-রোগিণীর মৃত্যুদৃশ্য অভিনয় করছেন। থিয়েটারের কর্মচারীদের জানা ছিল নেখলুডভ আসবেন, তাই তাঁকে সসম্মানে বক্সে নিয়ে যাওয়া হল। সুঠাম লাবণ্যময়ী মোহিনী মারিয়েত্তে আজ এমন পোশাক পরেছেন যাতে তাঁর সুন্দর কাঁধটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। কাঁধের ঢাল, গলা ও কাঁধের কাছাকাছি ছোট কালো তিলটি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতই। অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে তিনি নেখলুডভকে অভ্যর্থনা করলেন এবং পিছনের খালি চেয়ারটিতে বসতে ইঙ্গিত করলেন। মাথা ঈষৎ নুইয়ে মারিয়েত্তের স্বামী নেখলুডভকে নমস্কার জানালেন। উনি যে অতীব সুন্দরী এক মহিলার মালিক সেটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ের ভঙ্গিতে।

নাটকের ওই দৃশ্যটির যবনিকা পড়তেই হলঘর দর্শকদের হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল। মারিয়েত্তে সিল্কের স্কার্টটি দু আঙুলে খস্ খস্ শব্দের ঢেউ তুলে বক্সের পিছন দিকটায় চলে গেলেন। নেখলুডভও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

—আমার আজই পিটার্সবুর্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু কথা দিয়েছি তাই আসতে হল।

—না এলে এই অসাধারণ অভিনয়-দৃশ্যটি দেখতে পেতেন না। শেষ দৃশ্যে কী অসাধারণ অভিনয় করেছেন ভদ্রমহিলা বলুন?

—এইসব জিনিস আমাকে আর স্পর্শ করে না, কারণ আমি যে একাধিক বাস্তব যন্ত্রণার দৃশ্য দেখেছি।

—বসুন, শুনব আপনার মুখ থেকে।

কিন্তু নেখলুডভ বুঝতে পারলেন মারিয়েত্তের লঘু চপল মন মানুষের বাস্তব দুঃখ-

কষ্টের বিবরণ শোনার জন্যে মোটেই প্রস্তুত নয়। আজকের অভিনয় সম্পর্কে কিছু হাল্কা রঙ্গরসিকতাই তিনি করতে লাগলেন।

মারিয়েত্তে বিশেষ কিছু বলবেন বলে নেখলুডভকে ডেকেছিলেন। নেখলুডভ সেই কথা শোনার প্রতীক্ষাতেই বসে রইলেন। কিন্তু একটু পরেই বুঝলেন তিনি মারিয়েত্তের কিছুই বলার নেই। বললেনও না তিনি কিছু। নেখলুডভকে এখানে ডেকে আনার তাঁর একটাই উদ্দেশ্য। বৈকালিক সাজসজ্জার বাহার দেখান, তাঁর সুন্দর কাঁধ ও তিলটি দেখান। রূপের এই প্রদর্শনী প্রীতিদায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু নেখলুডভের মনে আজ তা ঘৃণারই উদ্রেক করল। মারিয়েত্তের দিকে রূপমুগ্ধতার দৃষ্টি নিয়েই তাকালেন তিনি, কিন্তু আজ তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন এই রূপের অন্তরালে আসল মানবীর স্বরূপটি। সেদিন চায়ের আসরে মারিয়েত্তে যেসব কথা বলেছেন সবই মিথ্যা। এই মিথ্যাচারিণী এমন একজন পুরুষের সঙ্গে ঘর করছেন যিনি শত শত মানুষের চোখের জলের বিনিময়ে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছেন আর এই মহিলা এইসব নির্যাতিত মানুষদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার। উঠে পড়ার জন্যে উনি অনেকক্ষণই চেষ্টা করছিলেন পারছিলেন না। তারপর মারিয়েত্তের স্বামী ধূমপান শেষ করে হলে ঢুকতেই ওভারকোটটি কাঁধের উপর ফেলে নেখলুডভ উঠে পড়লেন।

নেভস্কির রাস্তা ধরে নেখলুডভ যখন হাঁটছিলেন তখন ঝলমলে পোশাক পরিহিতা দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলাকে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে যেতে দেখলেন। মানুষের লালসা আকর্ষণ করার ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা মহিলাটির মুখে এবং গোটা শরীরে স্পষ্টতঃ লক্ষণীয়। প্রতিটি পথচারীই তাকে একবার ভাল করে দেখে নিচ্ছে। নেখলুডভ গতি বাড়িয়ে মহিলাটিকে অতিক্রম করে গেলেন। তিনিও পিছন ফিরে একবার না তাকিয়ে পারলেন না। মহিলাটির মুখে রঙের প্রলেপ থাকলেও মুখখানি সুন্দর। চোখাচোখি হতেই মহিলাটির চোখ দুটি দীপ্ত হয়ে উঠল, আমন্ত্রণের ইঙ্গিতবহ হাসিও ফুটে উঠল ওই চোখের দৃষ্টিতে। মজার ব্যাপার হল, সঙ্গে সঙ্গেই নেখলুডভের মনে পড়ল মারিয়েত্তেকে। মনে মনে বললেন তিনি, হ্যাঁ থিয়েটার-হলে সেও আমাকে একই হাসি উপহার দিয়েছিল। দুটি হাসিরই একই অর্থ। তফাত এই যে একজন খোলাখুলিই বলছে—'যদি আমাকে চাও তো এস, না চাও তো নিজের পথ দেখ।' অন্যজন এমন ভান করেছিলেন যেন তাঁর চাওয়া এই স্তরের নয়, উচ্চ মার্গের পরিশুদ্ধ ভাবলোকের কিছু। আসলে দুটি হাসির মূলগত উদ্দেশ্য কিন্তু একই। তবু বর্তমান মহিলাটির হাসির মধ্যে কোন মিথ্যার আবরণ নেই, অপর পক্ষে সেই মহিলাটির হাসি একটি নিপুণ ছলনার খেলা। রাস্তার এই মহিলাটি বদ্ধ জলার পচা জলের মত, তাদেরই সে আহ্বান জানাচ্ছে যাদের তৃষ্ণা ঘৃণার চেয়েও তীব্র। অন্যদিকে থিয়েটারের সেই মহিলাকে তুলনা করা যায় বিষের সঙ্গে। অলক্ষ্যে তা যা কিছু স্পর্শ করে সবই বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

নতুন আলোর ঝলকানিতে মোহের আবরণ সরে যাওয়ায় সব কিছু এখন তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন বলে মনে তিনি শান্তি পেলেন, আনন্দ পেলেন।

মস্কোতে ফিরে নেখলুডভ সোজা জেলের হাসপাতালে চলে গেলেন। সেনেট যে নিম্ন আদালতের দণ্ডাজ্ঞাই বহাল রেখেছেন এবং মাসলোভাকে যে সাইবেরিয়ায় যেতেই হবে এই দুঃসংবাদটি দেবার জন্যেই তিনি সেখানে গেলেন। সম্রাটের কাছে যে আবেদন করা হবে সেই দরখাস্ত মাসলোভাকে দিয়ে সই করাবার জন্যে কাগজখানা তিনি সঙ্গে এনেছেন; যদিও এই আবেদনের সাফল্য সম্পর্কে তিনি বিন্দুমাত্র আশাবাদী নন। অদ্ভুত শোনালেও এ কথা ঠিক তিনি এখন আর এর সাফল্য চানও না কারণ সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত ও কয়েদীদের সঙ্গে তিনি বাস করবেন এই চিন্তাধারাতেই তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মার্কিন লেখক হেনরি ডেভিড থরোর কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। থরো বলেছিলেন, "যে দেশের সরকার অন্যায়ভাবে লোককে কয়েদ করে রাখে সেই দেশের প্রতিটি ন্যায়নিষ্ঠ মানুষেরই প্রকৃত বাসস্থান হচ্ছে কারাগার।" পিটার্সবুর্গে গিয়ে যা তিনি দেখেছেন সেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নেখলুডভেরও মনে হল বর্তমানে রাশিয়ার প্রতিটি সৎ মানুষের বাসস্থান হওয়া উচিত কারাগারেই।

হাসপাতালের দারোয়ান নেখলুডভকে চিনতে পারল। নমস্কার জানিয়ে সে বলল,—মাসলোভা আর হাসপাতালে নেই।

—কোথায় আছে?

—আবার তাকে জেলখানাতেই পাঠানো হয়েছে।

—কিন্তু কেন?

দারোয়ানের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, হুজুর এরা যে কী জিনিস তা আপনি জানেন না। কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে ও প্রেম করছিল, জানতে পেরে বড় ডাক্তারবাবু ওকে তাই আগের জায়গাতেই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নেখলুডভ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অপ্রত্যাশিত নিদারুণ দুঃসংবাদ শোনার পর সুতীব্র বেদনায় বুকের ভিতরে যেমন মোচড় দিয়ে ওঠে নেখলুডভের মানসিক অবস্থা এখন অনেকটা তাই। তাঁর প্রাথমিক অনুভূতিটা অবশ্য লজ্জার। এতদিন তাঁর মনে দৃঢ়মূল ধারণা জন্মেছিল মসলোভার মানসিক পরিবর্তন ঘটছে। খুশি খুশি মনে এই ধারণাটিকে তিনি লালন করছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন তাঁর কাছে উপহাসাস্পদ মনে হল। মাসলোভা যে তাঁর আত্মত্যাগ গ্রহণে অস্বীকার করেছিল, কিংবা ওর অভিযোগ চোখের জল এবং সব কিছুই বারবিলাসিনীর ছলা-কলা, আসলে সে তাঁকে নিজের কাজে লাগাতে চেয়েছিল। হাসপাতাল-চত্বর ছেড়ে চলে আসার সময় নেখলুডভের মনে মুহূর্তের আলোর ঝলকে এই সত্যগুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

—কি কতর্ব্য এখন আমার? এর পরেও কি ওর সঙ্গে আমার বন্ধন অটুট থাকবে? ওর এই কাজ কি আমাকে মুক্তি দেয়নি?—নিজের মনের কাছে এই প্রশ্নগুলি রাখলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হল মাসলোভাকে শাস্তি দিতে গিয়ে তিনি নিজের দায়িত্ব-কর্তব্যবোধকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। তাঁর মন

চাইছে মাসলোভাকে শাস্তি দিতে, কিন্তু ওকে শাস্তি দিতে গিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে নিজেকেই।

—না না, যা ঘটে গেছে তা আর পাল্টানো সম্ভব নয়। বরং ওর এই কাজ আমার সিদ্ধান্তকে আরো দৃঢ় করল। ওর মন যা চায় করুক। ও যদি কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক চালাতে চায় চালাক। এটা ওর নিজস্ব ব্যাপার। আমি আমার বিবেকের নির্দেশে চলব। আমার স্বাধীনতা উৎসর্গ করা, ওকে বিয়ে কর'—অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে, এবং সাইবেরিয়ায় ওকে অনুসরণ করা সব সিদ্ধান্তই অপরিবর্তিত আছে। প'বিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মত সিদ্ধান্তগুলি মনে মনে আবৃত্তি করে সুদৃঢ় মানসিক প্রত্যয় নিয়ে তিনি আবার অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন।

জেলের গেটে পৌঁছে ওয়ার্ডারকে বললেন তিনি মাসলোভার সঙ্গে দেখা করতে চান। ওয়ার্ডারটি নেখলুডভকে চিনত। পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিতে সে বলল, স্যার, সেই বৃদ্ধ ইন্সপেক্টরটি নেই, তাঁকে ডিঙিয়ে নতুন একজন ইন্সপেক্টর এসেছেন। ইনি খুব কড়া ধাতের মানুষ। যাই হোক, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।

ইন্সপেক্টর কাছাকাছিই ছিলেন, তিনি বেরিয়ে এলেন। লোকটি রোগা এবং লম্বা, মুখে আরোপিত কাঠিন্য। নেখলুডভের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, নির্দিষ্ট দিনে ভিজিটিং রুমে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়।

নেখলুডভ বললেন, কিন্তু আমার কাছে সম্রাটকে লিখিত একটি আবেদন-পত্র রয়েছে তাতে আমি মাসলোভার সই নিতে চাই।

—কাগজখানা আপনি আমাকে দিতে পারেন।

—আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই, আমাকে আগেও দেখা করতে দেওয়া হয়েছে।

ইন্সপেক্টর বাঁকা দৃষ্টিতে নেখলুডভকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, সে আগে হতো।

—গভর্নরের অনুমতি-পত্র আমার কাছে আছে।—বলেই তিনি পকেট থেকে চিঠিখানা বের করলেন।

ইন্সপেক্টর হাত বাড়িয়ে অনুমতি-পত্রখানি নিয়ে পড়ে দেখলেন, তারপর বললেন, অনুগ্রহ করে অফিসঘরে আসুন।

অফিসঘরে তখন আর কেউ ছিল না। ইন্সপেক্টর টেবিলের কাগজপত্র গোছাতে লাগলেন। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হল সাক্ষাতের সময় উনি কাছে থাকতে চান।

নেখলুডভ জানতে চাইলেন তিনি রাজনৈতিক বন্দী ভেরা দুখোভার সঙ্গে দেখা করতে পারেন কি না।

—না, পারেন না। রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না।

দুখোভার চিঠিখানা তখনো নেখলুডভের পকেটে রয়েছে। তাঁর মনে হল তিনি যেন কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং তাঁর অপরাধ ধরা পড়ে গেছে ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

মাসলোভা আগের মতই সাদা জ্যাকেট ও স্কার্ট পরেছে এবং মাথায় রুমাল বেঁধে এসেছে। নেখলুডভের কঠিন ও অপ্রসন্ন দৃষ্টি দেখে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। মাথা নিচু করে সে জ্যাকেটের একটি প্রান্ত ভাঁজ করতে লাগল।

মাসলোভার এই অপ্রতিভ ভাব দেখে নেখলুডভের কাছে হাসপাতালের ওয়ার্ডারের কথাগুলিই সত্য বলে প্রতিভাত হল। মাসলোভার সঙ্গে তিনি আগের মতই ব্যবহার করবেন বলে স্থির করেছিলেন, কিন্তু বিরাগ তাঁর এতই প্রবল যে তিনি করমর্দনের জন্যে হাতখানি বাড়িয়ে দিতে পারলেন না। শুষ্ক কণ্ঠে শুধু বললেন, আমি তোমার জন্যে দুঃসংবাদই নিয়ে এসেছি। সেনেট আপীল অগ্রাহ্য করেছে।

—আমি জানতাম ওরা অগ্রাহ্য করবে।—অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে মাসলোভা কথাটা বলল এবং কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিল।

আগের পরিস্থিতি হলে নেখলুডভ হয়ত প্রশ্ন করতেন ওর এই ধারণার কারণ কি? কিন্তু আজ আর তাঁর প্রশ্ন করতে মন চাইল না। তিনি শুধু এক একবার মাসলোভার চোখের দিকে তাকালেন। দেখলেন দু'চোখ তার জলে ভরে গিয়েছে।

মাসলোভার ওপর বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও সেনেটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করা উচিত তিনি মনে করলেন। আগের মতই কঠিন শুষ্ক স্বরে তিনি বললেন—সেনেটের সিদ্ধান্ত সত্যিই দুঃখজনক, তবু তোমার হতাশ হবার কোন কারণ নেই। সম্রাটের কাছে আবেদন করা হচ্ছে, মনে হয় এতে কাজ হবে এবং আমি আশা করি…

—আমি এই নিয়ে কিছুই ভাবছি না।—বলেই সে তার সজল ট্যারা চোখ দুটি তুলে করুণ দৃষ্টিতে নেখলুডভের চোখের দিকে তাকাল।

—তাহলে কি ভাবছ?

—আপনি নিশ্চয়ই হাসপাতালে গিয়েছিলেন এবং ওরা নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে!

—তাতে কি আসে যায়? ও তো সম্পূর্ণ তোমার নিজস্ব ব্যাপার।—অত্যন্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরে কথাগুলি বললেন তিনি এবং ভুরু কোঁচকালেন। নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁর যে আহত অভিমান চাপা পড়েছিল তা যেন হাসপাতালের প্রসঙ্গ উঠতে প্রবলতর আঘাতে জেগে উঠল। তাঁর মত মানুষকে বিয়ে করতে পারলে যে কোন ভাল পরিবারের মেয়ে বর্তে যেত, আর এই মেয়েটি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে পারল না, কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে তিনি মাসলোভার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন।

—ঠিক আছে তুমি এই দরখাস্তটায় সই কর।—বলেই তিনি পকেট থেকে একটি লম্বা খাম বের করে তার ভিতর থেকে একটি কাগজ বের করলেন। কাগজখানা টেবিলের ওপর মেলে ধরে বললেন, এখানে সই কর।

মাসলোভা যখন সই করছিল তখন নেখলুডভ পিছনে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিলেন। তাঁর মনের মধ্যে তখন প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে। শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব—এক দিকে নিজের

আহত অভিমান, অন্য দিকে এই মেয়েটির নির্যাতিত জীবন। পরের অনুভূতিটাই জয়ী হল।

তিনি মনে করতে পারলেন না কোন্ অনুভূতিটা তাঁর মনে আগে এসেছিল। মাসলোভার প্রতি করুণা, না তাঁর নিজের পাপ—তাঁর সেই জঘন্য কাজ। ঠিক সেই কাজের জন্যেই একটু আগে তিনি ওকে দায়ী করেছিলেন। যাই হোক, একই সঙ্গে তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করলেন এবং মাসলোভার জন্য করুণা বোধ করলেন।

মাসলোভা সই করে হাতের কালি স্কার্টের এক কোণায় মুছে নিয়ে নেখলুডভের দিকে তাকাল।

মাসলোভাকে ক্ষমা করতে পেরেছেন এই বোধটি নেখলুডভের অন্তরে করুণা ও প্রীতির ভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি স্থির করলেন ওকে সান্ত্বনার কথাই বলবেন।

—যাই ঘটে থাকুক আমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত আছে। আমি তোমাকে আগেও যা বলেছি আজও তা-ই বলব। ওরা যেখানেই তোমাকে নিয়ে যাক আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

—তার কোন প্রয়োজন নেই।—বলেই মাসলোভার মুখখানা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

—তুমি বরং ভেবে দেখ পথে তোমার কি কি লাগবে।

—আমার আর কিছুই লাগবে না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ইন্সপেক্টর কাছে এগিয়ে আসতেই তঁাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নেখলুডভ বেরিয়ে এলেন। আজকের মত এমন প্রগাঢ় প্রশান্তিতে তাঁর মন আগে কোনদিন ভরে ওঠেনি। মাসলোভাকে যে তিনি ক্ষমা করতে পেরেছেন, গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে মাসলোভাকে এখনো ভালবাসেন, এর ফলেই তাঁর অনুভূতি মহত্তর স্তরে উন্নীত হয়েছে। যদিও এই ভালবাসা তাঁর নিজের জন্যে নয়, মাসলোভার জন্যে, আরো ব্যাপক অর্থে ঈশ্বরের জন্যেই।

প্রণয়-ঘটিত যে কারণে মাসলোভাকে হাসপাতাল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে এবং নেখলুডভও যে কাহিনী সত্য বলে বিশ্বাস করে মাসলোভাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে বসে আছেন সেই ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে এই রকম :

মাসলোভাকে হেড নার্স ডিসপেন্সারী থেকে কিছু ওষুধ নিয়ে আসতে বলেছিলেন। লম্বা বারান্দার শেষ প্রান্তে ডিসপেন্সারীতে তখন কম্পাউণ্ডার একা। লোকটি দীর্ঘকায় এবং মুখে অসংখ্য ব্রণের দাগ। কিছুদিন হল সে মাসলোভাকে উত্যক্ত করছিল। সেদিনও মাসলোভাকে একা পেয়ে সে এগিয়ে আসতেই মাসলোভা তাকে এত জোরে ধাক্কা দেয় যে লোকটির মাথা ঠুকে যায় আলমারীর গায়ে। আলমারী থেকে দুটি বোতল মেঝেতে পড়ে ভেঙে যায়।

বড় ডাক্তারবাবু তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। বোতল ভাঙার শব্দ শুনে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মাসলোভাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে দেখে তিনি চীৎকার করে বললেন,—এই মেয়ে, তুমি এখানেও যদি ওই কারবার চালাতে থাকো তাহলে আমি

তোমায় দূর করে দেব।···কম্পাউণ্ডারের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন,—এ সবের কী মানে?

কম্পাউণ্ডার মৃদু হেসে নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করল। বড় ডাক্তারবাবু কম্পাউণ্ডারের কথায় কান না দিয়ে ওয়ার্ডে চলে গেলেন, তারপর ইন্সপেক্টিংকে ডেকে পাঠিয়ে মাসলোভার জায়গায় একজন ভদ্রপ্রকৃতির সহকারী নার্স পাঠাবার নির্দেশ দিলেন।

এইটিই কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে মাসলোভার 'গুপ্ত প্রণয়ে'র কাহিনী। প্রণয়-ঘটিত কেলেঙ্কারীর অপবাদ দিয়ে তাকে বিতাড়িত করা হল এই কারণেই মাসলোভা বেশি আঘাত পেল। কারণ অনেকদিন থেকেই পুরুষের সংসর্গ মাসলোভার কাছে বিরক্তিকর মনে হতো। নেখলুডভের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে বিরক্তির মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছিল। তার অতীত ও বর্তমান অবস্থার বিচার করে সকলেরই ধারণা তাকে সহজেই অপমান করা যায়। মুখে ব্রণের দাগওলা লোকটিও এদেরই একজন। তার মত মেয়ে যে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এতেও সবাই বিস্মিত হয়। এদের ধারণা ও বিস্ময় তাকে নিদারুণ আঘাত দেয়, নিজের প্রতিই তার করুণা হয় এবং চোখে জল এসে যায়। একবার তার ইচ্ছে হয়েছিল নেখলুডভের কাছে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার, কারণ তিনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন। কিন্তু যখন সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা সুরু করবে বলে ভাবছে তখনই মাসলোভার মনে হল নেখলুডভ তার কথা বিশ্বাস করবেন না বরং কৈফিয়ৎ তাঁর সন্দেহকে দৃঢ়তর করবে। তার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, তাই সে নীরব হয়ে যায়।

মাসলোভা ভাবতে চেষ্টা করে এবং নিজেকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে সে নেখলুডভকে ক্ষমা করেনি, বরং তাঁকে সে ঘৃণাই করে, যে কথা জেলে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সময় সে তাঁকে বলেওছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তাঁকে আবার নতুন করে ভালবাসতে শুরু করেছে। ভাল যে বাসে তার প্রমাণ সে নিজে থেকেই তিনি যা চান তা করতে শুরু করেছে। সে মদ্যপান, ধূমপান এবং ছলা-কলা ছেড়ে দিয়েছে। হাসপাতালে আসতেও সে রাজি হয়েছে কারণ তিনি তাই চান বলে। নেখলুডভের আত্মত্যাগ ও বিয়ের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ তাতে তাঁর আত্মমর্যাদা সূচিত করে, তবে সে এও জানে তাকে বিয়ে করে নেখলুডভ সুখী হবেন না। নেখলুডভের আত্মত্যাগ সে গ্রহণ করবে না, এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত আগের মতই দৃঢ় আছে, কিন্তু তিনি ওকে ঘৃণা করেন এবং মনে করেন সে আগের মতই আছে এই অনুভূতিটাই তার পক্ষে তীব্র বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। সে যে কত বদলে গেছে তাও তিনি লক্ষ্য করেননি। তিনি যে এখনো ভাবছেন যে হাসপাতালে সে-ই অন্যায় করেছে এইটিই তার মনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তুলনায় সেনেট কর্তৃক শাস্তি অনুমোদনের সংবাদটি তার কাছে অতি তুচ্ছ মনে হয়েছে।

কয়েদীদের প্রথম দলের সঙ্গেই মাসলোভাকে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হতে পারে সেইজন্যে নেখলুডভ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর হাতে এত কাজ পড়ে রয়েছে যে প্রচুর সময় পেলেও তা তিনি শেষ করে উঠতে পারবেন না। একটা সময় ছিল যখন নেখলুডভকে কাজ আবিষ্কার করতে হতো, সেইসব কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন একজনই অর্থাৎ ডিমিট্রি ইভানোভিচ নেখলুডভ। তখন কাজের মধ্যে কোন আনন্দ পেতেন না তিনি। আর এখন কাজের অন্ত নেই আর কোন কাজই তাঁর নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয়। অপরের স্বার্থজড়িত কাজ বলেই তিনি এখন কাজে উৎসাহ পান, আনন্দ পান।

যে সব কাজ বর্তমানে নেখলুডভের সময় কেড়ে নিয়েছে তা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তিনি নিজেই এই ভাগটি করে নিয়েছেন এবং তিনটি পোর্টফোলিও ব্যাগে কাজের চরিত্র অনুযায়ী কাগজগুলি রেখেছেন।

প্রথমটিতে রেখেছেন মাসলোভা সংক্রান্ত কাগজপত্র, সম্রাটের কাছে আবেদন ও তার সম্ভাব্য সাইবেরিয়ায় যাত্রাবিষয়ক।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে কুজমোনস্কোয়ি ও মাসীদের জমির স্থায়ী বিলি-ব্যবস্থার আইনসংগত ব্যবস্থাদি সম্পর্কিত।

তৃতীয়টি হচ্ছে কয়েদীদের সাহায্য সম্পর্কিত। রোজই তিনি বিভিন্ন কয়েদীদের কাছ থেকে সাহায্যের আবেদনপত্র পাচ্ছেন। এই আবেদনের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছে যে সবগুলির দিকে নজর দেওয়া তাঁর সময় ও সামর্থ্যের বাইরে। তাই তিনি একটি নতুন কাজ বেছে নিয়েছেন যার নাম দেওয়া যেতে পারে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা। প্রথমতঃ 'ক্রিমিন্যাল ল' নামক অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য কি?

কয়েদীদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ও উকীল জেলের ইন্সপেক্টর এবং পাদ্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে নেখলুডভের ধারণা হয়েছে—কয়েদীদের কিংবা তথাকথিত অপরাধীদের পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায়ে পড়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ কিছু ব্যক্তি, বিচারের বিভ্রান্তির ফলে যাদের শাস্তি হয়েছে। মাসলোভা ও মেনশভরা এই পর্যায়ে পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে তারা পড়ে যারা একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে অপরাধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। এই সব অপরাধের মূলে থাকে ঈর্ষা, উত্তেজনা কিংবা নেশা। এই শ্রেণীর অপরাধীদের যাঁরা বিচার করে থাকেন এই পরিস্থিতিতে পড়লে তাঁরাও নিশ্চয়ই একই অপরাধ করতেন।

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত অপরাধী তারাই যারা কোন বিশেষ কাজকে স্বাভাবিক এমনকি ভালই মনে করে, কিন্তু যাঁরা আইন প্রণয়ন করেছেন তাঁদের মতে কাজটি অন্যায়। এই শ্রেণীতে পড়ে লাইসেন্সবিহীন মদ্যবিক্রেতা, জমিদার কিংবা সম্রাটের বন থেকে কাঠ ও ঘাস কেটে নেয় যারা। যেসব অবিশ্বাসী মানুষ গির্জার সম্পত্তি চুরি করে তারাও এই শ্রেণীতে পড়ে।

চতুর্থ শ্রেণীতে তাঁদের ফেলা যায় যাঁরা আইনের চোখে অপরাধী কারণ তাঁদের নৈতিক জীবন সমাজের সাধারণ স্তর থেকে অনেক উন্নত। এই শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে আছেন যাঁরা খ্রীষ্টের বাণী নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে কিন্তু চার্চের বিরোধী, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক বন্দী, স্বাধীনতাকামী পোল ও ধর্মঘটকারীগণ। নেখলুডভের অভিজ্ঞতায় এই শ্রেণীর মধ্যে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের। যেহেতু তাঁরা কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করেছেন তাই তাঁরা দণ্ডিত।

পঞ্চম শ্রেণীর মানুষেরা সমাজের প্রতি যতটুকু অন্যায় করেছে সমাজ তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি অন্যায় করেছে এই মানুষগুলির ওপর। সমাজ পরিত্যক্ত চিরবঞ্চিত মানুষেরাই এই শ্রেণীভুক্ত। মাদুর চুরি করেছিল যে ছেলেটি সবার আগে তার কথাই মনে পড়ে। সমাজ তাকে যে পথে ঠেলে দিয়েছে চুরি করা ছাড়া জীবন ধারণের তার কাছে আর কোন রাস্তা খোলা নেই। অপরাধ-বিজ্ঞান এই শ্রেণীর মানুষদের অপরাধপ্রবণ মানুষ বলে সংজ্ঞা দিয়েছেন। তথাকথিত অধঃপতিত, নীতিহীন, অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষদের জন্যেই নাকি ক্রিমিন্যাল ল-এর উৎপত্তি।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে ওখোটিন নামে একজন কয়েদী নেখলুডভকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এই লোকটিও নেখলুডভের সাহায্যের প্রার্থনা করেছিল। সে এক বারবনিতার জারজ-সন্তান। একজন পাকা চোর। বেশ্যালয়েই সে মানুষ হয় এবং তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত এমন কোন মানুষের সঙ্গে মেশেনি যার নৈতিক-জীবন কোন পুলিশের নৈতিক জীবনের চেয়ে উন্নত। লোকটির অসাধারণ রসবোধ এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব নেখলুডভের মনে বিশেষ রেখাপাত করেছিল। সে আইনজীবী, কয়েদী, মানুষের আইন, ঈশ্বর এমনকি নিজেকে নিয়েও রসিকতা করত।

আর একটি লোকের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল তার নাম ফিয়োডোরোভ। লোকটি সুদর্শন এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সে একটি দস্যুদলের সর্দার ছিল। চাষীর সন্তান ছিল সে, কিন্তু তার বাবাকে নিজের ভদ্রাসন থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়। লোকটি যখন সেনাবিভাগে কাজ করত তখন অফিসারের স্ত্রীর প্রেমে পড়ে, ফলে দণ্ডিত হয়। মানুষটি যেমন আবেগপ্রবণ তেমনি মেজাজ তার শরীফ। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আমোদ-প্রমোদ। লোকটি জীবনে এমন একটি মানুষেরও দেখা পায়নি যে প্রবৃত্তিকে সংযত করতে জানে। আমোদ-প্রমোদ ছাড়া জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা সে কখনো শোনেনি। এই দুটি মানুষই প্রকৃতি-দত্ত অনেক গুণের অধিকারী ছিল, কিন্তু সহানুভূতি ও উৎসাহের অভাবে সেই গুণগুলি বিকশিত হতে পারল না। নেখলুডভ জেলে আরো অনেক বন্দী দেখেছেন যাদের মধ্যে অপরাধ-বিজ্ঞান বর্ণিত অপরাধপ্রবণতার কোন লক্ষণ তিনি দেখতে পান নি। এদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য তাঁর মনে বিরাগের ভাবই জাগিয়েছে কিন্তু তেমন মানুষ তো জেলের বাইরেও উনি দেখেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিচার করবার ভারও পেয়েছে। নেখলুডভের প্রশ্ন—কেন এদের জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে, অথচ একই প্রকৃতির মানুষ জেলের বাইরেই শুধু রয়েছে তা নয়, দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিতও রয়েছে!

এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে তিনি এই সংক্রান্ত অনেক বই সংগ্রহ করে পড়লেন। লোম্ব্রোসো, গারোফালো, ফেরি, মড্সলে, তারদে প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের বই পড়লেন, কিন্তু হতাশ হলেন। এইসব বইতে বিজ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম জটিল প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে, 'ক্রিমিন্যাল ল' সংক্রান্ত অনেক প্রশ্ন দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত হয়েছে, কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর তিনি চান তার উত্তর নেই।

তাঁর প্রশ্নটি অত্যন্ত সরল। কেন এবং কোন্ অধিকারে এক শ্রেণীর মানুষ অপর কতকগুলি মানুষকে যন্ত্রণা দেয়, কারাগারে বন্দী করে রাখে, বেত মারে, হত্যা করে? অথচ তারা নিজেরা এদের তুলনায় কোন অংশেই উন্নত চরিত্রের মানুষ নয়। তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পরিবর্তে তিনি এইসব বইতে পেলেন কিছু সুচিন্তিত প্রশ্ন যেমন: মানুষের স্বাধীন সত্তা আছে কি না, অপরাধ-প্রবণতার লক্ষণ মাথার মাপ পরীক্ষা করে পাওয়া যায় কি না, অপরাধ প্রবণতা কি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ইত্যাদি।

এইসব অনুসন্ধানী প্রশ্ন পড়ে অনেকদিন আগের একটি অভিজ্ঞতার কথা তাঁর মনে পড়ল। একটি পরিচিত ছোট ছেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি বানান করতে শিখেছ? ছেলেটি বলল, হ্যাঁ।

—আচ্ছা, পা বানান কর তো।

ছেলেটি একটু ধূর্ত প্রকৃতির। সে পাল্টা প্রশ্ন করল,—কার পা? কুকুরের, না অন্য কোনো জন্তুর?

এইসব বইতেও কোন্ অধিকারে কিছু লোক অন্য লোককে শাস্তি দেয়, যন্ত্রণা দেয় তার উত্তর না থাকলেও, শাস্তি দেওয়া যে আবশ্যক তা অনেক যুক্তি-তর্কের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। শাস্তিদানের ব্যাপারটা স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। নেখলুডভ তবু আশায় রইলেন নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করে একদিন তিনি তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর পাবেন।

মাসলোভার সাইবেরিয়া রওনা হবার কথা পাঁচই জুলাই। নেখলুডভও সেই দিনই রওনা হবার জন্যে ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করলেন। আগের দিন নেখলুডভের বোন ও ভগ্নীপতি শহরে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। নেখলুডভের বোন নাতালিয়া ইভানোভনা রগোঝিনস্কায়া নেখলুডভের চেয়ে দশ বছরের বড়। নেখলুডভ প্রকৃতপক্ষে দিদির প্রভাবেই বড় হয়েছেন। পরে দুজনের সম্পর্ক বন্ধুর মতই হয়ে উঠেছিল বয়সের তফাৎ থাকা সত্ত্বেও। একজন তখন পনের বছরের কিশোর ও অন্যজন পঁচিশ বছর বয়সের তরুণী। এই সময়েই নেখলুডভের এক বন্ধু নিকোলাঙ্কাকে ভালবেসে ফেলে নাতালিয়া। তিনজনেই এক সখ্যতার সূত্রে বাঁধা পড়েছিল তখন। মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ, যে গুণ মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে নিজেদের সেই মহত্তর আদর্শের দীক্ষায় দীক্ষিত করে তুলেছিল এই তিনজন। কিন্তু

নিকোলাস্কার আকস্মিক মৃত্যুতে সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। ভাইবোনের চরিত্রের অধঃপতনের সূত্রপাত সেই তখন থেকে। আর্মিতে যোগ দেবার পর পরিবেশের প্রভাবে নেখলুডভ স্থূল আমোদ-প্রমোদ ডুবে যান, নাতালিয়াও যৌন-ক্ষুধার তাগিদে এমন একজনকে বিয়ে করলেন যাঁর কাছে ওইসব আদর্শের কোন মূল্যই নেই। নৈতিক উৎকর্ষতা কিংবা মানুষের প্রতি সেবার মনোভাব এইসব অনুভূতি তাঁর মতে লোক-দেখানো ব্যাপার।

নাতালিয়ার স্বামী যশোহীন বিত্তহীন হলেও পেশাগত দক্ষতায় বিচার-বিভাগে অপেক্ষাকৃত ভাল পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তিনি কখনো উদারপন্থী কখনো রক্ষণশীল—যখন যেটি নিজের স্বার্থানুকূল সেইভাবেই নিজেকে জাহির করেন। মেয়েদের চোখে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার গুণটিও তাঁর আছে। লোকটি একসময় নেখলুডভের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তোলেন এবং কৌশলে নাতালিয়ার চোখে নিজেকে প্রিয় করে তোলেন। নাতালিয়া ক্রমে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভালবেসে ফেলেন। এই বিয়েতে নেখলুডভের মায়ের সম্মতি ছিল না কারণ তাঁর মতে এতে মেয়ের সামাজিক মর্যাদা কমে যাবে।

নেখলুডভ তাঁর ভগ্নীপতিটিকে মনে মনে ঘৃণা করতেন। লোকটির সংকীর্ণ মন, স্বার্থপরতা, আদর্শহীনতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না, কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ এই লোকটিকে ভালবেসে নাতালিয়া তাঁর সমস্ত মহৎ গুণ বিসর্জন দিয়েছে বলে। লোমশ, মাথায় টাক, স্বার্থপর এই লোকটি নাতালিয়ার স্বামী ভাবতেই নেখলুডভের মন বিষিয়ে ওঠে। নাতালিয়া তৃতীয়বার মা হতে চলেছে, এই সংবাদটিও নেখলুডভের যথেষ্ট মনঃপীড়ার কারণ হয়ে ওঠে।

নাতালিয়া ও তাঁর স্বামী বড় একটি হোটেলে গিয়ে উঠলেন। নাতালিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ছুটলেন। মায়ের বাড়িতে গিয়ে আগ্রাফেনা পেট্রোভনার কাছে শুনলেন নেখলুডভ বাসা ভাড়া করে উঠে গেছেন। নাতালিয়া সেখানে গিয়ে নেখলুডভের দেখা পেলেন না। একজন অপরিচ্ছন্ন চাকর অন্ধকার বারান্দা দিয়ে তাঁকে নেখলুডভের ঘরে নিয়ে গেলেন। নাতালিয়া ভাইয়ের অতি সরল বাহুল্যহীন জীবন যাত্রা দেখে বিস্মিত হলেন। টেবিলের ওপর কিছু অপরাধ বিষয়ক আইনের বই ছড়িয়ে আছে, এছাড়া বিলাসিতার কোন উপকরণই সেখানে নেই। নাতালিয়া একটি চিরকুটে তাঁদের আসার খবর জানিয়ে হোটেলে ফিরে এলেন।

ভাই সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন নাতালিয়ার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। প্রথমটি কাতুশাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত। শহরের সবাই এই খবর জানে এবং এটি অভিজাত মহলে একটি মুখরোচক আলোচনার বস্তু। অনেকে এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেখতে পান এবং বিপদের গন্ধও পান। এমন একজন ভয়ংকর মেয়েকে তাঁর ভাই বিয়ে করতে যাচ্ছে, এই ভাবনাতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন নাতালিয়া। কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করে দেওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য নাতালিয়ার মনে তেমন কিছু গুরুত্ব পেল না। কিন্তু নাতালিয়ার স্বামী এতেই বেশি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মতে

এসব হচ্ছে লোক-দেখানো ব্যাপার, অর্থহীন কাজ। কৃষি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে জমি বিক্রী করে দিলেই তো চলতো। স্ত্রীকে তিনি কঠিন নির্দেশ দিলেন যেন সে ভাইয়ের ওপর প্রভাব খাটিয়ে তাকে এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য করেন।

বাসায় ফিরে নাতালিয়ার চিঠি পড়ে নেখলুডভ সঙ্গে সঙ্গেই ছুটলেন হোটেলে বোনের সঙ্গে দেখা করতে। মায়ের মৃত্যুর পর এতদিনে ভাইবোনের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। নাতালিয়াকে তিনি একাই পেলেন, তাঁর স্বামী তখন পাশের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। নাতালিয়া পরেছে টাইট-ফিটিং কালো সিল্কের গাউন এবং একটি লাল বো। মাথার চুল তরঙ্গিত করে হাল-ফ্যাশানে বাঁধা। সমবয়স্ক স্বামীর চোখে নাতালিয়ার যুবতী সাজার চেষ্টা অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিল নেখলুডভের চোখে।

ভাইকে দেখেই নাতালিয়া ছুটে এসে ভাইকে চুম্বন করল। হাসি হাসি মুখে দুজন দুজনের দিকে তাকাল। ওঁদের চোখের ভাষায় যে কথাটি প্রকাশ পেল তা এক গভীর অর্থযুক্ত পরিপূর্ণ সত্যের বাণী যা মুখের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তারপর যখন তাঁরা মুখের ভাষায় ফিরে এল তখন সত্য ক্রমশঃই ফিকে হয়ে আসতে লাগল।

—তুমি বেশ মোটা হয়েছ, বয়সও যেন অনেক কমে গিয়েছে।—নেখলুডভ বললেন।

—তুমি কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছ।

এর পর ওঁরা অনেকক্ষণ কথা খুঁজে পেলেন না। কিছুক্ষণ নীরবতার পর নাতালিয়া বললেন,—আমি তোমার বাসায় গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, তোমার চিঠি পেয়েই তো ছুটে এলাম। অত বড় বাড়ি আমার কোন কাজে লাগবে না। তুমি বরং ফার্নিচার ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে যেও।

এমন সময় হোটেলের বয় চা নিয়ে এল। চা ঢালতে ঢালতে নাতালিয়া মনে দৃঢ়তা সঞ্চার করে বলে ফেললেন,—ডিমিট্রি, আমি তোমার সব খবর জানি।

—যদি জেনে থাক ভালই।

—তুমি কি আশা কর ওই ধরনের জীবন যাপনের পর সে আর কোনদিন পাল্টাবে?

—তার পরিবর্তনের কথা আমি ভাবছি না। আমার পরিবর্তন, সংস্কারের কথাই আমি ভাবছি।

নাতালিয়া দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন,—বিয়ে ছাড়া অন্যভাবেও তো তা করা যেতে পারে।

—আমি মনে করি এটিই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। তা ছাড়া এই বিয়ের ফলে আমাকে এমন এক জগতে নিয়ে যাবে যেখানে আমি অনেকের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারব।

—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না তুমি এতে সুখী হবে।

—আমার সুখটাই বড় কথা নয়।

—মানলাম, কিন্তু তারও তো হৃদয় আছে। সে এতে সুখী হতে পারে না, এমনকি এ বিয়ে সে না চাইতেও পারে।

—না, সে চায় না।

—বুঝলাম, কিন্তু জীবন···

—হ্যাঁ। জীবন ?

—জীবন তো অন্য কিছু চায়।

—না, জীবনের কোন দাবী নেই, সে শুধু চায় আমাদের কাছে সঠিক কাজ।

—কি জানি আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

এমন সময় নাতালিয়ার স্বামী রগোঝিনস্কি ঘরে ঢুকলেন। তাঁর টাক, চশমা, কালো দাড়ি সবই চকচক করছে। নেখলুডভের সঙ্গে করমর্দন করে 'কেমন আছ' বলে নিঃশব্দে একটি ইজিচেয়ারে বসলেন। তারপর স্মিত হেসে বললেন, আমি তোমাদের আলোচনায় বাধা দিলাম।

—না, আমি যা বলি কিংবা করি তা কারো কাছে গোপন রাখতে চাই না।

হ্যাঁ, আমরা ওর সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করছিলাম।—নাতালিয়া বললেন।

কোন্ বিশেষ সিদ্ধান্তের কথা আলোচনা হচ্ছিল ?

—একদল কয়েদীর সঙ্গে সাইবেরিয়ায় যাওয়া। এদের মধ্যে একটি মেয়ে রয়েছে যার প্রতি আমি ঘোর অন্যায় করেছি।

—শুধুই সঙ্গে যাওয়া ? আমি কিন্তু আরো কিছু শুনেছি।

—হ্যাঁ, যদি সে চায় তবে আমি তাকে বিয়ে করব।

—সত্যি ! যদি কিছু মনে না কর তবে তোমার উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বলবে কি ?

—আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই মেয়েটি···এই মেয়েটির প্রথম পদস্খলনের জন্যে···। ঠিকভাবে নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে না পারায় নেখলুডভ নিজের ওপরেই চটে গেলেন।—আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমিই অপরাধী আর শাস্তি পেল সে।

—যদি সে শাস্তি পেয়ে থাকে তবে সে কখনই নির্দোষ নয়।

কিছুটা অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা নিয়ে নেখলুডভ মামলার আদ্যান্ত বিবরণ দিয়ে গেলেন।

আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে রগোঝিনস্কি বললেন,—অপরাধীরাই শাস্তি পায়। দু-একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া অপরাধীরাই শাস্তি পায়।

আমার অভিজ্ঞতা বলে উল্টোটাই সত্যি। আমি নিশ্চিত যে যাদের অপরাধী বলে শাস্তি দেওয়া হয় তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্দোষ।—নেখলুডভের মনে ভগ্নীপতি সম্পর্কে যে বিদ্বেষ রয়েছে কণ্ঠস্বরে তাঁর ঝাঁঝটুকু প্রকাশ পেল।

কোন অর্থে নির্দোষ ?

—আক্ষরিক অর্থেই নির্দোষ। নেখলুডভ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে একাধিক প্রমাণ দিলেন।

—মানুষের প্রতিষ্ঠান যখন কিছু ভুলচুক তো হতেই পারে।

—তা ছাড়া আরো অনেকে দণ্ডিত হয়েছে যারা তাদের পরিবেশের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন অন্যায়ই করেনি।

—কিছু মনে করো না, এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব তথ্য। প্রতিটি চোরই জানে চুরি করা অন্যায়। চুরি যে একটি নীতিবিগর্হিত কাজ এটা সবাই জানে।

—না, সে জানে না। তাকে বলা হয় চুরি করো না। কিন্তু সে জানে তার মালিক কম মাইনে দিয়ে তার শ্রম চুরি করছে এবং গভর্নমেণ্ট তার কর্মচারীদের দিয়ে নানাভাবে কর আদায় করছে।

—এর নাম এ্যানার্কিজ্‌ম (নৈরাজ্যবাদ)।

—আমি জানি না কি এর সংজ্ঞা, যা ঘটেছে আমি শুধু তাই বললাম। সে জানে সরকার তাকে ঠকাচ্ছে, জমির মালিকরা তাকে ঠকাচ্ছে। সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে—জ্বালানির জন্যে জমিদারের বাগান থেকে কাঠকুটো সংগ্রহ করলে তাকে চোর আখ্যা দিয়ে জেলে আটক রাখা হচ্ছে।

—আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা, কিংবা তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না।

জমি তো কারো না কারো সম্পত্তি হবেই। সমভাবে সকলের মধ্যে জমি বণ্টন করা তো বোকামি। যে বেশী পরিশ্রমী, দেখা যাবে কালক্রমে অধিকাংশ জমিই তার হাতে এসে পড়েছে।

—সমভাবে জমি বণ্টনের কথা কেউ-ই ভাবছে না। জমি কারো ব্যক্তিগত নয়, বেচা কেনা কিংবা ভাড়া দেবার জিনিস নয়।

—সম্পত্তির ওপর অধিকার তো মানুষের জন্মগত। ডিমিট্রি আইভানোভিচ তুমি যা বলছ তা তো এক ধরনের পাগলামি। আমাদের এই যুগে জমির ওপর স্বত্ব বিলোপসাধন কি সম্ভব?—রগোঝিনস্কির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠেছে। বোঝাই যাচ্ছে এই প্রসঙ্গটি তাঁর কোন দুর্বল স্থানে ঘা দিয়েছে। তিনি কাঁপা কাঁপা স্বরে আবার বললেন, আমার পরামর্শ হচ্ছে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আগে তুমি ভাল করে বিবেচনা করবে।

—তুমি কি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলছ?

—হ্যাঁ, আমার মনে হয় মানুষ যে সামাজিক স্তরে অবস্থান করে সেই সমাজের ওপর তার একটা দায়িত্ব থাকে। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে জমি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকি আবার সেই জমির অধিকার আমরা বংশধরদের হাতে তুলে দিই। কিছু মনে কর না, আমি আমার সন্তানদের কথা ভেবে এসব কথা বলছি না। আমি যা রোজগার করি তাতে আমার সন্তানেরা ভালভাবেই খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে। আমি যা বলছি তা ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত নয়, এটা হচ্ছে নীতির প্রশ্ন। আমি আশা করি তুমি আর একবার ভেবে দেখবে।

—আমার নিজস্ব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে দাও। কি পড়তে হবে আর কি না পড়তে হবে তা আমি জানি।—নেখলুডভ অনুভব করলেন তাঁর হাত পা

যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, নিজের ওপর তাঁর যেন আর নিয়ন্ত্রণ নেই। এই প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে তিনি চা খেতে শুরু করলেন।

বোনের দিকে ফিরে নেখলুডভ প্রশ্ন করলেন, ভাল কথা, তোমার ছেলেমেয়েরা কোথায়?

—ওরা ওদের ঠাকুমার কাছে আছে,—নাতালিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক্, স্বামীর সঙ্গে ভাইয়ের বিরোধের আসান হয়েছে। একটি সাধারণ প্রসঙ্গ তুলে সে আবহাওয়া শান্ত করতে চাইল। সম্প্রতি ডুয়েল লড়াইয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে সেই প্রসঙ্গটি তুলল সে। দুজনেই ওপরতলার সমাজের মানুষ তাই পিটার্সবুর্গের অভিজাত সমাজে এই প্রসঙ্গটি প্রায়ই আলোচিত হয়। কিন্তু নাতালিয়ার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল, কারণ এই প্রসঙ্গটি নিয়েই আবার শ্যালক ও ভগ্নীপতির মধ্যে মতবিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠল। রাগোঝিনস্কির ধারণা শ্যালক তাঁর পেশাগত কাজকে বিদ্রূপ করছে তাই তিনি শ্যালকের মতবাদ যে ভ্রান্ত তা প্রমাণ করতে চান। অন্য দিকে তাঁর জমিদারীর বিলিব্যবস্থার ব্যাপারে স্বার্থগত কারণে ভগ্নীপতি নাক গলাচ্ছেন বলে নেখলুডভও প্রচণ্ড রেগে আছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যেহেতু তাঁর বোন ভগ্নীপতি এবং ভাগ্নে-ভাগ্নীরাই তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাই রাগোঝিনস্কি বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ নেখলুডভ জমিদারীর স্বত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন বলে।

নেখলুডভ বললেন, আইনের উদ্দেশ্য যদি সুবিচার করা হয়…

—তাছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

—শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করা! আমার তো মনে হয় আইন একটি মাধ্যম; আইনের মাধ্যমে আমাদের শ্রেণীর স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখাই এর উদ্দেশ্য। তাই যারা এই ব্যবস্থার অবসান চায় তাদের রাজনৈতিক অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। অথচ এঁদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সাধারণের সঙ্গে তুলনায় অনেক উন্নত মনের মানুষ।

—আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা সমাজের আবর্জনার মত।

—কিন্তু আমি দেখেছি নৈতিক মানের দিক থেকে এঁরা অনেক বিচারকের চেয়ে উন্নত প্রকৃতির।

তর্ক ক্রমশঃ এমন এক তিক্ততার স্তরে গিয়ে পৌঁছল যে একসময় দেখা গেল রাগোঝিনস্কির চোখে জল। তিনি উঠে গিয়ে চশমা পরিষ্কার করলেন, রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ফিরে এসে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

নেখলুডভ এভাবে ভগ্নীপতিকে আহত করার জন্যে মনে মনে লজ্জিত হলেন। বিশেষ করে তিনি যখন কাল চলে যাচ্ছেন এবং সম্ভবতঃ এঁদের সঙ্গে আর কোনদিনই দেখা হবে না সেক্ষেত্রে তাঁর এমন রূঢ়ভাষী না হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়। খানিকটা অস্বস্তিবোধ নিয়ে তিনি বাসায় ফিরে এলেন।

বেলা তিনটের সময় কয়েদীদলের সঙ্গে মাসলোভার রওনা হবার কথা। এরা কিভাবে যাত্রা করে দেখার জন্যে বেলা বারোটার আগে জেলখানায় উপস্থিত থাকার মনস্থ করলেন নেখলুডভ।

সেদিন সকালে অপরাধবোধের বেদনা নিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙল। ভগ্নীপতির সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ করে আনা উচিত বলেই তিনি মনে করলেন। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন এখন আর হোটেলে যাবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি তিনি জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিলেন তারপর একটি চাকর ও তারাসের সঙ্গে জিনিসগুলি স্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন। তারাস হচ্ছে ফেডোসিয়ার স্বামী, সেও সাইবেরিয়ায় যাচ্ছে। বাসাভাড়া চুকিয়ে দিয়ে একখানা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে তিনি নিজে রওনা হলেন জেলখানার দিকে। কয়েদীদের ট্রেন ছাড়ার দু ঘণ্টা পরে নেখলুডভের ট্রেন ছাড়ার কথা।

জুলাই মাস। অসহ্য গরম। পাথরের রাস্তা, দেওয়াল ও ছাদের লোহা থেকে তাপপ্রবাহ স্থির বাতাসে এসে মিশে যাচ্ছে। ক্বচিৎ বাতাস বইলেও তখন গরম হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছে দুর্গন্ধ, ধুলো ও তেলরঙের উৎকট গন্ধ।

রাস্তায় লোকজন নেই, যে দু-একজন আছে তারা ছায়ায় ছায়ায় হাঁটার চেষ্টা করছে। আর রয়েছে জীবিকার সন্ধানে যেসব চাষী গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছে তারা রোদে বসে গরম বালির ওপর হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভাঙছে। রাস্তা সারাইয়ের কাজে তারা নিযুক্ত হয়েছে। রোদে পুড়ে তাদের মুখের রঙ হয়েছে তামার মত। আর রয়েছে কয়েকজন পুলিশ। মুখ বেজার করে তারা ডিউটি করে যাচ্ছে।

নেখলুডভ যখন জেলখানায় পৌছলেন তখনো কয়েদীরা রওনা হয়নি। কয়েদীদের যাত্রার আয়োজন শুরু হয়েছে রাত চারটে থেকে। ছশো তেইশজন পুরুষ ও চৌষট্টি-জন নারী কয়েদীকে সাইবেরিয়ায় পাঠান হচ্ছে। নানা রকম নিয়ম কানুন মেনে ব্যবস্থাদি করতে জেলের কর্মচারীরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। নতুন ইন্সপেক্টর, তার দুজন সহকারী, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার কনভয়ের অফিসার ও একজন কেরানী দেয়ালের ছায়ায় টেবিল পেতে কাজ করছে। তারা এক একজন করে কয়েদীকে ডাকছে, তাদের পরীক্ষা করছে, নানান প্রশ্ন করছে এবং রেজিস্টারে সবকিছু লিখে রাখছে। ততক্ষণে টেবিলের ওপর রোদ এসে পড়েছে। কয়েদীদের নিঃশ্বাস, রোদের তেজ, নিথর বাতাস সব মিলিয়ে এখানে বসে থাকা বা দাঁড়িয়ে থাকা নিদারুণ কষ্টকর। কনভয় অফিসার বিরক্তি চাপতে না পেরে বলে ফেললেন, হায় ভগবান এর কি আর শেষ নেই! কোথায় পেলেন এদের সব? উঃ, আপনারা আমাকে মেরে ফেলবেন।

কয়েদীদের কিন্তু উন্মুক্ত আকাশের নিচে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে তিন-চার ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

জেলখানার বাইরে গেটের কাছে তেইশখানা গাড়ি সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েদীদের মালপত্র ও যারা খুব অসুস্থ তাদের এই গাড়িতে তোলা হবে। এক কোণে

কয়েদীদের আত্মীয়স্বজন দাঁড়িয়ে ছিল। প্রিয়জনকে দীর্ঘকালের মত অথবা চিরকালের মত একবার দেখে নেবে, সুযোগ পেলে দু-একটি কথাও বলবে বা তাদের হাতে দু-একটি জিনিস দেবে বলে তারা অপেক্ষা করছে। নেখলুডভ এদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক তিনি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শিকলের ঝনঝন পায়ের শব্দ, কর্তৃপক্ষের ধমকানির কণ্ঠস্বর, কাশির আওয়াজ এবং বিশাল জনতার অস্ফুট কোলাহলের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি অমানুষিক কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলেন।

অবশেষে বজ্রনির্ঘোষে লৌহ কপাট খুলে গেল। শিকলের ঝনাৎকার জোরালো হয়ে উঠল। একদল সৈন্য বাইরে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আদেশের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যেতেই দুজন করে কয়েদী বেরিয়ে আসতে লাগল। এদের মাথা কামানো তার উপর অদ্ভুত ধরনের টুপি, কাঁধে ঝোলা। এদের পায়ে শিকল। সেই অবস্থাতেই পা টানতে টানতে মুক্ত হাতখানি দোলাতে দোলাতে তারা বেরিয়ে এল। এরা সবাই কঠিন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। তারপর এল নির্বাসিত কয়েদীরা, তাদের পায়ে শিকল নেই।

সেইভাবেই বেরিয়ে এল নারী-কয়েদীরা। প্রথমে এল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা। এদের পরিধানে কালো পোশাক, মাথায় রুমাল বাঁধা। যারা স্বামীদের অনুগমন করছে তাদের পরিধানে সাধারণ পোশাক। কয়েকজন আবার তাদের শিশুসন্তানকে কাপড়ে জড়িয়ে পোশাকের সামনের দিকে বেঁধে নিয়ে চলেছে। স্ত্রী-লোকদের সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়েরাও বেরিয়ে এল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল অশ্বযূথের মধ্যে শাবকগুলি ঠেলাঠেলি করে চলেছে। নেখলুডভের মনে হল তিনি যেন মাসলোভাকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে ভীড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে কয়েদীদের শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হল যেন ধূসর রঙের একদল প্রাণী চলেছে, মানুষের কোন লক্ষণই নেই এদের মধ্যে, অন্ততঃ নারীত্বের কোনো লক্ষণই নেই।

জেলের ভিতরে কয়েদীদের একবার গোনা হয়েছে, তবু বাইরে এসে আর একবার গোনা হল। গণনা শেষ হলে কনভয় অফিসার আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীদের মধ্যে অদ্ভুত চাঞ্চল্য দেখা দিল। দুর্বল নারী পুরুষ ও তাদের শিশুরা ছুটল গাড়ির দিকে। কে আগে উঠবে তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যারা 'রুগ্ন' কিংবা দুর্বল বলে ঘোষিত নয় তাদের মধ্যে কয়েকজন গাড়িতে চড়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এল। একজন বৃদ্ধকে অবশ্য অনুমতি দেওয়া হল, কিন্তু পায়ে শিকল থাকায় সে পা দুটি গাড়িতে তুলতেই পারল না। গাড়িতে একটি স্ত্রীলোক বসে ছিল, সে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করায় কোনোক্রমে সে গাড়িতে উঠল।

কয়েদীদের মালপত্র গাড়িতে তোলা হলে এবং যারা গাড়িতে যাবে তারা সবাই উঠে পড়লে কনভয় অফিসার টুপিটা খুলে কপাল ও ঘাড়ের ঘাম মুছে নিলেন, তারপর আদেশ দিলেন, 'মার্চ'।

সৈন্যদের রাইফেল খট খট শব্দে বেজে উঠল। কয়েদীরা মাথার টুপি খুলে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল। আত্মীয়-স্বজনরা চিৎকার করে কিছু বলল,

কয়েদীরাও চিৎকার করে তার উত্তর দিল। তারপর যাত্রা শুরু হল। সৈন্য পরি-বেষ্টিত হয়ে কয়েদীরা পায়ের শিকলে পথের ধুলো উড়োতে উড়োতে এগুতে লাগল। একটি গাড়ির জিনিসপত্রের ওপরে বসে ছিল একজন স্ত্রীলোক। সে তখনো কখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কখনো সুতীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে চলল।

কয়েদীরা সারি বেঁধে চলেছে, অন্তহীন যেন সেই সারি। কয়েদীদের প্রথম সারি যখন চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন গাড়িগুলি চলতে শুরু করল। শেষ গাড়িটি রওনা হলে নেখলুডভ তাঁর নিজের ভাড়া করা গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়িতে উঠে চালককে তিনি বললেন কয়েদীদের ছাড়িয়ে যেতে। তাঁর উদ্দেশ্য যদি পুরুষ কয়েদীদের মধ্যে কাউকে চিনতে পারেন এবং মাসলোভার দেখা পেলে জিজ্ঞেস করবেন, যেসব জিনিস তিনি পাঠিয়েছেন সেগুলি পেয়েছে কি না?

প্রচণ্ড গরম, বাতাস বইছে না; সহস্র পায়ের চাপে ধুলোর ঘন মেঘে কয়েদীদের ঢেকে দিয়েছে। কয়েদীরা চলেছে হাত দোলাতে দোলাতে। এইভাবে চললে কষ্টের যেন কিছুটা লাঘব হয়। তাদের পা উঠছে পড়ছে। সকলের পায়ে একই ধরনের জুতো, গায়ে একই ধরনের জামা। সবাই যেন একই রকম দেখতে। এই মানুষগুলিকে এমন এক অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে যে তাদের আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন কোন অদ্ভুত ভয়ংকর জীব। অবশ্য ধারণাটা কেটে গেল একটু পরেই যখন তিনি খুনী ফিওডোরোভ এবং মাদুর চোর ওখোটিনকে দেখতে পেলেন। প্রায় প্রতিটি কয়েদীই গাড়ির ভদ্রলোক আরোহীকে বিস্ময়ে একবার দেখে নিচ্ছে। ফিওডোরোভ ও ওখোটিন মাথা নেড়ে ও চোখের ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল তারা তাঁকে চিনতে পেরেছে।

দ্বিতীয় সারিতে মাসলোভার দেখা পেলেন নেখলুডভ। তার আগে চলেছে ভীষণদর্শনা খোরোশাভকা, দ্বিতীয়জন একটি গর্ভবতী রমণী, অতি কষ্টে সে পা টেনে টেনে চলেছে। তৃতীয়জন মাসলোভা। চতুর্থজন একটি সুন্দরী মেয়ে, এই-ই ফেডোসিয়া। নেখলুডভ গাড়ি থেকে নেমে মাসলোভার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এগিয়ে যেতেই একজন সার্জেণ্ট এসে বাধা দিল। সার্জেণ্টটি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে চিনতে পারল (জেলখানার সকলেই নেখলুডভকে চেনেন)। একটি আঙুল টুপিতে স্পর্শ করে সে বলল, এখন নয় স্যার, স্টেশনে গিয়ে কথা বলবেন।

নেখলুডভ শান-বাঁধান ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলেন, গাড়ির চালককে বললেন তাঁকে অনুসরণ করতে। পথের দু'ধারে তখন বেশ ভীড় জমে গেছে। আতঙ্ক ও সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে সবাই এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখছে।

নেখলুডভ দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলেন। যদিও তিনি পাতলা পোশাক পরেছেন, তবু অসহ্য গরমে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। আগুনের হলকায় যেন গা পুড়ে যাচ্ছিল। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পৌনে এক মাইলের মত হাঁটার পর তিনি আবার

গাড়িতে উঠে বসলেন। ফুটপাতের এক দিকে কয়েকটি ছেলে আইসক্রীম ও সরবৎ খাচ্ছিল। নেখলুডভও তৃষ্ণার্ত বোধ করলেন। গাড়ির চালককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় খাবার জল পাওয়া যাবে? চালক বলল, কাছেই একটি ভাল দোকান আছে। কিছুটা যাবার পর নেখলুডভ একটি সাইনবোর্ড দেখতে পেয়ে নেমে পড়লেন। রেস্তোরাঁর টেবিলে বসে তিনি এক বোতল লেমনেডের অর্ডার দিলেন। তৃষ্ণা মিটিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে কাগজ ও খাম কিনে নিয়ে বোনকে চিঠি লিখতে বসলেন। কিছুটা লিখে মনঃপূত না হওয়ায় কাগজ ও খাম পকেটে রেখে দিয়ে উঠে পড়লেন।

আবার সেই গরম। শান-বাঁধান ফুটপাথ তেতে উঠেছে। পাথর আর দেয়াল যেন তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়ছে, সেই নিঃশ্বাসে আগুনের হল্‌কা। গাড়ির মার্ডগার্ডে একবার তিনি হাত রেখেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাতটা সরিয়ে নিলেন। মনে হল হাতটা যেন পুড়ে গেল।

কিছুটা এগুতেই এক জায়গায় ভীড় দেখে তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে ওখানে? লোকটি বলল, কোন একজন কয়েদী বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নেখলুডভ তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন এবং ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন ফুটপাথের ওপর একজন বয়স্ক লোক শুয়ে আছে। লোকটির পরনে ধূসর রঙের ক্লোক ও ট্রাউজার। ভাটার মত চোখ দুটি তার লাল। আকাশের দিকে স্থির-নিবদ্ধ। লোকটির মুখে লাল দাড়ি, তার চেয়েও লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ, মাঝে মাঝে তার চওড়া বুক আর কাঁধ ফুলে ফুলে উঠছে। ক্ষীণ গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। লোকটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশ, একজন বৃদ্ধা ও জনৈক কেরানী। কেরানীটি নেখলুডভকে দেখে মন্তব্য করল, দীর্ঘকাল অন্ধকার ঘরে লোকগুলিকে আটকে রেখে অসুস্থ করে ফেলে তারপর এই ফুটন্ত গরমের মধ্যেছেড়ে দেয়। বৃদ্ধা বলল, মনে হচ্ছে লোকটি মারা যাবে। আর একজন বলল, ওর গলার বোতামটি খুলে দেওয়া দরকার।

পুলিশটি তার কাঁপা কাঁপা আঙুল দিয়ে অসুস্থ কয়েদীর গলার বোতাম খুলে দিয়ে জনতার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। বোঝাই যাচ্ছে সে খুবই বিভ্রান্ত। তবু তার মনে হল কিছু একটা করা দরকার যাতে তার ক্ষমতা প্রকাশ পায়। জনতার দিকে ফিরে মেজাজ দেখিয়ে সে বলল, এই, তোমরা এখানে ভীড় করেছ কেন? একেই গরম তাতে হাওয়া আসতে পারছে না।

কেরানীটি উত্তপ্ত হয়ে বলল, একে একজন ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো দরকার। ওদের তো মৃত অবস্থায়ই পাঠানো হয়েছে।

পুলিশটি এবার চিৎকার করে বলল, এই, আমি বলছি তোমরা সরে যাও। এখানে তোমাদের কি কাজ? দেখার কি আছে এখানে?—বলেই সে নেখলুডভের দিকে সমর্থনের আশায় তাকাল। কিন্তু নেখলুডভের মুখে সহানুভূতির লেশমাত্র নেই দেখে সে কনভয় সৈন্যের দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু সৈন্যটি তখন তার জুতোর গোড়ালি পরীক্ষা করছিল। সে নির্বিকার। ভীড়ের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, যার কাজই

হোক, এইভাবে ওকে মেরে ফেলার অধিকার কে দিয়েছে তোমায়? কয়েদী কয়েদীই, কিন্তু মানুষ তো?

—মাথাটি তুলে ওকে একটু জল দাও।—নেখলুডভ পুলিশটিকে বললেন।

এমন সময় এক পুলিশ অফিসারের আদেশের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কিছু না জেনেই তিনি দূর থেকে চিৎকার করলেন,—এই, এখানে ভীড় করা চলবে না, সরে যাও সবাই, সরে যাও। কাছে এসে মরণোন্মুখ কয়েদীটিকে দেখে এমনভাবে মাথা নাড়লেন যেন এটি একটি প্রত্যাশিত ঘটনা। পুলিশটির দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন তিনি, কিভাবে হল? পুলিশটি তার অফিসারকে জানাল, এখান দিয়ে যখন কয়েদীদের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল তখন এই লোকটি পড়ে যায়। কনভয় অফিসার আদেশ দিয়েছিলেন একে সরিয়ে নিতে।

—ঠিক আছে। একে এখন পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে হবে, একটা গাড়ি ডাকো।

—একজন কুলিকে গাড়ি ডাকতে পাঠানো হয়েছে।—টুপিতে আঙুল স্পর্শ করে সম্মান দেখিয়ে পুলিশটি বলল।

একজন দোকানী গরম সম্পর্কে কিছু বলতেই পুলিশ অফিসার ধমকে উঠলেন, এই, তোমার কি কাজ এখানে? কটমট করে তিনি কেরানীর দিকে এমনভাবে তাকালেন যে সে আর কিছু বলল না। পুলিশ অফিসার একই দৃষ্টিতে নেখলুডভের দিকেও তাকালেন।

—ওর একটু জলের প্রয়োজন। নেখলুডভ পুলিশ অফিসারের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করেই বললেন।

মগে করে কিছুটা জল নিয়ে এল একজন কুলি। পুলিশটি কয়েদীর ঠোঁট ফাঁক করে কিছুটা জল ঢেলে দিল। কিন্তু লোকটি গিলতে পারল না। কষ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার দাড়িতে।

—ওর মাথায় জল ঢালো।—পুলিশ অফিসার আদেশের সুরে বললেন।

মাথায় জল ঢালতেই কয়েদী একবার চোখ মেলে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল তারপরেই আবার তার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। মরণশ্বাস তুলছিল সে, গোটা শরীরটা তার কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

নেখলুডভের গাড়ির দিকে তাকিয়ে পুলিশ অফিসার তার কর্মচারীদের আদেশ দিলেন, এই গাড়িতে করে একে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাও। গাড়ির চালক বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, এই গাড়ি ভাড়া হয়ে গেছে। নেখলুডভ তখন চালককে বললেন, তুমি একে নিয়ে যাও, আমি তোমায় টাকা দিয়ে দেব।

কয়েকজন পুলিশ ধরাধরি করে তখন লোকটির নিস্পন্দ দেহ গাড়িতে শুইয়ে দিল। গাড়ি চলতে সুরু করল। নেখলুডভ পায়ে হেঁটে গাড়ির অনুসরণ করতে লাগলেন।

পুলিশ স্টেশনের দোতলার একটি ঘরে লোকটিকে নিয়ে যাওয়া হল। অপরিচ্ছন্ন ঘরটিতে চারটি বেড, তার মধ্যে দুটি খালি, আর দুটি বেডে দুজন রুগী। একটি

খালি খাটে লোকটিকে শুইয়ে দিয়ে দুজন পুলিশ মাথার টুপি খুলে ফেলল, বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে নিল। একটি বেঁটেখাটো লোক; পরনে তার শুধু আণ্ডারওয়্যার ও পায়ে মোজা, একটি খাট থেকে উঠে এল। সে একবার মৃত কয়েদীটিকে দেখে নিয়ে নেখলুডভের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। লোকটি পাগল। পুলিশ হাসপাতালে তার চিকিৎসা হচ্ছে।

—এরা না আমাকে সব সময় ভয় দেখাতে চায়, কিন্তু পেরে ওঠে না।—হাসির দমক থামিয়ে লোকটি বলল।

একটু পরে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে একজন মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট এসে লোকটিকে নানাভাবে পরীক্ষা করে বলল, শেষ। একে মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

—সাবধান। আপনি নিশ্চিত তো।—পুলিশ অফিসার বললেন।

—নিশ্চিত তো বটেই, তবু আমি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি।

মৃতদেহটি মর্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। নেখলুডভও মর্গে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন এমন সময় সেই পাগলটি তাঁর পথরোধ করে বলল, স্যার, আপনি তো এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে নেই, অতএব আমাকে একটা সিগারেট দিন।

নেখলুডভ সিগারেট-কেস বের করে পাগলটিকে একটি সিগারেট দিয়ে নিচে নেমে এলেন। মর্গের কাছে যেতেই পুলিশ অফিসারটি তাঁকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি চাই আপনার?

—কিছু না।

—তবে যান।

নেখলুডভ কোন কথা না বলে বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় এসে তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন। কিন্তু একশো গজও যাননি এমন সময় আর একটি দৃশ্য দেখে তিনি চমকে উঠলেন। চালকের পিঠে তিনি তাঁর একখানি হাত রাখতেই চালক গাড়ি থামিয়ে বলল, দেখছেন স্যার, এরা কী কাণ্ড শুরু করেছে।

একটি খোলা গাড়িতে আর একজন কয়েদীকে শায়িত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গাড়িতে পুলিশ আর দুজন কনভয় সৈন্য রাইফেল নিয়ে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে। টুপি দিয়ে কয়েদীর মুখ ঢাকা। বুঝতে অসুবিধা হল না এই লোকটিও মারা গিয়েছে। নেখলুডভ গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। আবার তিনি চললেন পুলিশ হাসপাতালের দিকে।

কয়েদীর মৃতদেহটি আগের মতই হাসপাতালের খালি বেডে শুইয়ে দেওয়া হল। একজন ডাক্তার এলেন পরীক্ষা করতে। ডাক্তার এসেই কয়েদীর মুখ থেকে টুপিটা সরিয়ে দিতেই নেখলুডভ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন প্রাণহীন কয়েদীটির দৈহিক সুষমা। পুরুষালী সৌন্দর্যের অনন্যসাধারণ এক নিদর্শনের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি। মাথার একটি দিক কামিয়ে লোকটিকে বিকৃতদর্শন করে তোলার চেষ্টা সত্ত্বেও তার সৌন্দর্য এতটুকু ঢাকা পড়েনি। উন্নত নাসা, প্রশস্ত কপাল ও বলিষ্ঠ পেশী তাকিয়ে দেখার মত। লোকটির নীল হয়ে যাওয়া মুখে যেন এক টুকরো

হাসির রেশ এখনো লেগে আছে। নেখলুডভের মনে হল সম্ভাবনাময় পূর্ণবিকশিত একটি প্রাণকে অকালে ধ্বংস করে ফেলা হল।

নেখলুডভ ডাক্তারকে প্রশ্ন করলেন,—কি ভাবে এমনটি ঘটল?

ডাক্তার চশমার মধ্যদিয়ে নেখলুডভের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিভাবে ঘটল? কেন লোকগুলি সানস্ট্রোকে মারা যাচ্ছে আপনি তা-ই জানতে চাইছেন তো? কারণটা খুবই সহজবোধ্য। গোটা শীতে লোকগুলিকে অন্ধকার ঘরে রেখে দেওয়া হয়। তারপর হঠাৎই একদিন জ্বলন্ত সূর্যের নিচে এদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দলবদ্ধভাবে নিয়ে যাওয়া হয় বলে প্রয়োজনীয় বাতাসটুকুও এরা পায় না। এই সবই হচ্ছে সানস্ট্রোকের কারণ।

—এই প্রচণ্ড গরমে কেন তাহলে এদের পাঠানো হয়?

—তা আমি জানি না। আপনি কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু আমি জানতে পারি কি আপনি কে?

—নেহাৎই একজন পথচারী।

—ও, তাহলে আসুন। গুড-আফটারনুন। আমার সময় নেই।

নেখলুডভ নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। গাড়ির চালক ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে জাগালেন তিনি। রওনা হলেন স্টেশনের দিকে।

নেখলুডভ যখন স্টেশনে পৌছলেন তখন কয়েদীরা সবাই রেলের কামরায় উঠে বসেছে। কয়েদীদের আত্মীয়স্বজনরা প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে, কামরার সামনে তাদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কনভয়ের লোকজনদের আজ প্রচুর ধকল গিয়েছে। সব মিলিয়ে পাঁচজন কয়েদী সানস্ট্রোকে মারা গিয়েছে। মৃতদের জন্যে এরা বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয়, বরং বিব্রত করার জন্যে এরা খুবই বিরক্ত। এই কারণে কোনো লোককেই তারা কয়েদীদের কামরার সামনে যেতে দিচ্ছে না। নেখলুডভও যথারীতি বাধাপ্রাপ্ত হলেন। একজন কনভয় সার্জেণ্টকে ঘুষ দিতেই অবশ্য অনুমতি পেলেন তিনি।

নেখলুডভ মেয়েদের কামরা খুঁজতে লাগলেন। একটি কামরা থেকে একজন মহিলার গোঙানির স্বর—'হে ভগবান···হে ভগবান' শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন। পাশের কামরাটিতেই মাসলোভা ছিল। ফেডোসিয়াই তাঁকে প্রথমে দেখতে পায়। সে মাসলোভাকে খোঁচা দিয়ে নেখলুডভের উপস্থিতি জানায়। মাসলোভা মাথায় রুমাল বেঁধে হাসি-হাসি মুখে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল।

—আজ খুব গরম পড়েছে।—হাসিমুখে বলল মাসলোভা।

—আমি যে জিনিসগুলি পাঠিয়েছিলাম পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ পেয়েছি, অনেক ধন্যবাদ।

—আর কিছু তুমি চাও?

—আমার কিছুই চাই না। ধন্যবাদ।

ফেডোসিয়া বলল, যদি খাবার জল পেতাম।

—কেন, খাবার জল দেওয়া হয়নি?

—দিয়েছিল, খুবই সামান্য, সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

আচ্ছা আমি কনভয়ের লোকদের বলছি। নিঝনি নভগরদের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।

—আপনি কেন যাচ্ছেন ?—মাসলোভা এমনভাবে প্রশ্ন করল যেন সে কিছুই জানে না। নেখলুডভ ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, আমি পরের গাড়িতেই যাচ্ছি।

মাসলোভা আর কিছু বলল না। শুধুই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

একজন কুরূপা মহিলা যার নাম কোরাব্লোভা জিজ্ঞেস করল, বারোজন কয়েদীর নাকি মৃত্যু হয়েছে ?

—বারোজনের কথা আমি শুনিনি, তবে দুজনকে আমি দেখেছি। মেয়েদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো ?

—না, মেয়েরা অনেক শক্ত।

মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে মাসলোভা বলল, আপনি তো জানতে চাইছিলেন আমাদের কিছু প্রয়োজন আছে কি না ? কর্তৃপক্ষকে বলে যদি পারেন প্রসববেদনায় কাতর ওই মহিলাটিকে এখানে রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি দেখছি কি করা যায়।

নেখলুডভ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কনভয় অফিসারের খোঁজ করতে লাগলেন। অনেক চেষ্টা করে দেখা পেলেন তিনি। তাঁকে বললেন তিনি, একজন মহিলা প্রসববেদনায় কষ্ট পাচ্ছে। আমার মনে হয় ওকে যদি···

কনভয় অফিসার বাধা দিয়ে বললেন, পেতে দিন আমরা পরে দেখব। বলেই তিনি একটি কামরার দিকে ছুটে চলে গেলেন। ঠিক তখনই গাড়ি ছাড়ার বাঁশি বাজিয়ে দিলেন গার্ড। একে একে নেখলুডভের চোখের সামনে দিয়ে কামরাগুলি চলে যেতে লাগল। অবশেষে মেয়েদের কামরাটি এল। মাসলোভা তখন জানলায় দাঁড়িয়ে। কারুণ্যমিশ্রিত হাস্যময় দৃষ্টিতে সে নেখলুডভের দিকে তাকাল।

যে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে নেখলুডভ যাবেন সেটি ছাড়তে এখনো দু ঘণ্টা বাকী। নেখলুডভ ভেবে দেখলেন এই ফাঁকে বোনের সঙ্গে দেখা করে এলে মন্দ হয় না। কিন্তু যে ভয়াবহ দৃশ্য আজ তিনি দেখেছেন তার ফলে তাঁর শরীর ও মনের সব শক্তিই যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। তিনি ফার্স্টক্লাস রিফ্রেসমেণ্ট রুমে ঢুকে একটি সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। ঘুমের নেশায় তখন তিনি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন। নিজের অজানিতেই একসময় তিনি হাতের ওপর মাথা রেখে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেলেন।

একজন ওয়েটার এসে তাঁর ঘুম ভাঙাল।—স্যার, ক্ষমা করবেন, আপনিই কি প্রিন্স নেখলুডভ ? একজন ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

নেখলুডভ ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন, চোখ কচলালেন। মুহূর্তেই ঘুমভাঙানো তাঁর চোখের পর্দায় ভেসে উঠল ট্রেনের কামরার কয়েকটি বিবর্ণ, বেদনার্ত মুখ। কিন্তু একটু পরেই তিনি বাস্তব জগতে ফিরে এলেন। খোলা চোখে তাকিয়ে দেখলেন ফুলদানি

দিয়ে সাজানো তাঁর টেবিল। টেবিলে টেবিলে বিশিষ্ট সব মানুষ। ঘরের এক কোণে কাঁচের আলমারীতে সাজানো সুদৃশ্য গেলাস ও মদের বোতল। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন কৌতূহলী দৃষ্টিতে সবাই দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। সেখান দিয়ে তখন এক অভিনব শোভাযাত্রা চলেছে। নেখলুডভও ফিরে তাকালেন। দেখলেন চেয়ারে বসে এক বৃদ্ধা মহিলা কয়েকজনের ঘাড়ে চেপে চলেছেন। ইনি সেই চিররুগ্না চিরনবীনা প্রিন্সেস কোরচাগিন। শোভাযাত্রায় অনেকের মধ্যে আছেন প্রিন্স কোরচাগিন ও মিসি। শোভাযাত্রাটি মেয়েদের বিশ্রামকক্ষে গিয়ে শেষ হল। কিন্তু প্রিন্স কোরচাগিন ও মিসি রিফ্রেশমেণ্ট রুমে চলে এলেন। ঠিক সেই সময় সেই ঘরে ঢুকলেন আগ্রাফেনা পেট্রোভনাকে নিয়ে নাতালিয়া। নাতালিয়ার সন্ধানী দৃষ্টি ঘরের এক প্রান্তে মিসিকে ও অন্য প্রান্তে তাঁর ভাইকে দেখতে পেল। মিসির সঙ্গে দু-একটি কথা বলে তিনি ভাইয়ের টেবিলে ফিরে এলেন। নেখলুডভ উঠে গিয়ে মিসির সঙ্গে ভদ্রতাসূচক দু-একটি কথা বলে ফিরে এলেন। মিসি তাঁকে বলল, ওদের জমিদারীর ঘরবাড়ি পুড়ে যাওয়ায় ওরা মাসীর জমিদারীতে বেড়াতে যাচ্ছে।

নেখলুডভ ফিরে এসে চেয়ারে বসতেই নাতালিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, শেষ পর্যন্ত তোমার দেখা পেলাম।

—তুমি আসায় কী যে খুশি হয়েছি বোঝাতে পারব না তোমায়। আমি তো তোমাকে চিঠি লিখতেই শুরু করেছিলাম।

—সত্যি! কিছুটা ভয়ে ভয়ে নেখলুডভের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, কি ব্যাপারে?

—কাল তোমার ওখান থেকে ফিরে আমার মনে হয়েছিল তোমার স্বামীর কাছে আমার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। হয়তো আমার কথায় উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

নাতালিয়া খুশি হয়ে বললেন, আমি জানতাম তোমার মনে কোন বিদ্বেষ ছিল না। যদি তুমি জানতে···। নাতালিয়ার চোখে জল এসে গেল, কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে এল। ফলে সে কি যে বলল স্পষ্ট করে শোনা গেল না। তবে বোঝা গেল তিনি বলতে চাইছেন স্বামীকে ভালবাসলেও ভাইয়ের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা ছিল আজও তিনি তাঁকে সমান মূল্য দেন। সুতরাং ভুল-বোঝাবুঝি হলে তাঁর পক্ষে ব্যাপারটা খুবই বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে।

নেখলুডভ বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। উঃ, কি দেখলাম আজ!—হঠাৎ তাঁর দ্বিতীয় কয়েদীর মৃত্যুর স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন তিনি, জানো আজ দুজন কয়েদীকে হত্যা করা হয়েছে।

—হত্যা করা হয়েছে? কিভাবে?

—হ্যাঁ হত্যা করা হয়েছে। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে ওদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তারই ফলে দুজন সানস্ট্রোকে মারা যায়।

—অসম্ভব! কবে? আজ? একটু আগে?

—হ্যাঁ, একটু আগে। আমি মৃতদেহ দুটি দেখে এসেছি।

—হত্যা বলছ কেন? কে হত্যা করল?

—যারা তাদের বাধ্য করেছে এইভাবে যেতে। নেখলুডভ মনে মনে বিরক্ত হলেন, কারণ নাতালিয়া স্বামীর চোখ দিয়েই এই ব্যাপারটি দেখছে। এটি যে হত্যার ঘটনা তা মেনে নিতে নাতালিয়ার দ্বিধা খুবই স্পষ্ট। বিরক্তি ফুটে উঠল তাঁর পরের কথায়।—আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই এই অসহায় মানুষগুলির প্রতি এরা কী ধরনের ব্যবহার করে। কিন্তু আমাদের জানা উচিত।

—কিন্তু তুমি কি করতে যাচ্ছ?—নাতালিয়া পুরনো কথায় ফিরে গেল।

—কি করতে পারব আমি জানি না। তবে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি কিছু করা উচিত। যতটুকু আমার সামর্থ্যে কুলোবে তা আমি করবই।

—আচ্ছা, বুঝলাম। কিন্তু ওদের ব্যাপারটা কি হবে? সব শেষ হয়ে গেছে তাও কি সম্ভব? নাতালিয়া মিসি যেদিকে বসে আছে সেদিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসল।

—হ্যাঁ, সম্পূর্ণই শেষ হয়ে গেছে এবং তার জন্যে কোনো পক্ষেরই আক্ষেপ নেই।

—এটা কিন্তু সত্যিই দুঃখের ব্যাপার। ওকে আমার খুবই ভাল লাগে। আচ্ছা, যদি তা-ই হয় তুমি বন্ধনের মধ্যে যাচ্ছ কেন? কেন এভাবে নিজেকে বাঁধছ?—নাতালিয়া এর পর ধূর্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করল, কেন তুমি যাচ্ছ?

—আমাকে যেতেই হবে তাই যাচ্ছি।—নেখলুডভ এমন কঠিন স্বরে কথাগুলি বললেন যেন বোঝাতে চান এই প্রসঙ্গে আর আলোচনা না করাই ভাল। তবু তাঁর মনে হল ব্যাপারটা খোলাখুলি আলোচনা করাই ভাল। তাই তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই কাতুশাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য জানতে চাইছ? এ ব্যাপারে আমি মন স্থির করে ফেলেছি যদিও জানি কাতুশার দৃঢ় অসম্মতি রয়েছে।—এ প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলেই প্রতি বারের মত এবারও তাঁর গলা কেঁপে উঠল। সেইভাবেই বললেন, কাতুশা আমার আত্মত্যাগ গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, সে নিজেই আত্মত্যাগ করছে। তার অর্থ নিদারুণ কষ্টভোগ করছে সে। আমিও তার এই ত্যাগ মেনে নিতে পারছি না। সুতরাং সে যেখানে যাবে আমিও সর্বত্রই তার সঙ্গে থাকব এবং চেষ্টা করব তার দুঃখের ভার লাঘব করতে।

নাতালিয়া আর কিছু বললেন না। ঠিক তখনই কোরচাগনদের সেই বিচিত্র শোভাযাত্রাটি মহিলাদের বিশ্রামকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। প্রিন্সেস কোরচাগিন তাঁর বাহকদের বললেন প্রিন্স নেখলুডভের কাছে তাঁকে নিয়ে যেতে। কাছে এসে তিনি নেখলুডভকে তাঁদের বাড়িতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তারপর শোভাযাত্রাটি ডান দিকে চলে গেল প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। নেখলুডভ বাঁ দিকে ঘুরলেন। তারাসের সঙ্গে কুলি তাঁর মালপত্র নিয়ে একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার কাছে থামল। নেখলুডভও সেখানে থামলেন এবং তারাসকে দেখিয়ে বোনকে বললেন, এই আমার যাত্রাসঙ্গী। তারাসের কাহিনী তিনি বোনকে আগেই বলেছিলেন। কুলি যখন নেখলুডভের মালপত্তর কামরায় তুলে দিল তখন নাতালিয়া প্রশ্ন করলেন, তুমি নিশ্চয়ই তৃতীয় শ্রেণীতে যাচ্ছ না?

—হ্যাঁ যাচ্ছি, কারণ এটিই আমার পছন্দ। তাছাড়া আমি তারাসের সঙ্গে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আর একটা কথা। এখনো পর্যন্ত কুজমুনস্কোয়ির জমি প্রজাদের মধ্যে

বিলি করে দিইনি, সুতরাং আমার মৃত্যুর পর তোমার সন্তানেরাই এর উত্তরাধিকারী হবে। আমার অস্থাবর সম্পত্তিও তারাই পাবে।

—ডিমিট্রি, ও কথা বলো না।—নাতালিয়া বললেন।

—সম্ভবতঃ আমি বিয়ে করছি না, করলেও আমার সন্তান হবে না, সেক্ষেত্রে আমার সব কিছু তারাই পাবে।

—না না ডিমিট্রি, ও কথা বলো না।

নেখলুডভ লক্ষ্য করলেন, মুখে একথা বললেও নাতালিয়া তাঁর কথায় খুশি হয়েছে। নেখলুডভ কামরায় উঠে পড়লেন। নাতালিয়া আগ্রাফেনাকে নিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বিদায়-মুহূর্তে ভাইকে কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না। ভাই-বোনের যে মধুর সম্পর্ক তা যেন আর্থিক লেনদেনের প্রশ্ন উঠে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাই 'গুডবাই' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না তিনি। গাড়িটা যখন স্টেশন ছেড়ে চলে গেল তখন তিনি খুশিই হলেন। কিভাবে স্বামীর কাছে ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বিবরণ দেবেন সেই সংলাপ মনে মনে স্থির করতে লাগলেন।

নেখলুডভও তাঁর প্রিয় বোনের কাছ থেকে বিদায় নিতে পেরে যেন খুশিই হলেন, কারণ যে নাতালিয়া একদিন তাঁর বড়ই আপন জন ছিলেন সেই নাতালিয়া আর নেই। তার পরিবর্তে এখন যে নাতালিয়া রয়েছে সে একজন অপ্রিয় কালো লোমশ মানুষের ক্রীতদাসী। যেকথা শুনে তাঁর স্বামী খুশি হবেন সে কথা বলতেই নাতালিয়ার চোখে তিনি খুশির ঝিলিক দেখেছেন। এই কারণেই নেখলুডভ বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

সারাদিন রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি এমন তেতে উঠেছে যে নেখলুডভ কামরার মধ্যে থাকতে পারলেন না। তিনি করিডরে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু এখানে হাওয়া নেই, তাঁর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ট্রেনটা যখন স্টেশনের বাড়িগুলি ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়ল তখনই তিনি স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিতে পারলেন এবং কামরার মধ্যে ফিরে এলেন।

"হ্যাঁ, হত্যা করা হয়েছে"—নাতালিয়াকে যা বলেছিলেন মনে মনে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। তাঁর মনে যেসব ঘটনা ও দৃশ্য মুদ্রিত হয়ে আছে তার মধ্যে থেকে জেগে উঠল দ্বিতীয় নিহত কয়েদীর অপূর্ব সুন্দর মুখখানি ; তার মুখের সেই হাসি, বঙ্কিম ভ্রূতে জীবনের তিক্তকঠিন অভিজ্ঞতার প্রকাশ।

এবং সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার হল এই মানুষটিকে যদিও হত্যা করা হয়েছে কিন্তু কেউ-ই জানে না কে তাকে হত্যা করেছে। অথচ হত্যা যে করা হয়েছে তা তো বাস্তব সত্য। মাসলেন্নিকভের আদেশেই অন্যান্যদের সঙ্গে একেও প্রচণ্ড রোদের মধ্যে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মাসলেন্নিকভ নিয়মমাফিক তাঁর দামী প্যাডের কাগজে আদেশ লিখে দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই এই ঘটনার

জন্যে নিজেকে দায়ী করবেন না। ডাক্তার তো মোটেই নিজেকে অপরাধী মনে করবেন না, কারণ তিনি তো প্রত্যেককে পরীক্ষা করেছেন এবং দুর্বল ও রুগ্নদের চিহ্নিত করে দিয়েছেন। বাইরের রোদের তেজ ও গরমের প্রচণ্ডতা তিনি কি করে আন্দাজ করবেন আর জানবেনই বা কি করে যে কয়েদীদের অত বেলায় দলবদ্ধভাবে নিয়ে যাওয়া হবে ? জেলের ইন্সপেক্টর ? তাঁর কর্তব্য তো অক্ষরে অক্ষরে আদেশ প্রতিপালন করা। যথা—অমুক দিনে এত সংখ্যক কয়েদীকে পাঠাতে হবে। কনভয় অফিসারও নিজেকে অপরাধী মনে করবেন না, কারণ তাঁর কাজ একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে যে কজন কয়েদীকে তিনি গ্রহণ করবেন সমসংখ্যক কয়েদীকে আর একটি স্থানে পৌঁছে দেবেন। তাঁর পক্ষেও আগে থেকে ধারণা করা সম্ভব নয় যে এদের মধ্যে কয়েকজন প্রচণ্ড রোদের তাপ সহ্য করতে পারবে না। কেউ-ই অপরাধী নয়, অথচ এরা তাদের হত্যা করেছে।

নেখলুডভ ভাবতে লাগলেন কেন এই বিচিত্র ব্যাপারটি ঘটে ? তাঁর মতে কারণ হল যে এই লোকগুলি—গভর্নর, ইন্সপেক্টর, পুলিস অফিসার ও সাধারণ পুলিসদের ধারণা যে এমন কিছু কাজ আছে যেখানে মানবিকতাবোধের কোনো স্থান নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে বন্ধন, যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জড়িত থাকে সবই উহ্য থাকে বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে। মাসলেন্নিকভ, ইন্সপেক্টর কিংবা কনভয় অফিসার যদি তাঁরা গভর্নর, ইন্সপেক্টর কিংবা কনভয় অফিসার না থাকতেন তাহলে কয়েদীদের প্রচণ্ড গরম ও উত্তাপের মধ্যে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে অন্তর্তঃ বিশবার ভেবে দেখতেন, অন্ততঃ বিশবার বিশ্রামের জন্যে তাদের থামাতেন এবং কেউ রুগ্ন হয়ে পড়লে তাকে ছায়ায় নিয়ে গিয়ে বিশ্রামের সুযোগ দিতেন, জল খাওয়াতেন। এত সাবধানতা সত্ত্বেও যদি দুর্ঘটনা ঘটত তাহলে তাঁরা গভীরভাবে দুঃখিত হতেন। এঁদের এই হৃদয়হীনতার কারণ একটাই। এই মানুষগুলিকে তাঁরা মানুষই মনে করেন না কিংবা এঁদের প্রতি তাঁদের যে কোন কর্তব্য আছে সেই বোধটাই তাঁদের নেই। এঁদের বাধ্যবাধকতা শুধু সেই অফিসের প্রতি যেখানে তাঁরা কাজ করেন ; মানবিক সম্পর্কের উর্ধ্বে এর স্থান। মানুষের প্রতি ভালবাসার বোধের চেয়েও গুরুত্ব-পূর্ণ কোন কাজ আছে এ কথা যদি ক্ষণেকের জন্যেওআমরা চিন্তা করি তার চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই। গাছ কাটা, ইট তৈরি করা কিংবা লোহা পেটানোর মত কাজে ভালবাসার বোধ না থাকলেও চলে,,কিন্তু মানুষ সম্পর্কিত যে কাজ তাতে এই বোধ, এই অনুভূতি একান্তই আবশ্যক। কারণ পরস্পরের প্রতি ভালবাসাই হল মনুষ্যজীবনের অমোঘ বিধান।

এইসব চিন্তায় নেখলুডভ এতই বিভোর হয়ে ছিলেন যে আবহাওয়ার পরিবর্তন তিনি লক্ষ্যই করেননি। পশ্চিম দিক থেকে ধূসর মেঘের দল যে দ্রুত ভেসে আসছে, দূরে বনপ্রান্তরে যে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে এবং তারই ফলে এখানে যে বাতাস আর্দ্র হয়ে এসেছে তা তিনি খেয়াল করেননি। মেঘের দল ক্রমে কাছে এগিয়ে এল এবং একসময় করুণাধারায় নেমে এল। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে নেখলুডভ বলে উঠলেন—আরো আরো।

যে কামরায় নেখলুডভ উঠেছিলেন তাতে ভৃত্য, মজুর, শ্রমিক, কৃষক, কসাই, দোকানদার এইসব শ্রমজীবী মানুষেরাই ছিল সর্বাধিক। দেখতে দেখতে একসময় নেখলুডভ এদের সঙ্গে সহজভাবে মিশে গেলেন। ভদ্রলোকশ্রেণীর মানুষের প্রতি এদেরও শঙ্কা ও সংকোচ কেটে গেল। এদের সঙ্গে গল্প করতে করতে নেখলুডভ মনে মনে বললেন, সত্যিই এ এক সম্পূর্ণ নতুন ও স্বতন্ত্র জগৎ।

অজানা অচেনা অনিন্দ্যসুন্দর এক জগৎ আবিষ্কার করে পর্যটকের যে আনন্দ হয় নেখলুডভ আজ সেই অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

তৃতীয় খণ্ড

যে কয়েদীদের দলে মাসলোভা ছিল তারা পার্ম শহর পর্যন্ত পৌছতে প্রায় তিন হাজার মাইল অতিক্রম করেছে। এই দীর্ঘ পথ তারা রেল ও স্টীমারে ভ্রমণ করেছে। এই পার্ম শহরে এসেই নেখলুডভ রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে মাসলোভার ভ্রমণের অনুমতি লাভে সমর্থ হলেন। ভেরা দুখোভার পরামর্শেই নেখলুডভ এই অনুমতির জন্যে চেষ্টা করছিলেন।

পার্ম পযন্ত দৈহিক এবং মানসিক দু'দিক দিয়েই মাসলোভার দিন কেটেছে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে। দৈহিক কষ্টের কারণ—প্রচণ্ড ভীড়, ধুলো এবং বিরক্তিকর কীট। এরা তাকে এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেয়নি। মানসিক কষ্টের কারণ—যে সব পুরুষ তাকে ঘিরে থাকত তারা এইসব কীটের চেয়েও জঘন্য ও বিরক্তিকর। এই নাছোড়বান্দা মানুষগুলি তাকে নাজেহাল করে ছেড়েছে। কয়েদীই হোক আর ওয়ার্ডার কিংবা কনভয় সৈন্যই হোক প্রত্যেকের মধ্যেই লাম্পট্যের স্বভাব এমন দৃঢ়ভাবে গেঁথে বসেছে যে যদি কোনো নারী স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তার নারীত্ব ব্যবহার করতে না চায় তবে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে তাকে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিটি মুহূর্ত শঙ্কা আর উদ্বেগের মধ্যে কাটানোর চেয়ে ভয়ংকর আর কিছু নেই। মাসলোভা একে সুন্দরী তার ওপর প্রত্যেকেই তার অতীত ইতিহাস জানে তাই সে-ই ছিল এদের আক্রমণের লক্ষ্য। বাধা পেয়ে এরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তখন তারা অন্য ভাবে শত্রুতা সাধনের জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ফেডোসিয়াকেও এরা নানাভাবে উত্যক্ত করছিল তাই তারাস স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করে কয়েদীদের দলভুক্ত হয়। ফেডোসিয়া ও তারাসের সঙ্গে সদ্ভাব থাকায় মাসলোভার জীবন কিছুটা সহনীয় হয়ে উঠেছিল।

রাজনৈতিক বন্দীদের দলে যোগদানের অনুমতি পাবার পর মাসলোভার অবস্থার আরো উন্নতি হল। তার কারণ রাজনৈতিক বন্দীদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল এবং তাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয় তাও তেমন কঠিন নয়। এর চেয়েও বড় কারণ দৈহিক নির্যাতনের হাত থেকে সে বেঁচে গিয়েছিল এবং তার অতীতটাও কেউ তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল না। অতীতকে ভোলার জন্যেই তার ব্যাকুলতা ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তার জীবনযাত্রার এই যে পরিবর্তন তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এমন কিছু মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে যারা তার চরিত্রের ওপর নিঃসংশয় ও কল্যাণকর প্রভাব ফেলেছে।

বিরতি কেন্দ্রগুলিতেই শুধু মাসলোভাকে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হত কিন্তু যেহেতু সে সুস্থ এবং সবলা তাই তাকে ফৌজদারী আইনে দণ্ডিত কয়েদীদের সঙ্গেই পথ চলতে বাধ্য করা হত। এইভাবে তমস্ক থেকে সারাটা পথ তাকে হেঁটেই যেতে হল। দু'জন রাজনৈতিক বন্দী অবশ্য এই দলে ছিল। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে সেই পিঙ্গলনয়না সুন্দরী মারিয়া পাভলোভনা। নেখলুডভ যখন

জেলে তুখোভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন এই মহিলাটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আরেকজনের নাম সাইমনসন। যুবকটির গায়ের রঙ কালো, চুল উস্কোখুস্কো ও চোখ বসা। ওই একই সময়ে নেখলুডভ একেও দেখেছিলেন। সাইমনসন এখন চলেছে ইয়াকুতস্ক অঞ্চলে নির্বাসনে। মারিয়া পাভলোভনা হেঁটে চলেছে কারণ সে তার গাড়ির আসনটি একটি গর্ভবতী মহিলা কয়েদীকে ছেড়ে দিয়েছে। আর সাইমনসনের হেঁটে যাওয়ার কারণ শ্রেণীগত সুবিধাভোগকে সে উচিত কাজ মনে করে না। অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের গাড়ি ছাড়ার আগেই এরা তিনজন ভোর ভোর রওনা হয়ে যেত। একটা বড় শহরে পৌছানো পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলত। বড় শহরে পৌছবার পর নতুন কনভয় অফিসার এই দলের ভার গ্রহণ করত।

সেপ্টেম্বর মাসের এক আর্দ্র সকালের কথা। কখনো ঝড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া, কখনো বৃষ্টি আবার কখনো তুষারপাত হচ্ছে। হল্টিং স্টেশনের প্রাঙ্গণে কয়েদীরা জড়ো হয়েছে (নারী পুরুষ মিলিয়ে সংখ্যায় এরা সাড়ে চারশোজন)। কয়েকজন কয়েদী কনভয় অফিসারকে ঘিরে ধরেছে কারণ বিশেষ কয়েকজন বেছে নেওয়া কয়েদীর হাতে তিনি দু'দিনের খরচের টাকা দিয়ে দিচ্ছিলেন অন্যান্য কয়েদীদের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার জন্যে। অন্যান্যরা তখন ফেরিওয়ালীদের কাছ থেকে খাবারদাবার কিনছিল। কয়েদীদের টাকা গোনার শব্দ, জিনিসপত্র কেনার শব্দ ও ফেরিওয়ালীদের চিৎকারের শব্দে জায়গাটি মুখর হয়ে উঠেছিল।

কাতুশা ও মারিয়া পাভলোভনা বাড়িটার ভেতর থেকে প্রাঙ্গণে বেরিয়ে এল। তাদের পায়ে উঁচু বুট, গায়ে কম্বলের খাটো ক্লোক আর মাথায় শাল জড়ানো। ফেরিওয়ালীরা তখন তারস্বরে চিৎকার করে তাদের বেসাতি বেচতে ব্যস্ত। এদের কাছে রয়েছে টাটকা রুটি, মাংসের রোল, মাছ, শূকর, গো-মাংস, ডিম, দুধ,—একজনের কাছে একটি স্যাঁকা শূকরছানাও ছিল।

সাইমনসন রবারের জ্যাকেট ও রবারের জুতো পরে (নিরামিষাশী বলে সে হত্যা করা জন্তুর চামড়া ব্যবহার করে না) নোটবই খুলে সেই মুহূর্তে তার যা মনে হচ্ছিল তা নোটবইয়ে লিখে রাখছিল।

ডিম, রুটি, মাছ ও কেকজাতীয় মিষ্টি রুটি কিনে মাসলোভা তার থলিতে ভরছিল আর পাভলোভনা দাম মিটিয়ে দিচ্ছিল। তখন কয়েদীদের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেল। হঠাৎই নীরবে সবাই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। যাত্রা শুরু হবার আগে কনভয় অফিসার এসে তাঁর শেষ আদেশটি দিলেন।

নিয়মমাফিক সবই করা হল। কয়েদীদের আবার গোনা হল, শিকল পরীক্ষা করা হল, যারা জোড়ায় জোড়ায় যাবে তাদের দু'জন করে হাতে হাত-কড়া লাগিয়ে একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। হঠাৎই অফিসারের ক্ষমতা জাহির করার ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গেই ঘুষি মারার শব্দ ও একটি শিশুর কান্নার স্বর শোনা গেল। মুহূর্তের স্তব্ধতা কিন্তু তার পরেই ভীড়ের ভেতর থেকে একটা চাপা

অসন্তোষের গুঞ্জন ভেসে এল। যে দিক থেকে শব্দটা আসছিল, মাসলোভা ও পাভলোভনা সেদিকে এগিয়ে গেল।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাভলোভনা ও কাতুশা দেখতে পেল সুন্দর গোঁফওয়ালা গাট্টাগোট্টা অফিসারটি ভুরু কুঁচকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করছে আর নিজের ডান হাতের তালুটি ঘষছে। এক কয়েদীর মুখে চড় বসাবার দরুন তার হাতে দারুণ লেগেছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা রোগা এক কয়েদী। তার মাথা অর্ধেক কামানো। পরনে ক্লোক ও ট্রাউজার যা তার পক্ষে খুবই ছোট। এক হাত দিয়ে সে তার রক্তাক্ত মুখটা মুছছে, অন্য হাতে শালে জড়ানো একটি ছোট মেয়েকে ধরে আছে। মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

—আমি তোকে এইটে দেব (অশ্লীল ইঙ্গিত), মুখে মুখে তর্ক করার ফল বুঝিয়ে দেব (আবার অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ), ওটাকে মেয়েদের কাছে দিয়ে দে। এই এবার যাত্রা শুরু করো।'—অফিসারটি এইভাবে চিৎকার করছিল।

কয়েদীটিকে নির্বাসিত করেছে গ্রামের কম্যুন। তমস্ক থেকে সারাটা পথ সে তার ছোট মেয়েটিকে কোলে করে বয়ে এনেছে। তমস্কে তার স্ত্রী টাইফাস রোগে মারা যায়। অফিসারটি একটু আগে আদেশ দিল ওকে হাতকড়া পরাতে হবে। নির্বাসিত লোকটি আপত্তি জানিয়ে বলেছে হাতকড়া পরালে মেয়েটিকে কোলে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এতেই অফিসারটির মেজাজ বিগড়ে যায়। এমনিতেই তার মেজাজ খাপ্পা ছিল তাতে কয়েদীর প্রতিবাদ শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং কয়েদীর মুখে সঙ্গে সঙ্গেই সজোরে চড় কষায়।*

আহত কয়েদীটির পাশে একজন কনভয় সৈনিক দাঁড়িয়েছিল। সে বিষণ্ণ মুখে একবার মেয়ে-কোলে কয়েদীর দিকে তাকাচ্ছিল, একবার অফিসারের দিকে তাকাচ্ছিল। অফিসার আরেকবার হুঙ্কার ছেড়ে আদেশ দিল মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্যে। এদিকে কয়েদীদের মধ্যে বিক্ষোভের গুঞ্জন তখন প্রবলতর হয়ে উঠেছে।

পিছন থেকে কে একজন বলে উঠল, তমস্ক থেকে সারাটা পথ তো তাদের হাতকড়া পরানো হয়নি।

—ও তো একটি মানবশিশু, কুকুরের বাচ্চা তো নয়।

—খুকীকে নিয়ে ও কি করবে?

—এটা মোটেই আইন নয়—কেউ একজন চিৎকার করে বলল।

—এই, কে বলল? দাঁড়া, তোকে আইন শেখাচ্ছি।—কেউ যেন হুল ফুটিয়েছে সেই ভাবেই চিৎকার করল অফিসারটি। ভীড়ের মধ্যে ছুটে গিয়ে বলল, কে বলেছে? তুই? তুই?

* ডি. এ. লিনইয়েভ তাঁর '*TRANSPORTATION*' গ্রন্থে অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

—সকলেই বলেছে, কারণ…। একটি বেঁটে চওড়া মুখ কয়েদী জবাব দিল।

অফিসারটি কয়েদীর মুখে দু হাত দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে বলল, আঁ্যা—বিদ্রোহ! বিদ্রোহ কাকে বলে বোঝাচ্ছি তোদের। কুকুরের মত গুলি করে তোদের শেষ করে ফেলব আর তার জন্যে কর্তৃপক্ষ আমাকে ধন্যবাদ দেবে। এই, মেয়েটাকে নিয়ে যাও।

ভীড়ের সবাই নিশ্চুপ। একজন কনভয়-সৈনিক এসে কয়েদীর কোল থেকে মেয়েটিকে নিয়ে নিল। মেয়েটি তখন গলা ছেড়ে কাঁদছে। অন্য এক সৈনিক এসে কয়েদীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। এবারে সে বাধা দিল না। বিনীত-ভাবে হাত দুটি বাড়িয়ে দিল।

তলোয়ার-বাঁধা বেল্টটা ঠিক করতে করতে অফিসার চিৎকার করে বলল, ওকে মেয়েদের কাছে নিয়ে যাও।

মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শালের ভিতর থেকে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে তারস্বরে চিৎকার করেই চলেছে। মারিয়া পাভলোভনা ভীড় ঠেলে অফিসারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি এই মেয়েটিকে নিয়ে যেতে পারি কি?

—কে তুমি?

—আমি একজন রাজনৈতিক বন্দী। মারিয়া পাভলোভনার সুন্দর মুখ, বড় বড় দুটি চোখ অফিসারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হল। (কয়েদীদের বুঝে নেবার সময়েই সে পাভলোভনাকে লক্ষ্য করেছিল) নীরবে সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করল, তারপর বলল, ঠিক আছে, নিয়ে যাও। তোমাদের পক্ষে দয়া দেখানো সহজ। লোকটা পালিয়ে গেলে কে তার জবাবদিহি করত?

—মেয়েটিকে কোলে নিয়ে কি করে ও পালাত?—পাভলোভনা বলল।

—তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নেই, ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পার।

—ওকে দিয়ে দেব কি?—সৈনিকটি অনুমতি চাইল।

হ্যাঁ দিয়ে দাও।

—এস, আমার কাছে এস।—পাভলোভনা মেয়েটিকে সস্নেহে আহ্বান জানাল। কিন্তু মেয়েটি সৈনিকের কোল থেকে তার বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে হাত পা ছুঁড়তে লাগল আর সমানে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল। সে পাভলোভনার কাছে গেল না।

—একটু দাঁড়াও পাভলোভনা, ও আমার কাছে আসবে।—বলেই সে ঝোলা থেকে মিষ্টি রুটির একটি প্যাকেট বের করে আনল। মেয়েটি মাসলোভাকে চিনত। সে একবার মাসলোভাকে দেখল, একবার তার হাতের রুটির দিকে তাকাল তারপর কান্না থামিয়ে তার কোলে গেল।

আবার সব শান্ত হয়ে এল। গেট খোলা হল, কয়েদীর দল সারি বেঁধে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কনভয়-সৈনিকেরা আবার তাদের গুনল। গাড়ির উপর মালপত্র তুলে তার উপর দুর্বল কয়েদীদের বসানো হল। মাসলোভা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে

ফেডোসিয়ার পাশে মেয়েদের দলে জায়গা করে নিল। সাইমনসন এতক্ষণ সব কিছু দেখছিল এবার সে দৃঢ় পদক্ষেপে অফিসারের দিকে এগিয়ে এল। যাত্রার আদেশ দিয়ে অফিসার তখন নিজের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় সাইমনসন বলে উঠল :

আপনি খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন।

—তোমার জায়গায় যাও। এখানে তোমার কোন কাজ নেই।

—আপনি যে খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন এটা আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য। অফিসারের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সাইমনসন কথাগুলি বলল।

সাইমনসনের কথায় কান না দিয়ে, কোচোয়ানের কাঁধে হাত রেখে অফিসার গাড়িতে উঠে বসল। আর একবার হুঙ্কার দিয়ে বলল, রেডি, মার্চ!

কয়েদীদের যাত্রা শুরু হল। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যে বড় রাস্তাটা চলে গেছে সেই রাস্তায় পড়ে কয়েদীরা সার বেঁধে এগিয়ে চলল।

যত কঠিন পরিস্থিতিই হোক রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে জীবন কাটাতে কাতুশার বেশ ভালই লাগছিল। বিশেষতঃ সুদীর্ঘ ছ'টি বছর শহরের লাঞ্ছিত, বিলাসী ও মেয়েলী জীবন কাটাবার পরও দু বছর সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে কারা-বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পরিবেশ কাতুশার কাছে অত্যন্ত প্রীতিকর মনে হচ্ছিল। প্রতিদিন পনের থেকে বিশ মাইল পথ হাঁটা তারপর ভাল খাওয়া, দু'দিন অন্তর একদিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম পেয়ে কাতুশার শরীরে বলও ফিরে এল। তার চেয়েও বড় কথা নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার সামনে এমন এক নতুন ও অর্থপূর্ণ জগতের পথ খুলে গেছে যার রূপ সে আগে কোনদিন স্বপ্নেও দেখেনি। যে সব আশ্চর্য মানুষের (তার নিজেরই ভাষায়) সঙ্গে সে চলেছে তাদের দেখা তো দূরের কথা, কল্পনাও করেনি কোনদিন।

একদিন সে বলেছিল, দেখ, যখন আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তখন আমি কতই না কেঁদেছিলাম কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই দণ্ডাজ্ঞার জন্যে আমার সারা জীবন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। এ না হলে আজ যাঁদের আমি চিনেছি তাঁদের দেখা কোনদিনই পেতাম না।

খুব সহজেই এবং বিনা আয়াসেই সে এইসব মানুষের কাজের মূল প্রেরণাটি উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং সে নিজেও জনতার একজন হওয়ায় এঁদের প্রতি তাঁর মনে কৃতজ্ঞতাবোধ জেগে উঠল। সে বুঝতে পারত এঁরা হচ্ছেন উচ্চশ্রেণীর বিপক্ষে জনতার পক্ষ সমর্থক। এঁরা নিজেরা উচ্চশ্রেণীর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সব সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে এই দিকটাই এঁদের প্রতি তার মনে শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তুলেছে।

এই নতুন সঙ্গীদের সকলকেই তাঁর ভাল লাগে। এদের মধ্যে আবার মারিয়া পাভলোভনা সবচেয়ে প্রিয়। শুধু ভাললাগা নয় অদ্ভুত এক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নিয়ে সে পাভলোভনাকে ভালবাসে। তাকে বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছে এই মেয়েটির জীবনেতিহাস। এই সুন্দরী মেয়েটি এক ধনী জেনারেলের মেয়ে। তিনটি ভাষা জানে। তার ধনী দাদা তাকে যা কিছু পাঠিয়েছিল সবই সে বিলিয়ে দিয়েছে এবং নিতান্ত শ্রমজীবী মেয়ের মত জীবনযাপন করছে। তার সাজ-পোশাক শুধু সরলই নয় অত্যন্ত গরীবের মত, নিজের চেহারা সম্পর্কেও সে নির্বিকার। পাভলোভনার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—নারীসুলভ ছলাকলার সম্পূর্ণ অভাব মাসলোভার চোখে বিস্ময়কর ঠেকেছে এবং স্বভাবতই আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।

মাসলোভা আরো লক্ষ্য করে যে পাভলোভনা যে সুন্দরী সেকথা সে জানে এবং জেনে খুশিও হয় কিন্তু তার সুন্দর রূপের যে প্রতিক্রিয়া পুরুষের মনে দেখা দেয় তাতে সে মোটেই খুশি হয় না বরং বলা চলে এ ব্যাপারে সে বেশ ভীত ও সন্ত্রস্ত। কেউ যদি তার প্রেমে পড়তে চায় তাহলে সে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে। তার পুরুষ সঙ্গীরা একথা জানে তাই ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ তার প্রেমে পড়ে না কিংবা পড়লেও তা গোপন রাখে এবং পুরুষ সঙ্গীর মতই তার সঙ্গে ব্যবহার করে। কিন্তু অপরিচিত যেসব পুরুষ তাকে বিরক্ত করতে আসে তাদের ক্ষেত্রে যে দৈহিক শক্তির জন্যে পাভলোভনা বিশেষ গর্বিত সেই শক্তিটা তার খুবই কাজে লাগে।

হাসতে হাসতে কাতুশাকে সে একবার একটি ঘটনার কথা বলেছিল।—একদিন পথে একটি লোক আমার পিছু নিয়েছিল। সে একেবারেই নাছোড়বান্দা। তখন কি করলাম জান? লোকটাকে ধরে এমন ঝাঁকুনি দিলাম যে সে ভয়ে পালিয়েই গেল।

তার নিজের কথায় ছোটবেলা থেকেই সে ধনীদের জীবনযাত্রা অপছন্দ করত এবং সাধারণ মানুষের জীবনকে ভালবাসত আর সেই কারণেই সে বিপ্লবী হয়েছে। নিজেদের সাজানো-গোছানো বসবার ঘরের বদলে চাকরদের ঘরে, রান্নাঘরে কিংবা আস্তাবলে ঘুরে বেড়াত বলে সে অনেক বকুনি খেয়েছে।

—কিন্তু রাঁধুনি ও কোচোয়ানদেরই আমার ভাল লাগত; ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের সঙ্গ আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হত। তারপর যখন সব কিছু বুঝতে শিখলাম তখন দেখলাম আমাদের জীবনটা আগাগোড়াই ভুলে ভরা। আমার মা ছিলেন না, বাবাকে আমার ভাল লাগত না তা-ই উনিশ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। এক বান্ধবীর সঙ্গে একটি কারখানায় কাজ নিলাম।

কারখানা ছেড়ে সে কিছুদিন এক গ্রামে কাটিয়ে শহরে ফিরে এসেছিল। সেখানে তাদের একটি গুপ্ত প্রেস ছিল। এইখানেই সে গ্রেপ্তার হয় এবং সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এ সম্পর্কে সে নিজে কিছু বলেনি কিন্তু মাসলোভা অন্যের কাছ থেকে জেনেছে যে পুলিস যখন তাদের গোপন আস্তানায় খানাতল্লাসী চালাচ্ছিল তখন একজন বিপ্লবী অন্ধকারের মধ্যে গুলি চালায়, মারিয়া পাভলোভনা সেই অপরাধ নিজের ঘাড়েই নিয়ে নেয়।

পাভলোভনার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই কাতুশা লক্ষ্য করেছে যে অবস্থার মধ্যেই সে থাকুক না কেন নিজের কথা সে কখনই ভাবে না বরং ছোট বড় যে-কোন ব্যাপারেই অন্যকে সাহায্য করার জন্যেই তার ব্যগ্রতা। পাভলোভনা সম্পর্কে তার এক সঙ্গী মন্তব্য করেছে—মানবহিতৈষণার খেলায় ও নিজেকে উৎসর্গ করছে। কথাটা ঠিক। খেলোয়াড় যেমন খেলার সন্ধানে ফেরে তার জীবনের উদ্দেশ্যও যেন অপরের সেবা করার সুযোগ খোঁজা। খেলাটা ক্রমে তার জীবনের অভ্যাস ও কর্মধারায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। এমন সহজভাবে সে এসব কাজ করে যে যারা তাকে জানে তারা কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করে না বরং প্রত্যাশাই করে।

মাসলোভা যখন তাদের মধ্যে প্রথম এল তখন পাভলোভনা তার প্রতি বিরূপ ছিল এবং বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু মাসলোভা লক্ষ্য করেছে কিভাবে সে তার এই মনোভাবকে দূর করার চেষ্টা করেছে। যখন সে জয়ী হয়েছে তখন থেকেই মাসলোভার প্রতি সে বিশেষ মমতা ও করুণা বোধ করতে শুরু করেছে। তার এই মমতা ও করুণা এতই অসাধারণ যে মাসলোভাকে তা এতই গভীরভাবে স্পর্শ করছিল যে সেও অজ্ঞাতসারে তার সমস্ত অন্তরটাই তাকে দিয়ে ফেলেছিল। পাভলোভনার মতামত ও তার জীবনধারাকে সে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে লাগল। আর পাভলোভনাও মাসলোভার এই আত্মনিবেদিত ভালবাসার প্রতিদানে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালবেসে ফেলল।

যৌন ভালবাসার প্রতি বিরূপতাও এই দু'জনকে একসূত্রে বেঁধে ছিল। একজন সেই ভালবাসকে ঘৃণা করে কারণ সে এর কদর্য ঘৃণ্য দিকটার শিকার হয়েছে। অন্যজন অনভিজ্ঞতার দরুন এটাকে একটা দুর্বোধ্য, ঘৃণ্য ও মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করে।

যাদের প্রভাব মাসলোভা কৃতজ্ঞচিত্তে মেনে নিয়েছে তাদেরই একজন পাভলোভনা। মারিয়া পাভলোভনার প্রতি মাসলোভার ভালোবাসাই এর উৎস। মাসলোভা আর একজনের দ্বারা প্রভাবিত, তার নাম সাইমনসন। এই প্রভাবের উৎস মাসলোভার প্রতি সাইমনসনের ভালবাসা।

মানুষ বেঁচে থাকে এবং কাজ করে কিছুটা নিজের ধারণা ও কিছুটা অন্যের ধারণা অনুসারে। এই দুয়ের তারতম্য থেকেই একজনের সঙ্গে আরেকজনের পার্থক্য সূচিত হয়। কারো কাছে চিন্তাটা এক ধরনের মানসিক খেলা। অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের বুদ্ধিকে সংযোগরক্ষাকারী ফিতেবিহীন একটি চালক যন্ত্রের মত ব্যবহার করে। ফলে অন্যের মত, প্রচলিত সংস্কার ও রীতিনীতির দ্বারাই তারা চালিত হয়। আর এক ধরনের মানুষ আছে যারা নিজের ধ্যানধারণাকেই প্রধান প্রেরণা-শক্তি বলে মনে করে। নিজের বুদ্ধির নির্দেশকেই তারা মান্য করে চলে। অপরের মতামতও তারা গ্রহণ করে কিন্তু যথেষ্ট বিচার ও বিবেচনার পর। সাইমনসন

এই জাতীয় একটি মানুষ। যে-কোন ঘটনাকে সে আগে ভাল করে পরীক্ষা করে নিজের বুদ্ধি অনুসারে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তারপর সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে।

যখন সে নেহাতই স্কুলের বালক তখনই তার মনে হয়েছিল বাবার আয় সৎপথে উপার্জিত নয়। সে বাবাকে বলেছিল এইসব টাকা জনসাধারণকে দিয়ে দেওয়া উচিত। বাবা তার কথা না শুনে তাকে বকুনি লাগালো। সে তখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল এবং কিছুতেই বাবার টাকা পয়সা নিতে রাজী হল না। যখন সে সিদ্ধান্তে এল জনগণের দুর্দশার কারণ তাদের অজ্ঞতা তখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে দিয়ে একটি গ্রামের স্কুল-শিক্ষকের কাজ নিল। ছাত্র ও চাষীদের সে সেইসব শিক্ষাই দিতে লাগল যা সে ন্যায় বলে মনে করে এবং যা সে অন্যায় বলে মনে করে প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ করতে লাগল।

সে গ্রেপ্তার হল এবং তার বিচারও হল।

বিচারের সময় সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে বিচারকদের তার বিচার করার অধিকার নেই এবং সে কথা সে তাদের জানিয়েও দিল। বিচারকরা যখন তার কথার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বিচার চালিয়েই যেতে লাগল তখন সে স্থির করল সে কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবে না। সুতরাং সব রকম জেরার উত্তরেই সে চুপ করে রইল।

আর্থাংগেলস্ক সুবেরিনাতে তাকে নির্বাসিত করা হল। সেখানে সে একটি ধর্ম শিক্ষার বোধ অনুসারে সব কাজকর্ম পরিচালিত করতে লাগল। এই শিক্ষার মূলকথা হল: এই জগতের সব কিছুই প্রাণময়। যেসব বস্তুকে আমরা নিষ্প্রাণ বা অজৈব বলে মনে করি তারাও আমাদের বুদ্ধির অগম্য এক বিরাট জৈব সত্তার অংশমাত্র। তার মতে জীবননাশ একটি প্রচণ্ড অপরাধ তাই সে যুদ্ধ, প্রাণদণ্ড এবং মানুষ কিংবা যে কোন প্রাণী হত্যার বিরোধী। বিবাহ সম্পর্কেও তার নিজস্ব একটি মতবাদ আছে। তার মতে জীবসৃষ্টি মানবজীবনের একটি নিচুস্তরের কর্তব্য। রক্তে শ্বেতকণিকার অস্তিত্বই তার মতবাদকে সমর্থন করে বলে তার ধারণা। তার মতে চিরকুমাররা ওই শ্বেতকণিকার মতই, জীবদেহের দুর্বল ও রুগ্ন অংশকে সাহায্য করাই তাদের কাজ। এই সিদ্ধান্তে আসার পর থেকেই সে অনুরূপভাবে জীবন কাটিয়েছে যদিও যৌবনে সে বেশ কিছুদিন প্রমোদে কাটিয়েছে। নিজেকে এবং মারিয়া পাভলোভনাকে সে মানবিক শ্বেতকণিকা বলেই মনে করে।

কাতুশার প্রতি তার ভালবাসা এই মতবাদের পরিপন্থী নয় কারণ তার ভালবাসা দেহাতীত, কামগন্ধহীন। সুতরাং তার মতে সেই ভালবাসা শ্বেতকণিকা হিসেবে তার কাজের তো বাধা নয়ই বরং প্রেরণাস্বরূপ। তার নিজের মতবাদ অনুসারেই সে যে শুধু নৈতিক সমস্যার সমাধান করেছে তা-ই নয়। বাস্তব সমস্যারও সমাধান করেছে। কত ঘণ্টা কাজ করতে হবে, কত ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হবে, কি ধরনের খাবার খেতে হবে, কিভাবে সাজপোশাক করতে হবে, কিভাবে ঘরকে গরম রাখতে বা আলোকিত করতে হবে—সব কিছু সম্পর্কেই সে নিয়ম মেনে চলত।

এসব সত্ত্বেও সাইমনসন ছিল লাজুক ও নম্রস্বভাবের মানুষ কিন্তু একবার মনস্থির করে ফেললে তাকে টলানো অসম্ভব।

এই মানুষটি ভালোবাসার জোরে মাসলোভার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। নারীর সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই মাসলোভা অচিরেই বুঝতে পারল যে সে তাকে ভালবাসে। সে এমন একজন মানুষের মনে ভালবাসা জাগাতে পেরেছে—এই অনুভূতির ফলে নিজের চোখেই সে অনেক বড় হয়ে উঠল। নেখলুডভও তাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন কিন্তু সে তো উদারতাবশে, অতীতের কিছু ঘটনার ফলে কিন্তু সাইমনসন ভালবেসেছে আজকের মাসলোভাকে এবং ভালবাসার জন্যেই ভালবেসেছে সে। মাসলোভার মনে হয়েছে সাইমনসন তাকে মহৎ গুণসম্পন্ন অসাধারণ স্ত্রীলোক বলে মনে করে। কি কি গুণ সাইমনসন তার মধ্যে আবিষ্কার করেছে তা সে জানে না কিন্তু নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্যে এবং সাইমনসনের যাতে স্বপ্নভঙ্গ না হয় তাই সে নিজের ধারণামত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারিণী হবার জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল।

এই নীরব প্রেমের সূত্রপাত হয় যখন তারা কারাগারে ছিল তখন থেকেই। সেটা ছিল কয়েদীদের সঙ্গে এক সাক্ষাতের দিন। মাসলোভা লক্ষ্য করেছিল দুটি দয়ালু ঘন নীল চোখ চওড়া ভুরুর নিচ থেকে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তখনই তার মনে হয়েছিল এই মানুষটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তার তাকানোর ধরনটাও স্বতন্ত্র। সে আরো লক্ষ্য করেছিল এলোমেলো চুল ও কুঞ্চিত ললাটের রুক্ষতার সঙ্গে তার দৃষ্টিতে শিশুসুলভ সরলতা ও মমতার একটি আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। তার সঙ্গে মাসলোভার আবার দেখা হয় তমস্কে, যেখানে সে রাজনৈতিক বন্দীদের দলে যোগ দেয়। যদিও তাদের মধ্যে তখনো একটিও কথা হয়নি তবু পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমেই তারা পরস্পরকে চিনে নিয়েছিল, পরস্পরের গুরুত্বও উপলব্ধি করেছিল। এর পরেও তাদের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়নি তবু মাসলোভা উপলব্ধি করত অনেকের সামনে যখন সে কথা বলত তা মাসলোভার উদ্দেশ্যেই বলা এবং মাসলোভার জন্যেই বলা কিন্তু যেদিন থেকে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে তারা একসঙ্গে হাঁটতে শুরু করল সেদিন থেকেই তারা পরস্পরের অনেক কাছের মানুষ হয়ে এল।

পার্ম ছেড়ে যাবার আগে পর্যন্ত নেখলুডভ মাসলোভার সঙ্গে মাত্র দু'বার দেখা করতে পেরেছেন। একবার নিঝনি নভ্‌গরদ-এ, কয়েদীদের যখন তাদের জাল দিয়ে ঘেরা খাঁচায় ভরবার জন্যে বজরায় তোলা হচ্ছিল এবং আর একবার পার্মের কারা-অফিসে। এই দু'বারই মাসলোভাকে তার মনে হয়েছে অত্যন্ত চাপা ও বিরূপ। যতবারই তিনি প্রশ্ন করেছেন তার কিছু চাই কি না কিংবা সে ভাল আছে কি না প্রতিবারই সে এড়িয়ে যাবার জন্যে ভাসা ভাসা জবাব দিয়েছে। আগের মতই তার কথার মধ্যে ক্রুদ্ধ মনের প্রতিফলন ঘটেছে। পুরুষদের পাশবিক ব্যবহারের ফলেই মাসলোভার মনের এই অবস্থা অনুমান করে নেখলুডভ কষ্ট পেয়েছেন। তাঁর

আশঙ্কা পথের এই অবমাননাকর পরিস্থিতিতে মাসলোভা না আবার ভেঙে পড়ে এবং সবকিছু ভুলে থাকার জন্যে আবার না মদ ও ধূমপান করতে শুরু করে। কিন্তু তখন মাসলোভাকে কোনরকম সাহায্য করাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু যখন সে রাজনৈতিক বন্দীদের দলে যোগ দিল তখন থেকেই সে বুঝতে পারল তার আশঙ্কা কত ভিত্তিহীন। এরপর থেকে প্রতিটি সাক্ষাৎকারের সময়েই তিনি মাসলোভার অন্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। তমস্কে যখন দেখা হয় তখন মাসলোভা অত্যন্ত সহজ ও উৎফুল্লভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে এবং যে মানুষদের সঙ্গে এখন সে আছে সেখানে তাকে নিয়ে আসার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

এই দলের সঙ্গে দুটি মাস পথ চলার পর তার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তা তার মুখের রঙ চেহারার মধ্যেও ফুটে উঠেছে। তার মুখের রঙ রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে, চেহারাও কৃশ হয়েছে। কপাল ও মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। তার চুল বাঁধা, পোশাক এবং কথা বলার ধরনে এতটুকু ছলাকলার আভাস নেই। মাসলোভার এই পরিবর্তন দেখে নেখলুডভ খুবই খুশি হলেন।

মাসলোভার প্রতি তাঁর এমন একটি অনুভূতি হল যে অভিজ্ঞতা তাঁর আগে কোনদিন হয়নি। এই অনুভূতির সঙ্গে তাঁর প্রথম কাব্যিক ভালবাসার অনুভূতির কোন মিল নেই। পরবর্তীকালে তাঁর যৌন ভালবাসা অথবা বিচারের পর কর্তব্য পালনের (এর সঙ্গে আত্মপ্রশংসাও যুক্ত ছিল) আত্মতুষ্টিতে তিনি যে তাকে বিয়ে করার সংকল্প করেছিলেন তার সঙ্গে এ অনুভূতির মিল আরো কম। বর্তমান অনুভূতি শুধুই করুণা ও কোমলতার এক দরদী অনুভূতি। এখন তিনি যা ভাবেন, যা কিছু করেন সব সময়েই তাঁর মনে জেগে থাকে সেই করুণা ও কোমল অনুভূতি যা শুধু মাসলোভার জন্যেই নয় সকলের জন্যই। নেখলুডভের অন্তরে যে ভালবাসার প্রবাহ এতদিন রুদ্ধ ছিল এই নবজাগ্রত অনুভূতি যেন তার দুয়ার খুলে দিয়েছে। তাই এখন তিনি যার সঙ্গেই পরিচিত হচ্ছেন তার প্রতিই তাঁর ভালবাসা প্রবাহিত হচ্ছে।

মাসলোভা এখন রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছে। এই পরিচয়ের ফলে এদের সম্পর্কে তার ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল। রাশিয়ায় বিপ্লবের শুরু থেকেই বিশেষ করে ১লা মার্চ দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের নিহত হবার পর থেকেই বিপ্লবীদের তিনি অপছন্দ ও ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন। সরকার-বিরোধী সংগ্রামে তারা যে নিষ্ঠুরতা ও গোপনীয়তার নীতি অনুসরণ করত বিশেষতঃ তারা যেসব হত্যা করত তার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তার মন বিদ্রোহ করত। কিন্তু এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার ফলে তিনি বুঝতে পেরেছেন সরকারের হাতে এরা যে নির্যাতন সহ্য করেছে তার ফলে এদের পক্ষে অন্যরকম হওয়া সম্ভব ছিল না।

ফৌজদারী আইনে দণ্ডিত কয়েদীদের উপর ভয়ংকর ও অর্থহীন অত্যাচার করা হয় ঠিকই তবু দণ্ডাদেশের আগে ও পরে তাদের প্রতি কিছুটা সুবিচারের ভড়ং দেখানো হয় কিন্তু এদের ক্ষেত্রে সেই ভড়ংটুকুও থাকে না। শুস্তোভো এবং নব পরিচিত অনেকের ক্ষেত্রেই নেখলুডভ এটা লক্ষ্য করেছেন। জালে আটক মাছের

মত এদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। যা কিছু জালে পড়ে সবই ডাঙায় টেনে তোলা হয় তারপর দরকারী বড় মাছগুলিকে বেছে আলাদা করে রাখা হয় আর ছোট মাছগুলিকে সেখানেই ফেলে রাখা হয় যাতে অযত্নে তারা শুকিয়ে মরে যায়। শত শত নিরপরাধ ব্যক্তিকে যারা সরকারের মতেও সাংঘাতিক নয় এইভাবে তারা গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে রাখে। বছরের পর বছর বন্দী থেকে তারা হয় রোগে ভোগে, পাগল হয়ে যায় কিংবা আত্মহত্যা করে। এদের এইভাবে আটক রাখার একমাত্র কারণ সরকারী কর্মচারীরা এদের মুক্তির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো দরকারই মনে করে না বরং তারা ভাবে এদের আটকে রাখলে কোন সময়ে তদন্তের কাজে লাগতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী দৃষ্টিকোণ থেকেও যারা নির্দোষ তাদের ভাগ্য নির্ভর করে কিছু পুলিস অফিসার, গুপ্তচর, পাব্লিক প্রসিকিউটর, ম্যাজিস্ট্রেট, গভর্নর ও মন্ত্রীদের খেয়াল-খুশির উপর। এই খেয়াল-খুশিতেই এরা কাউকে নির্বাসনে পাঠায়, কাউকে কঠোর শ্রম ও মৃত্যুদণ্ড দেয় আবার কোন মহিলার অনুরোধে মুক্তিও দেয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের ভাল করে জানার পর নেখলুডভ স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এরা দুর্বৃত্তও নয় আবার কিছু লোকের যেমন ধারণা তারা পুরোপুরি বীরও নয়। এরাও সাধারণ মানুষের মতই অর্থাৎ এদের মধ্যেও কিছু ভাল, কিছু মন্দ ও কিছু মাঝারি লোক আছে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ বিপ্লবী হয়েছে কারণ তারা সৎভাবে বিশ্বাস করে যে বর্তমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তাদের কর্তব্য। কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হয়ে এই পথ বেছে নিয়েছে। অধিকংশই অবশ্য বিপদ, ঝুঁকি ও জীবন নিয়ে খেলার নেশাতেই বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। নেখলুডভ তাঁর সামরিক অভিজ্ঞতা থেকে ভালভাবেই জানেন যে মানুষ যখন যৌবনশক্তিতে ভরপুর থাকে তখন বিপদ নিয়ে এই খেলার প্রবণতা অনেকের মধ্যেই থাকে। তবে সাধারণ মানুষের তুলনায় এদের নৈতিক ধ্যানধারণা অনেক উন্নত। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, কঠোর জীবন যাপন, সত্যপরায়ণতা, নিঃস্বার্থপরতাকেই শুধু এরা কর্তব্য বলে মনে করে না, আদর্শের জন্য বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে আত্মোৎসর্গকেও এরা কর্তব্য বলেই মনে করে। সুতরাং এদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারা সাধারণের পক্ষে দুরধি-গম্য একটি নৈতিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত আর যাঁরা নিকৃষ্ট তারা সাধারণের চেয়েও নিকৃষ্ট —ভণ্ড, প্রবঞ্চক, মিথ্যাচারী এবং একই সঙ্গে দাম্ভিক ও গর্বোদ্ধত। এই কারণেই নবপরিচিতদের মধ্যে নেখলুডভ যেমন কোন কোন মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন এমনকি সর্বান্তঃকরণে ভালবেসেও ফেলেছেন বাকীদের সম্পর্কে আগের মতই উদাসীন রইলেন।

বিশেষ করে ক্রিল্‌তসভকে নেখলুডভ অত্যন্ত ভালবেসে ফেলেছেন। এই ক্ষয়-রোগগ্রস্ত যুবকটি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কাতুশাদের সঙ্গেই যাত্রা করছিল। ইয়েকাতেরিনবার্গে এই যুবকটির সঙ্গে নেখলুডভের প্রথম পরিচয় হয়। পরে পথ চলতে কয়েকবারই তিনি তার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছেন। একদিন

কোন এক বিরতিকেন্দ্রে নেখলুডভ তার সঙ্গে একটি পুরো দিন কাটিয়েছিলেন। সেদিন ক্রিল্‌তসভও কথা প্রসঙ্গে তার জীবনকাহিনী এবং কেমন করে সে বিপ্লবী হয়েছিল সবই একে একে তাঁকে বলেছিল।

ওর বাবা ছিল দক্ষিণ রাশিয়ার এক ধনী জমিদার। শৈশবেই সে বাবাকে হারায়। সে ছিল মা বাবার একমাত্র সন্তান। মা-ই তাকে মানুষ করেছে। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া সে শেষ করেছে এমনকি গণিত বিভাগে প্রথম স্থানও পেয়েছিল। বিদেশে পড়াশোনার জন্যে সে একটা বৃত্তিও পেয়েছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে সে দেরী করে ফেলে। এই সময় সে একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেলে এবং তাকে বিয়ে করবেও স্থির করে ফেলে। গ্রামের শাসনকার্যেও অংশ নেবার কথা সে তখন ভাবতে থাকে। অনেক কিছুই করতে মন চায় কিন্তু স্থির কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এই সংকট মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সহপাঠী তার কাছে জনহিতকর কোন কাজের জন্যে আর্থিক সাহায্য চায়। সে জানত কাজটা বিপ্লব সংক্রান্ত। যদিও তখন পর্যন্ত বিপ্লব সম্পর্কে তার কোন আগ্রহ ছিল না তবু সে টাকাটা দিল কিছুটা বন্ধুত্বের কারণে কিছুটা আত্মম্ভরিতায়। টাকা না দিলে পাছে বন্ধুরা মনে করে সে ভয় পেয়েছে। টাকা যারা নিয়েছিল তারা ধরা পড়ল এবং তাদের কাছে একটা চিঠি পাওয়া গেল যাতে প্রমাণ হল টাকা সে-ই দিয়েছিল। তাকে গ্রেপ্তার করা হল এবং প্রথমে থানায় এবং পরে কারাগারে পাঠানো হল।

উঁচু বিছানায় তাকে বসে সে কথা বলছিল। বসে যাওয়া বুক কিন্তু সুন্দর দুটি চকচকে চোখ মেলে নেখলুডভের দিকে তাকিয়ে তার কাহিনী বলছিল সে।—জেলখানার লোকজন খুব একটা কড়া ছিল না। দেওয়ালে টোকা দেওয়া ছাড়াও অন্যভাবেও আমরা কথাবার্তা চালাতাম। করিডরে বেড়াতে পারতাম, নিজেদের মধ্যে তামাক ও খাবার ভাগাভাগি করে নিতে পারতাম এমন কি সন্ধ্যার পর সমবেতকণ্ঠে গানও গাইতাম। আমার কণ্ঠস্বর খুব মিষ্টি ছিল। হ্যাঁ, শুধু মা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন নইলে সব কিছুই বেশ চলছিল। বিখ্যাত পেত্রভের সঙ্গে এখানেই আমার পরিচয় ঘটে। তিনি অবশ্য পরে কাঁচের টুকরো দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। কিন্তু তখনো আমি বিপ্লবী হইনি। আমার পাশের সেলের দুটি তরুণের সঙ্গেও আমি পরিচিত হয়েছিলাম। একই কাজের জন্যেই এরাও গ্রেপ্তার হয়েছিল। এদের কাছে পোল্যাণ্ড ঘোষণাপত্র পাওয়া গিয়েছিল। রেলওয়ে স্টেশনে যাবার পথে কনভয় থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল বলে এদের বিচার হয়। এদের একজন হল পোল্যাণ্ডের লজিনস্কি অন্যজন হল ইহুদি রজোভনস্কি। এই রজোভনস্কি একেবারেই ছেলেমানুষ। সে যদিও তার বয়স বলেছিল সতেরো কিন্তু দেখাত ঠিক পনেরো বছর। রোগা, বেঁটে, কর্মঠ, দুটি ঝকঝকে কালো চোখ এবং অধিকাংশ ইহুদির মতোই সুরেলা কণ্ঠস্বর। গলার স্বর যদিও তখন ভাঙছে তবু চমৎকার গাইত। সকালের দিকে তাদের যখন বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি তাদের স্পষ্ট দেখেছিলাম। বিকেলে তারা ফিরে এসে জানাল তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। কেউ-ই এটা আশা করেনি কারণ ওদের কেসটা খুবই সাধারণ। তারা শুধু কনভয় থেকে পালাবার চেষ্টা

করেছিল, কাউকে ওরা আহতও করেনি। তাছাড়া রজোভনস্কির মত ছেলেমানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে এটাও অপ্রত্যাশিত। আমরা সবাই আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এলাম ওদের ভয় দেখাবার জন্যেই একথা বলা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হবে না। গোড়ার দিকে আমরা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম পরে অবশ্য নিজেদের শান্ত করলাম এবং জীবন আগের মতই চলতে লাগল। তারপর এক সন্ধ্যায় পাহারাওয়ালা আমার দরজার কাছে এসে রহস্যজনক ভাবে জানাল যে ছুতোর মিস্ত্রী এসে গেছে এবং মঞ্চ তৈরি করছে। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। কিসের জন্যে? কিসের মঞ্চ? কিন্তু বুড়ো পাহরাওয়ালার উত্তেজনা দেখে বুঝলাম এই মঞ্চ আমাদের ওই দু'জনের জন্যেই। আমি কমরেডদের খবরটা জানাতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না পাছে ওরা শুনে ফেলে। কমরেডরাও সকলেই চুপচাপ। বুঝলাম সকলেই জেনেছে। সেই সন্ধ্যায় করিডরে এবং সেলগুলিতে মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। আমরা দেওয়ালে টোকাও দিলাম না, গানও গাইলাম না। রাত দশটায় সেই পাহারাওয়ালা আবার এসে জানিয়ে গেল মস্কো থেকে জল্লাদ এসে হাজির হয়েছে। কথাটা বলেই সে চলে গেল। আমি তাকে ফেরার জন্যে ডাকলাম। ঠিক তখনই করিডরের অন্য প্রান্ত থেকে রজোভনস্কির গলা শুনতে পেলাম। সে আমাকে ডেকে বলছে,—কি ব্যাপার? তুমি ওকে ডাকছিলে কেন? উত্তরে আমি তামাকের ব্যবস্থার কথা কি যেন বললাম কিন্তু ও বোধহয় অনুমান করতে পেরেছিল তাই প্রশ্ন করল,—আজ তুমি গান গাইলে না কেন? দেয়ালেইবা কেউ টোকা দিল না কেন? আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম মনে নেই তবে মনে আছে দেওয়ালের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলাম যাতে কথা বলতে না হয়। হ্যাঁ, সে এক ভয়ংকর রাত। সারা রাত কান পেতে রইলাম সামান্যতম শব্দ শোনার জন্যে। ভোরের দিকে হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। কারা যেন হেঁটে যাচ্ছে, অনেক মানুষ। আমি দরজার ছিদ্রটির দিকে এগিয়ে গেলাম। করিডরে একটি বাতি জ্বলছিল। প্রথমেই দেখতে পেলাম ইন্সপেক্টরকে। একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ এবং সংকল্পে দৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়শীল মানুষ। কিন্তু আজ তার মুখ মড়ার মত ফ্যাকাসে বিপর্যস্ত এবং মনে হয় ভীত। তার পিছনে রয়েছে সহকারী ইন্সপেক্টর। সে বিষণ্ণ কিন্তু সংকল্পে দৃঢ়। সকলের পিছনে রয়েছে সৈনিকরা। সবাই আমার দরজা পার হয়ে পাশের দরজায় গিয়ে থামল। শুনতে পেলাম সহকারী ইন্সপেক্টরের অদ্ভুত কণ্ঠস্বর।—লজিনস্কি উঠে পড়, পরিষ্কার পোশাক পরে নাও। দরজা খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শুনতে পেলাম। তারা সবাই সেলে ঢুকল। তারপর শুনতে পেলাম লজিনস্কির পায়ের শব্দ। সে করিডরের উল্টোদিকে চলে গেল। আমি শুধু ইন্সপেক্টরকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। ফ্যাকাসে মুখে সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। সে একবার কোটের বোতামগুলো খুলছে আবার লাগাচ্ছে, মাঝেমাঝেই ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিচ্ছে তারপর যেন কিছুতে ভয় পেয়ে সে সরে গেল। তাকে পেরিয়ে লজিনস্কি আমার দরজার কাছে এল। আপনাকে তো বলেইছি কী অনন্তসুন্দর এই পোলিশ তরুণটি। চওড়া সোজা ভুরু, এক মাথা সুন্দর কোঁকড়ানো চুলে টুপির মত মাথাটি ঢেকে আছে আর অপূর্ব সুন্দর দুটি নীল চোখ। সদ্য ফোটা ফুলের মত তাজা, আহা কী সুন্দর স্বাস্থ্য! সে আমার দরজার ছিদ্রের

কাছে এসে দাঁড়াল যাতে তার সম্পূর্ণ মুখখানি আমি দেখতে পাই। ভয়ংকর বিবর্ণ বিশীর্ণ একখানি মুখ। সে বলল,—ক্রিল্‌তসভ তোমার কাছে সিগারেট আছে? আমি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে কয়েকটা সিগারেট দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই সহকারী ইন্সপেক্টর সিগারেট কেস বাড়িয়ে দিল। একটা সিগারেট সে তুলে নিল। সহকারী ইন্সপেক্টর দেশলাই জ্বালাল। সিগারেট টানতে টানতে সে যেন কি ভাবতে লাগল। হঠাৎই কি যেন মনে পড়ে যাওয়ায় সে বলে উঠল,—এ নিষ্ঠুর, এ অন্যায়। আমি কোন অপরাধ করিনি। আমি···। আমি দেখতে পেলাম ওর শুভ্র কোমল গলার ভিতরে কি যেন কাঁপছে। আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে রজোভনস্কির জোরালো ইহুদি গলার চিৎকার শুনতে পেলাম। লজিনস্কি সিগারেট ফেলে দিয়ে দরজা থেকে সরে গেল। আমার দরজার ছিদ্রের সামনে এসে দাঁড়াল রজোভনস্কি। ওর ছেলেমানুষী মুখ, স্বচ্ছ কালো দুটি চোখ আজ রক্তিম ও সিক্ত। তার পরনেও পরিষ্কার পোশাক। ট্রাউজারটা এত টিলে যে সে টেনে ধরে আছে। সারা শরীর তার কাঁপছে। সে তার করুণ মুখখানি আমার ছিদ্রের কাছে রাখল।—ক্রিল্‌তসভ ডাক্তার আমাকে একটা কাশির ওষুধ দিয়েছে, সত্যি না কি? আমার শরীর ভাল নেই, আরো খানিকটা মিক্সচার খেয়ে নেব। কেউ কোন কথা বলল না। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে, একবার ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাতে লাগল। সে যে কি বলতে চেয়েছিল আমি কোনদিন বুঝে উঠতে পারিনি। হ্যাঁ, হঠাৎ সহকারীর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। সে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল,—এসব কি ইয়ার্কি হচ্ছে? এবার আমাদের যেতে হবে। রজোভনস্কি বোধহয় বুঝতে পারেনি তার সামনে কি অপেক্ষা করছে। হঠাৎ সে করিডর ধরে দৌড়ে চলে গেল। কিন্তু আবার পিছিয়ে এল। শুনতে পেলাম তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ও কান্নার শব্দ। তারপর একাধিক পায়ের শব্দ ও গোলমাল। সে তখন আর্তনাদ করছে, কখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ক্রমে শব্দগুলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। দরজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, তারপর সব শান্ত···হ্যাঁ। ওদের ফাঁসি দেওয়া হল। দু জনের গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। একজন পাহারা-ওয়ালা ফাঁসি দেওয়া দেখেছিল। সে আমাকে এসে বলল, লজিনস্কি একটুও বাধা দেয়নি কিন্তু রজোভনস্কি অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে বাধা দিয়েছে। তারপর সবাই মিলে তাকে টনতে টানতে ফাঁসির মঞ্চে তুলে জোর করে গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়েছিল। পাহারাওয়ালাটা বেশ বোকা ছিল। সে আমাকে বলল,—স্যার ওরা আমাকে বলেছিল ব্যাপারটা নাকি ভয়ংকর কিন্তু ভয় পাবার মত কিছু নেই। যখন ওদের ঝোলানো হল ওরা মাত্র দুবার ঘাড়ের ঝাঁকুনি দিয়েছিল। ঠিক এই ভাবে—ওদের ঘাড় যেভাবে উঠেছিল আর পড়েছিল তা-ই সে দেখাল।—তারপর ফাঁসটাকে আঁটবার জন্যে জল্লাদ একটু টান দিল তখনই সব শেষ হয়ে গেল। ওরা আর নড়ল না।

ক্রিল্‌তসভ পাহারাওয়ালার কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করল—মোটেই ভয়ংকর নয়, তারপর সে হাসবার চেষ্টা করল কিন্তু ফোঁপানো কান্নায় ভেঙে পড়ল। এরপর

অনেকক্ষণ সে চুপ করে রইল। টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিল, আর যে চাপা কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল তাকে চাপা দেবার চেষ্টা করল।

—সেই দিন থেকে আমি বিপ্লবী হলাম। হ্যাঁ।—একটু শান্ত হলে সে কথাগুলি বলল এবং অল্পকথায় তার নিজের জীবনকাহিনী শেষ করল।

সে ছিল নারদনিক দলের সদস্য। এমন কি 'ডিজঅর্গানাইজিং গ্রুপে'র প্রধান হয়েছিল সে। এই দলের লক্ষ্য হচ্ছে সরকারকে সন্ত্রস্ত করে তোলা যাতে সরকার স্বেচ্ছায় জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়। এই উদ্দেশ্য সাধনে সে পিটার্সবুর্গ, কিয়েভ, ওডেসা ও বিদেশে ভ্রমণ করেছে এবং সর্বত্রই সফলকাম হয়েছে। যাকে সে সবচেয়ে বিশ্বাস করত তার বিশ্বাসঘাতকার ফলেই সে ধরা পড়ে। গ্রেপ্তার হবার পর তার বিচার হয় এবং দু'বছর আটক রাখার পর তার প্রাণদণ্ড হয়। তারপর সেই দণ্ড হ্রাস করে যাবজ্জীবন সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কারাগারে থাকাকালীন ক্ষয়রোগে সে আক্রান্ত হয়। বর্তমানে তার যা অবস্থা তাতে কয়েক মাসের বেশি সে বাঁচবে না। সে নিজেও তা জানে কিন্তু এর জন্যে তার আপসোস নেই। সে বলে যদি আর একটা জীবন সে পায় তাহলে সেই জীবনও সে একইভাবে ব্যবহার করবে। যে ব্যবস্থায় তার দেখা জিনিসগুলি ঘটে সেই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করাই হবে তার কাজ।

এই মানুষটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে এবং তার কাহিনী শুনে নেখলুডভ অনেক কিছু বুঝেছেন যা তিনি আগে কোন দিন বুঝতে পারেননি।

যেদিন বিরতি কেন্দ্রে একটি শিশুকে কেন্দ্র করে কনভয় অফিসারের সঙ্গে কয়েদীদের গোলমাল হয়েছিল সেদিন নেখলুডভ একটি গ্রাম্য সরাইখানায় রাত কাটিয়েছিলেন। ঘুম থেকে উঠতে দেরী হওয়ায় অন্যান্য দিনের মত তিনি কয়েদীদের দলকে পথের মধ্যে ধরতে পারেননি। পরবর্তী বিরতিকেন্দ্রে যখন তিনি পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

সরাইখানায় সামান্য বিশ্রাম করেই তিনি কাতুশার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি সংগ্রহের জন্যে অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। গত ছটি বিরতিকেন্দ্রে তাঁকে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই কড়াকড়ির কারণ এক উচ্চপদস্থ কারা অফিসারের এই পথ দিয়ে যাবার কথা ছিল। দলটিকে পরিদর্শন না করেই অফিসার চলে গেছেন তাই নেখলুডভ আশা করছেন অন্যান্যবারের মত এবারও কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হবে।

অন্যান্য বিরতিকেন্দ্রের মতই ঘুষের প্রত্যাশায় সার্জেন্ট নেখলুডভকে অফিসারের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিলেন। অফিসারটিকে নেখলুডভের মনে হল বেশ উদার। তিনি চা খাইয়ে আপ্যায়ন করলেন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের ঘরের দিকে যাওয়ার পথে সাধারণ কয়েদীদের ঘর তাঁকে পেরিয়ে যেতে হল। কাছে যেতেই শিকলের ঝনঝন, চিৎকার, গালাগালি ও উচ্চ হাসির শব্দ তিনি শুনতে পেলেন আর নাকে লাগল অতি পরিচিতি দুর্গন্ধ। গত তিন মাস ধরে কয়েদীদের তিনি বার বার নানা অবস্থার মধ্যে দেখেছেন—প্রচণ্ড গরমে শিকল-বাঁধা পা টেনে টেনে চলার ফলে ধুলোয় আচ্ছন্ন অবস্থায়; বিরতি-কেন্দ্রের খোলা উঠোনে বেহায়া ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার নৃশংস দৃশ্যের মধ্যে। তবু যখনই তিনি তাদের মধ্যে এসেছেন, আজকের মত যখনই কেউ তাঁকে একদৃষ্টিতে দেখেছে তখনই লজ্জা ও তাদের প্রতি পাপের চেতনা তাঁকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘৃণা ও বিভীষিকার এক মিশ্র অনুভূতি। যদিও তিনি জানেন যে অবস্থায় তাদের রাখা হয়েছে তাতে এর চেয়ে ভাল কিছু হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু এই বীতরাগকে তিনি মেরে ফেলতে পারেননি।

রাজনৈতিক বন্দীদের দুটি ছোট ছোট ঘরে রাখা হয়েছে। দরজার সামনের অংশটুকু একটা বেড়া দিয়ে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। বারান্দার সেই ঘেরা জায়গাটায় ঢুকে নেখলুডভ দেখতে পেলেন রবারের জ্যাকেট পরে হাতে পাইন কাঠ নিয়ে সাইমনসন স্টোভের পাশে বসে আছে। ভিতরের গরমের টানে দরজাটা কাঁপছে।

নেখলুডভকে দেখতে পেয়ে সে উঁচু ভুরুর নীচ দিয়ে তাঁর দিকে তাকাল এবং উঠে না দাঁড়িয়েই হাতটা বাড়িয়ে দিল।

মুখে তাৎপর্যপূর্ণ ভাব ফুটিয়ে নেখলুডভের চোখের দিকে চোখ রেখে সে বলল, আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—বেশ তো। কি কথা?

—পরে বলব, এখন আমি খুব ব্যস্ত।

সাইমনসন আবার স্টোভের দিকে নজর দিল। যতদূর সম্ভব কম তাপ নষ্ট হয় এমন একটা নিজস্ব পদ্ধতিতে সে স্টোভ জ্বালাচ্ছিল।

নেখলুডভ প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছেন এমন সময় অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এল মাসলোভা। হাতলহীন একটা বার্চের ঝাঁটা হাতে নিয়ে নিচু হয়ে সে একগাদা জঞ্জাল ও ধুলো ঝেঁটিয়ে স্টোভের কাছে নিয়ে এল। তার পরনে আজ সাদা স্কার্ট, ধুলো থেকে চুলগুলোকে বাঁচাবার জন্যে রুমালটা ভুরু পর্যন্ত জড়ানো। নেখলুডভকে দেখতে পেয়ে তার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাতের ঝাঁটাটা ফেলে দিয়ে, ঘাগরায় হাত মুছে সোজা হয়ে সে নেখলুডভের সামনে দাঁড়াল।

করমর্দন করে নেখলুডভ বললেন, ঘরদোর সাফাই করছ দেখছি।

মাসলোভা হেসে বলল, হ্যাঁ, আমার সেই পুরনো কাজ! কি পরিমাণ ধুলো যে এখানে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না! সাফাই করছি তো করছিই। কম্বলটা শুকিয়েছে?—সাইমনসনের দিকে ফিরে মাসলোভা বলল।

—প্রায় শুকিয়েছে।—মাসলোভার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সাইমনসন বলল। ব্যাপারটা নেখলুডভের দৃষ্টি এড়াল না।

—ঠিক আছে। এখনই নিয়ে যাব আর ক্লোকগুলো নিয়ে আসব শুকোবার জন্যে। 'আমাদের লোকজন সব ওই ঘরে আছে।' দ্বিতীয় দরজা দিয়ে যেতে যেতে প্রথম দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে শেষের কথাগুলো সে নেখলুডভকে বলল।

নেখলুডভ দরজা খুলে একটা ছোট ঘরে ঢুকলেন। ঘরটা বেশ অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, একটি টিনের বাতি জ্বলছে, বাতাসে ধুলো ও তামাকের গন্ধে ভরা। রাজনৈতিক বন্দীরা প্রায় সকলেই এই ঘরে জমায়েত হয়েছে। নেখলুডভের পূর্বপরিচিতা ভেরা দুখোভাও রয়েছে। সে আগের চেয়ে আরো কৃশ ও হলদে হয়ে গেছে। এমিলিয়া রান্তসেভাও রয়েছে। রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে একেই সবচেয়ে ভাল লাগে তাঁর। সে সকলের সুখস্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সে সকলের জন্যে বাড়ির আরাম ও আকর্ষণ ছড়িয়ে দেয়। হাতের আস্তিন গুটিয়ে একটি তাকের উপর চাদর পেতে তার উপর কাপ ও মগগুলি ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রাখছিল। রান্তসেভা সাধারণ দেখতে একটি যুবতী মেয়ে তবে বুদ্ধিদীপ্ত এবং শ্রীমণ্ডিত তার মুখখানি। যখন সে হাসে তখন মুখখানি সতেজ ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই হাসি দিয়েই সে নেখলুডভকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আরে আমরা তো ভেবেছি আপনি বুঝি রাশিয়াতে ফিরে গেছেন।

অন্ধকার এক কোণে পাভলোভনা একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে বসেছিল। সে বলল, আপনি আসায় খুব ভাল লাগছে। কাতুশার সঙ্গে দেখা হয়েছে? আমাদের এখানে একজন নতুন অতিথি রয়েছে, দেখেছেন তো?—ছোট মেয়েটিকে দেখিয়ে সে বলল। মেয়েটি তখন ছেলেমানুষী গলায় অনর্গল বকবক করে চলেছে।

ক্রিল্‌ৎসভও এখানে রয়েছে। জুতোসুদ্ধই ঘরের এক কোণে বসে সে কাঁপছে। জ্বরাক্রান্ত চোখে সে নেখলুডভের দিকে তাকাল। নেখলুডভ তার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু একটু বাধা পেলেন। দরজার ডান দিকে একটি লোক সুন্দরী, লাস্যময়ী গ্রাবেৎস-র সঙ্গে কথা বলছে। লোকটির চোখে চশমা, মাথায় কোঁকড়া লাল চুল, পরনে রবারের জ্যাকেট। ইনিই বিখ্যাত বিপ্লবী নোভোদভোরোভ। নেখলুভভ করমর্দনের জন্যে তাঁর দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি করার কারণ রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে এই লোকটিকেই তিনি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন। ভুরু কুঁচকে নেখলুডভের দিকে সে তার শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বেড়ানোটা তাহলে বেশ ভালই হচ্ছে?' স্পষ্টতই বিদ্রূপের সুরে সে প্রশ্নটি করল।

নেখলুডভ এমন ভাব করলেন যেন তিনি বিদ্রূপটা ধরতেই পারেননি। বরং ভদ্রতাসূচক প্রশ্ন ধরে নিয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ আকর্ষণীয় অনেক কিছুই তো আছে।—বলেই তিনি ক্রিল্‌ৎসভের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার ঠাণ্ডা কম্পমান হাতখানি ধরে নেখলুডভ জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ?

—বেশ ভাল। শুধু শরীরটা গরম হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন ভিজে গেছি। একে তো অসম্ভব ঠাণ্ডা তার ওপর দেখুন জানলার কাঁচগুলো সব ভাঙা। আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন আমাদের দেখতে আসেননি।

—অনুমতি পাচ্ছিলাম না। আজকের অফিসারটি মনে হল উদার।

—উদার! তা বটে! আজ সকালে সে কি করেছে যদি জানতেন?

পাভলোভনা নিজের জায়গাতে বসেই আজ সকালে ছোট মেয়েটির কি হয়েছিল সেই ঘটনাটি বলল। এমন সময় দুখোভা বলে উঠল, সাইমনসন প্রতিবাদ করেছে ঠিক কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়।

ক্রিল্‌তসভ বিরক্তির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে বলল, কী প্রতিবাদ আপনি চান?— দুখোভার কৃত্রিম চালচলন ও স্নায়বিক দুর্বলতার জন্যে ক্রিল্‌তসভ অনেকদিন থেকেই বিরক্ত বোধ করছিল। দুখোভার দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে নেখলুডভকে বলল, আপনি বোধহয় কাতুশাকে খুঁজছেন? উনি তো সারাদিন কাজ নিয়েই ব্যস্ত। পুরুষদের এই ঘরটা পরিষ্কার করে এখন গেছেন মেয়েদের ঘরটা পরিষ্কার করতে। কিন্তু মাছি-গুলোকে কিছুতেই তাড়ানো যাচ্ছে না। মনে হয় যেন আমাদের জীবন্ত খেয়ে ফেলবে। আরে পাভলোভনা ওখানে কি করছে?

—পালিতা কন্যার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।—রান্তসেভা জবাব দিল।

—কিন্তু উকুনগুলো আমাদের তাড়া করবে না তো?

পাভলোভনা হেসে বলল, না না, ও এখন পরিচ্ছন্ন সুন্দর একটি মেয়ে। রান্ত-সেভা তুমি ওকে ধরো, আমি যাই মাসলোভাকে সাহায্য করিগে।

রান্তসেভা হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে কোলে নিয়ে মায়ের স্নেহে বুকে চেপে ধরল। একটুকরো মিছরি তাকে খেতে দিল।

পাভলোভনা চলে যেতেই দুটি লোক গরম জল ও খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নবাগত দুজনের মধ্যে একজন বেঁটেখাটো শীর্ণকায় এক যুবক। তার দু হাতে দুটি ধূমায়িত টিপট্‌, ও বগলের নিচে কাপড়ে মোড়া একটি রুটি। টিপট্‌ দুটি চায়ের কাপের পাশে রেখে রুটিটা রান্তসেভাকে দিয়ে নেখলুডভের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, এই যে আমাদের যুবরাজ এসে গেছেন। আজ যা সব জিনিস এনেছি না রাতে রীতিমত বলনাচের আসর জমে উঠবে। এদিকে রান্তসেভা তো চারদিকে তার সুচারু পরিচ্ছন্নতা ছড়িয়ে দিয়েছে।—বলেই সে রান্তসেভার দিকে ফিরে হাসল।

এই যুবকটির উপস্থিতি, তার গতিবিধি, তার কণ্ঠস্বর, তার দৃষ্টি সব কিছু দিয়েই যেন সে উৎসাহ আনন্দ পরিবেশন করছে। তার সঙ্গীটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সে বিষণ্ণ ও হতাশ। এই দুজন রাজনৈতিক বন্দীই সাধারণ মানুষ। যুবকটির নাম নবতোভ, চাষীর ঘরের ছেলে। দ্বিতীয়জন মার্কেল ছিল মজুর। মার্কেল বিপ্লবী দলে এসেছে বেশী বয়সে, নবতোভ যোগ দিয়েছে ষোল বছর বয়সে। অসাধারণ মেধার

জন্যে সে গ্রামের স্কুল ছাড়ার পর হাইস্কুলে পড়ার সুযোগ পায়, সেখান থেকে সে সোনার মেডেল পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ঢুকল না কারণ ততদিনে সে মনস্থির করে ফেলেছে যে গ্রামে ফিরে গিয়ে তার অবহেলিক ভাইদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণ করবে। সরকারী কেরানীর কাজ নিয়ে গ্রামে গিয়ে সেই কাজটিই সে করল। কিছুদিনের মধ্যেই সে গ্রেপ্তার হল কারণ সে চাষীদের নানা বই থেকে পড়ে শোনাত এবং তাদের ফসল বিক্রির জন্যে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। আট মাস পরে সে মুক্তি পেল কিন্তু পুলিস তার উপর নজর রাখল। মুক্তি পেয়ে সে আর একটি গ্রামে শিক্ষকতার কাজ নিল এবং একই কাজ করতে লাগল। তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হল এবং চোদ্দ মাস জেলে আটক রাখা হল। এখানে তার রাজনৈতিক প্রত্যয় দৃঢ়তর হল।

এরপর অনেকবার সে গ্রেপ্তার হয়েছে, পালিয়েছে আবার গ্রেপ্তার হয়েছে ও বিভিন্ন জেলায় তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। তার জীবনের অর্ধেকটাই কেটেছে জেলখানার বিভিন্ন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু কঠিন ও তিক্ত অভিজ্ঞতা তার উৎসাহ উদ্দীপনাকে দমাতে পারেনি বরং আরো শক্তি জুগিয়েছে। সর্বদাই সে কর্মব্যস্ত ও উদ্দীপনাময়। কোন কিছুর জন্যেই তার অনুশোচনা নেই। ভবিষ্যৎ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই, বর্তমানকে ঘিরেই তার কর্মব্যস্ততা। তাকে দেখে মনে হয় সে নিজের জন্যে কিছুই চায় না। জনগণের মধ্য থেকে সে উঠে এসেছে, তাদের জন্যে এবং তার সঙ্গীদের জন্যে তার চাওয়া কিন্তু অনেক। বিপ্লব সম্পর্কে তার ধারণা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। সে মনে করে বিপ্লব যে জনগণের ভিতর থেকে সে এসেছে তাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে দেবে না। শুধু তাদের যথেষ্ট জমি থাকবে এবং ভদ্রলোক শ্রেণী ও সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার থাকবে না। তার প্রিয় মজবুত পুরনো বাড়িটাকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলবে না, শুধু তার ভিতরকার দেওয়ালগুলো বদলে দেবে।

তার কাছে ঈশ্বর এমনই একটি কল্পনা যার প্রয়োজন সে কখনো অনুভব করেনি। জগতের আদি কারণ নিয়ে, পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল কিংবা মোজেস বা ডারউইন কার কথা ঠিক এসব নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, কারণ এই পৃথিবীতে কি করে মানুষ ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারবে সেই সমস্যা নিয়েই সে সব সময় ব্যস্ত থাকত। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া তার আর একটি অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। তা হল উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের কোন কিছুর বিনাশ নেই, শুধু আকারের পরিবর্তন হয় মাত্র। সার থেকে যেমন শস্য, বীজ থেকে যেমন বনস্পতি তেমনি মানুষেরও বিনাশ নেই, আছে শুধু পরিবর্তন। এই বিশ্বাস তার আছে বলেই মৃত্যুকে সে ভয় পায় না। যেসব দুঃখ যন্ত্রণা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় সাহসের সঙ্গে সেইসব দুঃখ ও যন্ত্রণা সে সহ্য করত। তবে এইসব নিয়ে সে কিছু বলত না, বলতে চাইতও না। কাজকেই সে ভালবাসে। কাজ নিয়েই সে থাকে।

জনগণের ভিতর থেকে আসা মার্কেল সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির মানুষ। পনের বছর বয়সেই সে কাজে ঢুকেছে। তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে এমন একটা অস্পষ্ট ধারণাকে

গলা টিপে মেরে ফেলার জন্যে সে ধূমপান করতে ও মদ্যপান করতে শুরু করে। তার প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে এই বোধটি তার প্রথম জাগে এক খৃষ্টমাসের দিনে। মালিকের স্ত্রীর আয়োজিত এক খৃষ্টমাস-বৃক্ষের উৎসবে তারা (কারখানার ছেলেমেয়েরা) আমন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানে সে উপহার পেয়েছিল এক ফার্দিং দামের একটি বাঁশি, একটি আপেল, রাংতা লাগানো একটি আখরোট ও একটি ডুমুরের গাছ। সে জায়গায় মালিকের ছেলেমেয়েরা পেয়েছিল এমন সব উপহার যেন তা পরীদের দেশ থেকে আনা হয়েছে। পরে সে শুনেছিল ওইসব উপহারের দাম হবে পঞ্চাশ রুবলেরও বেশি। যখন তার বয়স কুড়ি তখন এক খ্যাতনাম্নী বিপ্লবী তাদের কারখানায় নারীশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে এল। মার্কেলের অনেক রকম গুণের পরিচয় পেয়ে সেই মহিলাটি তাকে অনেক রকম বই পড়াতে লাগলেন এবং বর্তমান অবস্থা ও তার প্রতিকারের পথ সম্পর্কে বোঝাতে লাগলেন। যখন নিজের ও অন্যান্যদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন চলতি ব্যবস্থার অন্যায়গুলি আরো নিষ্ঠুর ও নৃশংস বলে মনে হল। শুধু তা-ই নয়, যারা এই নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাচ্ছে তাদের শাস্তিদানের বাসনাও তার মনে উদগ্র হয়ে উঠল। তাকে বলা হল জ্ঞানের দ্বারাই সে এই সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলতে পারবে। তাই সে জ্ঞানার্জনের জন্যে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করল। জ্ঞানের পথ ধরে কিভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পৌছনো যাবে তা যদিও সে বুঝত না কিন্তু তার মনে হল জ্ঞান যখন তাকে অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করেছে তখন নিশ্চয়ই জ্ঞানের দ্বারাই সে এই অন্যায়কেও দূর করতে পারবে। সে মদ খাওয়া ও ধূমপান ছেড়ে দিল। দু বছরের মধ্যেই সে বীজগণিত, জ্যামিতি ও ইতিহাস (তার প্রিয় বিষয়) শিখে ফেলল এবং সমাজতন্ত্র বিষয়ক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠল।

সেই বিপ্লবী মহিলাটি গ্রেপ্তার হলেন সেই সঙ্গে মার্কেলও কারণ তার কাছে অনেক নিষিদ্ধ পুস্তক পাওয়া গেল। পরে নোভোদভোরেভের সঙ্গে পরিচিতির ফলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে তার প্রত্যয় দৃঢ়তর হল। সে অনেকবার গ্রেপ্তার হয়েছে। একটা বড় ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে শেষবার সে গ্রেপ্তার হয় এবং নির্বাসিত হয়।

পুরোহিত ও ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সে সোচ্চার। খুব সংযত ও কঠোর জীবন সে যাপন করে। সময় পেলেই সে পড়াশোনা করে। এখন সে কার্ল মার্কসের প্রথম খণ্ডটি পড়ছে। বইটিকে একটি মূল্যবান সম্পদের মত নিজের থলির মধ্যে লুকিয়ে রাখে সে।

স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে তার অপরিসীম ঘৃণা। তাদের সে কাজের বিঘ্নস্বরূপ মনে করে। একমাত্র ব্যতিক্রম মাসলোভা। তার সঙ্গে সে ভাল ব্যবহার করে। সে মনে করে উচ্চতর শ্রেণীর মানুষেরা নিম্নতম শ্রেণীর উপর যে অত্যাচার করে মাসলোভা তারই একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। একই কারণে সে নেখলুডভকে অপছন্দ করে এবং তাঁর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না।

চা তৈরি হয়েছে। একটি শোওয়ার তাককে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করে তার ওপর খাবারদাবার রাখা হয়েছে। রান্তসেভা পরিবেশন করছে। সবাই তাকে ঘিরে ধরেছে ব্যতিক্রম শুধু ক্রিল্‌তসভ। সে তার নিজের জায়গায় কম্বল মুড়ি দিয়ে নেখলুডভের সঙ্গে কথা বলছে।

ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার মধ্যে সুদীর্ঘ পথ হেঁটে আসার ফলে সবাই খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চা ও খাবার খেয়ে এখন সবাই বেশ তাজা হয়ে উঠেছে। দেওয়ালের ওপাশ থেকে যে সাধারণ কয়েদীদের পায়ের শব্দ, চিৎকার, গালাগালির শব্দ ভেসে আসছে এর থেকেই নিজেদের পরিবেশের উন্নত অবস্থাটা যেন বুঝতে পেরে এদের আরাম বোধটা অনেকটা বেড়ে গেছে। সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপে যেন এরা জায়গা পেয়েছে যেখানে তাদের প্রতিবেশীদের দুঃখদুর্দশার অস্তিত্ব থেকে তারা মুক্ত। এছাড়া নারী পুরুষ এক জায়গায় থাকলে যেমনটি হয় —বিশেষতঃ বাধ্য হয়ে তারা এক জায়গায় সমবেত হয়েছে বলে মতৈক্য-মতবিরোধ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের একটা মিশ্র অনুভূতি তাদের পেয়ে বসেছে। প্রায় সকলেই কারো না কারো প্রেমে পড়েছে। নোভোদভোরোভ সুন্দরী হাস্যময়ী গ্রাবেৎস-এর সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। এই চিন্তাশক্তিহীনা মেয়েটি গিয়েছিল লেখাপড়া শিখতে, বিপ্লব সম্পর্কে তার কোন আগ্রহই ছিল না কিন্তু যুগের হাওয়ায় পড়ে কিভাবে যেন দলে ভিড়ে যায়। ফলে গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত হয়। বিচারচলাকালীন জেলে ও নির্বাসনে পুরুষের মন জয় করাই ছিল তার জীবনের প্রধান আগ্রহ। এ যাত্রায় নোভোদভোরোভের মন জয় করতে পেরেছে তাতেই তার সুখ। ভেরা দুখোভাও প্রেমে পড়তে চায় কিন্তু কারো মনই সে জয় করতে পারেনি। কখনো সে নবতোভ, কখনো নোভোদভোরোভের দিকে সে ঝোঁকে এবং প্রত্যাশায় থাকে। ক্রিল্‌তসভও পুরুষের মন নিয়েই পাভলোভনাকে ভালবাসে কিন্তু যেহেতু সে জানে পাভলোভনা এই ধরনের ভালবাসাকে কি চোখে দেখে তাই সে কৃতজ্ঞতা ও বন্ধুত্বের আবরণেই নিজের ভালবাসাকে ঢেকে রেখেছে। পাভলোভনা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র এক কুমারী কন্যা রান্তসেভাও তেমনি একান্তভাবেই স্বামীর পতিপ্রাণা পত্নী।

স্কুলের ছাত্রী থাকাকালীন পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে সে ভালবাসে এবং উনিশ বছর বয়সে তাকে বিয়ে করে। ফোর্থ ইয়ারে পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তার স্বামী গ্রেপ্তার হয় এবং নির্বাসিত হয়। রান্তসেভাও ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়ে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিপ্লবী দলে যোগ দেয়। স্বামীকে সে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে করে বলেই তার আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীকে সে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। স্বামী তাকে ভালভাবেই বুঝিয়েছে বর্তমান ব্যবস্থা চলতে পারে না, কাজেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এমন একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে পারে। রান্তসেভা মনে করত সেও বুঝি একই কথা ভাবে ও অনুভব করে কিন্তু আসলে তার স্বামীর চিন্তাভাবনাকেই একান্ত সত্য বলে

মনে করে এবং সর্ব অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে মতৈক্য এবং একাত্ম হওয়াকেই সে পরিপূর্ণ নৈতিক সার্থকতা মনে করে।

স্বামী ও সন্তানের (সে তার মায়ের কাছে আছে) সঙ্গে বিচ্ছেদ তার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক, তবু দৃঢ় ও শান্তচিত্তে এই কষ্ট সে সহ্য করছে কারণ এ সবই তার স্বামীর জন্যে। চিন্তায় সে এখনো স্বামীর কাছেই আছে তাই অপর কাউকে সে ভালবাসতে পারে না। কিন্তু নবতোভের পবিত্র ভালোবাসাও তার অন্তরকে স্পর্শ করেছে এবং উত্তেজিত করেছে। তার স্বামীর বন্ধু দৃঢ় চরিত্রের নীতিবান এই মানুষটি তাকে ভগ্নির মত দেখতেই চেষ্টা করে কিন্তু তার ব্যবহারে এর চেয়েও কিছু বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং এতে দুজনেই ভয় পায় কিন্তু বোধহয় এর ফলেই তাদের কঠোর জীবনে কিছুটা রংও লাগে।

সুতরাং এই দলটার মধ্যে শুধু পাভলোভনা ও মার্কেলই প্রেমঘটিত ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

কাতুশার সঙ্গে একান্তভাবে কথা বলার প্রত্যাশায় চা খাওয়ার পর নেখলুডভ ক্রিল্‌তসভের পাশে বসেই গল্প করতে লাগলেন। এমন সময় ওপাশের দেওয়াল থেকে প্রচণ্ড গালাগালি ও শিকলের ঝনঝন শব্দ ভেসে এল। নোভোদভোরোভ শান্তগলায় মন্তব্য করল—ওই শোন পশুগুলো চেঁচাচ্ছে। ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন কি করে সম্ভব?

—আপনি ওদের পশু বলছেন কিন্তু এখুনি নেখলুডভ আমাকে একজনের কথা বলছিলেন যে তার গ্রামের এক প্রতিবেশীকে বাঁচাবার জন্যে তার জীবনবিপন্ন করেছে। এটা পশুর কাজ নয়, এর নাম বীরত্ব।—ক্রিল্‌তসভ ঝাঁঝিয়ে জবাব দিল।

—এর নাম ভাবালুতা। ওদের মনোভাব ও উদ্দেশ্য বোঝা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। আপনারা যাকে মহানুভবতা বলেছেন তা ঈর্ষাও হতে পারে।—নোভোদভোরোভ ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠল।

পাভলোভনা রেগে গিয়ে বলল, অন্যের কিছুই ভাল কি আপনি দেখতে পারেন না?

—যার অস্তিত্ব নেই তাকে কি করে দেখব?

—একজন মানুষ যখন মৃত্যুর ঝুঁকি নেয় তখন তার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। —ক্রিল্‌তসভ বলল।

নোভোদভোরোভ বলল, আমি মনে করি আমরা যদি কিছু করতে চাই তাহলে তার প্রথম শর্ত হল কল্পনায় ভেসে না গিয়ে বাস্তবকে তার যথার্থ রূপে দেখব। জনগণের জন্যে আমাদের সাধ্যমত সবকিছুই করব কিন্তু তাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করব না। জনগণ আমাদের কাজের উপলক্ষ হবে কিন্তু তারা কোনদিনই আমাদের সহকর্মী হবে না যতদিন তারা অকর্মণ্যতার মধ্যে ডুবে থাকবে। সুতরাং

যতদিন না উন্নতির একটি ক্রম সাধিত না হচ্ছে ততদিন তাদের কাছে কোন সাহায্যই আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না।

—উন্নতির ক্রমটা কি? আমরা স্বেচ্ছাচারী শক্তির বিরোধী একথা মুখে বলে থাকি অথচ এর চেয়ে ভয়াবহ স্বৈরাচার আর কি হতে পারে?—ক্রিল্‌তসভ রেগে গিয়ে বলল।

—এটা কোন স্বৈরাচারের ব্যাপারই নয়। জনগণের পথের হদিস আমি জানি। তাদের সঠিক পথ আমি দেখাতে পারি।

—আপনি কি করে জানলেন যে আপনার পথটাই ঠিক? যে স্বৈরাচার থেকে ফরাসী বিপ্লবের এত বিচার, দণ্ড ও প্রাণবলির উদ্ভব হয়েছিল এও কি ঠিক তাই নয়? তারাও তো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটি মাত্র সঠিক পথের সন্ধান জেনেছিল।

—ওরা ভুল করেছে বলে আমিও ভুল করছি তা প্রমাণ হয় না। তাছাড়া আদর্শের উচ্ছ্বাস আর অর্থনীতি-বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ঘটনার মধ্যে তফাত অনেক।

নোভোদভোরোভ একাই বক্তৃতার ঢঙে কথা বলে যাচ্ছিল, অন্য সবাই চুপ করে শুনছিল।

পাভলোভনা বলল, এরা সব সময় তর্ক করে।

—আপনার কি মত?—নেখলুডভ জিজ্ঞেস করলেন।

—আমার তো মনে হয় জনগণের উপর আমাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

—আর কাতুশা তোমার কি মত?

—আমি মনে করি সাধারণ মানুষের উপর ভয়ংকর অন্যায় করা হচ্ছে।—কথাগুলি বলেই মাসলোভা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

—মাসলোভা ঠিকই বলেছে।—নবতোভ মন্তব্য করল।

—বিপ্লব সম্পর্কে এ এক অদ্ভুত ধারণা। নোভোদভোরোভ বিরক্ত হয়ে এই মন্তব্যটুকু করে নীরবে ধূমপান করতে লাগল।

ক্রিল্‌তসভ নেখলুডভকে ফিসফিস করে বলল, ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে না।

—না লাগাই ভাল।—নেখলুডভ মন্তব্য করলেন।

অধিকাংশ বিপ্লবীই নোভোদভোরভকে শ্রদ্ধা করে। সে শিক্ষিত এবং অনেকেই তাকে জ্ঞানী মনে করে। নেখলুডভের ধারণা কিন্তু অন্যরকম। তাঁর মতে নৈতিক গুণের দিক থেকে সে অনেক নিম্নমানের মানুষ। যদিও সে তার বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতে পারে তবু নেখলুডভ মনে

করেন যে সবই তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আধিপত্য বিস্তারের বাসনার উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকটির আত্মপ্রত্যয় এত বেশি যে হয় মানুষ তার কাছ থেকে দূরে সরে যায় অথবা আত্মসমর্পণ করে। অনেকেই তাকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু কেউ তাকে ভালবাসে না। সেও কাউকে ভালবাসে না। যার মধ্যে কিছু শক্তি আছে, ক্ষমতা আছে তার সেই ক্ষমতা ও শক্তি সে ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করে যাতে কেউ তার ক্ষমতা প্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। যারা তার কাছে মাথা নত করে তাদের সঙ্গেই শুধু সে ভাল ব্যবহার করে। সেই কারণেই এই দলের মধ্যে সে মার্কেলকেই বেশি পছন্দ করে কারণ সে তার প্রচার কার্যের দ্বারা প্রভাবিত। আর ভাল ব্যবহার সে করে দুখোভা ও সুন্দরী গ্রাবেৎস-এর সঙ্গে (এরা দুজনেই তার প্রেমে পড়েছে)। নীতিগতভাবে মেয়েদের আন্দোলনকে সমর্থন করলেও সব মেয়েকেই সে নির্বোধ ও তুচ্ছ মনে করে। যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে সে মনে করে যথেচ্ছ মিলনই এ সমস্যার সমাধান। তাই সে এখন গ্রাবেৎস-এর সঙ্গে যথেচ্ছ মিলনের কথা ভাবছে।

নেখলুডভকে সে ঘৃণা করে কারণ মাসলোভার সঙ্গে তার ভাষায় তিনি 'বোকা বোকা খেলেছেন', বিশেষতঃ ত্রুটি সংশোধনের ব্যাপারে নেখলুডভ তার চিন্তাধারায় পরিচালিত না হয়ে অনুসরণ করেছেন নিজস্ব পদ্ধতি। নেখলুডভ তাঁর সম্পর্কে এই লোকটির মনোভাব জানেন। এই পথ পরিক্রমা কালে তিনি মনের যে শুভবুদ্ধি অর্জন করেছেন তা সত্ত্বেও এই লোকটির প্রতি বিতৃষ্ণা তিনি চেপে রাখতে পারেননি।

পাশের ঘর থেকে সার্জেন্টের গলা শোনা গেল। ইন্সপেকসনের সময় হয়েছে। এ ঘরে এসেও সার্জেন্ট সবাইকে গুণে দেখল। নেখলুডভের পালা এলে সার্জেন্ট বলল, প্রিন্স, এবার আপনাকে যেতে হবে।

নেখলুডভ এর অর্থ জানেন। তিনি উঠে গিয়ে সার্জেন্টের হাতে একটি তিন রুবলের নোট ধরিয়ে দিলেন। সার্জেন্ট বিগলিত হয়ে বলল,—আপনাকে নিয়ে কি যে করি। বেশ আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে থাকতে পারেন।

সার্জেন্টটি বেরিয়ে যেতেই আর একটি সার্জেন্ট একজন কয়েদীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। এই কয়েদীটি ছোট মেয়েটির বাবা। মেয়েটি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল, 'এই যে আমার বাবা এসেছে।' রান্তসেভা তার পেটিকোট কেটে কাতুশা ও পাভলোভনার সাহায্যে মেয়েটিকে একটি জামা সেলাই করে দিয়েছে। মেয়েটি খুশি হয়ে বাবাকে সেই জামাটি দেখাল। কয়েদীটি মেয়েকে আদর করে বলল, মাসীদের কাছে ভালভাবে থেকো। তারপর সার্জেন্টের সঙ্গে সে বেরিয়ে গেল।

সাইমনসন এতক্ষণ দুই হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল। একটিও কথা বলেনি।

সে এবার উঠে যারা বসেছিল তাদের সাবধানে পাশ কাটিয়ে নেখলুডভের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

—আপনি এখন আমার কথা শুনবেন কি?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বলুন।—নেখলুডভ উঠে সাইমনসনকে অনুসরণ করলেন।

মাসলোভা বিস্ময়ে তাকাল। নেখলুডভের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল এবং এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন সে খুবই বিব্রত বোধ করছে।

দালানে এসে সাইমনসন বলল, আমি যা বলতে চাই তা এই। বারান্দায় তখন কয়েদীদের চিৎকারের শব্দ আরো বেশি করে ভেসে আসছে। নেখলুডভ ভ্রূকুটি করলেন কিন্তু সাইমনসন নির্বিকার। গম্ভীরভাবে এবং নিঃসংকোচে সে বলল, মাসলোভার সঙ্গে আপনার একটা সম্পর্ক আছে জানি বলেই এটা আমার কর্তব্য বলে মনে করি…। সে থামতে বাধ্য হল কারণ দুজন তখন তারস্বরে চিৎকার করছে। এমন সময় পাভলোভনা দালানে বেরিয়ে এল। সে বলল, এখানে কথা বলবেন কি করে? আপনারা বরং ওই ঘরটায় চলুন। সে তাদের একটা ঘরে নিয়ে এল। ঘরটা ছোট, নির্জন সেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আপাততঃ রাজনৈতিক মেয়ে বন্দীদের ব্যবহারের জন্যে ঘরটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভেরা দুখোভা সেখানে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

—ওর মাথা ধরেছে, তাই এখানে ও ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনারা স্বচ্ছন্দে এখানে কথা বলতে পারেন, ও শুনতে পাবে না। আমি তাহলে যাই।

সাইমনসন বলল, না, আপনি এখানে থাকুন। কারো কাছ থেকে গোপন করার মত কথা আমার কিছু নেই। আপনার কাছে তো নয়ই।

পাভলোভনা বলল, ঠিক আছে। বলেই সে ছোট মেয়ের মত শরীর দোলাতে দোলাতে এক কোণে গিয়ে বসল। তার সুন্দর পিঙ্গল চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূরে উধাও হয়ে গিয়েছে।

সাইমনসন তার আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলল, হ্যাঁ, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই। কাতুশা মাসলোভার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা জানি বলেই তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা আপনাকে জানানো কর্তব্য বলে মনে করি।

নেখলুডভ সাইমনসনের বলার সরলতা ও সংকোচহীনতায় মুগ্ধ হলেন। মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারলেন না।

—আপনি কি বলতে চান?

—আমি বলতে চাইছি কাতুশা মাসলোভাকে আমি বিয়ে করতে চাই। তাই আমি স্থির করেছি আমার স্ত্রী হতে তাঁকে অনুরোধ করব।

—এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি? সব কিছুই তার উপর নির্ভর করছে।

—হ্যাঁ তা ঠিক কিন্তু আপনাকে ছাড়া তিনি কিছুই স্থির করতে পারবেন না।

—কেন?

—কারণ আপনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক না মিটলে তিনি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

—আমার দিক থেকে বলতে পারি তা চূড়ান্তভাবেই মিটে গেছে। যা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি আমি শুধু সেটুকুই করতে চাই। আমি তার

দুর্ভাগ্যের বোঝা লাঘব করতে চাই। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাই না।

—হ্যাঁ। কিন্তু তিনি আপনার ত্যাগকে গ্রহণ করতে চান না।

—এটা কোন ত্যাগই নয়।

—আমি জানি তাঁর এ সিদ্ধান্ত পাকা।

—বেশ তো, তাহলে তো এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলার কোন প্রয়োজনই নেই।

—আপনি যে তাঁর সঙ্গে একমত এই স্বীকৃতিটুকু তিনি আপনার কাছে চান।

—কেমন করে তা হয়? আমি কি করে স্বীকার করি যে যা আমি কর্তব্য বলে মনে করি তা আমি করব না? আমি এইটুকুই বলতে পারি যে আমি মুক্ত নই কিন্তু সে মুক্ত।

সাইমনসন চুপ করে রইল। তারপর কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, বেশ, আমি তাহলে তাঁকে এই কথাই বলব। আপনি ভাববেন না আমি তাঁর প্রেমে পড়েছি। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে এমন একজন অসাধারণ মানুষ হিসেবে তাঁকে আমি ভালবাসি। সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ থেকেই তাঁকে আমি সাহায্য করতে চাই, তাঁর দুঃখ লাঘব করতে চাই।

সাইমনসনের কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনে নেখলুডভ বিস্মিত হলেন।

—'তাঁর দুর্ভাগ্যের বোঝাকে লাঘব করা' সাইমনসন আবার বলতে লাগল,—যদি তিনি আপনার সাহায্য নিতে না চান তাহলে আমার সাহায্য তাঁকে নিতে দিন। যদি তিনি সম্মত হন তাহলে তাঁকে যেখানে নির্বাসনে পাঠানো হবে কর্তৃপক্ষকে বলব আমাকেও সেখানে পাঠাতে। চারটি বছর নিশ্চয়ই অনন্তকাল নয়। আমি তাঁর পাশে থাকব এবং তাঁর দুর্ভাগ্যের বোঝা লাঘব করার চেষ্টা করব।—সাইমনসন এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে সে আর কিছু বলে উঠতে পারল না।

—আমি আর কি বলব? আমি খুশি হলাম যে সে আপনার মত একজন মানুষকে আশ্রয়দাতা হিসেবে পেয়েছে।—নেখলুডভ বললেন।

—হ্যাঁ, আমি তা-ই জানতে চাই। আমি জানতে চাই আপনি তাঁকে ভালবাসেন তাঁর সুখের কামনা করেন বলেই আমাকে বিয়ে করলে তাঁর ভাল হবে একথা আপনি মনে করেন কি না?

—হ্যাঁ, আমি তা মনে করি।—নেখলুডভ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন।

—সবই তাঁর উপর নির্ভর করছে। আমি শুধু চাই এই দুঃখী মানুষটি একটু শান্তি পাক। এমন শিশুসুলভ সরলতায় সাইমনসন কথাগুলি বলল যে তার মত গম্ভীর মানুষের মুখ থেকে কেউ তা আশা করে না।

সাইমনসন নেখলুডভের কাছে এগিয়ে গেল, সলজ্জভাবে একটু হাসল তারপর তাঁকে চুম্বন করল।

—আমি তাহলে তাঁকে এই কথাই বলব।—বলেই সাইমনসন ঘর ছেড়ে চলে গেল।

—কি মনে হচ্ছে আপনার? প্রেমে পড়েছে! গভীর প্রেম! তবে ভ্লাদিমির সাইমনসন এইভাবে বাচ্চা ছেলের মত প্রেমে পড়বে এ আমি আশা করিনি। সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখজনক।—দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পাভলোভনা বলল।

—কিন্তু কাতুশা? সে কি চোখে এই ব্যাপারটা দেখবে বলে আপনার মনে হয়?

—'সে—' বলেই পাভলোভনা একটু থামল। সঠিক জবাব দেবার জন্যে সে মনে মনে প্রস্তুত হল। তারপর বলল, দেখুন কাতুশার অতীত যাই হোক ওর নীতিবোধ খুব ভাল আর মনটিও বড় ভাল। ও আপনাকে ভালবাসে, যথার্থই ভালবাসে তাই আপনি যাতে ওর সঙ্গে জড়িয়ে না পড়েন সেটুকু করতে পেরেও সে খুব খুশি। আপনার সঙ্গে বিয়ে ওর পক্ষে ভয়ংকর অধঃপতন এমনকি ওর অতীতের চেয়েও খারাপ সুতরাং এ কাজে সে কখনই সম্মত হবে না। তবু আপনার উপস্থিতি ওকে উত্তেজিত করে।

—বেশ। আমার এখন কি করণীয়? আমি কি উধাও হয়ে যাব?

পাভলোভনা শিশুর মত মিষ্টি হেসে বলল, হ্যাঁ, আংশিক।

—আংশিক উধাও কিভাবে হওয়া যায়?

—হ্যাঁ, আমি বোধহয় অর্থহীন কথা বললাম। তবে সম্ভবতঃ এ ধরনের ভালবাসার তুচ্ছতা হয়তো সে বোঝে···সাইমনসন তাকে এখনো কিছু বলেনি আর এ ব্যাপারে সে গর্ববোধ করতেও ভয় পায়। এ ব্যাপারে রায় দেবার মত যোগ্যতা আমার নেই তবু বলছি আবরণে ঢাকা থাকলেও সাইমনসনের দিক থেকে এই মনোভাবটা কিন্তু খুবই সাধারণ মানুষের মত। সে বলে এই ভালবাসা তার উৎসাহ উদ্দীপনার সহায়ক এবং দেহাতীত এই ভালবাসা। কিন্তু আমি জানি যত অসাধারণই হোক এর তলায় রয়েছে সেই একই মলিনতা···ঠিক নোভোদভোরোভ ও গ্রাবেৎস-এর মতই।

নিজের প্রিয় বিষয়ের আলোচনা শুরু করতে পেরে পাভলোভনা মূল কথা থেকে সরে যাচ্ছে।

—কিন্তু আমি এখন কি করব বলুন?

—আমার মনে হয় কাতুশাকে আপনার সব কথা খোলাখুলি বলা উচিত। পরিষ্কার হয়ে যাওয়া সব সময়েই ভাল। ওর সঙ্গে আপনি কথা বলুন। আমি কি ওকে ডেকে দেব?

—হ্যাঁ, খুব ভাল হয় যদি ডেকে দেন।

পাভলোভনা উঠে চলে গেল।

ভেরা দুখোভা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাই একদিক থেকে এই ছোট্ট ঘরটায় তিনি এখন একা। এই একান্ত একা অবস্থায় নেখলুডভের মনে আশ্চর্য একটা অনুভূতি জাগল। সাইমনসন যা বলে গেল তাতে

স্ব-আরোপিত কর্তব্যবোধ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। অনেক দুর্বল মুহূর্তে এই কর্তব্যবোধ তাঁর কাছে কঠিন ও অদ্ভুত মনে হয়েছে। তবু এই মুহূর্তে তাঁর যা মনে হচ্ছে তা শুধু অপ্রীতিকর নয় বেদনাদায়কও বটে। সাইমনসনের এই প্রস্তাব তাঁর ত্যাগের বিরল মহিমাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে এমনকি নিজের এবং অন্যের কাছেও এর মূল্য হ্রাস করে দিয়েছে। একজন অসাধারণ ভাল মানুষ যখন বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও মাসলোভার সঙ্গে তাঁর নিজের ভাগ্যকে জড়াতে চায় তখন তাঁর (নেখলুডভের) ত্যাগের মহত্ত্ব কোথায় থাকে?

নেখলুডভের এই অনুভূতির সঙ্গে সাধারণ ঈর্ষারও মিশেল থাকতে পারে। মাসলোভাকে ভালবাসতে তিনি এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে সে অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে এই সত্যটা স্বীকার করাই তাঁর পক্ষে কঠিন। তাছাড়া মাসলোভার দণ্ডভোগের সময়টায় তার কাছাকাছি থাকার যে পরিকল্পনা তিনি ছকে রেখেছেন এখন তা ভেস্তে যাচ্ছে। সে যদি সাইমনসনকে বিয়ে করে তাহলে তাঁর উপস্থিতির কোন প্রয়োজনই নেই, সেক্ষেত্রে নতুন করে আবার তাঁর জীবনের পরিকল্পনা ছকতে হবে।

কিন্তু নিজের মনকে বিশ্লেষণ করার সময় তিনি পেলেন না। কয়েদীদের উচ্চ-কলরবের মধ্যে (আজ তাদের মধ্যে বিশেষ কি যেন ঘটেছে) দরজা খুলে কাতুশা প্রবেশ করল। দ্রুতপায়ে সে নেখলুডভের কাছে এগিয়ে এসে বলল,—পাভলোভনা আমাকে পাঠিয়ে দিল।

—হ্যাঁ বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে। ভ্লাদিমির সাইমনসন আমার সঙ্গে কথা বলেছে।

কোলের উপর হাত দুটি ভাঁজ করে সে শান্তভাবে চুপচাপ বসে রইল কিন্তু সাইমনসনের নাম শোনামাত্র তার মুখখানি লাল হয়ে উঠল।

—সে কি বলেছে?

—সে তোমাকে বিয়ে করতে চায় এই কথাই বলল।

হঠাৎই তার মুখখানি যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল। কিন্তু সে কিছুই বলল না শুধুই চোখ নামিয়ে নিল।

—সে আমার সম্মতি চাইছিল অথবা আমার পরামর্শও বলতে পার। আমি তাকে বলেছি এটা সম্পূর্ণই নির্ভর করছে তোমার উপর। তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

—আঃ এ সবের অর্থ কি? কেন? কোন রকমে কথাগুলি উচ্চারণ করে সে তার ট্যারা দৃষ্টিতে সেইভাবে তাকাল যখন তাকে কোন ব্যাপার অতিমাত্রায় বিচলিত করে। তারপর তারা কয়েক সেকেণ্ড দৃষ্টি বিনিময় করে চুপচাপ বসে রইল। এই দৃষ্টি বিনিময় দু'জনকেই অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল।

—তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।—নেখলুডভ পুনরাবৃত্তি করলেন।

—কি সিদ্ধান্ত নেব? সব কিছুই তো আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে।

—সাইমনসনের প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করবে কি না সেটাই তোমাকে স্থির করতে হবে।

—আমি তো একজন কয়েদী, কেমন করে আমি স্ত্রী হব? ভ্যাদিমির সাইমনসনকে কেনই বা আমি ডোবাব? ভ্রূকুটি করে সে বলল।

—আচ্ছা ধর যদি দণ্ড মকুব হয়ে যায়?

—ওঃ আমাকে ছেড়ে দিন! আমার আর কিছু বলার নেই।—ঘর থেকে চলে যাবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াল।

কাতুশা চলে যাবার পর পুরুষদের ঘরে আরো কিছুক্ষণ কাটিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নেখলুডভ।

কয়েদীরা এখন চুপচাপ। প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের মধ্যে সকলের জায়গা হয়নি, অনেকেই বারান্দায় বস্তা মাথায় দিয়ে ভিজে কোটটায় শরীর ঢেকে শুয়ে আছে। সর্বত্রই মানুষের দল স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। এখানকার ঘেঁষা-ঘেঁষি ভীড়ের দুর্গন্ধের তুলনায় রাজনৈতিক বন্দীদের ঘরের দুর্গন্ধপূর্ণ বাতাসকে মনে হবে স্নিগ্ধ ও সতেজ। বারান্দার ভিতর দিয়ে চলতে হলে খুব সতর্ক হয়ে চলতে হবে। একটি পা ফেললে আর একটি পা ফেলার জন্যে জায়গা খুঁজে নিতে হবে। তিনটি লোক বারান্দায়ও জায়গা না পেয়ে ছেঁদা টবের জলে পঙ্কিল জায়গাটায় শুয়ে আছে। এদের মধ্যে বছর দশেকের একটি ছেলেও আছে। ছেলেটি একটি কয়েদীর পায়ের উপর মাথা রেখে দুজনের মাঝে শুয়ে আছে।

গেট পার হয়ে নেখলুডভ টানা নিঃশ্বাস নিলেন। কুয়াশাঘেরা ঠাণ্ডা বাতাসে অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস নিলেন তিনি।

কুয়াশা কেটে গিয়েছে। ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশে তারাগুলি ঝলমল করছে। কিছু কিছু জায়গা ছাড়া কাদা শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেছে। তার ভিতর দিয়ে সরাইখানায় পৌঁছে নেখলুডভ একটা অন্ধকার জানলায় টোকা দিতে লাগলেন। একটি মজুর এসে দরজা খুলে দিলে তিনি ভিতরে ঢুকলেন। পোশাক ছেড়ে নেখলুডভ একটি সোফায় তাঁর ভ্রমণ-বালিশটা রেখে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে সারাদিন যা দেখেছেন ও শুনেছেন তাই ভাবতে লাগলেন।

সন্ধ্যায় সাইমনসন ও কাতুশার সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছে তা অপ্রত্যাশিত এবং গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই নিয়ে তিনি কিছু চিন্তা করলেন না। এই ব্যাপারে তাঁর অবস্থা এতই জটিল ও অনির্দিষ্ট যে সেই চিন্তাকে তিনি মন থেকে তাড়িয়েই দিলেন। কিন্তু হতভাগ্যদের সেই ছবিটা—অস্বাস্থ্যকর বাতাসে যারা নিঃশ্বাস নিচ্ছিল, টবের জলের পাশে যারা শুয়েছিল, বিশেষ করে যে ছেলেটি একজন কয়েদীর পায়ে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল তার নিষ্পাপ মুখখানি—এই ছবিটাই তাঁর চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল।

দূরে কোথাও বসে কিছু মানুষ এতগুলি মানুষের উপর অসম্মান ও নির্যাতনের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে এ কথা শুধুমাত্র জানা আর তিন মাস ধরে এই অসম্মান ও নির্যাতনকে

প্রত্যক্ষ করা এই দুইয়ের মধ্যে তফাত অনেক। এই তিন মাস অনেকবার তিনি ভেবেছেন, "আমি কি পাগল যে অন্যেরা যা দেখতে পায় না আর আমি তা দেখি অথবা যারা এইসব কাজ করে তারাই পাগল (অথচ তারা সংখ্যায় অনেক)? কিন্তু এইসব মানুষ এমন স্থির মস্তিষ্কে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে এইসব কাজকে এত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মনে করে যে তাদের পাগল ভাবা খুব শক্ত অথচ আমি নিজেকেও তো পাগল ভাবতে পারছি না।" এইসব চিন্তার আবর্তে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন তিনি।

বিগত তিন মাসে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার মধ্যে যেগুলি তাকে বিচলিত করেছে সেগুলি এই রকম :

মুক্ত লোকদের মধ্যে তাদেরই বিচার অথবা শাসন বিভাগীয় আদেশের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয়েছে যাদের স্নায়বিক দৌর্বল্য আছে, মাথা গরম, সহজেই উত্তেজিত হয়, অতিরিক্ত গুণসম্পন্ন এবং শক্তিমান কিন্তু এরা কেউ সাবধানী বা ধূর্ত নয়। যারা বাইরে থেকে গেছে তাদের চেয়ে এরা বিন্দুমাত্র সাংঘাতিক নয়। এদের হাতকড়া পরিয়ে জেলখানায় অথবা সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। মাসের পর মাস এদের সম্পূর্ণ অলসভাবে প্রকৃতি থেকে সংসার থেকে এবং প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। তার মানে স্বাভাবিক এবং নৈতিক জীবন যাপনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু থেকেই এদের বঞ্চিত রাখা হয়। এটিই হল প্রথম।

দ্বিতীয়তঃ এইসব প্রতিষ্ঠানে এদের অসম্মানিত জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়। যেমন পায়ের শৃঙ্খল, মাথা কামানো এবং লজ্জানক বস্ত্র পরিধান—এইভাবে উত্তম জীবন যাপন এবং মর্যাদাবোধ থেকে এদের বঞ্চিত করা হয়।

তৃতীয়তঃ এই বন্দীনিবাসে সব সময়েই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ের মধ্যেই তাদের জীবন কাটাতে হয় (সানস্ট্রোকে, ডুবে মরা বা অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনা না হয় অনুল্লেখই থাকল)। এই পরিবেশের চাপেই নৈতিক দিক থেকে উৎকৃষ্ট মানুষও সাংঘাতিক নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।

চতুর্থতঃ এইসব মানুষকে বাধ্য করা হয় তাদের সঙ্গে বাস করতে যারা অনেক আগেই অধঃপতিত হয়েছে—খুনী, বদমাইশদের সহবাসে থাকার ফলে যারা তখনো অসৎ হয়ে পড়েনি তারাও অসদাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

পঞ্চমতঃ যাবতীয় হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিকতাকে উদ্দেশ্যসাধনের পরিপূরক বলেই শুধু যে মেনে নেওয়া হয় তাই-ই নয় তা আইনেরও অনুমোদন পায়। যে অমানুষিক ব্যবহার তারা পায়, যেমন—বেত্রাঘাত, স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, অন্যের স্বামী কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া, গুলি এবং ফাঁসি। এই পরিপ্রেক্ষিতে যারা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত এবং চরম দুঃখদুর্দশার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে বোধ হয় হিংসাত্মক কাজ করা হয় এমন কিছু বেশি অন্যায় বলে মনে করে না।

এই প্রতিষ্ঠানগুলি যেন নৈতিক চরিত্র কলুষিত করারই কারখানা। বিভিন্ন কারণে অপরাধী এমন হাজার হাজার মানুষকে এরা ধরে নিয়ে এসে এখানে আটকে রেখে

দেয়। তারপর অমানুষিক প্রক্রিয়ায় এদের কলুষিত করতে থাকে। যখন তারা অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌছয় তখনই তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। জেলখানায় যে ব্যাধিতে তারা আক্রান্ত হয়েছে সেই ব্যাধি যাতে তারা ছড়াতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই তাদের মুক্তি দেওয়া।

সাইবেরিয়ার যাত্রাপথে বিভিন্ন বিরতিকেন্দ্রে নেখলুডভ লক্ষ্য করেছেন এইসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী অসাধারণ ভাবেই না সফল। কারণ জেলফেরৎ মানুষদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে গেছে যে হিংসাত্মক কাজ শুধু উচিত নয় লাভজনকও বটে। জেলে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সমগ্র সত্তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করেছে যে অপরকে শ্রদ্ধা করা কিংবা অপরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ার যে শিক্ষা চার্চ ও নীতিবাদীরা দিয়ে থাকেন বাস্তব জীবনে তার কোন অস্তিত্বই নেই তাই তারাও এইসব নীতি মেনে চলার কোন প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করে না।

নেখলুডভের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এই কারণে যে আদালতে এবং মন্ত্রিসভায় কিছু কর্তাব্যক্তি জনগণের পয়সারই একটা বিরাট অংশ পাচ্ছে বেতন হিসেবে। বিনিময়ে তাদের কাজ হচ্ছে তাদেরই মত লোকের বই থেকে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী কিছু আইনের ধারার উল্লেখ করা। নির্বাসন দণ্ড দেওয়া। এইভাবে তারা তাদের মতে অপরাধী এমন মানুষগুলিকে নিষ্ঠুর ওয়ার্ডার, ইন্সপেক্টর ও কনভয় সৈনিকদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে। নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ শরীর ও মনের দিক থেকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

কারাজীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা থেকে নেখলুডভ জেনেছেন যে মাতলামি, জুয়াখেলা, নিষ্ঠুরতা, নৃশংস অপরাধ এমনকি নরমাংসভোজন প্রভৃতি অধঃপতনপ্রসূত নয়, অপরাধপ্রবণ মানুষের অমানুষিকতার ফলও নয় (যদিও সরকারের পক্ষসমর্থনকারী বিজ্ঞানীরা এইভাবেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন) বরং মানুষ একে অপরকে শাস্তি দিতে পারে এই অকল্পনীয় ভ্রান্তিরই অনিবার্য পরিণতি। নেখলুডভ উপলব্ধি করেছেন যে নরমাংস লিপ্সার জন্ম জলাভূমিতে হয় না, হয় মন্ত্রিসভায়, হয় সরকারী দপ্তরখানায় তারপর কাজটা রূপ নেয় জলাভূমিতে। তিনি দেখেছেন তাঁর ভগ্নীপতি থেকে উকীল, আমলা কেউ-ই ন্যায়বিচারের জন্যে অথবা মানুষের ভালর জন্যে এতটুকু মাথা ঘামায় না। মানুষের অধঃপতন ও যন্ত্রণার কারণ যেসব ক্রিয়াকলাপের জন্যে তাদের রুবল দেওয়া হয় সেদিকেই শুধু তাদের লক্ষ্য।

নেখলুডভ ভাবছিলেন এমন কোন ব্যবস্থা কি করা যায় না যাতে এইসব কর্মচারী মাইনেও পাবে এমনকি উপরিও পাবে শুধু এখন তারা যেসব কাণ্ডকারখানা করছে তা আর করবে না। এইসব ভাবতে ভাবতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছির ঝাঁক ছেঁকে ধরা সত্ত্বেও নেখলুডভ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

সকালে সরাইখানার মালকিন এসে জানাল বিরতি কেন্দ্র থেকে জনৈক সৈনিক একটা চিঠি দিয়ে গেছে। চিঠি লিখেছে মারিয়া পাভলোভনা। সে লিখেছে—

ক্রিল্‌তসভের অসুখ খুব বেড়েছে। এতটা খারাপ আমরা আগে বুঝতে পারি নি। প্রথমে আমরা ঠিক করেছিলাম তাকে এখানেই রেখে যাব এবং অনুমতি নিয়ে তার সঙ্গে থেকে যাব কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায়নি তাই আমরা তাকে সঙ্গেই নিয়ে চললাম। খুব খারাপটাই আমাদের আশঙ্কা। দয়া করে এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে পরবর্তী শহরে তাকে রেখে যাওয়া যায় এবং আমাদের মধ্যে কেউ একজন তার সঙ্গে থেকে যেতে পারি। অনুমতি পাওয়ার জন্যে যদি তাকে বিয়ে করতে হয় তাতেও আমি রাজি।

নেখলুডভ তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন, মালকিনের পাওনা মিটিয়ে দিলেন। বাইরে এসে তিন-ঘোড়ার একটা ডাকগাড়ি ভাড়া করে উঠে পড়লেন। কোচোয়ানকে বললেন তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে কয়েদীর দলটাকে ধরতে। চারণ-ভূমির গেট পার হয়েই তিনি রুগ্ন কয়েদীর গাড়িগুলি ধরে ফেললেন। তৃতীয় গাড়িতে একগাদা খড়ের উপর একটা বালিশ মাথায় দিয়ে ক্রিল্‌তসভ শুয়ে আছে। তার পাশে গাড়ির এক কোণে বসে আছে পাভলোভনা। নেখলুডভ গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন। ক্রিল্‌তসভের গাড়ির পাশাপাশি তিনি হাঁটতে লাগলেন। গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, মাথায় ফারের টুপি আর রুমাল দিয়ে তার মুখ বাঁধা। তাকে আগের চাইতেও ফ্যাকাশে ও শীর্ণ দেখাচ্ছে। ওর সুন্দর চোখ দুটি আরো বড় আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গাড়ির ঝাঁকানিতে দুলতে দুলতে সে একদৃষ্টিতে নেখলুডভের দিকে তাকাল। কেমন আছে জানতে চাইলে সে চোখ বুজল, মাথাটা নাড়তে লাগল রাগে। গাড়ির ঝাঁকানিতে তার সব শক্তি যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। পাভলোভনার সঙ্গে নেখলুডভের অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হল।

মুখের উপর থেকে রুমালটা সরিয়ে সে ফিস ফিস করে বলল,—এখন অনেক ভাল আছি। আর ঠাণ্ডা না লাগলে হয়।

পাভলোভনার সঙ্গে আবার নেখলুডভের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হল। অনেক কষ্টে একটুখানি হেসে ক্রিল্‌তসভ ফিসফিস করে বলল,—তিন গ্রহের সমস্যাটার কি হল? সমাধান খুব শক্ত, তাই নয়কি?

নেখলুডভ ওর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না। পাভলোভনা ব্যাখ্যা করে বলল, ক্রিল্‌তসভ সেই বিখ্যাত গাণিতিক সমস্যার কথা বলতে চাইছে অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর অবস্থানগত গাণিতিক সমস্যা। ক্রিল্‌তসভ সেই সমস্যার সঙ্গে নেখলুডভ, কাতুশা ও সাইমনসনের সম্পর্কের তুলনা করছে। পাভলোভনা যে তার রসিকতাটি ধরতে পেরেছে এতে ক্রিল্‌তসভ খুশি হল।

সমাধান তো আমার হাতে নেই।—নেখলুডভ বললেন।

—আপনি আমার চিঠি পেয়েছিলেন? চেষ্টা করবেন তো?—পাভলোভনা জানতে চাইল।

—নিশ্চয়ই।—নেখলুডভ জবাব দিলেন। ক্রিল্‌তসভের মুখে অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে তিনি নিজের গাড়িতে ফিরে গেলেন। পথে নেখলুডভের চোখে পড়ল কাতুশা, দুখোভা ও সাইমনসন পাশাপাশি হাঁটছে। নেখলুডভকে দেখে সবাই

মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল। সাইমনসন টুপিটা তুলল। কিছু বলার নেই বলে নেখলুডভ নামলেন না। কোচোয়ান চাবুক মেরে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

পরবর্তী শহরে নেখলুডভ একটা ভাল হোটেলে গিয়ে উঠলেন। আরাম ও পরিচ্ছন্নতার যে পরিবেশে নেখলুডভ থাকতে অভ্যস্ত দু'মাস পরে আবার সেই পরিবেশ ফিরে পেলেন। যদিও ঘরখানি ছোট এবং সাধারণ তবু দু'মাস ডাকগাড়ি, গ্রাম্য সরাইখানা এবং বিরতি কেন্দ্রে কাটানোর পর এই হোটেলে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর প্রথম কাজ হল উকুনগুলোকে দূর করা। জিনিসপত্র খুলে প্রথমেই তিনি ঢুকলেন স্নানঘরে। স্নানের পর মাড় দেওয়া সার্ট ট্রাউজার ফ্রক কোট এবং ওভারকোট পরে সুসজ্জিত হয়ে চললেন স্থানীয় গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে।

জেনারেলের শরীর ভাল ছিল না তাই তিনি দেখা করবেন না বলে জানানো হল। নেখলুডভ তবু তাঁর কার্ডখানা আর্দালিকে দিলেন। একটু পরে আর্দালী সুসংবাদ নিয়ে ফিরে এল। তাঁকে ভিতরে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল আর্দালী। পড়ার ঘরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। জেনারেল মানুষটি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। মোটাসোটা চেহারা, নাকটা মোটা, কপালে অনেকগুলো আঁব, মাথায় টাক। তিনি একটি সিল্কের ড্রেসিং গাউনে শরীরটা ঢেকে সিগারেট টানতে টানতে রুপোর পাত্রে রাখা গেলাস থেকে চা খাচ্ছিলেন

ড্রেসিংগাউনটা মোটা ঘাড়ের উপর টেনে তুলে তিনি বললেন,—কেমন আছেন স্যার? ড্রেসিংগাউনটা পরে আছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনাকে আমন্ত্রণ না জানানোর চাইতে বোধহয় ড্রেসিংগাউন পরা ভাল। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না তাই বাইরে বেরুচ্ছি না। তা এই সুদূর প্রান্তে আপনার আসার কারণ কি?

—আমি কয়েদীদের দলের সঙ্গে যাচ্ছি। এই দলে একজন আছে যার সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তার জন্যে এবং অন্য একটি কাজে আমি আপনার কাছে এসেছি।

জেনারেল চায়ে চুমুক দিলেন। সিগারেটে একটা টান দিয়ে অ্যাসট্রেতে ছাই ঝেড়ে মনোযোগ দিয়ে নেখলুডভের কথা শুনতে লাগলেন।

জেনারেল ছিলেন সামরিক বিভাগের বিদগ্ধ মানুষদেরই একজন। তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর প্রফেসানেও উদার ও মানবিক মতবাদকে খাপ খাওয়ানো যায়। সহৃদয় এবং বুদ্ধিমান লোক বলেই অচিরেই উপলব্ধি করলেন তা সম্ভব নয়। আভ্যন্তরীণ সংকট কাটাতে না পেরে তিনি ধীরে ধীরে মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়লেন। মদ ছাড়া এখন আর তাঁর চলে না। তবে তিনি মাতাল হন না। নেশায় চুর হয়ে হয়ে থাকলেও অশালীন কথাবার্তা বলেন না। যদি কখনো বলে ফেলেন তবে লোকে তা জ্ঞানের প্রকাশ বলেই ধরে নেয়। সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্যেই লোকে তাঁর সব কথাকেই জ্ঞানের প্রকাশ বলে ধরে নেয়।

নেখলুডভ জানালেন,—যে স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে আমি আগ্রহী তাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সে সম্রাটের কাছে আবেদন করেছে।

—বেশ বলুন।—জেনারেল বললেন।

—পিটার্সবুর্গে আমাকে বলা হয়েছিল এক মাসের মধ্যে আবেদনের ফলাফল আমাকে এখানে জানানো হবে। তাই আমার অনুরোধ আবেদনের উত্তর না আসা পর্যন্ত তাকে এই স্টেশনে থেকে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক।

—হুঁ। আর কি?

—আমার অন্য অনুরোধটি ওই দলের একজন রাজনৈতিক বন্দীকে নিয়ে।

—তাই নাকি?—অর্থপূর্ণভাবে ঘাড় নেড়ে জেনারেল বললেন।

—সে গুরুতর অসুস্থ, মরণোন্মুখ। তাকে সম্ভবতঃ এখানকার হাসপাতালে রেখে যাওয়া হবে। একজন মহিলা রাজনৈতিক বন্দী তার সঙ্গে এখানে থেকে যেতে চায়।

—সে তার আত্মীয়া কি?

—না। তবে যদি প্রয়োজন হয় সে তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত।

জেনারেল এতক্ষণ বক্তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা শুনতে শুনতে সিগারেটে টান দিচ্ছিলেন। নেখলুডভের কথা শেষ হতেই তিনি একখানা বই টেনে নিলেন। তারপর আঙুল ভিজিয়ে বইয়ের পাতা খুলে এই সম্পর্কিত চিঠিটি পড়ে নিলেন।

বই থেকে মুখ তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন,—মহিলাটির কি শাস্তি হয়েছে?

—হ্যাঁ, সশ্রম দণ্ড।

—তাহলে বিয়ে করার ফলে তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

—আমাকে মাফ করবেন। যদি কোন মুক্ত মানুষ তাকে বিয়ে করে তবু তাকে পুরো দণ্ডই ভোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল কার শাস্তি বেশী। পুরুষটির না মহিলাটির।

—দুজনেই সশ্রম দণ্ডসহ নির্বাসিত হয়েছে।

—খুব ভাল কথা। তাহলে তো দুজনেই খালাস।—হাসতে হাসতে জেনারেল বললেন। একটু থেমে আবার বললেন তিনি,—ছেলেটির যা অবস্থা মেয়েটিরও তাই কিন্তু যেহেতু ছেলেটি অসুস্থ তাই তাকে এখানে রেখে যাওয়া হবে এবং তাকে সুস্থ করে তোলার জন্যে যা কিছু করণীয় সবই করা হবে কিন্তু মেয়েটি যদি তাকে বিয়েও করে তবু দল ছেড়ে সে এখানে থাকতে পারবে না। যাই হোক আমি এই বিষয়ে ভেবে দেখব। আপনি ওদের নাম দুটো লিখে দিন।

নেখলুডভ দুজনের নাম লিখে দিলেন।

মরণোন্মুখ রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে জেনারেল বললেন—না, এটাও আমি পারি না। আমি অবশ্য আপনাকে সন্দেহ করি না। আপনি এর আগে তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়েছেন আমি জানি। আপনার টাকা আছে আর টাকার জোরে সব কিছুই করা যায়। কর্তৃপক্ষ বলেন ঘুষ বন্ধ কর। কিন্তু

সবাই যেখানে ঘুষ যায় সেখানে আমি ঘুষ বন্ধ করব কেমন করে? যত নিচের দিকের লোক ততই ঘুষের অবাধ কারবার। তিন হাজার মাইল জুড়ে যেখানে ঘুষ চলছে সেখানে ঘুষ বন্ধ করবে কে? এখানে যেমন আমি সেখানে তারাও এক একটি ক্ষুদে জার। আপনি নিশ্চয়ই ওদের টাকা দিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাই নয় কি?—জেনারেল হেসে প্রশ্ন করলেন। নেখলুডভ বললেন,—হ্যাঁ তা-ই।

—হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি। এই ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হয়েছে। দেখুন একজন কনভয় সৈন্য দৈনিক মাত্র চল্লিশ কোপেক মাইনে পায়। তাকে তো সংসার চালাতে হয়। তার জায়গায় থাকলে আমি আপনিও একই কাজ করতাম। কিন্তু আমি যে পদে অধিষ্ঠিত আছি সেখান থেকে আইনের পথ থেকে এক চুলও আমি সরে আসতে পারি না। যাই হোক কাজের কথার এখানেই ইতি। এবারে বলুন কোথায় উঠেছেন। নানা বিষয়ে জেনারেল প্রশ্ন করতে লাগলেন। খবরাখবর শোনার আগ্রহও যেমন তিনি দেখালেন আবার সব ব্যাপারে নিজের গুরুত্বও জাহির করলেন।

নেখলুডভ হোটেলের নাম বলতে জেনারেল বললেন,—আরে সে তো সাংঘাতিক জায়গা। বিকেল পাঁচটায় চলে আসুন। আমার এখানেই খাওয়া দাওয়া করবেন। আপনি ইংরেজী জানেন?

—হ্যাঁ জানি।

—তাহলে ভালই হল। একজন ইংরেজ পর্যটক এখানে এসে পৌঁছেছেন। তিনি নির্বাসনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন এই প্রসঙ্গে বন্দীনিবাসগুলি তিনি দেখতে চান। তিনিও আজ রাতে আমাদের সঙ্গে খাবেন। আপনিও আসুন, তার সঙ্গে আলাপ হবে। আমরা পাঁচটায় খাই। আমার স্ত্রী আবার সময়ানুবর্তিতা পছন্দ করেন তখনই আমি সেই মেয়েটি এবং অসুস্থ লোকটির সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত জানাতে পারব। হয়তো তার জন্যে কাউকে রেখে দেওয়া সম্ভব হতেও পারে।

জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেখলুডভ সোজা পোস্ট-অফিসে চলে গেলেন। তিনি তাঁকে লেখা একটি রেজিস্ট্রি চিঠি পেলেন। সিলভাঙার পর কিছু সরকারী কাগজপত্রসহ সেলেনিনের চিঠিখানা দেখে নেখলুডভের মনে হল যেন শরীরের সব রক্ত মুখে উঠে এসেছে, হৃদযন্ত্রের স্পন্দনও যেন থেমে গেছে।

সেলেনিন লিখেছে—"প্রিয় বন্ধু, আমাদের শেষ আলোচনাটি আমার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মাসলোভার ব্যাপারে তোমার কথাই ঠিক। আমি কেসটা যত্নসহকারে পরীক্ষা করেছি। সত্যিই মাসলোভার উপর ভয়ংকর অন্যায় করা হয়েছে। যাই হোক তার দণ্ড মকুব হয়েছে। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার সময় আমি কিছুটা সাহায্য করেছি। দণ্ডহ্রাসের কপি তোমায় পাঠালাম। মূল দলিলটা বিচারের আগে মাসলোভা যেখানে ছিল সেখানে পাঠানো হয়েছে। সম্ভবতঃ সেখান থেকে সাইবেরিয়ার সরকারী অফিসে দলিলটা পাঠানো হবে। তাড়াতাড়ি শুভসংবাদটি তোমাকে জানালাম এবং তোমার হাতে উষ্ণ চাপ দিলাম।—তোমার সেলেনিন।"

সম্রাটের আদেশনামায় বলা হয়েছে, মাসলোভার বিনীত প্রার্থনা প্রসঙ্গে মহামান্য সম্রাট এই মর্মে আদেশ প্রচার করিতেছেন যে তাহার প্রতি প্রদত্ত কঠোর দণ্ডাদেশ মকুব করিয়া সাইবেরিয়ার অপেক্ষাকৃত স্বল্পদূরবর্তী কোন জেলায় নির্বাসিত করা হউক।

সংবাদটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দের। কাতুশার জন্যে যতটা নেখলুডভ আশা করেছিলেন তা-ই পাওয়া গেছে। তবে একথা সত্যি মাসলোভার নতুন যে পরিস্থিতি তাতে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে দণ্ডমকুবের এই আদেশে। যখন সে কয়েদী ছিল তখন তার সঙ্গে বিয়েটা হতো নামে মাত্র অর্থাৎ অর্থহীন, শুধু তার সম্মান কিছুটা বাড়ত। কিন্তু এখন তাদের দুজনের একত্রে জীবন যাপনের পথে কোন বাধাই নেই। কিন্তু এর জন্যে নেখলুডভ নিজেকে মোটেই প্রস্তুত করেননি। তাছাড়া সাইমনসনের সঙ্গে তার সম্পর্কেরই বা কি হবে? কাল সে যে কথাগুলো বলেছিল তার মানেই বা কি? আর সে যদি সাইমনসনকে বিয়ে করতে চায় তার ফল কি হবে? ভাল না মন্দ? একটি প্রশ্নেরও যথার্থ উত্তর তিনি খুঁজে পেলেন না। তারপর তিনি চিন্তা করাই ছেড়ে দিলেন। মনে মনে বললেন,—পরে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন এ নিয়ে চিন্তা না করাই ভাল তার চেয়ে বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাসলোভাকে শুভসংবাদটা জানানো দরকার এবং ওকে মুক্ত করা দরকার। তাঁর মনে হল আদেশের যে কপিটি তিনি পেয়েছেন তাতেই কাজ হবে। তাই একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে তিনি বন্দী নিবাসের দিকে রওনা হলেন।

গভর্নরের কাছ থেকে যদিও তিনি অনুমতি পাননি তবু অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনেছেন ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া না গেলেও অধস্তন কর্মচারীদের কাছ থেকে তা সহজেই পাওয়া যায়। তাই তিনি স্থির করলেন সেই চেষ্টাই করবেন। কাতুশাকে সুসংবাদটা জানাবেন, তাকে মুক্ত করবেন। একই সঙ্গে জেনারেল যা বলেছেন তা ক্রিলৎসভ ও পাভলোভনাকে জানাবেন।

ইন্সপেক্টর একজন দীর্ঘদেহী ভারিক্কী চেহারার মানুষ, গোঁফ আর ঝুলফি দুই-ই মুখের কোণ পর্যন্ত প্রসারিত। মানুষটি বেশ কড়া ধাতের। বেশ কড়া মেজাজেই সে নেখলুডভের মোকাবিলা করল। সে স্পষ্টই জানিয়ে দিল উপরওয়ালার কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে এলে সে কোন বাইরের লোককে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না। নেখলুডভ যখন বললেন রাজধানীতেও তাকে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়েছে তখন সে বলল,—তা হতে পারে কিন্তু আমি অনুমতি দেব না। তার কণ্ঠস্বরে যে ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তা যেন এই: তোমরা রাজধানীর ভদ্রলোকেরা, তোমাদের ধারণা যে আমাদের হকচকিয়ে দিতে এবং বিচলিত করে তুলতে পার কিন্তু আমরা পূর্ব সাইবেরিয়ার লোকেরা জানি আইন কাকে বলে এবং তোমাদের শিখিয়েও দিতে পারি।

খোদ সম্রাটের অফিস থেকে পাঠানো দলিলের কপিও ইন্সপেক্টরকে প্রভাবিত করতে পারল না। কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে নেখলুডভকে ঢুকতে দিতে সে সুদৃঢ় ভঙ্গিতে আপত্তি জানাল। দলিলের কপিটাই মাসলোভাকে মুক্তি দেবার পক্ষে যথেষ্ট

নেখলুডভের এই ধারণার কথা শুনে সে অবজ্ঞায় হাসি হাসল এবং স্পষ্ট করে জানাল উপরওয়ালার কাছ থেকে সরাসরি আদেশ পেলেই সে মুক্তি দিতে পারে। একমাত্র একটি ব্যাপারে সে রাজী হল তা হচ্ছে দণ্ড হ্রাসের আদেশ যে এসেছে তা সে মাসলোভাকে জানাবে। একথাও সে বলল আদেশ পাওয়ার পর একটি ঘণ্টাও সে তাকে আটকে রাখবে না।

ক্রিল্‌তসভ সম্পর্কেও সে কোন খবর দিল না। এমনকি একথাও বলল যে ওই নামে কোন বন্দী আছে বলে তার জানা নেই। সুতরাং একটি ব্যাপারেও সফল না হতে পেরে নেখলুডভ হোটেলে ফিরে এলেন।

ইন্সপেক্টরের এই কড়াকড়ির একটি কারণ ছিল। বন্দীনিবাসে যত লোকের সংকুলান হয় তার দ্বিগুণ সেখানে রাখা হয়েছে ফলে টাইফাস রোগ সেখানে মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে। কোচোয়ান তাঁকে জানাল প্রতিদিন এখানে অনেক লোক মারা যাচ্ছে। প্রতিদিন কম করে কুড়িজনকে কবর দেওয়া হচ্ছে।

বন্দীনিবাসে ব্যর্থ হলেও নেখলুডভ সেই একই উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে গভর্নরের দপ্তরে গেলেন মূল দলিলটা সেখানে এসেছে কিনা খোঁজ নিতে। সেখানেও আসে-নি তাই তিনি আবার হোটেলে ফিরে গেলেন। হোটেলে ফিরে সেলেনিন ও অ্যাডভোকেটকে ব্যাপারটা লিখে জানালেন। লেখা শেষ করে ঘড়ি দেখলেন। জেনারেলের ডিনার পার্টিতে যাবার সময় হয়ে গিয়েছে।

পথে যেতে যেতে আবার তিনি ভাবতে লাগলেন কাতুশা এই দণ্ড হ্রাসের সংবাদটা কি ভাবে নেবে? কোথায় সে থাকবে? তিনিই বা কিভাবে তার সঙ্গে থাকবেন? সাইমনসনের কি হবে? মাসলোভার সঙ্গে তার সম্পর্কটাই বা কি হবে? মাসলোভার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে সেকথা মনে পড়ল তাঁর, মনে পড়ল মাসলোভার অতীত জীবনটাও।

—আপাততঃ এসব আমাকে ভুলে যেতে হবে। যখন সময় আসবে তখন ভেবে দেখব। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে জেনারেলকে কি বলবেন তাই ভাবতে লাগলেন। ধনী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে যে ধরনের বিলাসবহুল আহারাদির ব্যবস্থা থাকে জেনারেলের ভবনেও সেই ব্যবস্থাই হয়েছে। নেখলুডভ এই ধরনের ব্যবস্থাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। শুধু বিলাসিতাই নয় সাধারণ আরাম থেকেও দীর্ঘদিন বঞ্চিত থাকার পর আজকের ব্যবস্থাপনায় নেখলুডভ যথেষ্ট আনন্দ পেলেন।

গৃহকর্ত্রী পিটার্সবুর্গের প্রাচীন সমাজের এক সম্মানিতা মহিলা। তিনি এক সময় ছিলেন প্রথম নিকোলাসের রাজদরবারের সম্মানিতা সহচরী। রুশ ভাষার চেয়ে ফরাসী ভাষাই ভাল বলতে পারেন। স্বামীর প্রতি তাঁর মনোযোগ আছে। ভিন্ন ভিন্ন অতিথির প্রতি আচরণের বিভিন্নতা থাকলেও সাধারণভাবে তিনি অতিথি-পরায়ণা। নেখলুডভকে তিনি বিশেষ অতিথিরূপেই গ্রহণ করলেন। তাঁর সূক্ষ্ম

স্তাবকতা নেখলুডভকে তাঁর নিজের গুণাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দিল এবং এতে তিনি তৃপ্ত হলেন। যে অভূতপূর্ব সৎ উদ্দেশ্যে তিনি সুদূর সাইবেরিয়ায় এসেছেন মহিলাটি যে সে খবর রাখেন নেখলুডভ তা উপলব্ধি করলেন। নেখলুডভকে যে তিনি একজন অসাধারণ মানুষ বলে মনে করেন সেকথাও ভদ্রমহিলা বুঝিয়ে দিলেন। এই সূক্ষ্ম স্তাবকতা, সুরুচিপূর্ণ জাঁকজমক, সুস্বাদু আহার, তাঁর নিজের শ্রেণীর বিদগ্ধজনের সমাবেশ—সব মিলিয়ে বিগত কয়েক মাসের পরিবেশকে তাঁর স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল এবং এই পরিবেশে এসে তিনি যেন বাস্তবতার মধ্যে জেগে উঠলেন।

আজকের পার্টিতে পরিবারের লোকজন, জেনারেলের মেয়ে-জামাই ও এডিকং ছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক, স্বর্ণসন্ধানী এক ব্যবসায়ী এবং দূরবর্তী এক সাইবেরিয়ান শহরের গভর্নর। সবাইকেই নেখলুডভের বেশ সুজন মনে হল।

ইংরেজ ভদ্রলোক বেশ স্বাস্থ্যবান, গায়ের রঙ গোলাপী। ভুল ফরাসী ভাষা বলেন কিন্তু নিজের ভাষায় তাঁর দখল ও বাগ্মিতা বেশ উঁচুদরের। আমেরিক, ভারত, জাপান ও সাইবেরিয়া সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য খুবই আকর্ষণীয়।

স্বর্ণখনির ব্যাপারে আগ্রহশীল যুবকটি (চাষীর ছেলে) লণ্ডনে তৈরি সান্ধ্য পোশাক ও হীরের বোতাম লাগানো সার্ট পরেছেন। বাড়িতে তাঁর একটি ভাল লাইব্রেরী আছে। মানবকল্যাণের কাজে তিনি মুক্ত হস্তে দান করেন। মতবাদের দিক থেকে তিনি ইউরোপীয় উদার মতবাদেরই সমর্থক। যুবকটিকে নেখলুডভের প্রীতিপ্রদ ও আকর্ষণীয় মনে হল। সুস্থ কিন্তু সংস্কৃতিবিহীন চাষী বংশের ভিতর থেকে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের দৃষ্টান্তস্থল হিসাবেই এই যুবকটিকে তাঁর মনে ধরল।

দূরবর্তী সাইবেরিয়ান শহরের গভর্নরটি কোন এক সরকারী দপ্তরের প্রাক্তন ডিরেক্টর। নেখলুডভ যখন পিটার্সবুর্গে ছিলেন তখন এই ভদ্রলোক সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছেন। গৃহকর্ত্রী এই ভদ্রলোককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তার কারণ ঘুষখোর পরিবৃত সমাজে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঘুষ খান না। তাছাড়া ভদ্রলোক সঙ্গীতপ্রিয় এবং ভাল পিয়ানো বাজান। গৃহকর্ত্রী নিজে ভাল পিয়ানিস্ট ও গায়িকা বলেও এই ভদ্রলোককে বিশেষ পছন্দ করেন। নেখলুডভ আজ এতই ভাল মুডে আছেন যে এই ভদ্রলোকের অনেক কীর্তিকলাপ জানা সত্ত্বেও তাঁকে অপ্রীতিকর মনে হল না।

উৎসাহী এ-ডি-কংটিও নানাভাবে সকলকে সাহায্য করছিল। এর সুন্দর আচরণও তাঁকে মুগ্ধ করল।

কিন্তু তাঁকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে জেনারেলের মেয়ে-জামাই—তরুণ দম্পতিটি। মেয়েটি দেখতে যেমন মনটিও তার তেমনি সহজ সরল। দুটি সন্তান নিয়েই সে সদা ব্যস্ত। তার স্বামী, যাকে সে প্রেম করে বিয়ে করেছিল (মা বাবার সঙ্গে এর জন্যে তাকে অনেক লড়াই করতে হয়েছিল) সেই ছেলেটি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের

একজন কৃতী ছাত্র। বুদ্ধিমান এই ছেলেটি সরকারী সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগে কাজ করে। স্থানীয় আদিবাসীদের নিয়ে সে গবেষণা করছে। তাদের সে ভালবাসে, তারা যাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায় সেই চেষ্টাই সে করছে।

এরা সবাই যে নেখলুডভকে যত্ন করছেন তা-ই নয় নতুন মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়ে খুশিও হয়েছেন। জেনারেল আজ ইউনিফর্ম পরে ডিনারে এসেছেন। তিনি নেখলুডভের সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন যেন তিনি তাঁর পুরনো বন্ধু। ক্ষিদে বাড়াবার জন্যে সবাইকে তিনি এক গেলাস ভদ্‌কা খেয়ে নিতে বললেন। জেনারেল জানতে চাইলেন সকালে এখান থেকে চলে যাবার পর নেখলুডভ কি কি করেছেন। নেখলুডভ বললেন পোস্ট অফিসে গিয়ে সেই মেয়েটির দণ্ড হ্রাসের আদেশ পেয়েছেন। বন্দীনিবাস পরিদর্শনের অনুমতি আর একবার চাইলেন তিনি। ডিনার পার্টিতে কাজের কথা তোলায় জেনারেল অসন্তুষ্ট হলেন। ভ্রূকুটি করলেন এবং কিছু বললেন না। ফরাসী ভাষায় ইংরেজ ভদ্রলোককে তিনি ভদ্‌কা পান করার অনুরোধ জানালেন। ভদ্‌কা পান করে তিনি বললেন, গির্জা ও কারখানা তিনি পরিদর্শন করে এসেছেন এখন বিশাল বন্দীনিবাসটি দেখতে পেলেই তিনি খুশি হবেন।

জেনারেল নেখলুডভকে বললেন, তাহলে তো যোগাযোগটি ভালই হল। আপনারা দু'জনেই একসঙ্গে যেতে পারবেন। ওদের পাস দিয়ে দাও। শেষের কথাটি তিনি এ-ডি-কংকে বললেন।

—আপনি কখন যেতে চান? নেখলুডভ জানতে চাইলেন।

—বিকেলটাই আমার পছন্দ। ওই সময় কয়েদীদের এক জায়গায় পাওয়া যায়, কোন প্রস্তুতিও ওদের থাকে না।

বন্দীনিবাসকে উনি পূর্ণ গৌরবে দেখতে চান।—জেনারেল মন্তব্য করলেন। বেশ তো ওঁকে ওই সময়েই যেতে দেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষের কাছে আমি অনেক লেখালেখি করেছি কিন্তু তাঁরা কোন গুরুত্ব দেননি। এখন বিদেশী প্রেস থেকেই ওঁরা জানুন। এই বলে জেনারেল খাওয়ার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। গৃহকর্ত্রী তখন অতিথিদের যার যার নির্দিষ্ট আসন দেখিয়ে দিলেন।

নেখলুডভ গৃহকর্ত্রী ও ইংরেজ ভদ্রলোকের মাঝখানে বসলেন। খেতে খেতে নানান ধরনের আলোচনা চলল। নেখলুডভ এইসব আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ বোধ করছিলেন না। কিন্তু আহারের পর কফির আসরে নেখলুডভ, ইংরেজ ভদ্রলোক ও গৃহকর্ত্রী গ্যাডস্টোনকে নিয়ে এক আকর্ষণীয় আলোচনায় মেতে উঠলেন। নেখলুডভের মনে হল তিনি এমন সব বুদ্ধির কথা বলেছেন যা শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। সুখাদ্য ও সুপানীয়ের পর আরামকেদারায় বসে উদার মতাবলম্বী রুচিবান ভদ্রলোকদের সঙ্গে কফি পান করতে করতে নেখলুডভ অনুভব করলেন তার যেন ক্রমেই বেশি ভাল লাগছে আজকের এই সান্ধ্য আসর। তারপর ইংরেজ ভদ্রলোকের অনুরোধে গৃহকর্ত্রী যখন পিয়ানোর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং পরিশীলিত ভঙ্গিতে বীঠোফেনের 'ফিফ্‌থ সিম্ফনি' বাজাতে লাগলেন তখন নেখলুডভ পরিপূর্ণ আত্ম-প্রসাদের মধ্যে ডুবে গেলেন। এমন পরিবেশ থেকে তিনি দীর্ঘদিন দূরে ছিলেন।

তাঁর মনে হল এইমাত্র যেন তিনি আবিষ্কার করলেন যে তিনি কত উন্নতমানের মানুষ।

সঙ্গীত বাদনের পর আসরের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটলে এমন আনন্দ দানের জন্যে নেখলুডভ গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাবেন এমন সময় জেনারেলের মেয়ে এসে বলল, আপনি আমার ছেলে-মেয়েদের কথা বলছিলেন, ওদের একবার দেখবেন কি?

জেনারেলের স্ত্রী হেসে বললেন, ওর ধারণা সবাই ওর ছেলেমেয়েকে দেখতে চায়। মেয়ের দিকে ফিরে বললেন, না রে, এ ব্যাপারে প্রিন্সের মোটেই আগ্রহ নেই।

—ঠিক উল্টো।—নেখলুডভ বললেন। দয়া করে তাদের দেখান।

ভিতরের ঘরে নেখলুডভকে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরে একটা ঢাকা-দেওয়া বাতি জ্বলছে। দুটি ছোট খাট পাতা, মাঝখানে একজন নার্স বসে আছে। সে সকলকে অভিবাদন জানাল।

প্রথম খাটের উপর মা ঝুঁকে পড়ে দেখলেন। সেখানে একটি দু'বছরের মেয়ে শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে।—এই হল কাতিয়া। খুব সুন্দর না?

—অত্যন্ত সুন্দর!—নেখলুডভ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন।

অন্য খাটে একটি ছেলে শুয়েছিল, তাকে দেখিয়ে মা বলল, আর এই হল ভাস্যুক, দাদু ওই নামেই ডাকে। একেবারে অন্য রকম, অনেকটা সাইবেরীয় টাইপ তাই নয় কি?

একটি গোলগাল শিশু উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তাকে দেখে নেখলুডভ বললেন, বাঃ, চমৎকার ছেলে!

সগর্বে হেসে মা বলল, তা ঠিক।

নেখলুডভের স্মৃতিতে ভেসে উঠল—শিকল, কামানো মাথা, ঝগড়া, ব্যভিচার, মুমূর্ষু ক্রিল্‌ৎসভ, কাতুশা ও তার অতীত জীবন। এই সুখী জীবনের ছবি দেখে তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। যে জীবন এখানে তিনি দেখলেন তেমন একটি জীবনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে জেগে উঠল—এমনি পবিত্র ও রুচিসম্মত সুখ।

মায়ের কাছে বার বার তার সন্তানদের প্রশংসা করে নেখলুডভ বসবার ঘরে ফিরে এলেন। সেখানে বন্দীনিবাসে যাবার জন্যে ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে এলেন।

আবহাওয়া ইতিমধ্যে বদলে গেছে। রাশি রাশি বরফ ঝরে পড়ছে। এরই মধ্যে রাস্তা, ছাদ, বাগানের গাছপালা, গাড়ির মাথা ও ঘোড়ার পিঠ বরফে ঢেকে গেছে। নরম বরফের উপর দিয়ে ঘোড়ার গাড়ির চাকা বেশ কষ্ট করে ঘুরে চলল।

বন্দীনিবাসের গেটে শান্ত্রী, গেটের আলো, জানলায় জানলায় আলোর সারি, ছাদ ও দেওয়ালের উপর বরফের আস্তরণ এসব সত্ত্বেও সকালের চাইতেও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে বাড়িটা।

কড়া মেজাজের ইন্সপেক্টরটি গেটে বেরিয়ে এল। বাড়ির আলোয় দুজনকে দেওয়া পাসটা পড়ে দেখল এবং বিস্ময়ে ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল কিন্তু নির্দেশ অনুযায়ী তাদের ভিতরে ঢুকতে অনুমতি দিল। উঠোন পেরিয়ে ডান দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে তাঁরা উপরের অফিসে ঢুকলেন। তাঁদের বসতে বলে ইন্সপেক্টর জানতে চাইল তাঁদের জন্যে সে কি করতে পারে? নেখলুডভ মাসলোভার সঙ্গে দেখা করতে চান জানার পর সে একজন রক্ষীকে পাঠালো মাসলোভাকে এখানে নিয়ে আসতে। তারপর ইংরেজ ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ইন্সপেক্টর মনে মনে তৈরি হল। নেখলুডভ দো-ভাষীর কাজ করতে লাগলেন।

ইংরেজ ভদ্রলোকের প্রশ্ন: কতজন কয়েদী এখানে আছে? কতজন পুরুষ? কতজন মহিলা? কতজন শিশু? কতজনের কঠোর দণ্ডাদেশ হয়েছে? কতজনের নির্বাসন? কতজন অসুস্থ?

নেখলুডভ যান্ত্রিকভাবে ইংরেজের ও ইন্সপেক্টরের কথাগুলি ভাষান্তর করে দিচ্ছিলেন। তাদের কথার মানে বোঝার দিকে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না বরং তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এই ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারটা যে তাঁর উপর চাপবে এ তিনি আশা করেননি। যাই হোক ভাষান্তরের মাঝখানে তিনি একটি পরিচিত পদধ্বনি শুনতে পেলেন। দরজাটা খুলে গেল, একজন রক্ষী ঘরে ঢুকল, তার পিছনে কাতুশা, মাথায় রুমাল বাঁধা এবং কয়েদীর জ্যাকেট। ওকে দেখা মাত্রই একটা প্রবল অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

—"আমিও বাঁচতে চাই, আমি সংসার চাই, সন্তান চাই, মানুষের মত জীবন চাই।" চোখ নিচু করে কাতুশা ঢোকামাত্রই বিদ্যুৎচমকের মত এই চিন্তাটা নেখলুডভের মনের মধ্যে ঝলকে উঠল।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে কাতুশার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। কাতুশাকে কঠিন ও অপ্রসন্ন মনে হল তাঁর। আগে একবার যখন সে নেখলুডভকে তিরস্কার করেছিল আজকের মুখের চেহারা ঠিক তেমনি। মুহূর্তের জন্যে কাতুশার মুখ রক্তিম হয়ে উঠল কিন্তু তারপরেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নার্ভাস হয়ে সে আঙুল দিয়ে জ্যাকেটের কোণটা মোচড়াতে লাগল। একবার সে নেখলুডভের মুখের দিকে তাকাল সঙ্গে সঙ্গেই আবার সে চোখ নামিয়ে নিল।

—তুমি জান বোধহয় দণ্ডহ্রাসের আদেশ এসেছে।

—হ্যাঁ আমাকে রক্ষী বলেছে।

—মূল দলিলটা আসা মাত্রই তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে। তখন তোমায় স্থির করতে হবে কোথায় থাকবে। আমাদের ভেবে দেখতে হবে···

তাড়াতাড়ি নেখলুডভকে বাধা দিয়ে কাতুশা বলল, আমি কি স্থির করব? ভ্লাদিমির সাইমনসন যেখানে যাবেন আমিও সেখানেই তাঁকে অনুসরণ করব।

প্রবল উত্তেজনা সত্ত্বেও নেখলুডভের দিকে চোখ রেখে কাতুশা কথাগুলি দ্রুত কিন্তু স্পষ্টভাবে বলল যেন আগে থেকেই সে তৈরি হয়ে এসেছিল।

—সত্যিই!—নেখলুডভ বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

—দেখুন ডিমিট্রি আইভানোভিচ তিনি চান যে আমি তাঁর সঙ্গে বাস করি। এই বলেই সে যেন ভয় পেয়ে থেমে গেল। তারপর নিজেকে সংশোধন করে বলল, তিনি চান যে আমি যেন তাঁর কাছাকাছি থাকি। এর চেয়ে বেশি আমি আর কি চাইতে পারি? একেই আমি সুখ বলে মনে করব। আমার জন্যে এর চেয়ে বেশি আর কী থাকতে পারে?

দুটো জিনিস হতে পারে—নেখলুডভ ভাবলেন। হয় সে সাইমনসনকে ভালবেসে ফেলেছে এবং তাই তার জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করছি বলে আমি ভাবছি ওর কাছে তার কোন প্রয়োজনই নেই। অথবা সে এখনো আমাকে ভালবাসে এবং আমারই জন্যে আমাকে ত্যাগ করে সাইমনসনের সঙ্গে তার ভাগ্যকে জড়িয়ে নিজের জাহাজেই আগুন জ্বালিয়ে দিতে চায়। লজ্জায় তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল এবং তিনি তা বুঝলেন।

—আর তুমি নিজে, তুমি কি তাঁকে ভালবাস?—নেখলুডভ প্রশ্ন করলেন।

—ভালবাসি কি বাসি না তাতে কি এসে যায়? সেসব তো অতীতের ব্যাপার। একথা ঠিক ভ্যাদিমির সাইমনসন একজন অসাধারণ মানুষ।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই তিনি একজন চমৎকার মানুষ। আমি মনে করি

কাতুশা আবার তাঁকে বাধা দিল। তার আশঙ্কা নেখলুডভ হয়তো অনেক কথা বলবেন সে ক্ষেত্রে তাকে একেবারেই চুপ করে থাকতে হবে। সে বলল, না, ডিমিট্রি আইভানোভিচ আপনি যা চাইছেন সেইমত কাজ করতে পারছি না বলে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।—অতলস্পর্শী ট্যারা চোখে নেখলুডভের চোখের দিকে তাকিয়ে সে আবার বলল, হ্যাঁ, এমনটিই হওয়া উচিত। আপনাকেও তো বাঁচতে হবে।

কয়েক মুহূর্তে আগে নেখলুডভ যা ভেবেছিলেন কাতুশা ঠিক সেই কথাই বলল। কিন্তু এখন আর তিনি সেই চিন্তা করছেন না। বরং বিপরীত ভাবেই ভাবছেন এবং অনুভব করছেন। তিনি যে শুধু লজ্জাই পেয়েছেন তা-ই নয় কাতুশাকে হারিয়ে তিনি যে সব কিছুই হারাচ্ছেন তাতেই তিনি দুঃখিত হচ্ছেন।

—এখানে থেকে আপনি শুধু শুধু কষ্ট পাবেন কেন? যথেষ্টই তো কষ্ট করেছেন।—বিচিত্র হেসে কাতুশা বলল।

—না কষ্ট আমি কিছুই করিনি। এতে আমার ভালই হয়েছে। যদি পারতাম তবে চিরদিনই তোমার সেবা করে যেতাম।

—আমরা··· । আমরা আর কিছুই চাই না। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন। আপনি না থাকলে···। সে আরো কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু তার গলা কেঁপে গেল।

—তোমার অন্তত আমাকে ধন্যবাদ দেবার কোন কারণ নেই।—নেখলুডভ বললেন।

—হিসাব-নিকাশ করে কি লাভ? ঈশ্বরই আমাদের হিসাব মিলিয়ে দেবেন। কাতুশার জলে ভরা দুটি চোখ চিকচিক করতে লাগল।

—তুমি যে কী ভাল মেয়ে!—নেখলুডভ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন।

—আমি ভাল?—কাতুশা অশ্রুসজল চোখে কথাটা বলল। একটা করুণ হাসি তার মুখে ফুটে উঠল।

—আপনি কি তৈরি।—ইংরেজ ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ—জবাব দিয়ে নেখলুডভ কাতুশার কাছে ক্রিল্‌তসভের খবর জানতে চাইলেন।

মনের আবেগ সংযত করে সে যা জানে সব বলল। ক্রিল্‌তসভ খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাকে দাতব্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাভলোভনা তার জন্যে খুবই চিন্তিত। নার্স হয়ে সে হাসপাতালে থাকার অনুমতি চেয়েছিল কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি।

ইংরেজ ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন দেখে কাতুশা বলল, আমি কি চলে যেতে পারি?

হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে নেখলুডভ বললেন, আমি কোনদিনই বলব না 'বিদায়'। আমি আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব।

'ক্ষমা করবেন।' এত ক্ষীণ স্বরে কাতুশা বলল যে নেখলুডভ শুনতেই পেলেন না। দুজনের চোখে চোখ মিলল। কাতুশার চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি ও তার মুখের বিষন্ন হাসি দেখে নেখলুডভ বুঝতে পারলেন যে সাম্ভাব্য যে দুটি কারণের একটির জন্যে সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার মধ্যে দ্বিতীয়টিই সত্য। অর্থাৎ সে তাকে ভালবাসে তাই সে ভেবেছে তার সঙ্গে জড়ালে নেখলুডভের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। সে মনে করছে সাইমনসনের সঙ্গে চলে গিয়ে সে নেখলুডভকে মুক্তি দিতে পারবে। এই কাজ করতে পারছে বলে যদিও সে খুশি তবু নেখলুডভকে বিদায় জানাতে গিয়ে সে দুঃখ পাচ্ছে।

কাতুশা তাঁর হাতখানা চেপে ধরল তারপর দ্রুত মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। নেখলুডভ যাবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু দেখলেন ইংরেজ ভদ্রলোক কি যেন লিখছেন। তাই তিনি ওঁর কাজে বাধা না দিয়ে দেওয়ালের পাশে একটা কাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। রাজ্যের ক্লান্তি তখন তাঁকে ঘিরে ধরল। বিনিদ্র রাত্রি-যাপন পথের শ্রম কিংবা উত্তেজনার জন্যে এ ক্লান্তি নয়। বেঁচে থাকাটাই তাঁর কাছে ভয়ংকর ক্লান্তিকর মনে হল। বেঞ্চির পিঠে হেলান দিয়ে তিনি চোখ বুজলেন আর মুহূর্তের মধ্যে গাঢ় ঘুমে ঢলে পড়লেন।

—আপনারা কি সেলগুলি দেখতে চান?—ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন।

নেখলুডভ জেগে উঠে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন তিনি কোথায় আছেন। ইংরেজ ভদ্রলোক ততক্ষণে লেখা শেষ করেছেন। তিনি সেল দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

শ্রান্ত, উদাসীন নেখলুডভ তাঁকে অনুসরণ করলেন।

ছোট একটি ঘরের মধ্য দিয়ে তাঁরা দুর্গন্ধযুক্ত করিডরে এসে পড়লেন। আশ্চর্য হয়ে তাঁরা দেখলেন দুটি লোক প্রকাশ্যে মেঝেতে প্রস্রাব করছে। তাড়াতাড়ি জায়গাটা পেরিয়ে তাঁরা প্রথম ওয়ার্ডে ঢুকলেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে ইন্সপেক্টর ও রক্ষী। এই ওয়ার্ডে থাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা। এই ঘরে প্রায় সত্তরজন কয়েদী আছে। সবাই তখন শুয়ে পড়েছে। ভিজিটরদের দেখে সবাই শিকলের ঝনঝন শব্দ তুলে বিছানা থেকে নেমে খাটের পাশে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দুজন শুধু উঠল না। একজন যুবক জ্বরে বেহুঁস অন্যজন বৃদ্ধ সে গোঙাচ্ছে।

ইংরেজ ভদ্রলোক জানতে চাইলেন যুবকটি কতদিন অসুস্থ? ইন্সপেক্টর জবাবে বলল, যুবকটির জ্বর আজ সকাল থেকেই, বৃদ্ধের পেটের যন্ত্রণা অনেকদিনের কিন্তু হাসপাতালে জায়গা না থাকায় পাঠানো যাচ্ছে না। ইংরেজ ভদ্রলোক অসম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। নেখলুডভকে তিনি বললেন, এদের কাছে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই, আপনি অনুগ্রহ করে অনুবাদ করে দেবেন।

এখন বোঝা গেল সাইবেরিয়ার নির্বাসন কেন্দ্র ও বন্দীনিবাসগুলি পরিদর্শন করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; ধর্মের পথে ত্রাণ ও উদ্ধারের প্রচার করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

—ওদের বলুন যীশু ওদের করুণা করেন, ওদের ভালবাসেন। ওদেরই জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। একথা বিশ্বাস করলেই ওরা মুক্তি পাবে। ওদের বলুন এই বইতে এসব কথা লেখা আছে। এদের মধ্যে কি কেউ পড়তে পারে?

তাঁকে বলা বলা হল কুড়িজন পড়তে পারে।

ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর ব্যাগ থেকে খানকয়েক বাঁধানো "টেস্টামেণ্ট" বের করলেন। কয়েদীরা এতক্ষণ দু হাত পাশে ঝুলিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এখন কতগুলি কঠিন কালো নখওলা হাত তাঁর দিকে প্রসারিত হল। এই ওয়ার্ডে তিনি দুখানা টেস্টামেণ্ট বিলি করলেন।

দ্বিতীয় ওয়ার্ডে একই ব্যাপার ঘটল। এখানেও সেই দুর্গন্ধ, দুই জানলার মাঝখানে ঝোলানো দেব-মূর্তি, দরজার বাঁ দিকে জলের টব। ঘেঁষাঘেষি করে সবাই শুয়ে আছে। একই ভাবে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সবাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখানেও তিনজন অসুস্থ। বিছানা ছেড়ে তারা উঠল না, এমনকি নবাগতদের দিকে তাকিয়েও দেখল না। ইংরেজ ভদ্রলোক এখানেও একই বক্তৃতা দিলেন এবং দুখানা টেস্টামেণ্ট বিলি করলেন।

তৃতীয় ঘর থেকে গোলমাল ও চিৎকারের শব্দ ভেসে এল। ইন্সপেক্টর দরজায় টোকা দিয়ে চিৎকার করে সবাইকে শান্ত হতে বলল। দরজা খোলার পর ভিজিটররা দেখতে পেলেন এখানেও কয়েদীরা বিছানার পাশে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যতিক্রম শুধু কয়েকজন যারা অসুস্থ আর দুজন যারা মারামারি করছিল। রাগে এই দুজনের মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। এরা দুজন দুজনকে জাপটে ধরেছে, একজন অন্যজনের চুলের মুঠি অন্যজন প্রতিদ্বন্দ্বীর দাড়ি টেনে ধরেছে। ইন্সপেক্টর তাদের

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দুজন দুজনকে ছেড়ে দিল। একজনের নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল, সে জামার হাতা দিয়ে রক্ত মুছে নিল আর একজন তার দাড়ির ছেঁড়া চুলগুলো গুছিয়ে কুড়িয়ে নিল।

ইন্সপেক্টর চিৎকার করে ডাক দিল : মনিটর!

স্বাস্থ্যবান সুদর্শন একটি লোক এগিয়ে এসে বলল, স্যার আমি ওদের ছাড়াতে পারিনি। '

ইন্সপেক্টর ভ্রূকুটি করে বলল, আচ্ছা আমি ওদের দেখে নেব।

—ওরা কি কারণে মারামারি করছিল?—ইংরেজ ভদ্রলোকটি জানতে চাইলেন।

নেখলুডভ মনিটরের কাছে কারণ জানতে চাইলেন।

মনিটর ফিক করে হেসে বলল, ওদের একজন অন্যের কম্বল চুরি করেছিল। একজন ঘুষি চালায় অন্যজন তার বদলা নেয়।

—আমি ওদের কিছু বলতে চাই। ইংরেজ ভদ্রলোক ইন্সপেক্টরকে বললেন।

নেখলুডভ অনুবাদ করে দিলেন।

ইন্সপেক্টর বলল, হ্যাঁ, আপনি তা পারেন।

ইংরেজ ভদ্রলোক ব্যাগ থেকে রেক্সিন বাঁধাই একখানি টেস্টামেণ্ট বের করলেন। নেখলুডভকে অনুরোধ করলেন তিনি যা বলবেন তা অনুবাদ করে দেবার জন্যে।

—তোমরা ঝগড়া করেছ এবং একে অপরকে ঘুষি মেরেছ কিন্তু খৃষ্ট যিনি আমাদের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন তিনি কিন্তু ঝগড়া মেটাবার অন্য উপায় দেখিয়েছেন। খৃষ্টের উপদেশ অনুযায়ী যারা আমাদের প্রতি অন্যায় করেছে তাদের সঙ্গে আমরা কেমন ব্যবহার করব সেকথা ওরা জানে কিনা জিজ্ঞেস করুন তো।

নেখলুডভ ইংরেজ ভদ্রলোকের কথা ও তাঁর প্রশ্ন অনুবাদ করে দিলেন।

—প্রধানের কাছে নালিশ কর আর তিনিই সব মিটিয়ে দেবেন। এই তো?—যুধ্যমান এক কয়েদী উত্তর দিল। বলেই সে আড়চোখে ইন্সপেক্টরের কঠিন মুখের দিকে তাকাল।

—চোয়ালে লাগাও একখানা কষে, তাহলে সে তোমাকে এমনিতেই ছেড়ে দেবে।—আর একজন বলল।

একটা হাসির ঝড় উঠল ঘরের মধ্যে। •

নেখলুডভ এদের কথাগুলো অনুবাদ করে দিলেন।

—ওদের বলে দিন খৃষ্টের উপদেশ অনুযায়ী উল্টোটাই করতে হবে। যদি কেউ আমার এক গালে চড় মারে তাহলে আমাকে অন্য গাল বাড়িয়ে দিতে হবে।—ইংরেজ ভদ্রলোক তার একটি গাল ঘুরিয়ে দেখালেন।

নেখলুডভ অনুবাদ করে দিলেন।

—ওঁকেই পরীক্ষা করে দেখতে বলুন না।—একজন মন্তব্য করল।

—সে যদি চড়টা গালে না মেরে অন্য কোথাও মারে তাহলে কি বাড়িয়ে দেব? একজন অসুস্থ কয়েদী বলল।

—তখন তাকে আগাপাশতলা ধোলাই দিতে হবে।

—ওঁকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে বলুন।—সব কয়েদীরা একসঙ্গে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল। যার নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল সেও হেসে ফেলল। অসুস্থ কয়েদীরাও হাসিতে যোগ দিল।

কিন্তু ইংরেজ ভদ্রলোক এইসব ঠাট্টা বিদ্রূপেও অবিচলিত রইলেন। তিনি ইন্সপেক্টরকে প্রশ্ন করলেন অসুস্থ কয়েদীদের একটা আলাদা ঘরে রাখা হয় না কেন? ইন্সপেক্টর বলল, ওদের ইচ্ছা অনুযায়ীই সরানো হয়নি। এদের অসুখটা সংক্রামকও নয়। তাছাড়া মেডিক্যাল অ্যাসিস্টেন্ট এদের দেখাশোনা করে এবং যা দরকার সেইমত ব্যবস্থা করে।

—গত পনের দিন তার পা এখানে পড়েনি।—একজন কয়েদী মন্তব্য করল।

ইন্সপেক্টর কোন উত্তর না দিয়ে দলটিকে নিয়ে পাশের ওয়ার্ডের দিকে চলল। এই ওয়ার্ডে এবং আরো কয়েকটি ওয়ার্ডে ইংরেজ ভদ্রলোক বিনা বাধায় বক্তৃতা দিলেন এবং টেস্টামেন্ট বিতরণ করলেন।

এরপর তাঁরা গেলেন নির্বাসিতদের ওয়ার্ডে। সেখানে থাকে কম্যুন থেকে নির্বাসিত এবং স্বেচ্ছায় যারা এসেছে। সর্বত্রই শীতার্ত, ক্ষুধার্ত, কর্মহীন, রোগগ্রস্ত লাঞ্ছিত এবং অবরুদ্ধ মানুষগুলিকে বন্য পশুর মত দেখানো হল।

ইংরেজ ভদ্রলোক যে ক'টি টেস্টামেন্ট বিলি করার জন্যে এনেছিলেন তা বিলি করা হয়ে গেলে তিনি আর বক্তৃতাও দিলেন না, বইও বিলোলেন না। ওই সব বিষণ্ণ দৃশ্য এবং দমবন্ধ হয়ে আসা পরিবেশে তাঁর উৎসাহও ঝিমিয়ে এসেছে। পরবর্তী ওয়ার্ডগুলি ইন্সপেক্টরের প্রতিবেদন শুনে শুধু 'ঠিক আছে' এই একটি কথাই বললেন।

শ্রান্তি ও হতাশার শেষ সীমায় পৌছেছেন নেখ্লুডভ। তিনি যেন স্বপ্নের ঘোরে হেঁটে চলেছেন। ইংরেজ ভদ্রলোককে সঙ্গ দিতেও অস্বীকার করতে পারছেন না আবার চলে যেতেও পারছেন না।

নির্বাসিতদের একটি ওয়ার্ডে এক বৃদ্ধকে দেখে নেখলুডভ খুব আশ্চর্য হলেন। একে তিনি খেয়া পার হবার সময় দেখেছিলেন। বৃদ্ধটি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে মানে না। তার উদ্ভট কথাবার্তা শুনে তিনিও সেই সময় কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁর তখন ধারণা হয়েছিল লোকটি একটি নিষ্কর্মা ভবঘুরে। এই বিপর্যস্ত বলিরেখাঙ্কিত মানুষটি কয়েদীদের বিছানার পাশে মেঝেতে বসে ছিল। লোকটির খালি পা, পরনে ছাই রঙের কাঁধছেড়া একটা সার্ট এবং একই ধরনের ট্রাউজার। বিরক্তিসূচক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে নবাগতদের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেঁড়া সার্টের ফাঁক দিয়ে তার অস্থিসার বুকটা দেখে বোঝাই যাচ্ছিল সে খুব দুর্বল। কিন্তু তার চোখে মুখে এতটুকু দুর্বলতার আভাস নেই বরং গুরুগম্ভীর এবং উদ্দীপনাময়। অন্যান্য

ওয়ার্ডের মত এখানেও কয়েদীরা লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বৃদ্ধ বসেই রইল। দারুণ রাগে তার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে এবং ভুরু কুঁচকে গেছে।

—উঠে দাঁড়াও।—ইন্সপেক্টর তাকে আদেশ করল।

বৃদ্ধ উঠল না, শুধু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

—তোমার চাকররা তোমাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। আমি তোমার চাকর নই। তোমার কপালে সেই চিহ্ন রয়েছে···।—ইন্সপেক্টরের কপাল দেখিয়ে বৃদ্ধ বলল।

—কী বললি?—ভয় দেখাবার জন্য ইন্সপেক্টর এক পা এগোলেন।

—এই লোকটিকে আমি চিনি। কেন একে এখানে আটক রাখা হয়েছে?—নেখলুডভ তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন।

—পাসপোর্ট ছিল না বলে পুলিস এখানে পাঠিয়েছে। ওদের বার বার বলি এদের পাঠিও না তবু ওরা পাঠাবে।

নেখলুডভের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বলল, মনে হচ্ছে আপনিও খৃষ্টবিরোধী বাহিনীর লোক?

—না, আমি একজন ভিজিটর।

—খৃষ্টবিরোধীরা কীভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করে তা দেখার বাসনা কেন আপনার জাগল? দেখুন তাহলে। সে এদের খাঁচায় বন্দী করে রেখেছে, একটা গোটা বাহিনীকে। মানুষ ঘাম ঝরিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সে এদের খাঁচায় পুরে অলস করে রেখেছে। খেতে দিচ্ছে শুয়োরের খাদ্য যাতে এরা পশু বনে যায়।

—ও কি বলছে?—ইংরেজ ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

নেখলুডভ বললেন, মানুষকে বন্দী করে রাখার জন্যে সে ইন্সপেক্টরকে ধিক্কার দিচ্ছে।

—ওকে জিজ্ঞেস করুন যারা আইন অমান্য করে তাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত বলে সে মনে করে।

প্রশ্নটা নেখলুডভ তর্জমা করে দিলেন।

বৃদ্ধ দাঁত বের করে অদ্ভুতভাবে হাসল।

—"আইন?"—বার কয়েক সে ঘৃণার সঙ্গে শব্দটা উচ্চারণ করল।

—প্রথমে 'সে' প্রত্যেকের সর্বস্ব কেড়ে নিল, সব জমি আত্মসাৎ করল, মানুষের সব অধিকার কেড়ে নিল—সব কিছুই 'সে' নিজে নিয়ে নিল। যারা তার বিরোধিতা করল তাদের খুন করল তারপর 'সে' আইন রচনা করল লুণ্ঠন ও হত্যা নিষিদ্ধ করে। আইনগুলি তার আরো আগে লেখা উচিত ছিল।

নেখলুডভ বৃদ্ধের কথাগুলি তর্জমা করে শোনালে ইংরেজ ভদ্রলোক হাসলেন।

—আচ্ছা ওকে জিজ্ঞেস করুন তো খুনী ও চোরদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত বলে ও মনে করে।

নেখলুডভ প্রশ্নের তর্জমা করে বৃদ্ধকে শোনালেন।

—ওকে বলুন খৃষ্টবিরোধী তকমাটা খুলে ফেলতে তাহলেই বুঝতে পারবে চোর খুনী বলে কেউ নেই। ভুরু কুঁচকে ঝাঁঝাল স্বরে সে বলল, ওকে চলে যেতে বলুন।

বৃদ্ধের কথা তর্জমা করে শোনালে ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন, লোকটা পাগল। সেল থেকে তিনি তখুনি বেরিয়ে গেলেন।

—নিজের চরকায় তেল দাও, অন্যকে বাঁচতে দাও। প্রত্যেকেই নিজের জন্যে। ঈশ্বর জানেন কাকে শাস্তি দিতে হবে, কাকে ক্ষমা করতে হবে। আমরা তার কি জানি? নিজেই নিজের উপরওলা হও তাহলে আর উপরওলার দরকার হবে না।—রাগে গজগজ করতে করতে বৃদ্ধ কথাগুলি বলল।

নেখলুডভ তখনো ওয়ার্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বৃদ্ধ বলল, খৃষ্টবিরোধীর চেলারা কিভাবে উকুনের মত মানুষকে কুরে কুরে খায় তা তো অনেক দেখলেন, আর কেন? এবার যান। চলে যান।

নেখলুডভ ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলেন। ইংরেজ ভদ্রলোক তখন একটি ঘরের খোলা দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে জানতে চাইছিলেন—এটা কাদের সেল?

—এটা লাশ-ঘর।

'ওঃ' বলে তিনি লাশ-ঘরটি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

লাশ-ঘরটি একটি সাধারণ সেল, বেশি বড় নয়। একটি ছোট লণ্ঠন দেওয়ালে ঝোলানো রয়েছে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় দেখা যাচ্ছে এক কোণে জড়ো করা কিছু বস্তা ও কাঠ ও দক্ষিণ দিকে শোবার তাকের উপর চারটি মৃতদেহ। প্রথম মৃতদেহটির পরনে মোটা সুতীর সার্ট ও পাজামা। দেহটি একটি লম্বা লোকের, ছোট্ট দাড়ি, মাথাটা অর্ধেক কামানো। দেহটা এরই মধ্যে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। নীল হাত দুটি বোধ হয় বুকের উপর ছিল কিন্তু এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে। পা দুটিও ছড়ানো। তার পাশেই এক বৃদ্ধার মৃতদেহ। খালি পা, খালি মাথা, পরনে শুধু সাদা পেটিকোট ও জ্যাকেট। যন্ত্রণাপীড়িত হলদে মুখ ও তীক্ষ্ণ নাক। এরপরেই বেগনী রঙের পোশাক পরা একটি পুরুষের মৃতদেহ। এই রঙটা দেখেই নেখলুডভের কি যেন মনে পড়ে গেল।

তিনি কাছে এগিয়ে গেলেন। মৃতদেহটি দেখতে লাগলেন।

ছোট ছুঁচলো দাড়ি উপর দিকে তোলা। সুগঠিত নাক, চওড়া সাদা কপাল, পাতলা কোঁকড়ানো চুল—অতি পরিচিত একটি মুখের সব কটি লক্ষণই তিনি ওই মুখে দেখলেন। গতকাল এই মুখে তিনি দেখেছেন রাগ, উত্তেজনা ও যন্ত্রণার চিহ্ন। এখন সে মুখ শান্ত, আবেগমুক্ত এবং অসাধারণ সুন্দর।

হ্যাঁ। এই-ই সেই ক্রিলৎসভ অথবা তার দৈহিক অস্তিত্বের শেষ চিহ্ন তো বটেই।

কেন সে এত কষ্ট পেল? কেন সে বেঁচে ছিল? এখন কি সে তার মানে বুঝতে পেরেছে? প্রশ্ন দুটি তাঁকে আলোড়িত করে তুলল। কিন্তু এসব প্রশ্নের বোধ হয় কোন উত্তর নেই। উত্তর নেই, আছে শুধু মৃত্যু।

নেখলুডভ অসুস্থ বোধ করলেন তাই ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায়

না নিয়েই তিনি ইন্সপেক্টরকে অনুরোধ করলেন তাঁকে উঠোন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। তাঁর মন চাইল একান্তভাবেই একা থাকতে। বিকেলে যা তিনি দেখলেন তা আবার গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্যেই তাঁর একা থাকার দরকার। হোটেলে ফিরে গেলেন তিনি।

নেখলুডভ শুতে গেলেন না, অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। কাতুশার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবসান হয়েছে। তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা একই সঙ্গে দুঃখের এবং লজ্জার। তবে এই ব্যাপারটা এখন আর তাঁকে অস্থির বা অশান্ত করছে না কারণ তাঁর আরব্ধ কাজ এখনো অসমাপ্ত রয়েছে। সেই কাজের চিন্তাগুলিই এখন তাঁকে বিচলিত করছে এবং কাজের মধ্যে টানতে চাইছে। সম্প্রতি যেসব ভয়ংকর অন্যায় তিনি দেখেছেন বা শুনেছেন বিশেষ করে লাশ-ঘরে আজ যে ভয়ংকর অন্যায়, পাপ তিনি দেখেছেন যা তাঁর প্রিয় ক্রিল্‌ৎসভকে হত্যা করেছে—শেষ পর্যন্ত তো সেই অন্যায়, সেই পাপই জয়ী হচ্ছে। সেই পাপীদের পরাজিত করবার এমন কি তার সম্ভাবনাও তো তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই সব হাজার হাজার লাঞ্ছিত মানুষের মুখ যাদের একদল নির্বিকার জেনারেল, প্রকিউরার ও ইন্সপেক্টররা কারাগারের বীভৎস পরিবেশে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। তাঁর মনে পড়ল সেই মুক্ত বৃদ্ধের কথা। কর্তৃপক্ষকে অভিযুক্ত করেছিল বলে তাকে পাগল সাব্যস্ত করা হল। মনে পড়ল একাধিক মৃতদেহের মধ্যে মোমের মত সাদা ক্রিল্‌ৎসভের সুন্দর মুখখানি। অনেক ক্রোধ নিয়ে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আবার সেই প্রশ্নটাই তাঁর কাছে ফিরে এল। তিনি পাগল না যারা ঠাণ্ডা মাথায় এই পাপ কাজগুলি করছে তারা পাগল? উত্তরের দাবি নিয়ে অত্যন্ত জোরালভাবে প্রশ্নটি তাঁর কাছে দেখা দিল।

অবিরাম পায়চারি ও চিন্তা করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। একসময় বাতিটার পাশে সোফায় তিনি বসে পড়লেন, যন্ত্রবৎ তিনি টেবিলের উপর থেকে 'টেস্টামেন্ট'খানা নিয়ে পাতা ওলটালেন। স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইংরেজ ভদ্রলোক এই 'টেস্টামেন্ট খানা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। পকেট থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে বইখানাও বের করে তিনি টেবিলের উপর রেখেছিলেন।

লোকে বলে এই বইতে নাকি সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। একথা ভাবতে ভাবতেই তিনি বইয়ের পাতা ওলটালেন এবং মথি লিখিত সুসমাচারের অষ্টাদশ অধ্যায় থেকে পড়তে লাগলেন:

১। সেই সময় শিষ্যেরা যীশুর নিকট আসিয়া বলিলেন, স্বর্গ-রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

২। তিনি একটি শিশুকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের মধ্যে দাঁড় করাইলেন।

৩। এবং বলিলেন আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি যে তোমরা যদি শিশুদের ন্যায় না হইয়া উঠ তবে কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

৪। অতএব যে কেহ আপনাকে এই শিশুর মত নত করে সে-ই স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ।

নেখলুডভ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, একথা ঠিক। তাঁর মনে পড়ল যখন তিনি শিশুর মত বিনম্র হতে পেরেছিলেন তখনই তিনি জীবনে শান্তি ও আনন্দ পেয়েছেন।

৫। আর যে কেহ ইহার মত একটি শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে।

৬। যে শিশুগণ আমাকে বিশ্বাস করে যদি কেহ তাহাদের মধ্যে এক-জনকেও দুঃখ দেয় তাহা হইলে তাহার গলায় বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবাইয়া দেওয়া বরং তাহার পক্ষে ভাল।

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ উপদেশ পড়ে নেখলুডভের মনে কতগুলি প্রশ্ন জাগল। বিস্মিত হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, এসব কথার মানে কি? 'যে এইভাবে গ্রহণ করবে'। কোথায় গ্রহণ করবে? 'আমার নামে'। এর মানেই বা কি? তিনি উপলব্ধি করলেন এই শব্দগুলি তাঁর মনে কোন সাড়া জাগাচ্ছে না, কোন পথের নির্দেশ দিচ্ছে না। এমনকি দুর্বোধ্যও লাগছে। তাঁর মনে পড়ল ধর্মগ্রন্থ তিনি একাধিকবার পড়েছেন কিন্তু অনেক শ্লোকই তাঁর কাছে দুর্বোধ্য ও সামঞ্জস্যহীন মনে হয়েছে। তবু মনে হয় এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ভাল আছে।

নেখলুডভ আবার পড়তে লাগলেন।

১১। আর যাহা হারাইয়া গিয়াছে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যই মানবপুত্রের আবির্ভাব হইয়াছে।

১২। তোমাদের কি মনে হয়? কোন ব্যক্তির যদি একশত মেষ থাকে, আর তাহাদের মধ্যে যদি একটি হারাইয়া যায় তবে সে কি নিরানব্বইটা ছাড়িয়া পর্বতে গিয়া ওই হারানো মেষটির অন্বেষণ করে না!

১৩। আর যদি সে কোনক্রমে সেটিকে পায় তবে আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, যে নিরানব্বইটা হারাইয়া যায় নাই তাহাদের অপেক্ষা সেইটির নিমিত্ত সে অধিক আনন্দ বোধ করে।

১৪। সেইরূপ এই শিশুদের মধ্যে একজনও যে বিনষ্ট হয় তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার এমন ইচ্ছা নয়।

এই পর্যন্ত পড়ে নেখলুডভ বলে উঠলেন, হ্যাঁ, একজনও ধ্বংস হয় তা পরম পিতার ইচ্ছা নয়। অথচ এখানে হাজার হাজার মানুষকে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। এদের রক্ষা করার কোন সম্ভাবনাই নেই। আবার তিনি পড়তে শুরু করলেন।

২১। তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কতবার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? সাতবার পর্যন্ত কি?

২২। যীশু তাহাকে বলিলেন, তোমাকে বলিতেছি না সাত বার পর্যন্ত, বরং সত্তর গুণ সাতবার পর্যন্ত।

২৩। এজন্য স্বর্গ-রাজ্য এমন একজন রাজার তুল্য, যিনি আপন দাস-গণের নিকট হিসাব লইতে চাহিলেন।

২৪। তিনি হিসাব আরম্ভ করিলে, একজন তাঁহার নিকট আনীত হইল, যে তাঁহার কাছে দশ সহস্র তালন্ত* ধারিত।

২৫। কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে তাহার প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রীপুত্রাদি সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া আদায় করিতে আজ্ঞা করিলেন।

২৬। তাহাতে সেই দাস তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণিপাত করিয়া কহিল, হে প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার ঋণ সমস্তই পরিশোধ করিব।

২৭। তখন সেই দাসের প্রভু করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন ও তাহার ঋণ ক্ষমা করিলেন।

২৮। কিন্তু সেই দাস বাহিরে গিয়া তাহার সহদাসদের মধ্যে একজনকে দেখিতে পাইল যে তাহার নিকট একশত পেন্স ধারিত। সে তাহাকে ধরিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, তুই যা ধারিস তাহা পরিশোধ কর।

২৯। তখন তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া মিনতিপূর্বক বলিল, আমার প্রতি ধৈয ধর, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব।

৩০। তথাপি সে সম্মত হইল না, তাহাকে কারাগারে ফেলিয়া রাখিল যে পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে।

৩১। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহদাসেরা বড়ই দুঃখিত হইল এবং প্রভুর কাছে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিল।

৩২। তখন তার প্রভু তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিল, দুষ্ট দাস! তুমি আমার কাছে মিনতি করাতে আমি তোমার সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলাম।

৩৩। আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করিয়াছিলাম তেমনি তোমার কি উচিত ছিল না সহদাসের প্রতি দয়া করা।

---

* এক তালন্ত ৩০০০ টাকার মত।

নেখলুডভ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, এইতো সব প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। হ্যাঁ, এইতো সব।

যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেন তাঁদেরই মত নেখলুডভেরও উপলব্ধি ঘটল। যে ভাবগুলি গোড়ায় মনে হয় অদ্ভুত, স্ব-বিরোধী এমনকি বিদ্রূপের বস্তু, জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হয়ে তা হঠাৎই হয়ে ওঠে সহজতম, সরলতম নিশ্চিততম সত্য। এইভাবে যে ভয়ংকর পাপের জন্য মানুষ যন্ত্রণাভোগ করছে তার থেকে মুক্তির একমাত্র নিশ্চিত পথ হল ঈশ্বরের কাছে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করা তাহলেই অপরকে শাস্তি দিতে বা সংশোধন করতে যে তারা অক্ষম তা বুঝতে পারবে। এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল কেন এই অন্যায়গুলি ঘটে। কারাগারে যে নৃশংস পাপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা ঘটেছে অপরাধীদের আত্ম-বিশ্বাসের ফলেই অর্থাৎ অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা থেকে। নিজেরা অপরাধী হয়ে অন্যের অপরাধ সংশোধন করার চেষ্টা করে বলে। অসৎ, দুশ্চরিত্র লোকেরা চেষ্টা করছে অন্যের স্বভাব সংশোধন করতে। যান্ত্রিক উপায়েই তারা এই চেষ্টা করছে। তার ফল কী হচ্ছে? যেসব অভাবী লোভী মানুষেরা অন্যকে শাস্তিদান ও সংশোধনকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা নিজেরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং যাদের তারা নির্যাতন করছে তাদেরও দুর্নীতির পথে ঠেলে দিচ্ছে। নেখলুডভ এখন স্পষ্টই দেখতে পেলেন এইসব ভয়াবহ দৃশ্য যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার উৎস কোথায়। এর অবসান কিভাবে হতে পারে তার পথও তিনি দেখতে পেলেন। যে উত্তর তিনি এতদিন খুঁজেছেন কিন্তু পাননি আজ তা পেলেন পিতরকে দেওয়া খৃষ্টের উত্তরের মধ্যে। উত্তরটা হচ্ছে মানুষকে ক্ষমা করা, অজস্রবার ক্ষমা করা কারণ পৃথিবীতে এমন একটি মানুষও নেই যে নিজে অপরাধী নয়। সুতরাং এমন কেউ-ই নেই যে অন্যকে শাস্তি দিতে বা সংশোধন করতে পারে।

ব্যাপারটা অত সহজ নাও হতে পারে—নেখলুডভ ভাবলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত ভাবেই বুঝলেন যে গোড়ায় গোড়ায় যত অদ্ভুতই ঠেকুক না কেন এটা শুধু তাত্ত্বিক সমাধানই নয়, প্রশ্নটির বাস্তব সমাধান তো বটেই। "দুষ্কৃতকারীদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?" "নিশ্চয়ই তাদের বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেওয়া হবে না।"—এইসব প্রশ্নে নেখলুডভ আর বিভ্রান্ত হচ্ছেন না। এইসব অশান্তির একটা মানে থাকত যদি দেখা যেত শাস্তি দেওয়ায় অপরাধের সংখ্যা কমছে এবং অপরাধীর অপরাধপ্রবণতা কমছে। কিন্তু উল্টোটাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এটাও প্রমাণিত সত্য যে অপরকে সংশোধন করার ক্ষমতা কারও নেই। সুতরাং একমাত্র যুক্তিসম্মত কাজ হচ্ছে সেইসব কাজ থেকে বিরত থাকা যা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, ক্ষতিকারক, নীতিবিরুদ্ধ এবং নিষ্ঠুর। শতাব্দীকাল ধরে অপরাধী বলে গণ্য লোকদের হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু তাতে কি অপরাধীরা নির্মূল হয়েছে? নির্মূল হওয়া দূরে থাক তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দু ধরনের অপরাধীর সংখ্যাই বাড়ছে: শাস্তির ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত অপরাধী এবং আইনসিদ্ধ অপরাধী যথা বিচারপতি, প্রকিউরার, ম্যাজিস্ট্রেট ও কারাধ্যক্ষরা যারা মানুষের

বিচার করে এবং শাস্তি দেয়। নেখলুডভ আজ বুঝতে পেরেছেন সমাজ ও শৃঙ্খলা যে আজও বজায় আছে তার মূলে এইসব দণ্ডদাতা আইনসিদ্ধ অপরাধীরা নেই। টিকে আছে তার কারণ এদের কলুষিত প্রভাব সত্ত্বেও মানুষ আজও একে অপরকে করুণা করে, ভালবাসে।

খৃষ্টের উপদেশাবলীর মধ্যে নিজের এই চিন্তাধারার সমর্থন লাভের আশায় তিনি আবার গ্রন্থখানি গোড়া থেকে পড়তে শুরু করলেন। "পর্বত শিখর থেকে প্রদত্ত উপদেশ" (Sermon on the Mount) অংশটি তিনি পড়লেন। এই অংশটি সব সময়েই তাঁকে অভিভূত করে। কিন্তু আজই তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন যে এইসব উপদেশবলী শুধুমাত্র একটি সুন্দর বিমূর্ত চিন্তার প্রকাশ কিংবা এতে কতকগুলি অতিরঞ্জিত ও অসম্ভব দাবি করা হয়েছে তা নয়। এতে রয়েছে অত্যন্ত সরল, প্রাঞ্জল এবং বাস্তব বিধান যা কাজে পরিণত করতে পারলে (আর এটা খুবই সম্ভব) এমন একটি নতুন ও বিস্ময়কর সমাজ পরিবেশ গড়ে উঠবে যেখানে হিংসা বিক্ষোভ আপনা থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ যা মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব—এই মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ-রাজ্য—সেখানেও পৌঁছনো যাবে।

এই রকম বিধান আছে পাঁচটি।

প্রথম বিধান হচ্ছে (মথি অধ্যায় ৫/২১-২৬) এই যে: কেউ তার ভাইকে হত্যা করবে না, এমন কি ক্রোধান্বিতও হবে না। কাউকে সে নির্বোধ মনে করবে না। যদি সে কারো সঙ্গে ঝগড়া করে তবে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার আগে অর্থাৎ প্রার্থনা শুরুর আগে তার সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে (মথি/অধ্যায় ৫/২৭-৩২) এই যে: মানুষ ব্যভিচার করবে না এবং নারীর সৌন্দর্যকে কামনার দৃষ্টিতে দেখবে না। যদি কোন নারীর সঙ্গে সে একসূত্রে আবদ্ধ হয় তবে কোনদিনই তার প্রতি অবিশ্বাসী হবে না।

তৃতীয় বিধান হচ্ছে (মথি/অধ্যায় ৫/৩৩-৩৭) এই যে, শপথের দ্বারা কখনো আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

চতুর্থ বিধান হচ্ছে (মথি/অধ্যায় ৫/৩৮-৪২) এই যে: মানুষ কখনই চোখের বিনিময়ে চোখ, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত দাবি করবে না। যদি তোমার এক গালে কেউ চড় মারে তবে অন্য গালটি এগিয়ে দেবে, তাকে ক্ষমা করে বিনম্রভাবে সেই আঘাত সহ্য করবে।

পঞ্চম বিধান হচ্ছে (মথি/অধ্যায় ৫/৪৩-৪৮) এই যে: মানুষ তার শত্রুদের ঘৃণা করবে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না বরং তাদের ভালবাসবে, সাহায্য করবে এবং সেবা করবে।

নেখলুডভ বাতিটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর হৃৎপিণ্ডও যেন স্থির হয়ে আছে। যে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল জীবন আমরা যাপন করি সেকথা স্মরণ করে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে মানুষকে যদি এইসব বিধান মেনে চলতে শেখানো হতো তাহলে তাদের জীবন সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে পারত। যে আনন্দ তিনি অনেক

দিন অনুভব করেননি আজ সেই আনন্দের উপলব্ধিতে তাঁর মন ভরে উঠল। এ যেন দীর্ঘ দিনের ক্লান্তি ও যন্ত্রণাভোগের পর হঠাৎ আজ তিনি শান্তি ও মুক্তির স্বাদ পেলেন।

সারাটা রাত তিনি ঘুমোতে পারলেন না। উপদেশাবলী তিনি অনেকবার পড়েছেন কিন্তু তার নির্গলিতার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। আজই প্রথম তিনি উপদেশাবলীর সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। স্পঞ্জ যেমন জলকে শুষে নেয় তিনিও তেমনি এইসব প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দময় অভিব্যক্তিকে প্রাণ ভরে পান করলেন। আজ তিনি যা পড়লেন তা সবই তাঁর পরিচিত মনে হল, সবই তিনি জানতেন কিন্তু এমনভাবে আগে কোনদিন এর অর্থ উপলব্ধি করেননি এবং কখনো বিশ্বাসও করেননি। আজ যে শুধু তিনি বিশ্বাস করছেন এবং উপলব্ধি করছেন তা-ই নয়, আজ তিনি বিশ্বাস করছেন এবং উপলব্ধি করছেন যে মানুষ যদি এই বিধানগুলি মেনে চলে তাহলে তারা সর্বোত্তম আশীর্বাদও লাভ করবে। তিনি আরো উপলব্ধি করলেন যে এই বিধানের সত্যগুলিকে পূর্ণ করা প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য কারণ এগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনের যুক্তিসঙ্গত অর্থ। অন্যদিকে এই বিধানগুলি থেকে বিচ্যুত হওয়া মানেই ভ্রান্তি যার পরিণতি প্রতিশোধ। এই শিক্ষাই প্রবাহিত হয়েছে সমগ্র উপদেশাবলীর মধ্যে। দ্রাক্ষা-কুঞ্জের নীতি কাহিনীতে এই সত্যই অত্যন্ত জোরালোভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে।

চাষীরা ভেবেছিল যে দ্রাক্ষাকুঞ্জে প্রভুর হয়ে তাদের কাজ করতে পাঠানো হয়েছে সেটা বুঝি তাদের নিজেদের এবং সেখানে যা কিছু আছে সবই তাদের। তারা ভেবেছিল দ্রাক্ষাকুঞ্জে জীবনকে উপভোগ করাই বুঝি তাদের কাজ। প্রভুর কথা তারা ভুলে গিয়েছিল। যারা প্রভুর অস্তিত্ব তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল তাদের তারা হত্যা করেছিল।

আমরাও কি একই কাজ করছি না? নেখলুডভ ভাবতে লাগলেন। আমরাও তো নিজেকে আমাদের জীবনের প্রভু মনে করি। আমরাও তো ভাবি যে সুখ-সম্ভোগের জন্যেই বুঝি আমরা এ জীবন লাভ করেছি। কিন্তু এ তো অসম্ভব। কারো ইচ্ছায় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমরা স্থির করে ফেলেছি যে নিজেদের সুখের জন্যই শুধু আমরা বাঁচব। স্বভাবতই দুঃখই আমাদের সাথী হয়, প্রভুর আদেশ পূর্ণ না করায় দ্রাক্ষাকুঞ্জের চাষীদের ভাগ্যে যেমনটি জুটেছিল। এই বিধানগুলির মধ্যে প্রভুর ইচ্ছাই ব্যক্ত হয়েছে। যেদিন মানুষ এই বিধানগুলি পরিপূর্ণভাবে মেনে চলবে সেদিনই মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মানুষও তার সাধ্য অনুযায়ী লাভ করবে সর্বোত্তম মঙ্গল।

"কিন্তু তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধর্মকে সন্ধান কর এবং তাহা হইলেই এর সব কিছু তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হইবে।"

—কিন্তু আমরা এইসব তুচ্ছ জিনিসের সন্ধান করি তাই ওই সত্যকে পাই না।

হ্যাঁ, এই তো—এই তো আমার জীবনের কাজ। একটা কাজ শেষ করতে না করতেই শুরু হয়ে গেল আর একটা কাজ।

সেই রাতে একটি সম্পূর্ণ নতুন জীবন লাভ করলেন নেখলুডভ।

জীবনের নতুন পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করেছেন বলে নয়, সেই রাতের পর থেকে তিনি যা কিছুই করেছেন সবই তাঁর কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে এনেছে।

তাঁর জীবনের এই নতুন অধ্যায় কিভাবে সমাপ্ত হবে একমাত্র সময়ই তার উত্তর দেবে।

সমাপ্ত